আবু দাউদ শরীফ

দ্বিতীয় খন্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

আবু দাউদ শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

আবূ দাঊদ শরীফ

দ্বিতীয় খণ্ড

ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবূ দাউদ শরীফ (দ্বিতীয় খণ্ড)
ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)
অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৮০
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১০২
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭০৬/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২
ISBN : 984-06-0054-x
প্রথম প্রকাশ
এপ্রিল ১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ
আগস্ট ২০০৬
শ্রাবণ ১৪১৩
রজব ১৪২৭
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১

মূল্য : ১৮৫.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (2nd. Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 185.00 ; US Dollar : 7.00

সূচীপত্র

কিতাবুস সালাত (অবশিষ্ট)
(নামায)

ষষ্ঠ পারা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

সপ্তম পারা

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা

অষ্টমপারা

অনুচ্ছেদ		পৃষ্ঠা

নবম পারা

	অনুচ্ছেদ			পৃষ্ঠা

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাঊদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাঊদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্মে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাঊদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ্ সিত্তাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র), কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্‌ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাউদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাউদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাউদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাউদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯২ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন !

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الصَّلٰوةِ (بَقِيه)

নামায (অবশিষ্ট)

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا اِلٰي مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ اِلٰي مَنْ هُوَ اَفْقَهُ مِنْهُ

আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জল করে রাখুন — যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হেফাজত করল এবং এমন লোকের নিকট তা পৌঁছে দিল যে তা শুনেনি। জ্ঞানের অনেক বাহক তা এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছায় যে তার অপেক্ষা অধিক সমঝদার — (আবু দাউদ, তিরমিযী)।

١٥٦- بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

১৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় হাঁটুর উপর হাত রাখা

٨٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ يَعْفُوْرَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَبِيْ فَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ فَنَهَانِيْ عَنْ ذٰلِكَ فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هٰذَا فَاِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاُمِرْنَا اَنْ نَّضَعَ اَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ ـ

৮৬৭। হাফ্ছ ইব্‌ন উমার (র) ...... মুসআব ইব্‌ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার পিতার পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করাকালে আমার হস্তদ্বয় দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখি। এতদ্দর্শনে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমি পুনরায় এরূপ করায় তিনি আমাকে বলেন ঃ তুমি আর এরূপ করো না, কেননা এক সময় আমরাও এরূপ করতাম ; কিন্তু আমাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং আমাদের হাঁটুর উপর হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى اخْتِلاَفِ اَصَابِعِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৮৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... আল্‌কামা ও আস্‌ওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন রুকূ করবে, তখন সে যেন তার হস্তদ্বয় রানের উপর সম্প্রসারিত করে রাখে এবং হাতের আংগুলগুলো যেন দৃঢ়ভাবে স্থাপন করে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর আংগুলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে রাখতে দেখেছি ...... (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٧- بَابُ مَايَقُوْلُ الرَّجُلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ

১৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযী রুকূ ও সিজদায় যা বলবে

٨٦٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُوْسٰى قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ مُوْسَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَمِّهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ -

৮৬৯। আর-রবী ইব্‌ন নাফে আবু তাওবা (র) .... উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কুরআনের আয়াত "ফাসাব্বিহ বিস্‌মে রব্বিকাল আযীম" অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা এটা রুকূতে পড়বে। অতঃপর কুরআনের অন্য আয়াত সাব্বিহিসমা "রব্বিকাল আলা" অবতীর্ণ হলে তিনি বলেন, এটা তোমরা সিজ্‌দায় পড়বে (ইব্‌ন মাজা)।[১]

٨٧٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا اللَّيْثُ يَعْنِىْ اَبْنَ سَعْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى اَوْمُوْسَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِمَعْنَاهُ زَادَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهٖ ثَلٰثًا وَ اِذَا سَجَدَ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَ بِحَمْدِهٖ ثَلاَثًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ اَنْ لاَّ تَكُوْنَ مَحْفُوْظَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ انْفَرَدَ اَهْلُ مِصْرَ بِاِسْنَادِ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ حَدِيْثُ الرَّبِيْعِ وَ حَدِيْثُ اَحْمَدَ بْنِ يُوْنُسَ -

৮৭০। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) .... উক্‌বা ইবন্ আমের (রা) হতে বর্ণিত ....

---

১. অর্থাৎ আল-কুরআনের ঐ নির্দেশ অনুসারে রুকূ-র তাসবীহ "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম", আর সিজদার তাসবীহ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" পড়ার আদেশ দেয়া হয়। — (সম্পা.)

পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এতে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ করতেন, তখন "সুবহানা রব্বিয়াল আজীম ওয়া বিহামদিহি" তিনবার বলতেন। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা ওয়া বিহামদিহি" তিনবার পাঠ করতেন (ইব্‌ন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ "বিহামদিহি" শব্দটির ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ আছে।

٨٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ اَدْعُوْ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا مَرَرْتُ بِاٰيَةِ تُخَوِّفُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَ فِىْ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى وَ مَا مَرَّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَاَلَ وَلَابِاٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ -

৮৭১। হাফস্ ইব্‌ন উমার (র) .... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন। তিনি রুকূর মধ্যে "সুব্‌হানা রব্বিয়াল আজীম" এবং সিজ্‌দাতে "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" পড়তেন এবং কুরআন পাঠের সময় তিনি যখন কোন রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন তথায় থেমে রহমতের জন্য দু'আ করতেন এবং যখন তিনি কোন আযাবের আয়াত পাঠ করতেন, তখন তথায় থেমে আযাব হতে মুক্তি কামনা করতেন (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٧٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهِ وَرُكُوْعِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

৮৭২। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) .... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজদায় ও রুকূতে "সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন রব্বুল মালাইকাতে ওয়াররূহ্" পাঠ করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ لاَيَمُرُّ بِاٰيَةِ رَحْمَةٍ الاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِاٰيَةِ عَذَابٍ الاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهٖ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ ذِى الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظْمَةِ ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهٖ ثُمَّ قَالَ فِىْ سُجُوْدِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِاٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُوْرَةً سُوْرَةً ـ

৮৭৩। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ...... আওফ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে দণ্ডায়মান হই। তিনি সূরা বাকারা পাঠকালে যখন রহমতের আয়াতে পৌঁছতেন, তখন তিনি (স) তথায় থেমে রহমত কামনা করতেন এবং যখন কোন আযাবের আয়াত আসত, তখন তিনি তথায় থেমে আযাব হতে মাগ্‌ফিরাত কামনা করতেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় রুকূতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানে তিনি "সুব্হানা যিল্ জাবারূতি ওয়াল মালাকূতি ওয়াল কিব্রিয়াই ওয়াল আযমাতি" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি কিয়ামের সমপরিমাণ সময় সিজদাতে অতিবাহিত করেন এবং সেখানেও উপরোক্ত দু'আ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে সূরা আল ইম্রান পাঠ করেন, পরে এক একটি সূরা পাঠ করেন ...... (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٧٤- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ مَوْلَى الاَنْصَارِ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثَلاَثًا ذُو الْمَلَكُوْتِ وَ الْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهٖ وَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوْعِهٖ يَقُوْلُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُوْدُهُ نَحْوًا مِّنْ قِيَامِهٖ فَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَ كَانَ يَقْعُدُ فِيْمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِّنْ سُجُوْدِهٖ وَكَانَ يَقُوْلُ رَبِّ اغْفِرْلِىْ فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَ اٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ اَوِ الاَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ ـ

৮৭৪। আবুল ওয়ালীদ আত–তায়ালিসী (র) ------ হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায পড়তে দেখেন। এ সময় তিনি (স) তিনবার আল্লাহু আকবার বলে — "যুল–মালকূতি ওয়াল জাবারূতি ওয়াল কিব্‌রিয়াই ওয়াল আযমাতি" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন এবং তাঁর রুকূর সময় কিয়ামের সমপরিমাণ ছিল। তিনি রুকূতে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম, সুব্‌হানা রব্বিয়াল আযীম" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি রুকূ হতে মস্তক উত্তোলন করেন এবং এ দণ্ডায়মানের সময়টি প্রায় রুকূর সমান ছিল। তিনি এ সময় "লি–রব্বিয়াল হাম্‌দ" পাঠ করেন। অতঃপর তিনি সিজ্‌দায় গমন করেন, যার পরিমাণ কিয়ামের অনুরূপ ছিল এবং তিনি সিজ্‌দাতে "সুবহানা রব্বিয়াল আলা" পাঠ করেন। পরে তিনি সিজ্‌দা হতে মাথা তুলে বসেন এবং তাঁর দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময়টুকু সিজ্‌দার সময়ের সমপরিমাণ ছিল এবং এস্থানে তিনি "রব্বিগ্‌ফিরলী" পাঠ করেন। এভাবে তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল্ বাকারা, আল্ ইম্‌রান, সূরা নিসা এবং সূরা মাইদা বা সূরা আনআম পাঠ করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٥٨- بَابُ الدُّعَاءِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

১৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদার মধ্যে দু'আ পাঠ সম্পর্কে

٨٧٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوْا اَنَا بْنُ وَهْبٍ اَنَا عَمْرٌو يَّعْنِى ابْنَ الْحَارِث عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَّوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَّبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاَكْثِرُوا الدُّعَاءَ -

৮৭৫। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ------ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ সিজ্‌দাকালীন সময়ে বান্দা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়। অতএব তোমরা এ সময় অধিক দু'আ পাঠ করবে- (মুসলিম, নাসাঈ) ।

٨٧٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَفَ

السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ اَوتُرٰى لَهُ وَ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَاً رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيْهِ وَ اَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ ۔

৮৭৬। মুসাদ্দাদ (র) ········ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা (ইনতিকালের পূর্ব মুহূর্তে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় হুজরার পর্দা উঠিয়ে দেখতে পান যে, লোকেরা হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। তখন তিনি সকলকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে লোকগণ ! এখন হতে নবুয়াতের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, কিন্তু মুসলমানদের সত্যস্বপ্ন যা তারা দেখবে (তাও নবুয়াতের অংশ বিশেষ)। তিনি আরো বলেন ঃ রুকূ ও সিজদাকালীন সময়ে আমাকে কিরাত পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে (কেননা রুকূ'ব উদ্দেশ্য হল রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা)। অতএব তোমরা রুকূতে রবের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর এবং সিজদাতে অধিক দু'আ করার চেষ্টা কর। তোমাদের এই দু'আ কবুল হবে – – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, আহ্‌মাদ)।[১]

٨٧٧– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَ سُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ ۔

৮৭৭। উছ্‌মান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ········ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদাতে এই দুআটি অধিক পাঠ করতেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী" এবং কুরআনের আয়াতের এই অর্থ করতেন – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

১. নবী করীম (স) ছিলেন সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোন নবী বা রাসূলের আগমন হবে না। তাঁর দ্বারা দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অবশ্য মু'মিন মুসলমানদের সত্য স্বপ্নকে তিনি নবুয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ স্বপ্ন শরীআতের হুকুম আহকামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। — (অনুবাদক)

٨٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا وَهْبٌ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْب اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى ابْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ اَوَّلَهُ وَ اٰخِرَهُ زَادَ بْنُ السَّرْحِ عَلاَنِيَتَهُ وَ سِرَّهُ -

৮৭৮। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ...... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যান্‌বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জাল্লাহু ওয়া আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।" ইব্‌নুস সারহ তাঁর বর্ণনায় "আলানিয়াতাহু ওয়া সিররাহু" অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন ... (মুসলিম)।

٨٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوْبَتَانِ وَهُوَ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ اَعُوْذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ -

৮৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) .... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিছানায় না পেয়ে তাঁর সন্ধানে মসজিদে গমন করি। আমি তাঁকে সেখানে সিজ্‌দারত অবস্থায় দেখতে পাই, তখন তাঁর পদদ্বয়ের পাতা খাড়া ছিল। এ সময় তিনি এরূপ বলছিলেন ঃ "আউযু বেরিদাকা মিন্‌ সাখাতিকা ওয়া আউযু বেমাআফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউযুবিকা মিনকা লা আহ্‌সা ছানা' আলায়কা আন্‌তা কামা আছ্‌নায়তা আলা নাফ্‌সিকা ...... (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٩- بَابُ الدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

১৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে দু'আ করা সম্পর্কে

٨٨٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَابَقِيَّةُ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ

عَائِشَةَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ فِيْ صَلَاتِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَّا اَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَ وَعَدَ فَاَخْلَفَ ـ

৮৮০। আমর ইব্‌ন উছমান (র) ...... উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তাঁকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন্ আযাবিল কাব্‌রে ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিত্‌নাতিল মাসীহিদ-দাজ্জাল ওয়া আউযুবিকা মিন্ ফিতনাতিল মাহ্‌ইয়া ওয়াল মামাত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মাছামে ওয়াল মাগ্‌রাম।" তখন এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, মাগ্‌রাম বা কর্জ হতে অধিকভাবে পরিত্রাণ চাওয়ার কারণ কি ? জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়, তখন সে কথা বলতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ওয়াদাও খেলাফ করে।

٨٨١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِاَهْلِ النَّارِ ـ

৮৮১। মুসাদ্দাদ (র) ...... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আবু লায়লা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাশে দণ্ডায়মান হয়ে নফল নামাযে রত ছিলাম। এসময় আমি তাঁকে "আউযু বিল্লাহে মিনান্নার ওয়া ওয়াইলুন্ লে-আহ্‌লিন্নার" বলতে শুনেছি ...... (ইব্‌ন মাজা)।

٨٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَ قُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ اَعْرَابِيٌّ فِى الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ

اِرْحَمْنِىْ وَ مُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَعْرَابِىِّ قَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ -

৮৮২। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ...... আবু সালামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা একত্রে নামায আদায় করি। এ সময় এক বেদুইন আরব বলে ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও আমার উপর রহমত বর্ষণ কর এবং আমাদের ব্যতীত অন্যদের উপর রহমত কর না। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে ঐ বেদুইন ব্যক্তিকে বলেন ঃ তুমি অবশ্যই প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করেছ। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যাপক - - (বুখারী, নাসাঈ)।

٨٨٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ مُّسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خُوْلِفَ وَكِيْعٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَوَاهُ رَكِيْعٌ وَّ شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَّوْقُوْفًا -

৮৮৩। যুহায়র ইব্‌ন হারব্ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখ্‌ন সূরা "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা" পড়তেন, তখন তিনি "সুব্‌হানা রব্বিয়াল আলা" পাঠ করতেন।

٨٨٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُّوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُّصَلِّىْ فَوْقَ بَيْتِه وَ كَانَ اِذَا قَرَأَ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلٰى فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ يُعْجِبُنِىْ فِى الْفَرِيْضَةِ اَنْ يَّدْعُوَ بِمَا فِى الْقُرْاٰنِ -

৮৮৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) .... মূসা ইব্‌ন আবু আয়েশা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ছাদের উপর নামায আদায় করতেন। সে ব্যক্তি যখন কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন ঃ "তিনি (আল্লাহ) কি মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম নন ?" — জবাবে বলতেন, "সমস্ত পবিত্রতা তোমারই (আল্লাহ্‌র) জন্য, অবশ্যই তুমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।" তাকে এসম্পর্কে লোকেরা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হতে এরূপ শ্রবণ করেছি। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ ইমাম আহ্‌মাদ বলেছেন যে, ফরয নামাযের দু'আর মধ্যে কুরআনের আয়াত পাঠ করা আমি উত্তম মনে করি।

١٦٠- بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

১৬০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদায় অবস্থানের পরিমাণ

٨٨٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدُ بْنُ عَبدِ اللّٰهِ نَا سَعِيْدُ الْجَرِيْرِيُّ عَنِ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَمِّهِ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ قَدْرَ مَا يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلاَثًا -

৮৮৫। মুসাদ্দাদ (র) .... সাদী (র) থেকে তাঁর পিতা অথবা তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামায পাঠরত অবস্থায় দেখেছি। তিনি রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে "সুব্‌হানাল্লাহ ওয়া বেহামদিহি" তিনবার পাঠ করার সমপরিমাণ সময় অবস্থান করতেন।

٨٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْاَهْوَازِيُّ نَا اَبُوْ عَامِرٍ وَّ اَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ذٰلِكَ اَدْنَاهُ فَاِذَاسَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ثَلاَثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللّٰهِ -

৮৮৬। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (র) .... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রুকূ করবে, তখন সে যেন সেখানে "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" তিনবার পাঠ করে এবং এটাই সর্বনিম্ন পরিমাণ, এবং যখন সিজ্‌দা করবে, তখন সেখানে "সুবহানা রব্বিয়াল

আলা" কমপক্ষে তিনবার পাঠ করবে ...... (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

আবূ দাউদ (র) বলেন, এটা আওন (র)-এর মুরসাল হাদীছ। কারণ তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

٨٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَعْرَابِيًّا يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِالتِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى اٰخِرِهَا اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ فَلْيَقُلْ بَلٰى وَ اَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَ مَنْ قَرَأَ لاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَانْتَهٰى اِلٰى اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِىَ الْمَوْتٰى فَلْيَقُلْ بَلٰى وَ مَنْ قَرَأَ وَالْمُرْسَلٰتِ فَبَلَغَ فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ فَلْيَقُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ ذَهَبْتُ اُعِيْدُ عَلَى الرَّجُلِ الْاَعْرَابِىِّ وَ اَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ اَتَظُنُّ اَنِّىْ لَمْ اَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ سِتِّيْنَ حَجَّةً مَّا مِنْهَا حَجَّةٌ اِلاَّ وَ اَنَا اَعْرِفُ الْبَعِيْرَ الَّذِىْ حَجَجْتُ عَلَيْهِ ـ

৮৮৭। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ "সূরা তীন ওয়াযযায়তূন" -এর "আলাইসাল্লাহু বি-আহ্কামিল্ হাকেমীন" বলবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে,"বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন," অর্থাৎ অবশ্যই আমি এর সাক্ষী। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি "সূরা লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল্ কিয়ামাতির" শেষ আয়াত "আলায়সা যালিকা বি-কাদিরীন আলা আয়-য়ুহ্ইয়াল মাওতা" পাঠ করবে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে ঃ বালা, অর্থাৎ অবশ্যই ক্ষমতাশালী। আর যে ব্যক্তি "সূরা মুরসালাত" পাঠ করার সময় "ফাবি-আইয়ে হাদীছিন বা'দাহু য়ুউমিনূন" তেলাওয়াত করে, তখন সে যেন অবশ্যই বলে ঃ "আমান্না বিল্লাহে", অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। রাবী ইসমাঈল বলেন ঃ অতঃপর আমি বর্ণনাকারী বেদুইন আরবকে দেখার জন্য রওয়ানা হই এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তার (আমার নিকট বর্ণনাকারীর) বর্ণনা সঠিক নয়। এ সময় রাবী আমাকে বলেন ঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! তুমি কি মনে করছ যে, আমি হাদীছ ভুলে গিয়েছি ? অথচ আমি এ জীবনে সর্বমোট ষাটবার হজ্জ আদায় করেছি এবং প্রত্যেক হজ্জের মওসুমে আমি কি ধরনের উটের উপর সফর করেছি, তা এখনও আমার স্মরণ আছে - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ ابْنُ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ابْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ وَّهْبِ بْنِ مَانُوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُوْلُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْبَهَ صَلٰوةً بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذَا الْفَتٰى يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَحَزَرْنَا فِىْ رُكُوْعِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَّ فِىْ سُجُوْدِهِ عَشْرَ تَسْبِيْحَاتٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوْسٌ اَوْ مَابُوْسٌ فَقَالَ اَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُوْلُ مَابُوْسٌ وَ اَمَّا حِفْظِىْ فَمَانُوْسٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ قَالَ اَحْمَدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -

৮৮৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্‌তিকালের পর এই যুবক হযরত উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয ব্যতীত আর কারও পেছনে নবী করীম (স)-এর নামাযের অনুরূপ নামায পড়িনি। তিনি বলেন ঃ আমরা তাঁর রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে দশ-দশবার করে রুকূ ও সিজ্‌দার তাস্‌বীহ্ পাঠের হিসাব করেছি ... ... (নাসাঈ)।

١٦١. بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْاِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

১৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি ইমামকে সিজদারত পেলে তখন সে কি করবে ?

٨٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِى الْعَتَّابِ وَابْنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جِئْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَّمَنْ اَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ -

৮৮৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র) ... ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা যখন নামাযে এসে আমাদের সিজদারত অবস্থায় পাবে, তখন তোমরা সিজ্‌দায় শামিল হয়ে

যাবে। তবে উক্ত সিজ্‌দা নামাযের রাকাত হিসাবে গণ্য করবে না। যে ব্যক্তি রুকূ পেয়েছে, সে নামাযও পেয়েছে (অর্থাৎ ঐ রাকাত প্রাপ্ত হয়েছে)।

١٦٢. بَابُ اَعْضَاءِ السُّجُوْدِ

১৬২. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার অংগ-প্রত্যংগ

٨٩٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ نَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ قَالَ حَمَّادُ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَّلاَ ثَوْبًا -

৮৯০। মুসাদ্দাদ (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, হাম্মাদের বর্ণনায় আছে — তোমাদের নবী (স)–কে সাতটি অংগ দ্বারা সিজ্‌দা করতে বলা হয়েছে। তিনি নামাযের অবস্থায় চুল ও কাপড় বাঁধতে নিষেধ করেছেন - - (তিরমিযী)।

٨٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ وَرُبَمَا قَالَ اُمِرَ نَبِيُّكُمْ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اٰرَابٍ -

৮৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ...... ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে বা তিনি কখনও বলেছেন ঃ তোমাদের নবীকে সাতটি অংগ–প্রত্যংগের দ্বারা সিজ্‌দা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ...... (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٨٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا بَكْرٌ يَّعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اٰرَابٍ وَّجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ -

৮৯২। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ······ আব্বাস ইব্ন আব্দুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন কোন বান্দা আল্লাহ্কে সিজ্দা করে, তখন তার সাথে তার শরীরের সাতটি অংগ-প্রত্যংগ ও সিজ্দা করে। যেমন — তার মুখমণ্ডল, দুই হাতের তালু, দুই হাঁটু এবং দুই পা ···· (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, আহ্মাদ) ।

٨٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ اِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَاِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَاِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا -

৮৯৩। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ······ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এই হাদীছের বর্ণনা ক্রম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে। তিনি বলেন ঃ বান্দার দুই হাত মুখমণ্ডলের ন্যায় সিজ্দা করে। যখন তোমাদের কেউ কপাল দ্বারা সিজ্দা করে, তখন অবশ্যই সে যেন তার দুটি হাতের তালুও যমীনে রাখে এবং যখন সে কপাল উঠাবে, তখন হাতও উঠাবে ······ (নাসাঈ)।

١٦٣. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

১৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ নাক ও কপালের সাহায্যে সিজ্দা করা

٨٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى نَا مَعْمَرٌ عَنْ يَّحْىَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهٖ اَثَرُ طِيْنٍ مِّنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ -

৮৯৪। ইবনুল মুছান্না (র) ······ আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায় করার পর তাঁর কপাল ও নাকের উপর মাটির দাগ পরিলক্ষিত হয় ······ (বুখারী, মুসলিম)।

٨٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ نَحْوَهُ -

৮৯৫। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ······ আব্দুর রায্যাক হতে, তিনি মা'মার হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٤. بَابُ صِفَةِ السُّجُوْدِ

১৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দা করার নিয়ম

٨٩٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيْزَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ ـ

৮৯৬। আর-রাবী ইব্‌ন নাফে (র) - - - আবু ইস্‌হাক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) আমাদের নিকট সিজ্‌দার নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করার সময় তাঁর হাত দুটি মাটিতে রাখেন এবং হাঁটুর উপর ভর করে পাছা উপরের দিকে উঠান, অতঃপর বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে সিজ্‌দা করতেন — (নাসাঈ)।

٨٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلاَ يَفْتَرِشُ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ ـ

৮৯৭। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) - - - আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সঠিকভাবে সিজ্‌দা করবে এবং কুকুরের ন্যায় হস্তদ্বয়কে যমীনের সাথে মিলাবে না - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨٩٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى لَوْ اَنَّ بُهْمَةً اَرَادَتْ اَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ ـ

৮৯৮। কুতায়বা (র) - - - হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন সিজ্‌দা করতেন, তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে এত দূরে রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে এর নীচ দিয়ে চলে যেতে পারত - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٨٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنِ التَّمِيْمِيِّ الَّذِيْ يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ فَرَاَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٍّ قَدْ فَرَّجَ يَدَيْهِ ـ

৮৯৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) - - - ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছন দিয়ে আসছিলাম, যখন তিনি নামাযরত ছিলেন। তখন আমি তাঁর বগল মোবারকের নিম্নাংশের সাদা অংশটি দেখি। কারণ এ সময় তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে প্রসারিত করে রেখেছিলেন - - (আহ্মাদ)।

٩٠٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ نَا الْحُسَيْنُ نَا اَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَجَدَ جَافٰى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتّٰى نَاوِيَ لَهُ ـ

৯০০। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) - - - আহমার ইব্ন জুয্ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্দার সময় তাঁর বাহুদ্বয়কে পার্শ্বদেশ হতে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন এবং (এতে তাঁর কষ্ট দেখে) আমাদের করুণা হত - - (ইব্ন মাজা)।

٩٠١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ دَرَّاجٍ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ ـ

৯০১। আবদুল মালিক ইব্ন শুআয়ব (র) - - - আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সিজ্দা করবে, তখন সে যেন তার বাহুদ্বয়কে কুকুরের মত যমীনে বিছিয়ে না রাখে এবং রানদ্বয়ও যেন না মিলায়।

١٦٥. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

১৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে শিথিলতা সম্পর্কে

٩٠٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِشْتَكٰى اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا انْفَرَجُوْا فَقَالَ اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ ـ

৯০২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ সিজ্‌দার সময় সমস্ত অংগ প্রত্যংগকে অধিক সম্প্রসারিত রেখে নামায আদায় করার কষ্ট সম্পর্কে তাঁর নিকট অভিযোগ পেশ করলে তিনি বলেন ঃ তোমরা শরীরের অংগ–প্রত্যংগকে সিজ্‌দার সময় পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্মিলিত রেখে (এ কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে) সাহায্য গ্রহণ কর - - (তিরমিযী, বায়হাকী)।

١٦٦. بَابُ التَّخَصُّرِ وَ الْاِقْعَاءِ

১৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কোমরের উপর হাত রাখা নিষেধ

٩٠٣- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ بْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلٰى خَاصِرَتَىْ فَلَمَّا صَلّٰى قَالَ هٰذَا الصَّلْبُ فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُ ـ

৯০৩। হান্নাদ ইবনুস–সারী (র) - - - যিয়াদ ইব্‌ন সুবায়হ্‌ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত ইব্‌ন উমার (রা)–র পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলাম। এ সময় আমি আমার হস্তদ্বয়কে কোমরের দুই পাশে স্থাপন করি। এতদ্দর্শনে নামায শেষে তিনি আমাকে বলেন ঃ নামাযের মধ্যে এরূপে দণ্ডায়মান হওয়া শূলিকাষ্ঠের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন - - (নাসাঈ)।

١٦٧. بَابُ الْبُكَاءِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা সম্পর্কে

٩٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ نَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ هَارُوْنَ نَا

حَمَّادُ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَفِىْ صَدْرِهِ اَزِيْزٌ كَاَزِيْزِ الرَّحٰى مِنَ الْبُكَاءِ ـ

৯০৪। আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) - - - মুতাররিফ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এমতাবস্থায় নামায আদায় করতে দেখি যে, তাঁর বক্ষ মোবারক হতে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল - - (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيْثِ النَّفْسِ فِى الصَّلٰوةِ

১৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে মনে ওয়াস্‌ওয়াসা ও অন্যান্য চিন্তা আসা মাক্‌রূহ্

٩٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا هِشَامٌ يَعْنِى بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَضَّا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৯০৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল(র) - - যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে একাগ্র চিত্তে নির্ভুলভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে, তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মার্জিত হবে।

٩٠٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ اَحَدٍ يَّتَوَضَّاُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا اِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

৯০৬। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) - - - উক্‌বা ইব্‌ন আমের আল্‌- জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে

কেউ উত্তমরূপে উযূ করে দুই রাকাত নামায খালেস অন্তকরণে আদায় করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরিমিযী) ।

١٦٩. بَابُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلٰوةِ

১৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের ভুল ধরিয়ে দেয়া

٩٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالاَ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيْدَ الْمَالِكِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ يَحْيٰى و رُبَمَا قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ و سَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلٰوةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَّمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَرَكْتَ اٰيَةً كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلاَّ اَذْكَرْتَنِيْهَا قَالَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ كُنْتُ اُرَاهَا نُسِخَتْ وَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ -

قَالَ نَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيْدَ الاَسَدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا هِشَامُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى صَلٰوةً فَقَرَأَ فِيْهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لِاُبَيٍّ صَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ -

৯০৭। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা (র) --- মিস্ওয়ার ইব্‌ন ইয়াযীদ আল্-মালিকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। নামাযের মধ্যে তাঁর (স) পঠিত আয়াতের কিছু অংশ ভুলবশতঃ ছুটে যায়। তখন নামাযশেষে এক ব্যক্তি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আপনি অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে দিয়েছেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ তুমি তখন আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দাওনি কেন?

ইয়াযীদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) --- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে কিরাআত পাঠকালে সন্দীহান হয়ে পড়েন। তিনি নামায শেষে উবাই (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ ? জবাবে তিনি বলেন, হাঁ। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তোমাকে কিরাআতের সন্দেহ নিরসন করে দিতে কে বাঁধা দিয়েছে ?

١٧٠. بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِيْنِ

১৭০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কিরাআতের ভুল শোধরানো নিষেধ সম্পর্কে

٩٠٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيِّ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْاِمَامِ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ اِسْحٰقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ اِلاَّ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ لَيْسَ هٰذَا مِنْهَا ـ

৯০৮। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন নাজদা (র) - - - আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আলী ! তুমি নামাযের মধ্যে ইমামের কিরাআতের ভুল শোধরিও না।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ রাবী আবু ইস্হাক (র) হারিছ (র) হতে মাত্র চারটি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। এই হাদীছটি ওসবের অন্তর্ভুক্ত নয় - - (অর্থাৎ সনদের দিক হতে এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়)।

١٧١- بَابُ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلٰوةِ

১৭১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে এদিক ওদিক তাকানো মাকরূহ

٩٠٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَحْوَصِ يُحَدِّثُنَا فِيْ مَجْلِسِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلاَتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ ـ

৯০৯। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) - - - আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বান্দা নামাযের মধ্যে যতক্ষণ

এদিক–ওদিক দৃষ্টিপাত করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দৃষ্টি তার দিকে থাকবে। অপরপক্ষে যখন সে এদিক–ওদিক খেয়াল করবে, তখন আল্লাহ্‌ও তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন -- (বুখারী, নাসাঈ)।

٩١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنِ الْاَشْعَثِ يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَّسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَـأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اِلْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ هُوَاخْتِلاَسٌ يَّخْتَلِسَهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلٰوةِ الْعَبْدِ -

৯১০। মুসাদ্দাদ (র) --- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নামাযের মধ্যে (ঘাড় ফিরিয়ে) এদিক–ওদিক তাকানোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ এটা শয়তানের ছোঁ মারা, সে মানুষের নামায হতে কিছু অংশ ছোঁ মেরে নিয়ে যায় -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٧٢. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الْاَنْفِ

১৭২. অনুচ্ছেদ ঃ নাক দ্বারা সিজ্‌দা করা সম্পর্কে

٩١١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا عِيْسٰى عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُئِىَ عَلٰى جَبْهَتِهٖ وَعَلٰى اَرْنَبَتِهٖ اَثَرُطِيْنٍ مِّنْ صَلٰوةٍ صَلاَّهَا بِالـنَّـاسِ قَالَ اَبُوْ عَلِىٍّ هٰـذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَقْرَاْهُ اَبُوْ دَاوُدَ فِى الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ -

৯১১। মুআম্মাল ইবনুল ফাদ্‌ল (র) --- আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা জামাআতে নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কপাল ও নাকে মাটির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٧٣. بَابُ النَّظَرِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে

٩١٢- حَـدَّثَـنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ وَّهٰـذَا حَدِيْثُهٗ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طُرْفَةَ الطَّائِىِّ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ عُثْمَانُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى فِيْهِ نَاسًا يُّصَلُّوْنَ رَافِعِىْ اَيْدِيْهِمْ اِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ اِتَّفَقَا فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يُّشَخِّصُوْنَ اَبْصَارَهُمْ اِلَى السَّمَاءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فِى الصَّلٰوةِ اَوْ لَا تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ اَبْصَارُهُمْ ـ

৯১২। মুসাদ্দাদ (র) - - - হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখেন যে, লোকেরা আকাশের দিকে হাত উত্তোলন করে নামায আদায় করছে। এতদ্দর্শনে তিনি বলেন ঃ যারা আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নামায পড়ছে। তারা যেন স্বস্ব দৃষ্টি অনতিবিলম্বে ফিরিয়ে আনে। অন্যথায় তাদের চক্ষু কখনই আর তাদের দিকে ফিরে আসবে না - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَّرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذٰلِكَ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ ـ

৯১৩। মুসাদ্দাদ (র) - - - আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ লোকদের কি হয়েছে যে,তারা চক্ষু উপরের দিকে উঠিয়ে নামায আদায় করছে ? এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন ঃ তারা অবশ্যই যেন উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে বিরত থাকে ; অন্যথায় তাদের চক্ষুসমূহ উপড়িয়ে ফেলা হবে - - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلَامٌ فَقَالَ شَغَلَتْنِىْ اَعْلَامُ هٰذِهِ اِذْهَبُوْابِهَا اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَّائْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةٍ ـ

৯১৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) - - - আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ডোরাদার পশ্‌মী কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই কাপড়ের নক্‌শা আমাকে নামায হতে

অন্যমনস্ক করেছে। তোমরা এই কাপড়টি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার নিকট হতে একটি নকশা-বিহীন কম্বল আনয়ন কর - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক)।

٩١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذ نَا اَبِىْ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اَبِى الزِّنَاد قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَاَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لاَبِىْ جَهْمٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الْخَمِيْصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِّنَ الْكُرْدِىِّ -

৯১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) - - - আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবু জাহমের নিকট হতে মোটা চাদর গ্রহণ করার পর তাঁকে বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! (আপনার) নকশাদার চাদরটি মোটা চাদর হতে উত্তম ছিল।

١٧٤. بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

১৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ এ বিষয়ে শিথিলতা সম্পর্কে

٩١٦- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ زَيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَلاَّمٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ السَّلُوْلِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِىْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَلْتَفِتُ اِلَى الشِّعْبِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَانَ اَرْسَلَ فَارِسًا اِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ -

৯১৬। আর-রবী ইব্ন নাফে (র) - - - সাহ্ল ইব্ন হান্যালিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের অবস্থায় দুই পাহাড়ের মধ্যস্থিত সুড়ংগ পথের দিকে নজর করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) রাতে অশ্বারোহী সেনাকে ঐ স্থানে পাহারা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন।

١٧٥. بَابُ الْعَمَلِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে যে কাজ বৈধ

٩١٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ سَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ اِبْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَاِذَا قَامَ حَمَلَهَا ـ

৯১৭। আল-কানাবী (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা যয়নবের মেয়ে উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজ্দার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং যখন দাঁড়াতেন তখন উঠিয়ে নিতেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)। (১)

٩١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ بَيْنَا نَحْنُ فِى الْمَسْجِدِ جُلُوْسًا اِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ اُمَامَةَ بِنْتَ اَبِى الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَاُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلٰى عَاتِقِهٖ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ عَلٰى عَاتِقِهٖ يَضَعُهَا اِذَا رَكَعَ وَيُعِيْدُهَا اِذَا قَامَ حَتّٰى قَضٰى صَلَاتَهٗ يَفْعَلُ ذٰلِكَ بِهَا ـ

৯১৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) - - - আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা মসজিদে উপবিষ্ট থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্তে আবুল-আসকে নিয়ে আমাদের নিকট আসেন, যার মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা) । এ সময় তিনি (উমামা) শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে কাঁধে নিয়ে আসেন এবং ঐ অবস্থায় নামায আদায় করেন। তিনি রুকূ করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দণ্ডায়মান থাকাবস্থায় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। এইরূপে তিনি নামায সমাপ্ত করেন।

٩١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ

---

(১) বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিছীনদের নিকট হাদীছটি "মানসূখ" (রহিত) বলে পরিগণিত। কারও মতে এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্যই কেবলমাত্র বৈধ ছিল। অন্যদের মতে, বিশেষ প্রয়োজনে, বাচ্চার নিরাপত্তার জন্য, ছোট বাচ্চাদের নিয়ে নামায আদায় করা জায়েয - - - (অনুবাদক)।

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لِلنَّاسِ وَ اُمَامَةُ بِنْتُ اَبِي الْعَاصِ عَلٰى عُنُقِهٖ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ لَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ اَبِيْهِ اِلاَّ حَدِيْثًا وَّاحِدًا ـ

৯১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) - - - আমর ইব্‌ন সুলায়ম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আবু কাতাদা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্‌তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করেন। তিনি সিজদার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মাখরামা তাঁর পিতার নিকট থেকে একটি মাত্র হাদীছ লাভ করেন (অতএব এই হাদীস মুরসাল)।

٩٢٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ فِي الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلَالٌ لِلصَّلٰوةِ اِذْ خَرَجَ اِلَيْنَا وَاُمَامَةُ بِنْتُ اَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهٖ عَلٰى عُنُقِهٖ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مُصَلَّاهُ وَقُمْنَا خَلْفَهٗ وَهِيَ فِيْ مَكَانِهَا الَّذِيْ هِيَ فِيْهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُوْدِهٖ ثُمَّ قَامَ اَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِيْ مَكَانِهَا فَمَازَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ بِهَا ذٰلِكَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৯২০। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন খালাফ (র) - - - রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা যোহর অথবা আসরের নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অপেক্ষায় ছিলাম। এ সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁকে নামাযের জন্য আহ্বান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উমামা বিন্‌তে আবুল আসকে কাঁধে নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তিনি ইমামতির জন্য স্বীয় স্থানে দাঁড়ান এবং আমরা তাঁর পশ্চাতে দাঁড়াই

এমতাবস্থায় যে, উমামা তাঁর কাঁধেই ছিল। তিনি (স) আল্লাহু আকবার বলার পর আমরাও তাকবীর বলি। রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রুকূ করার ইরাদা করলে তাকে নীচে নামিয়ে রেখে রুকূ ও সিজদা আ'দায় করেন। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তাকে কাঁধে উঠিয়ে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাকাতে এরূপ করতে থাকেন।

٩٢١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ ضَمْضَمَ بْنِ جَوْسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ -

৯২১। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) ··· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কষ্টদায়ক কাল রংয়ের সর্প ও বিচ্ছুকে তোমরা নামাযে রত অবস্থায়ও হত্যা করবে – (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। (১)

٩٢٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ وَّ هٰذَا لَفْظُهٗ قَالَ نَا بِشْرٌ يَّعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا بُرْدٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ يُصَلِّىْ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ قَالَتْ فَمَشٰى فَفَتَحَ لِىْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى مُصَلَّاهُ وَذَكَرَ اَنَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ -

৯২২। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) – – – আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরের দরজা বন্ধ করে নামায আদায় করছিলেন। এ সময় আমি এলে তিনি দরজা খুলে দিয়ে পুনরায় নামাযে রত হন। হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, দরজাটি কেবলামুখী ছিল – – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

[এ সময় রাসূলুল্লাহ (স) নফল নামাযে রত ছিলেন এবং ঘরের দরজাও সাধারণভাবে বন্ধ ছিল, যা এক হাতে খোলা সম্ভব ছিল। — অনুবাদক]

---

১. কষ্টদায়ক জীব–জন্তুকে এক বা দুই আঘাতে মারা সম্ভব হলে নামাযের মধ্যেও মারা বৈধ। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা যেন "আমলে কাছীর" (অর্থাৎ এমন সব কাজ যদ্দারা নামায নষ্ট হয়ে যায়) না হয় (অনুবাদক)।

١٧٦. بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلٰوةِ

১৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযে রত থাকাকালে সালামের জবাব দেয়া

٩٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ اِنَّ فِي الصَّلٰوةِ لَشُغْلاً ـ

৯২৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) --- আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তিনি নামাযে রত থাকাবস্থায় সালাম দিতাম এবং তিনি এর জবাবও দিতেন। পরবর্তীকালে আমরা যখন হাব্শের বাদশাহ নাজাশীর নিকট হতে ফিরে এসে তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করি তখন তিনি এর জবাব প্রদান করেন নাই। বরং এসময় তিনি বলেন ঃ অবশ্যই নামাযের মধ্যে (কিরা'ত, তাস্বীহ ইত্যাদি) জরুরী করণীয় কাজ রয়েছে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٢٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ نَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلٰوةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَاَخَذَنِيْ مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَحْدَثَ اَنْ لاَّ تَكَلَّمُوْا فِي الصَّلٰوةِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ـ

৯২৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) --- আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা নামাযরত অবস্থায় সালাম দিতাম এবং আমাদের জরুরী কাজের কথা বলতাম। পরবর্তীকালে আমি হাবাশ হতে প্রত্যাবর্তনের পর একদা তাঁকে নামাযের মধ্যে সালাম করলে তিনি এর উত্তর দেননি। ফলে আমার মনে পুরাতন ও নতুন কথা স্মরণ হয় এবং সালামের জবাব না পাওয়ায় আমি শংকিত হয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে আমাকে বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যখন যা ইচ্ছা করেন, তখন তাই নির্দেশ প্রদান করেন। এখন আল্লাহ নামাযের মধ্যে কথা না বলার নির্দেশ জারী করেছেন।” একথা বলার পর তিনি আমার সালামের জবাব দেন -- (নাসাঈ)।

٩٢٥- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِد بْنِ مَوْهَبٍ وَّ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ اَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ اِشَارَةً قَالَ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ اِشَارَةً بِاِصْبَعِهِ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ قُتَيْبَةَ ـ

৯২৫। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) - - - সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় দেখতে পাই এবং সালাম করি। এ সময় তিনি আংগুলের ইশারায় এর জবাব দেন -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।[১]

٩٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَرْسَلَنِيْ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى بَنِى الْمُصْطَلِقِ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلٰى بَعِيْرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِيْ بِيَدِهِ هٰكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِيْ بِيَدِهِ هٰكَذَا وَاَنَا اَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ مَا فَعَلْتَ فِى الَّذِيْ اَرْسَلْتُكَ فَاِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِيْ اَنْ اُكَلِّمَكَ اِلاَّ اَنِّيْ كُنْتُ اُصَلِّيْ ـ

৯২৬। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ আন--নুফায়লী (র) - - - জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মুসতালিক গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের পর আমি তাঁকে উটের উপর নামায (নফল) আদায় করতে দেখি। এ সময় আমি তাঁর সাথে কথা বলি এবং তিনি ইশারায় আমার কথার জবাব দেন। অতঃপর আমি পুনরায় কথা বললে তিনি হাতের ইংগিতে জবাব দেন। এ সময় আমি তাঁকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং তিনি ইশারায় রুকূ-সিজ্দা আদায় করেন। তিনি নামায শেষে আমাকে বলেন ঃ আমি তোমাকে যেজন্য পাঠিয়েছিলাম তার খবর কি ? আমি নামাযে রত থাকার কারণে এতক্ষণ তোমার সাথে বাক্যালাপ করি নাই -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٩٢٧- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ الدَّامِغَانِيُّ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ

---

১. নামাযের মধ্যে সালামের জবাব প্রদান করা ইসলামের প্রথম যুগ বৈধ ছিল। পরবর্তী কালে এরূপ করতে মহানবী (স) নিষেধ করেন। — (অনুবাদক)

نَاهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ نَا نَافِعٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى قُبَاءٍ يُصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ فَجَاءَتْهُ الْاَنْصَارُ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ نَقُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ قَالَ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ اَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ اِلٰى فَوْقٍ ـ

৯২৭। আল-হুসায়েন ইব্‌ন ঈসা আল-খুরাসানী আদ-দামিগানী (র) - - - আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুবার মসজিদে নামায আদায়ের জন্য গমন করেন। এ সময় মদীনার আনসারগণ আগমন করে তাঁকে নামাযে রত থাকাবস্থায় সালাম প্রদান করেন। রাবী বলেন ঃ তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথী হযরত বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি নামাযে থাকাবস্থায় সালামের জবাব কিভাবে দিলেন ? হযরত বিলাল (রা) বলেন ঃ এভাবে দিয়েছেন।

রাবী জাফর ইব্‌ন আওন এর (ইশরার) নমুনাস্বরূপ স্বীয় হাতের তালু প্রদর্শন করেন, যার পৃষ্ঠদেশ উপরে এবং বক্ষদেশ নিম্নে অবস্থিত ছিল -- (তিরমিযী)।

٩٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا غِرَارَ فِىْ صَلٰوةٍ وَّلَا تَسْلِيْمٍ قَالَ اَحْمَدُ يَعْنِىْ فِيْمَا اَرٰى اَنْ لَّا تُسَلِّمَ وَلَا يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلَاتِهٖ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيْهَا شَاكٌّ ـ

৯২৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) --- আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নামাযে এবং সালামে কোন ক্ষতি নাই।

রাবী আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন ঃ এর অর্থ এই যে, তুমি কাউকে সালাম করলে এবং সে উত্তর না দিলে তোমার কোন ক্ষতি নেই। অপর পক্ষে ধোঁকা হল এই যে, নামাযী ব্যক্তি কত রাকাত নামায আদায় করেছে তাতে সন্দীহান, এতেও কোন ক্ষতি নেই ।

٩٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ لَاغِرَارَ فِىْ تَسْلِيْمٍ وَّلَا صَلٰوةٍ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلٰى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ـ

৯২৯। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) - - - হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন ঃ এই হাদীছটি মারফূ, অর্থাৎ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে ও সালামে কোনরূপ অনিষ্ট নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইব্‌নুল ফুদায়েল (রহ) ইব্‌নুল মাহ্‌দীর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি এর সনদ আবু হুরায়রা (রা) পর্যন্ত মারফূ করেননি।

پاره-٦

৬ষ্ঠ পারা

١٧٧. بَابُ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় হাঁচির জওয়াব দেওয়া

٩٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِىِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ اُمِّيَاهُ مَاشَاْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ قَالَ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ اَنَّهُمْ يُصَمِّتُوْنِىْ قَالَ عُثْمَانُ فَلَمَّارَاَيْتُهُمْ يُسَكِّتُوْنِىْ لٰكِنِّىْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ مَاضَرَبَنِىْ وَلاَ كَهَرَنِىْ وَلاَسَبَّنِىْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لاَ يَحِلُّ فِيْهَا شَىْءٌ مِّنْ كَلاَمِ النَّاسِ هٰذَا اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ اَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَوْمٌ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَّقَدْ جَاءَ نَا اللّٰهُ بِالْاِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَاْتُوْنَ الْكُهَّانَ قَالَ فَلاَ تَاْتِهِمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ قَالَ ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِىْ صُدُوْرِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَّخُطُّوْنَ قَالَ كَانَ نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَّافَقَ خَطَّهُ

فَذَاكَ قَالَ قُلْتُ اِنَّ جَارِيَةً لِّىْ كَانَتْ تَرْعٰى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ اُحُدٍ وَّالْجُوَّانِيَّةِ اِذَا اَطَّلَعْتُ عَلَيْهَا اطِّلَاعَةً فَاِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْهَا وَاَنَا مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ اٰسَفُ كَمَا يَاْسَفُوْنَ لٰكِنِّىْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظُمَ ذٰلِكَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ اَفَلَا اُعْتِقُهَا قَالَ ائْتِنِى بِهَا فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ اَيْنَ اللّٰهُ قَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ مَنْ اَنَا قَالَتْ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَعْتِقْهَا فَاِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ـ

৯৩০। মুসাদ্দাদ (র) ...... হযরত মুয়াবিয়া ইব্‌নুল হাকাম আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। এ সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলি। তখন অন্যান্য লোকেরা আমার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়। তখন আমি অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তাদের বলি ঃ তোমরা আমার প্রতি এরূপ বক্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের রানের উপর হাত মারছিল, ফলে আমি বুঝতে পারি যে, তারা আমাকে চুপ করতে বলছে।

রাবী উছ্‌মান (র) বলেন ঃ আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ থাকতে বলছে, তখন আমি নিজেই চুপ করে থাকলাম। নামায সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে মারেন নাই, ধমক বা গালিও দেন নাই। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ মনে রাখবে এটা নামায, এর মধ্যে কথাবার্তা বলা অনুচিত। বরং নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র তাস্‌বীহ্‌, তাকবীর ও কুরআনের আয়াত পাঠ করা যেতে পারে। অথবা রাসূলুল্লাহ (স) অনুরূপ কিছু বলেছেন। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম)! আমি অন্ধকার যুগের অতি নিকটের লোক, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদের দীন ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে এখনও অনেক লোক এরূপ আছে যারা গণকের নিকট গমন করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা তাদের নিকট গমন কর না। তখন আমি বলি ঃ আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে 'যারা ফাল্‌' বা কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাসী। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ এটা এমন একটি ধারণা যা তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তা যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে । তখন আমি বলি ঃ আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা রেখা টেনে ভাগ্যবিধি নির্ধারণ করে থাকে। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ পূর্ববর্তী কোন কোন নবীও এর সাহায্য নিয়েছেন, কাজেই যার রেখা তার ভাগ্যের অনুকূল হবে, তা তার জন্য যথেষ্ট। তখন আমি বলি ঃ আমার একটি দাসী আছে যে ওহোদ ও জাওনিয়াহ নামক স্থানে বকরী চরায়। একদা আমি সেখানে গিয়ে দেখি নেকড়ে বাঘ একটি বকরী নিয়ে গেছে এবং আমি আদম সন্তান হিসাবে এজন্য দুঃখিত ও

রাগান্বিত হয়ে তাকে চপেটাঘাত করি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটাকে ঘোরতর অপরাধ হিসাবে গণ্য করেন। তখন আমি বলি ঃ আমি কি তাকে আযাদ করে দেব? তখন নবী করীম (স) সেই দাসীকে তাঁর নিকট আনার নির্দেশ দেন। তখন আমি তাকে তাঁর (স). খিদমতে উপস্থিত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আল্লাহ তাআলা কোথায় অবস্থান করেন ? জবাবে সে বলে ঃ আসমানে। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমি কে ? জবাবে দাসী বলে ঃ আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তাকে আযাদ করে দাও, কেননা সে একজন ঈমানদার স্ত্রীলোক -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ النَّسَائِيُّ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عُلِّمْتُ أُمُوْرًا مِّنْ أُمُوْرِ الاِسْلاَمِ فَكَانَ فِيْمَا عُلِّمْتُ اَنْ قِيْلَ لِىْ اِذَا عَطِسْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ وَ اِذَا عَطِسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ قَالَ فَبَيْنَمَا اَنَا قَائِمٌ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ اِذْ عَطِسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِىْ فَرَمَانِى النَّاسُ بِاَبْصَارِهِمْ حَتّٰى اَحْتَمَلَنِىْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ مَالَكُمْ تَنْظُرُوْنَ اِلَىَّ بِاَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوْا فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قِيْلَ هٰذَا الاَعْرَابِىُّ فَدَعَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِىْ اِنَّمَا الصَّلٰوةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَ ذِكْرِ اللّٰهِ فَاِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذٰلِكَ شَانُكَ فَمَا رَاَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ اَرْفَقَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৯৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইউনুস (র) ------ মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস্-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমনের পর আমাকে শরীআতের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। এ সময় আমাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যখন তুমি হাঁচি দিবে তখন "আল্হামদু লিল্লাহ" বলবে এবং যখন অন্য কাউকে হাঁচি দেওয়ার পর "আলহামদু লিল্লাহ" বলতে শুনবে,তখন তুমি "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলবে। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করাকালে এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে "আল্হামদু লিল্লাহ" বললে আমি তার জবাবে উচ্চ রবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলি। তখন উপস্থিত জনগণ আমার প্রতি বক্র

দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে, যা আমার জন্য খুবই কষ্টদায়ক ছিল। তখন আমি তাদের সম্বোধন করে বলি ঃ তোমরা আমার প্রতি এরূপ দৃষ্টিতে কেন তাকাচ্ছ ?

রাবী বলেনঃ অতঃপর লোকেরা 'তাসবীহ' বা সুবহানাল্লাহ বলেন। অতঃপর নামায সমাপনান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, নামাযের সময় কে কথা বলেছে? জবাবে তাঁকে জানানো হয় যে, এই বেদুইন লোকটি কথা বলেছে। রাবী বলেনঃ তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কাছে ডেকে বলেন ঃ মনে রেখ, নামাযের মধ্যে কেবলমাত্র কুরআন পাঠ ও আল্লাহ্র যিকিরই হয়ে থাকে। কাজেই যখন তুমি নামায আদায় করবে, তখন তোমার এরূপ অবস্থা হওয়া দরকার। রাবী বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অধিক দয়ালু ও বিনয়ী কোন শিক্ষক কখনও দেখি নাই।

١٧٨- بَابُ التَّأْمِيْنِ وَرَاءَ الْإِمَامِ

১৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের পিছনে আমীন বলা সম্পর্কে

٩٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ حُجْرٍ اَبِى الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ -

৯৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ------ ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "ওয়ালাদ্দাল্লীন" পাঠ করার পর জোরে "আমীন" বলতেন -- -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٩٣٣- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيْرِيُّ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ صَلَّے خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَجَهَرَ بِاٰمِيْنَ وَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهٖ -

৯৩৩। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) -- -- -- ওয়ায়েল ইব্ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায আদায় করাকালে তিনি উচ্চ স্বরে আমীন বলেন এবং (নামায শেষে) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরান এভাবে যে —— আমি তার গণ্ডদেশের সাদা অংশ পরিষ্কারভাবে দেখি।

٩٣٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمِّ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَلاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْهِ مِنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ۔

৯৩৪। নাসর ইব্ন আলী (র) ·· ·· . আবু হুরায়রা (রা)-র চাচাত ভাই হযরত আবু আবুদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম "গায়রিল্ মাগ্দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন " পাঠের পর এমন জোরে "আমীন' বলতেন যে, প্রথম কাতারের তাঁর নিকটবর্তী লোকেরা এই শব্দ শুনতে পেত -- (ইব্ন মাজা)।

٩٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ مَّوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔

৯৩৫। আল্ - কানাবী (র) ······ আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন ইমাম "গাইরিল মাগ্দূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন' বলবে, তখন তোমরা "আমীন" বল। কেননা যার আমীন শব্দটি ফেরেশ্তার উচ্চারিত আমীন শব্দের সাথে মিশ্রিত হবে, তার অতীতের যাবতীয় (সগীরাহ) গোনাহ মাফ হয়ে যাবে ···· (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

٩٣٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُمَا اَخْبَرَاهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ تَاْمِيْنُهُ تَاْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ۔

৯৩৬। আল্ - কানাবী (র) ···· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরাও আমীন বলবে।

কেননা যে ব্যক্তির আমীন শব্দ ফেরেশ্‌তার আমীন শব্দের সাথে মিলবে তার পূর্ব-জীবনের সমস্ত গোনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। ইব্‌ন শিহাব (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) – ও 'আমীন' বলতেন।

٩٣٧- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَاهْوَيْهِ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تَسْبِقْنِيْ بِاٰمِيْنَ ـ

৯৩৭। ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ----- বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আপনি আমার আগে 'আমীন' বলবেন না।[১]

٩٣٨- حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ وَ مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ نَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحَمَّدِ مُحَرَّرِ الْحِمْصِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُصَبِّحٍ الْمَقْرَئِيُّ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ اِلٰى اَبِيْ زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ وَ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ فَيَتَحَدَّثُ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ فَاِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِاٰمِيْنَ فَاِنَّ اٰمِيْنَ مِثْلُ الطَّابِعِ عَلَى الصَّحِيْفَةِ قَالَ اَبُوْ زُهَيْرٍ اُخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَتَيْنَا عَلٰى رَجُلٍ قَدْ اَلَحَّ فِى الْمَسْئَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْجَبَ اِنْ خَتَمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ بِاَيِّ شَيْءٍ يَّخْتِمُ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ اِنْ خَتَمَ بِاٰمِيْنَ فَقَدْ اَوْجَبَ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِيْ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَافُلاَنُ بِاٰمِيْنَ وَ اَبْشِرْ وَ هٰذَا لَفْظُ مَحْمُوْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالْمَقْرَائِيُّ قَبِيْلَةٌ مِّنْ حِمْيَرَ ـ

৯৩৮। আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা আদ-দিমাশকী (র) ------ আবু মুসাব্বিহ আল-মাকরাঈ (রহ) বলেন, আমরা হযরত আবু যোহায়ের আন-নুমায়রী (রা)-র খিদমতে বসতাম এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তিনি উত্তম হাদীছসমূহ বর্ণনা করতেন। অতঃপর আমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি যখন কোনরূপ দু'আ করত তখন তিনি বলতেন ঃ তোমরা আমীন শব্দের উপর দু'আ শেষ করবে। কেননা আমীন শব্দটি ঐশী গ্রন্থের মোহর বা সীলস্বরূপ। এ প্রসংগে আমি তোমাদের কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে চাই।

১. রাসূলুল্লাহ (স)-এর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ হলেও তখনও বিলাল ইব্‌ন আবু রিবাহ (রা)-র পাঠ শেষ হত না। তাই তিনি একথা বলেন। — অনুবাদক

এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বাইরে গমন করি। এসময় আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হই, যিনি অনেক অনুনয়-বিনয় সহকারে দু'আ করেন । নবী করীম (স) তার কথা শ্রবণের জন্য সেখানে দণ্ডায়মান হন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি সে শেষ করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। এ সময় সমবেত লোকদের মধ্য হতে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল ঃ সে কোন্ জিনিসের উপর (দু'আ) শেষ করবে ? তিনি বলেন, যদি সে আমীনের উপর দু'আ শেষ কর। কেননা যদি সে আমীনের উপর তার দু'আ সমাপ্ত করে তবে তার দু'আ কবুল হবে। অতঃপর প্রশ্নকারী ব্যক্তি দু'আয় রত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হয়, যিনি তখন দু'আর মধ্যে মশ্গুল ছিলেন । তখন তিনি তাঁকে বলেন ঃ তুমি আমীন শব্দের উপর তোমার দু'আ শেষ কর এবং সাথে সাথে দু'আ কবুলের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

١٧٩- بَابُ التَّصْفِيْقِ فِى الصَّلٰوةِ

১৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে হাতে তালি দেওয়া

٩٣٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ -

৯৩৯। কুতায়বা ইব্ন সায়ীদ (র) ----- হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ নামাযের মধ্যে ইমামের কোনরূপ ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে পুরুষেরা "সুব্হানাল্লাহ" বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা হাতের উপর হাত তালি মেরে শব্দ করবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ইব্ন মাজা)।

٩٤٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ذَهَبَ اِلٰى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَ حَانَتِ الصَّلٰوةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ فَقَالَ اَتُصَلِّىْ بِالنَّاسِ فَاُقِيْمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلّٰى اَبُوْ بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ النَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ فَتَخَلَّصَ حَتّٰى وَقَفَ فِى الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ لاَّ

يَلْتَفِتُ فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ اِلْتَفَتَ فَرَأٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا اَمَرَهُ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى اسْتَوٰى فِى الصَّفِّ وَ تَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَّا مَنَعَكَ اَنْ تَثْبُتَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَّا كَانَ لِاِبْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ اَنْ يُّصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَالِىْ رَأَيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيْحِ مَنْ نَّابَهُ شَىْءٌ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيُسَبِّحْ فَاِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ اِلَيْهِ وَ اِنَّمَا التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا فِى الْفَرِيْضَةِ ـ

৯৪০। আল্ কানাবী (র) -...... হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের বিবাদ মীমাংসার জন্য গমন করেন। তখন নামাযের সময় উপস্থিত হলে মুআয্যিন (হযরত বিলাল রা) হযরত আবু বাক্র (রা) – কে বলেন ঃ আপনি কি জামাআতে নামাযের ইমামতি করবেন? তখন তিনি স্বীকৃতি প্রদান করায় ইকামত দেয়া হলে হযরত আবু বাক্র (রা) নামায শুরু করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করেন যে, তখন নামায আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি পিছন হতে সামনের কাঁতারে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। মুসুল্লীরা তাঁকে দেখে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করছিল, কিন্তু হযরত আবু বাক্র (রা) এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করনে নাই। অতঃপর শব্দ অধিক হওয়ার কারণে তিনি সে দিকে খেয়াল করতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দর্শন করেন (এবং সাথে সাথেই পিছনের দিকে সরে আসতে চেষ্টা করেন)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশারায় তাঁকে স্বীয় স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দেন। তখন হযরত আবু বাক্র (রা) স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উত্তোলন করে এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং পশ্চাতে সরে এসে কাতারে শামিল হন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইমামের স্থানে গমন করে নামায সমাপনান্তে হযরত আবু বাক্র (রা)-কে বলেনঃ হে আবু বাক্র ! আমার নির্দেশ সত্বেও কিসে তোমাকে ইমামের স্থানে অবস্থান করতে বাধা দিয়েছে ? জবাবে তিনি বলেনঃ আবু কুহাফার পুত্রের (আবু বাক্র) জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে ইমামতি করা শোভা পায় না।

তখন রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ তোমরা হাতের উপর হাত মেরে নামাযের মধ্যে এত বেশী শব্দ কেন করলে ? যদি ইমামের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তোমরা "সুবহানাল্লাহ" বলবে। কেননা তোমাদের সুব্হানাল্লাহ বলা শুনলে ইমাম সেদিকে খেয়াল করবে। নামাযের মধ্যে হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করা কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য নির্ধারিত — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাঊদ (র) বলেন ঃ এটা কেবলমাত্র ফরয নামাযের বেলায় প্রযোজ্য।

٩٤١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالُ بَيْنَ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلَالٍ اِنْ حَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ وَلَمْ اٰتِكَ فَمُرْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ اَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ اَقَامَ ثُمَّ اَمَرَ اَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ اِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ -

৯৪১। আমর ইব্ন আওন (র) ······ হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের মধ্যে সংঘর্ষের খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছানোর পর তিনি যোহরের নামায আদায় করে তাদের মধ্যে সন্ধি প্রতিষ্ঠার জন্য গমন করেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে বলেনঃ আমি যদি আসরের সময় ফিরে না আসতে পারি, তবে আবু বাক্র (রা)-কে নামায পড়াতে বলবে। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে হযরত বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দেওয়ার পর হযরত আবু বাক্র (রা)-কে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত আবু বাক্র (রা) ইমামতির স্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নামায শুরু করেন।

রাবী হাদীছের শেষাংশে মহানবী (স)-এর একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যখন তোমরা নামাযে ইমামের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখতে পাও তখন পুরুষেরা "সুব্হানাল্লাহ" এবং স্ত্রীলোকেরা "হাতে তালি দিয়ে" শব্দ করবে।

٩٤٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ نَا عِيْسَى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ قَوْلُهُ التَّصْفِيْحُ لِلنِّسَاءِ تَضْرِبُ بِاِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِيْنِهَا عَلٰى كَفِّهَا الْيُسْرٰى -

৯৪২। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) ······ ঈসা ইব্ন আইয়ূব (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

স্ত্রীলোকদের জন্য হাতে হাত মেরে শব্দ করার পদ্ধতি এই যে, তারা ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের তালুতে মারবে।

١٨٠- بَابُ الْاِشَارَةِ فِى الصَّلٰوةِ

১৮০. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে ইশারা করা সম্পর্কে

٩٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ فِى الصَّلٰوةِ -

৯৪৩। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ.(র) .... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনে ইশারা করতেন। (যেমন কেউ সালাম করলে তিনি মাথার ইশারায় তার জবাব দিতেন। অবশ্য তা নফল নামায আদায়ের সময় করতেন)।

٩٤٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا يُوْنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ يَعْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ اَشَارَ فِىْ صَلاَتِهٖ اِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ لَهَا يَعْنِى الصَّلٰوةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ -

৯৪৪। আবদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নামাযের মধ্যে (ইমামের ত্রুটি-বিচ্যুতি জ্ঞাতার্থে) পুরুষগণ "সুবহানাল্লাহ" বলবে এবং স্ত্রীলোকেরা "হাতের উপর হাত মারবে"। এ ধরনের ইশারার দ্বারা ইমাম তার নামাযের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে তা সঠিকভাবে আদায় করবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ এই হাদীছটি সন্দেহজনক।

١٨١. بَابُ مَسْحِ الْحَصٰى فِى الصَّلٰوةِ

১৮১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে পাথর অপসারণ সম্পর্কে

٩٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ شَيْخٍ مِّنْ اهلِ

الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا ذَرٍّ يَرْوِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحُ الْحَصٰى -

৯৪৫। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবু যার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে রত হয়, তখন তার সম্মুখভাগ হতে রহমত নাযিল হয়। অতএব নামাযী ব্যক্তি যেন সম্মুখ ভাগের পাথর (ইত্যাদি) অপসারণ না করে (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)। ১

٩٤٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْسَحْ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ فَاِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةً لِّلْحَصٰى -

৯৪৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) .... মুআয়কীব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা নামাযে রত অবস্থায় (সিজ্দার স্থান হতে) কিছু অপসারিত করবে না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে একবার পাথরকণা সরিয়ে সমতল করতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

١٨٢. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ مُخْتَصِرًا

১৮২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সময় কোমরে হাত রাখা

٩٤٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِخْتِصَارِ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ يَضَعُ يَدَهُ عَلٰى خَاصِرَتِهِ -

৯৪৭। ইয়াকূব ইব্ন কাব (র) .... মুআয়কীব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে 'ইখতিসার' করতে নিষেধ করেছেন - -

(১) অবশ্য বেশী অসুবিধা হলে পাথর বা অন্য জিনিস সিজ্দা বা রুকূর স্থান হতে এমনভাবে অপসারণ করা যেতে পারে, যাতে নামাযের কোন ক্ষতি না হয়। — (অনুবাদক)

(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা) । ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এর অর্থ হল পেটের পার্শ্বদেশে হাত রেখে (ভর দিয়ে) দণ্ডায়মান হওয়া। ১

١٨٣. بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِى الصَّلٰوةِ عَلٰى عَصًا

১৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ লাঠির উপর ভর করে নামাযে দাঁড়ানো

٩٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْوَابِصِىُّ نَا اَبِىْ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِىْ بَعْضُ اَصْحَابِىْ هَلْ لَّكَ فِىْ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ غَنِيْمَةٌ فَدُفِعْنَا الٰى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِىْ نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ الٰى دَلِّهٖ فَاِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِيَةٌ ذَاتُ اُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ اَغْبَرَ وَاِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى عَصًا فِى صَلٰوتِهٖ فَقُلْنَا بَعْدَ اَنْ سَلَّمْنَا فَقَالَ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا اَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُوْدًا فِىْ مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ ـ

৯৪৮। আবদুস সালাম ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) ---- হেলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন শাম (সিরিয়া) দেশের রাক্‌কা নামক শহরে যাই, তখন আমার কোন একজন সাথী আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ আছে কি? আমি বলি, এটা তো আমার জন্য গনীমত স্বরূপ। তখন তিনি আমাকে হযরত ওয়াবিছা (রা)-র খিদমতে নিয়ে যান। আমি আমার সংগীকে বলি, আমরা প্রথমে বেশভুষার প্রতি নজর করব। আমরা তাঁর মস্তকের সাথে মিলিত একটি টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই, যার দুই দিক কানের মত উঁচু ছিল এবং সেটা রেশম ও পশম দ্বারা তৈরী ছিল। তিনি (বয়ঃবৃদ্ধির কারণে) লাঠিতে ভর দিয়ে নামায আদায় করছিলেন। (নামায শেষে) সালাম ফেরানোর পর আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, (আপনি লাঠিতে ভর দিয়ে কিরূপে নামায আদায় করলেন এটা কি জায়েয) ? তিনি বলেন, উম্মে কায়েস বিন্‌তে মিহসান (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বয়ঃবৃদ্ধির ফলে যখন তাঁর শরীরের গোশত ঢিলা হয়ে যায়, তখন (দুর্বলতার কারণে) তিনি নামায আদায়ের জন্য তাঁর জায়নামাযের নিকট লাঠি রাখেন এবং তাতে ভর দিয়ে নামায আদায় করতেন।

১. কেউ কেউ বলেন, ইখতিসার শব্দের অর্থ হল কোমরে হাত রেখে অথবা কোমরে কোন বস্তুর ঠেস লাগিয়ে নামায পড়া।

١٨٤. بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْكَلَامِ فِى الصَّلٰوةِ

১৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষেধ

٩٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ نَا اسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَ نُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ -

৯৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) .... হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (ইসলামের সূচনাকালে) আমরা নামাযের মধ্যে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির সাথে কথোপকথন করতাম। এ সময় আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা আল্লাহ্র একান্ত অনুগত বান্দা হিসাবে (নামাযের মধ্যে) দণ্ডায়মান হও।" এ সময় আমাদেরকে নামাযের মধ্যে নীরবতা পালনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয় — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٨٥. بَابُ فِىْ صَلٰوةِ الْقَاعِدِ

১৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে

٩٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالٍ يَعْنِى ابْنَ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حُدِّثْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ فَاَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدِىْ عَلٰى رَاْسِىْ فَقَالَ مَالَكَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ قُلْتَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلٰوةِ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ قَاعِدًا قَالَ اَجَلْ وَلٰكِنِّىْ لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ -

৯৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) .... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বসে নামায আদায় করলে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। (এতদশ্রবণে) আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁর (সা)

খিদমতে হাজির হয়ে তাঁকে বসে নামায আদায় করতে দেখি। এতদ্দর্শনে আমি আশ্চর্যন্বিত হয়ে মাথায় হাত রাখি। এ অবস্থায় তিনি (সা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ! তোমার কি হয়েছে ? জবাবে আমি বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমার নিকট হাদীছ বর্ণিত হয়েছিল যে, আপনি বলেছেন যে, বসে নামায আদায়কারী অর্ধেক ছওয়াব প্রাপ্ত হয়, অথচ আপনি নিজেই বসে নামায আদায় করছেন। জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ হাঁ, আমি এইরূপ বলেছি, কিন্তু আমি তোমাদের তুল্য নই (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلَاتُهُ قَائِمًا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا ـ

৯৫১। মুসাদ্দাদ (র) ..... ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ বসে নামায আদায় করার চাইতে দণ্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা উত্তম এবং বসে নামায আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন ঃ শুয়ে নামায আদায় করলে বসে নামায আদায়ের অর্ধেক ছওয়াব যাওয়া যাবে । সবুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা) ।

٩٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُوْرُ فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَاِنْ لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ ـ

৯৫২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) .... হযরত ইম্রান ইব্ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার পাঁজরের মধ্যে ব্যথা থাকায় নামায আদায়কালে অসুবিধা হত। এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি (সা) বলেন ঃ সম্ভব হলে তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, এতে অসুবিধা হলে বসে নামায পড়বে এবং তাতেও অপারগ হলে শুয়ে পার্শ্বদেশের উপর ভর করে নামায আদায় করবে – (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী) ।

٩٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتّٰى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيْهَا فَيَقْرَأُ حَتّٰى اِذَا بَقِىَ اَرْبَعُوْنَ اَوْثَلٰثُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ -

৯৫৩। আহমাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ----- হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় পৌছানোর পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন বসে নামায আদায় করতে দেখি নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বসে সূরা পাঠ করতেন। ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে তা শেষ করত রুকূ- সিজ্‌দা করতেন ---- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ وَاَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ فَهُوَ جَالِسٌ فَاِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ ثَلاَثِيْنَ اَوْ اَرْبَعِيْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ -

৯৫৪। আল্‌- কানাবী (র) ------ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (বৃদ্ধ বয়সে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নফল নামাযে বসে কিরাআত পাঠ করতেন। অতঃপর ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকী থাকতে তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তার পাঠ সমাপ্ত করতঃ রূকূ এবং সিজ্‌দা করতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ এই হাদীছটি হযরত আলকামা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (র) হযরত আয়েশা (রা) হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

٩٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَاَيُّوْبَ

يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَّلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَّ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا ـ

৯৫৫। মুসাদ্দাদ (র) ------ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনও রাত্রিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে এবং কখনও দীর্ঘ সময় বসে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, তখন রুকূও ঐ অবস্থায় করতেন এবং যখন বসে নামায আদায় করতেন তখন রুকূও ঐ অবস্থায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা) ।

٩٥٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ السُّوَرَ فِيْ رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلَ قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا قَالَتْ حِيْنَ حَطَمَهُ النَّاسُ ـ

৯৫৬। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ------ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে কি একটি সূরা তিলাওয়াত করতেন? জবাবে তিনি বলে ঃ হাঁ 'মুফাসসাল' অর্থাৎ দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি (স) কি বসে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ যখন তাঁর বয়স অধিক হয়ে যায়, তখন তিনি বসে নামায পড়তেন।

١٨٦- بَابُ كَيْفَ الْجُلُوْسُ فِى التَّشَهُّدِ

১৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদ পাঠের সময় বসার ধরন সম্পর্কে

٩٥٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَّائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ

حَتّٰى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهِ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلْقَةً وَّرَأَيْتُهٗ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَ حَلَقَ بِشْرٌ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

৯৫৭। মুসাদ্দাদ (র) .... ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতির প্রতি নজর করি। আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিব্‌লামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হন। অতঃপর তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলে স্বীয় উভয় হস্ত কান পর্যন্ত উঠান এবং পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাত চেপে ধরেন। পরে যখন তিনি রুকূ করার ইরাদা করেন, তখন তিনি উভয় হস্ত অনুরূপভাবে উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি বাম পা বিছিয়ে দিয়ে, বাম হাত উক্ত পায়ের রানের উপর রাখেন এবং ডান হাতের কনুই ডান পা হতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন এবং কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংগুলীদ্বয়কে গুটিয়ে রাখেন এবং বৃদ্ধাংগুলীকে মধ্যমার সাথে মিশ্রিত করে বৃত্তাকারে রাখেন। অতঃপর আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখেছি। (রাবী বলেনঃ) অতঃপর বিশর তাঁর বৃদ্ধাংগুলীকে মধ্যমার সাথে মিলিয়ে বৃত্তাকারে রাখেন এবং শাহাদাত অংগুলী দ্বারা ইশারা করেন — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। (বসে তাশাহহুদ পড়ার সময় "আশ্‌হাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলাকালে এরূপ ইশারা করা মুস্তাহাব — অনুবাদক) ।

٩٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِى رِجْلَكَ الْيُسْرٰى ـ

৯৫৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র)....... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযে (তাশাহ্‌হুদের সময়) তোমার ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া সুন্নত। [১]

٩٥٩- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ

১. ৯৫৮ নং হাদীছ থেকে ৯৬২ নং হাদীছ পর্যন্ত মোট পাঁচটি হাদীছ আল-লুলুঈ-র রিওয়ায়াতে নেই। তাই তা মুনযিরীর সংক্ষিপ্ত সংকরণেও নেই এবং ভারতীয় সংস্করণেও নেই। কিন্তু একটি সহীহ সংস্করণে তা পাওয়া গেছে যা আল-মিযযী (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — (আওনুল মাবুদ, ৩খ, পৃ.২৪১-২)।

يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى وَتَنْصِبَ الْيُمْنٰى -

৯৫৯। ইব্‌ন মুআয (র) ... ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, নামাযের মধ্যে সুন্নাত এই যে, তুমি তোমার বাম পা (তাশহ্হুদের অবস্থায়) বিছিয়ে দেবে এবং ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে।

٩٦٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ يَحْيٰى بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيٰى اَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ -

৯৬০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ... এই সনদসূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٩٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فِى التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ -

৯৬১। আল-কানাবী (র)... ... ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রহ) থেকে বর্ণিত। আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহ) তাদেরকে তাশাহ্হুদে বসার নিয়ম দেখিয়েছেনে। --- অতপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٩٦٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِىٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اَسْوَدَّ ظَهْرَ قَدَمِهِ -

৯৬২। হান্নাদ ইব্‌নুস-সারী (র) ... ... ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) নামাযে বাম পা বিছিয়ে বসতেন। ফলে তাঁর পায়ের পাতার উপরের দিক কালো হয়ে গিয়েছিল।

١٨٧- بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِى الرَّابِعَةِ

১৮৭. অনুচ্ছেদ ০ চতুর্থ রাকাতে পাছার উপর বসা সম্পর্কে

٩٦٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ اَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ

بِى بْنَ جَعْفَرٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰ نَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِى حَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِى حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَحْمَدُ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالُوْا فَاَعْرِضْ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ وَ يَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقِرُّ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَ يَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ زَادَ اَحْمَدُ قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ وَلَمْ يَذْكُرَا فِىْ حَدِيْثِهِمَا الْجُلُوْسَ فِى الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ -

৯৬৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) .... আবু হুমায়দ আস–সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই হাদীছটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবীর নিকট হতে শ্রবণ করেছি। রাবী আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন ঃ আমার নিকট আবদুল হামীদ — মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আবু হুমায়েদ সাইদী (রা)–কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে এরূপ বলতে শুনেছি, যাঁদের মধ্যে হযরত আবু কাতাদা (রা)– ও উপস্থিত ছিলেন। আবু হুমায়েদ (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ। তখন তাঁরা বলেন ঃ তবে আপনি বর্ণনা করুন। তখন তিনি এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ তিনি (স) সিজ্দার সময় দুই পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখী করে রাখতেন, অতঃপর 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজ্দা হতে মাথা উঠাতেন। এই সময় তিনি (স) বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ বর্ণনা প্রসংগে তিনি আরো বলেন ঃ যখন তিনি (স) সর্বশেষ রাকাতের জন্য সিজ্দা করতেন, তখন তিনি (স) তার বাম পা একটু দূরে স্থাপন করে পাছার উপর বসতেন। ইমাম আহমাদ তাঁর বর্ণনায় আরো বলেন ঃ অতঃপর উপস্থিত সকলে তাঁর কথার সত্যতা স্বীকার করে বলেন ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি (সা) এভাবেই নামায আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ উপরোক্ত দুইজন রাবীর বর্ণনায় তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতে কিরূপে বসতেন তার কোন উল্লেখ নাই (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٦٤- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمِصْرِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَّعَ نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى مِقْعَدَتِهِ ـ

৯৬৪। ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ...... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আতা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবীর মধ্যে বসা ছিলেন। এ সময় উপরোক্ত হাদীছটি আলোচিত হয়। তবে তাতে হযরত আবু কাতাদা (রা)-র নাম উল্লেখ নাই। রাবী বলেন ঃ যখন তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পরে বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর ভর করে বসতেন এবং যখন তিনি (স) শেষ বৈঠকে বসতেন, তখন বাম পা সামনে এগিয়ে দিয়ে এবং পাছার উপর ভর করে বসতেন।

٩٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِىِّ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَاِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلٰى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى فَاِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ اَفْضٰى بِوَرِكِهِ الْيُسْرٰى اِلَى الْاَرْضِ وَاَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَّاحِيَةٍ وَّاحِدَةٍ ـ

৯৬৫। কুতায়বা (র) ...... মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর আমেরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনার মজলিসে আমি হাজির ছিলাম। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য বসতেন তখন বাম পায়ের পাতার পেটের উপর ভর করে বসতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি (স) যখন চতুর্থ রাকাতে বসতেন, তখন তাঁর বাম পাছাকে যমীনের সাথে মিলিয়ে দিতেন এবং পদদ্বয় ডান দিকে বের করে দিতেন (অর্থাৎ মহিলারা যেভাবে বসে সেভাবে বসতেন।)

٩٦٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَا عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ فَذَكَرَ فِيْهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَ نَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْاُخْرٰى فَكَبَّرَ كَذٰلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْ حَدِيْثِهٖ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيْدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ اِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ـ

৯৬৬। আলী ইব্নুল হুসায়েন (র) .... হযরত আব্বাস অথবা আয়্যাশ ইব্ন সাহল সাইদী (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি এমন এক মজলিসে ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতাও উপস্থিত ছিলেন। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) যখন সিজ্দা করেন তখন তিনি দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতার উপর ভর করেন। অতঃপর যখন তিনি (স) বসেন, তখন এক পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসেন এবং অন্য পা খাড়া করে রাখেন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজ্দায় গমন করেন এবং সেখান হতে আল্লাহু আকবার বলে দণ্ডায়মান হন এবং এই সময়ে তিনি পাছার উপর ভর করে বসেন নাই। এভাবেই তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) দ্বিতীয় রাকাতের পর উপবেশন করেন। বৈঠক শেষে তিনি (স) 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়ান এবং পরবর্তী দুই রাকাত আদায় করেন। অতঃপর সর্বশেষ বৈঠকে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে সালাম ফিরান।

٩٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِيْ فُلَيْحٌ اَخْبَرَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَّاَبُوْ اُسَيْدٍ وَّسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ اِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَ لَا الْجُلُوْسَ قَالَ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِهٖ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ ـ

৯৬৭। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) .... আব্বাস ইব্ন সাহল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আবু হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহল ইব্ন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা

(রা) এক স্থানে সমবেত হন। এ সময় রাবী এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। রাবী প্রসংগত বলেন, উক্ত হাদীছে হস্ত উত্তোলন সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। তিনি (স) দ্বিতীয় সিজ্‌দার পর বাম পা বিছিয়ে দেন এবং ডান পায়ের আগুল কিব্‌লামুখী করে দেন।

١٨٨- بَابُ التَّشَهُّدِ

১৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্‌হুদের বর্ণনা

٩٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ قِبَلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُوْلُوا السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلٰكِنْ اِذَا جَلَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ فَاِنَّكُمْ اِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ اَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِى السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ اَحَدُكُمْ مِّنَ الدُّعَاءِ اَعْجَبَهُ اِلَيْهِ فَيَدْعُوْ بِهٖ -

৯৬৮। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযে রত থাকা অবস্থায় তাশাহ্‌হুদের মধ্যে "ওয়া আলা ইবাদিহীস্ সালামু আলা ফুলান ওয়া ফুলান" –এর পূর্বে "আস্‌সালামু আলাল্লাহে" বলতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা 'আস্‌সালামু আলাল্লাহে' বল না ; কেননা আল্লাহ পাক নিজেই 'সালাম' বা শান্তি বর্ষণকারী। আর তোমরা যখন তাশাহ্‌হুদের সময় বসবে তখন অবশ্যই পড়বে "আওাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস–সালাওয়াতু ওয়াত্ তায়্যেবাতু আস্–সালামু আলায়কা আয়্যুহান–নাবীয়্যু ওয়ারহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল–সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন"। তোমরা যখন এটা পাঠ করবে তখন এর ছাওয়াব আসমান–যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে যে সমস্ত নেক বান্দা রয়েছেন তাদের উপর পৌছবে। অতঃপর তিনি (স) "আশ্‌হাদু আন–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" পাঠ করতে বলনে। অতঃপর তোমরা নিজেদের পছন্দনীয় উত্তম দু'আ বেছে নিয়ে তা পাঠ করবে – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٩٦٩- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِىْ مَا نَقُوْلُ اِذَا جَلَسْنَا فِى الصَّلٰوةِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ شَرِيْكٌ وَنَا جَامِعٌ يَعْنِى ابْنَ شَدَّادٍ وَعَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَبِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَا هُنَّ كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِىْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَابِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا -

৯৬৯। তামীম ইবনুল মুন্তাসির (র) .... হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাশাহ্হুদের মধ্যে কি পাঠ করতে হবে তা আমরা জানতাম না। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জানতেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

রাবী শুরায়েক (র) বলেন ঃ জামে ..... আবু ওয়ায়েল হতে, তিনি আবদুল্লাহ্ হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন ঃ তিনি (স) আমাদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি শিখাতেন, কিন্তু তাশাহ্হুদের মত (জরুরী হিসাবে) নয়। যথা ঃ

"আল্লাহুম্মা আল্লেফ বায়না কুলূবেনা ওয়া আস্‌লেহ্ যাতা বায়নানা ওয়াহ্‌দিনা সুবুলাস্ সালাম ওয়া নাজ্জেনা মিনায যুলুমাতে ইলান্-নূর ওয়া জান্‌নেব্‌নাল্ ফাওয়াহিশা মা যাহারা মিন্‌হা ওয়ামা বাতানা ওয়া বারেক লানা ফী আস্‌মাইনা ওয়া আব্‌সারেনা ওয়া কুলূবেনা ওয়া আয্‌ওয়াজেনা ওয়া যুর্‌রিয়াতেনা ওয়াতুব্ আলায়না ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওয়াবুর রাহীম, ওয়াজ্‌আলনা শাকেরীনা লে-নিমাতিকা মুছ্‌নীনা বিহা কাবলীহা,ওয়া আতেম্‌মিহা আলায়না।

٩٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ قَالَ اَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِىْ فَحَدَّثَنِىْ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ اَخَذَ بِيَدِهِ وَاَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللّٰهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِى الصَّلٰوةِ

فَذَكَرَمِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ اِذَا قُلْتَ هٰذَا اَوْ قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلٰوتَكَ اِنْ شِئْتَ اَنْ تَقُوْمَ فَقُمْ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ ـ

৯৭০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ নুফায়েলী, যুহায়ের, তিনি হাসান ইব্‌নুল হুর, তিনি কাসিম ইব্‌ন মুখায়মারা হতে এই হাদীছটি বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আলকামা (র) আমার হস্ত ধারণ করে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) একদা আমার হাত ধরে বলেন একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ রা.) নামাযের মধ্যে তাশাহ্‌হুদ পাঠের পদ্ধতি শিক্ষা দেন। অতঃপর তিনি হযরত আ'মাশের উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত দু'আটি শিক্ষা দেন। (১)

অতঃপর তিনি বলেন ঃ যখন তুমি এই দু'আ (দু'আ মাছুরা) পাঠ করবে, তখন তোমার নামায সমাপ্ত হবে। এ সময় তুমি ইচ্ছা করলে যাওয়ার জন্য দণ্ডায়মান হতে পার বা বসেও থাকতে পার।

٩٧١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى التَّشَهُّدِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُّ فِيْهَا وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُّ فِيْهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

৯৭১। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... ... ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে তাশাহ্‌হুদ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেন ঃ) তাশাহ্‌হুদের মধ্যে এই দু'আ পাঠ করতে হবে। যথা "আওাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু আস্‌সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু"। রাবী মুজাহিদ বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ এর মধ্যে 'ওয়া বারাকাতুহু' আমি যোগ করেছি। আস্‌সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন আশ্‌হাদু আন্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বাক্য অতিরিক্ত পাঠ করতাম।

হযরত ইব্‌ন উমার (রা) বলেন ঃ আমি এতে অতিরিক্ত বলতাম ঃ ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারাসূলুহু।"

(১) ৯৬৮ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।

٩٧٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حَطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ مُوْسَى الاَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِيْ اٰخِرِ صَلاَتِهٖ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اُقِرَّتِ الصَّلٰوةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَبُوْ مُوْسٰى اَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ اَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَاَرَمَّ قَالَ فَلَعَلَّكَ يَاحَطَّانُ قُلْتَهَا قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ اَنْ تَبْكَعَنِيْ بِهَا قَالَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اَنَا قُلْتُهَا وَمَا اَرَدْتُّ بِهَا اِلاَّ الْخَيْرَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى اَمَا تَعْلَمُوْنَ كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ فِيْ صَلاَتِكُمْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ يُحِبْكُمُ اللّٰهُ وَاِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوْا وَارْكَعُوْا فَاِنَّ الاِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللّٰهُ لَكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ وَاِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَاِنَّ الاِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَاِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِّنْ اَوَّلِ قَوْلِ اَحَدِكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ لَمْ يَقُلْ اَحْمَدُ وَبَرَكَاتُهٗ وَلاَ قَالَ وَاَشْهَدُ قَالَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ـ

৯৭২। আমর ইব্ন আওন (র) ... ... হিত্তান ইব্ন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আবু মূসা আল্-আশআরী (রা) আমাদের সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর যখন সর্বশেষ বৈঠকে বসেন, তখন এক ব্যক্তি বলে ঃ কল্যাণ

ও পবিত্রতার মধ্যে নামায সুস্থির হয়েছে। হযরত আবু মূসা (রা) নামায শেষে লোকদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি এরূপ কথা বলেছে? রাবী বলেন ঃ সমবেত সকলে নিশ্চুপ থাকে। পুনরায় তিনি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সকলে একইরূপে চুপ থাকে। তখন তিনি বলেন ঃ হে হিত্তান! সম্ভবত তুমিই এরূপ বলেছ। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি তা বলি নাই। তবে আমি ভয় করেছিলাম যে, এ ব্যাপারে হয়ত আমাকেই দোষারোপ করা হবে।

রাবী হিত্তান বলেন ঃ এমন সময় কওমের মধ্যেকার এক ব্যক্তি বলল, আমিই তা বলেছি। তবে আমি এরূপ বলার দ্বারা ভালো কিছুর আশা করেছিলাম। তখন হযরত আবু মূসা (রা) বলেন ঃ তোমরা কি অবগত নও তোমরা নামাযের মধ্যে কি বলবে ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে আমাদের খুতবাহ্-এর মধ্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং নিয়ম-কানুন ও নামায সম্পর্কে বিশেষরূপে জ্ঞাত করিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ যখন তোমরা নামায আদায়ের ইরাদা করবে, তখন সোজাভাবে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং তোমাদের মধ্যেকার একজন ইমামতি করবে। ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলবেন তখন তোমরাও তা বলবে এবং যখন ইমাম "গায়রিল মাগ্‌দূবে আলায়হিম ওলাদ্‌দাল্লীন পড়বেন তখন তোমরা "আমীন" বলবে। (এর ফলশ্রুতিতে) আল্লাহ পাক তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে রুকূ করবেন, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলে রুকূতে যাবে। কেননা ইমাম তোমাদের পূর্বেই রুকূতে গমন করবেন এবং উঠবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এটা ওর পরিবর্তে (অর্থাৎ ইমাম রুকূতে আগে যাওয়ায় আগে উঠবেন)।

অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবেন, তখন তোমরা বলবেঃ "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্‌দু।" আল্লাহ্ তোমাদের ওটা কবুল করবেন। কেননা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তাঁর নবীর যবানীতে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলিয়েছেন। অতঃপর ইমাম যখন আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দা করবেন, তখন তোমরাও তা বলে সিজ্‌দা করবে এবং যেহেতু ইমাম তোমাদের পূর্বে সিদ্‌জায় গমন করবেন, সেহেতু তিনি তোমাদের পূর্বেই উঠবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালাম বলেছেন ঃ এটা ওটার পরিবর্তে। অতঃপর তোমরা যখন বৈঠকে বসবে, তখন তোমরা বলবে ঃ "আত্‌তাহিয়্যাতু ওয়াত্‌তায়্যেবাতু ওয়াস্-সালাতু লিল্লাহে আস্-সালামু আলায়কা আয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আস্-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন । আশ্‌হাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।"

রাবী আহমদের বর্ণনায় "ওয়া বারাকাতুহু" ও "আশ্‌হাদু" শব্দ দুইটির উল্লেখ নাই , বরং "ওয়া আন্না মুহাম্মাদান" – এর উল্লেখ আছে।

٩٧٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِيْ غَلاَّبٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرُّقَاشِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ زَادَ فَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ زَادَ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهٗ وَاَنْصِتُوْا لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ لَّمْ يَجِئْ بِهٖ اِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

৯৭৩। আসেম ইব্‌নুন নাদর (র) ------ হিত্তান ইব্‌ন আবদুল্লাহ আর-রুকাশী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে যে, ইমাম যখন কিরাআত পাঠ করবেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

রাবী বলেন ঃ তাশাহ্‌হুদের মধ্যে "আশহ্‌হাদু আন্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" -এর পর "ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু" অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ চুপ করে থাকা সম্পর্কে বর্ণনা সংরক্ষিত নয়। কেননা রাবী সুলায়মান তায়মী ব্যতীত আর কেউই তা উল্লেখ করেন নাই — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٧٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَّطَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৭৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ------ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কুরআনের মতই তাশাহ্‌হুদ শিক্ষা দিতেন এবং তিনি বলতেন ঃ আত্তাহিয়্যাতু আল-মুবারাকাতু আস-সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যেবাতু লিল্লাহি, আস-সালামু আলায়কা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালেহীন ওয়া আশ্‌হাদু আন্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদাব রাসূলুল্লাহ — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَنَ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِيْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ اَوْ حِيْنَ اِنْقِضَائِهَا فَابْدَؤُا قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَقُوْلُوْا اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَنِ الْيَمِيْنِ ثُمَّ سَلِّمُوْا عَلٰى قَارِئِكُمْ وَعَلٰى اَنْفُسِكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى كُوْفِيُّ الْاَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَدَلَّتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ اَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ ـ

৯৭৫। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ (র) ... হযরত সামুরা ইব্ন জুন্দব্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন যে, নামাযের মধ্যম অবস্থায় (অর্থাৎ দ্বিতীয় রাকাত শেষে) অথবা নামায সমাপ্তির পর (অর্থাৎ চতুর্থ রাকাত শেষে) সালাম ফিরাবার পূর্বে বলবে ঃ আত্-তাহিয়্যাতু আত্-তাইয়্যেবাতু ওয়াস-সালাওয়াতু ওয়াল মুল্কু লিল্লাহ", অতঃপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে, অতপর ইমামকে এবং নিজেদের সালাম দিবে।

١٨٩. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

১৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পেশ করা

٩٧٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا اَوْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَاَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَاَمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

৯৭৬। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... ... হযরত কাব ইব্ন উজরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি

বলেন ঃ একদা আমরা বলি অথবা তাঁরা বলেছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আপনি আমাদের আপনার উপরে দরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সালাম্ সম্পর্কে আমরা অবগত হয়েছি। এখন আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পেশ করব? তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা বলবে "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্‌রাহীমা, ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইব্‌রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"— (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٩٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ -

৯৭৭। মুসাদ্দাদ (র) .... য়াযীদ ইব্‌ন যুরায় (র) হতে, তিনি শোবা (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এরূপ উক্ত হয়েছে যে ঃ সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লায়তা আলা ইব্‌রাহীম।

٩٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ اِلَّا اَنَّهٗ قَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّسَاقَ مِثْلَهٗ -

৯৭৮। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ..... হাকাম (র) হতে উপরোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

রাবী বলেনঃ অন্য বর্ণনায় এইরূপ উল্লেখ আছে ঃ কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্‌রাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। ওয়া বারেক আলা মুহাম্মাদিন .... অতঃপর বাকী অংশটুকু মিসআর (র) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٧٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৭৯। আল-কানাবী (র) ..... আমর ইব্‌ন সুলায়ম আয-যুরাকী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আবু হুমায়েদ সাইদী (রা) আমাকে বলেছেন যে, একদা তাঁরা (সাহাবাগণ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আপনার উপর কিরূপে দরূদ পাঠ কবব? জাবাবে তিনি বলেন, তোমরা বলবে ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ওয়া জুর্‌রিয়্যাতিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলি ইব্‌রাহীমা ওয়া বারিক্ আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আয্‌ওয়াজিহি ও জুররিয়্যাতিহী কামা বারাক্‌তা আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٨٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِيْ اُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلٰوةِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيْرُ بْنُ سَعْدٍ اَمَرَنَا اللّٰهُ اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى تَمَنَّيْنَا اَنَّهُ لَمْ يَسْاَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوْلُوْا فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِيْ اٰخِرِهِ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৮০। আল-কানাবী (র) ..... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) যাঁকে স্বপ্নের মধ্যে আযানের পদ্ধতি দেখানো হয়েছিল, তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ (র) হযরত আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) হতে জ্ঞাত হয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা)-র মজলিসে আগমন করেন। এ সময় বশীর ইব্‌ন সা'দ (রা) তাঁকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আল্লাহ আমাদেরকে

আপনার উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আপনার উপর কিরূপে দরূদ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকেন; এতে আমরা পস্তাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, বশীরের এই প্রশ্নটি না করাই উত্তম ছিল। নীরবতার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা বলবে ঃ ..... অতঃপর কাব ইব্ন উজরার উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং উক্ত হাদীছের শেষাংশে এটুকু যোগ করেন ঃ "ফিল্ আলামীন ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٩٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ -

৯৮১। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) .... হযরত উক্বা ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিনিন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্।"

٩٨٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الْمُجْمِرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفٰى اِذَا صَلّٰى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

৯৮২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ এই দরূদ পাঠের দ্বারা যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মাত্রায় ছওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন আমাদের 'আহ্লে বায়ত' [নবী করীম (স)-এর পরিবার পরিজনবর্গ] -এর উপর দরূদ পাঠ করতে গিয়ে এরূপ বলেঃ "আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যি ওয়া আয্ওয়াজিহি উম্মুহাতিল মু'মিনীন, ওয়া যুররিয়্যাতিহী ওয়া আহলে বায়তিহী কামা সাল্লায়তা আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।"

١٩٠- بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

১৯০. অনুচ্ছেদ ঃ তাশাহ্হুদের পর যে দোয়া পড়তে হয়

٩٨٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ-

৯৮৩। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করবে, তখন আল্লাহ্র নিকট চারটি বিষয় হতে পানাহ চাইবে ঃ (১) জাহান্নামের আযাব হতে, (২) কবরের আযাব হতে, (৩) জীবিত ও মৃত্যুকালে যাবতীয় ফিত্না হতে এবং (৪) দাজ্জালের ক্ষতি হতে — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٩٨٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا عَمْرُو بْنُ يُوْنُسَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاؤُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-

৯৮৪। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা (র) ... ... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) তাশাহ্হুদের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন্ আযাবে জাহান্নাম ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল্ কাব্রে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিত্নাতিদ্ দাজ্জাল ওয়া আউযু বিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাহ্য়া ওয়াল মামাত।"

٩٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو وَ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ اَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْاَدْرَعِ حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضٰى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ يَا اَللّٰهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَلِىْ ذُنُوْبِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَلَهُ ثَلَاثًا ـ

৯৮৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ও আবু মামার (র) ------ হান্‌যালা ইব্‌ন আলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মেহ্‌জান ইব্‌ন আদ্‌রা-কে এই মর্মে জানানো হয় যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক ব্যক্তিকে নামায শেষে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করতে দেখেন। তখন সে এও পড়ছিল ঃ " আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা ইয়া আল্লাহ আল্-আহাদু আল-সামাদু আল্লাযী লাম য়ালিদ ওয়ালাম ইয়ূলাদ। ওয়া লাম ইয়া কুললাহু কুফুওয়ান আহাদ আন তাগ্‌ফিরালী যুনূবী ইন্নাকা আন্‌তাল্ গাফূরুর রাহীম।" রাবী বলেন, তখন তিনি (সা) তিনবার এরূপ বলেন ঃ "তাঁকে মাফ করা হয়েছে" -- (নাসাঈ)।

١٩١. بَابُ اِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

১৯১. অনুচ্ছেদ ঃ নীরবে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করা

٩٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا يُوْنُسُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ ـ

৯৮৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ আল-কিন্দী (র) --- হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাশাহ্‌হুদ আস্তে পাঠ করাই সুন্নাত -- (তিরমিযী)।

١٩٢. بَابُ الْاِشَارَةِ فِى التَّشَهُّدِ

১৯২. অনুচ্ছেদ ঃ তাশহ্‌হুদের মধ্যে (আংগুল দ্বারা) ইশারা করা

٩٨٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ رَاٰنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَعْبَثُ بِالْحَصٰى فِي الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِيْ وَقَالَ اِصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ اِذَا جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَ قَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِي الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى ـ

৯৮৭। আল-কানাবী (র) ……… হযরত আলী ইব্‌ন আব্দুর রাহমান আল-মুআবী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) আমাকে নামাযের মধ্যে কংকর নিয়ে অনর্থক খেলতে দেখেন। তিনি নামায শেষে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেরূপে নামায আদায় করতেন, তদ্রূপ করবে। তখন আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন ডান হাতের তালুকে ডান পায়ের রানের উপর রাখতেন এবং তার সমস্ত আংগুলগুলো (শাহাদাত আংগুল ব্যতীত) বন্ধ করে রাখতেন এবং শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। এবং তিনি বাম হাতের তালু বাম পায়ের রানের উপর রাখতেন ..... (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٨٨ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّازُ نَا عَفَّانُ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ نَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَعَدَ فِي الصَّلٰوةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَ اَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

৯৮৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহীম আল-বায্যায (র) ……… আমের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নুয যুবায়র (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের মধ্যে বসতেন, তখন তিনি তাঁর বাম পা ও এর নলাকে ডান রানের নীচে রাখতেন, ডান পা বিছিয়ে দিতেন, বাম হাত বামে পায়ের রানের উপর রাখতেন, ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর স্থাপন করতেন এবং শাহাদাত আংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন।

রাবী আফ্ফান (র) বলেন ঃ আব্দুল ওয়াহেদ (র) আমাদের শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিয়েছেন -- (মুসলিম)।

٩٨٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَصِّيْصِيُّ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيْرُ بِاِصْبَعِهِ اِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرٌ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَدْعُوْ كَذٰلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى -

৯৮৯। ইব্রাহীম ইবনুল হাসান (র) ...... আবদুল্লাহ ইব্নুয যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন বলে উল্লেখ আছে, যখন তিনি তাশাহ্হুদ পাঠ করতেন এবং এসময় তিনি আংগুল হেলাতেন না।

অপর বর্ণনায় আছে যে, আমের (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতে দেখেছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের রান ধরতেন।

٩٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لاَيُجَاوِزُ بَصَرُهُ اِشَارَتَهُ وَ حَدِيْثُ حَجَّاجٍ اَتَمُّ -

৯৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ....আমের ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্নুয্ যুবায়র (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ তাঁর চোখ ইশারা থেকে অগ্রসর হত না। হাজ্জাজ (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ পরিপূর্ণ -- (নাসাঈ)।

٩٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بُجَيْلَةَ عَنْ مَّالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ

النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى رَافِعًا اِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا ـ

৯৯১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) .... হযরত মালিক ইব্ন নুমায়ের খুযায়ী (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া - সাল্লামকে তাঁর ডান হাত ডান পায়ের রানের উপর রাখতে দেখেছি এবং এ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত আংগুলি অর্ধনমিত অবস্থায় উচিয়ে রাখেন - - (ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٩٣ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِى الصَّلٰوةِ

১৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরূহ

٩٩٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوْيَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ قَالُوْا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اَنْ يَّجْلِسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ وَقَالَ ابْنُ شَبُّوْيَةَ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدِهٖ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهٰى اَنْ يُّصَلِّىَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلٰى يَدِهٖ وَذَكَرَهٗ فِىْ بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهٰى اَنْ يَّعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدَيْهِ اِذَا نَهَضَ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৯৯২। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) .... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের বর্ণনা অনুযায়ী) নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে হাতের উপর ভর করে বসতে নিষেধ করেছেন। ইব্ন শাব্বুয়ার বর্ণনায় আছে, মহানবী (স) লোকদেরকে নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। রাবী ইব্ন রাফে–এর বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে হাতের উপর ভর করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। রাবী ইব্ন আবদুল মালিকের বর্ণনায় আছে— তিনি লোকদেরকে নামাযের মধ্যে (সিজ্‌দা হতে) উঠার সময় হাতের উপর ভর দিতে নিষেধ করেছেন। [১]

---

১. নামাযের মধ্যে হাতের উপর ভর দেয়ার অর্থ এই যে, নামাযরত ব্যক্তি বসা থেকে উঠার সময় জমীনে হাত রাখবে না এবং হাতে ভরও দেবে না। হযরত উমার (রা), আলী (রা), ইব্ন মাসউদ (রা),

٩٩٣- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ -

৯৯৩। বিশ্‌র ইব্‌ন হিলাল (র) .... ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাফে (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ব্যক্তি যদি উভয় হাতের আংগুলসমূহ মিলিয়ে (পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে) নামায পড়ে? নাফে (রহ) বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) বলেছেন— ঐরূপ নামায তাদের যাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়।

٩٩٤- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ جَمِيْعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ رَأٰى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَهُوَ قَاعِدٌ فِى الصَّلٰوةِ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هٰكَذَا فَاِنَّ هٰكَذَا يَجْلِسُ الَّذِيْنَ يُعَذَّبُوْنَ -

৯৯৪। হারূন ইব্‌ন যায়েদ (র)... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে নামাযের মধ্যে বাম হাতের উপর ভর করে বসতে দেখেন। রাবী হারূন ইব্‌ন যায়েদের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি তাঁকে বাম দিকের নিতম্বে ভর দিয়ে বসা দেখেন। অতঃপর উভয় রাবীর সম্মিলিত বর্ণনা অনুযায়ী— তিনি বলেন ঃ তুমি এভাবে বস না। কারণ এভাবে শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিরাই বসে থাকে।

١٩٤- بَابُ فِى تَخْفِيْفِ الْقُعُوْدِ

১৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ বৈঠক সংক্ষেপ করা

٩٩٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ

ইব্‌ন উমার (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম মালেক (রহ) এই মত পোষণ করেন। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) বলেন, অধিকাংশ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ইসতিরাহাত (দ্বিতীয় সিজদা শেষে দাড়ানোর পূর্বে ক্ষণিক বসা)-এর জন্যও বসবে না এবং হাতের উপর ভর দিয়েও বসবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতে ইসতিরাহাত করতে হবে। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)-এরও এরূপ একটি মত বর্ণিত আছে। বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীছের ভিত্তিতে তাঁরা এই মত পোষণ করেন।

اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ قَالَ قُلْنَا حَتّٰى يَقُوْمَ قَالَ حَتّٰى يَقُوْمَ ـ

৯৯৫। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ...... আবু উবায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা ইব্‌ন মাসউদ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম দুই রাকাত নামাযের পর বৈঠক এত সংক্ষেপ করেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোন গরম পাথর বা পাথরের টুকরার উপর বসেছিলেন— (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٩٥ـ بَابُ فِى السَّلَامِ

১৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালাম সম্পর্কে

٩٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيٰنُ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ وَزِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالاَ نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ ح وَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ اَنَا اِسْحٰقُ يَعْنِى ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا اِسْرَائِيْلُ كُلُّهُمْ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ خَدِّهٖ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ سُفْيَانَ وَحَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ وَيَحْيَى بْنِ اٰدَمَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِبُوْ دَاوُدَ وَشُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هٰذَا الْحَدِيْثَ حَدِيْثَ اَبِىْ اِسْحٰقَ اَنْ يَّكُوْنَ مَرْفُوْعًا ـ

৯৯৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে এমনভাবে মুখ ঘুরিয়ে সালাম ফিরাতেন যে, তাঁর মুখমণ্ডলের শুভ্র অংশটি পরিলক্ষিত হত এবং তিনি আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরাতেন - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু ইসহাকের হাদীছটি মারফূ হওয়ার বিষয়টি শোবা অস্বীকার করতেন।

٩٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا مُوْسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَتْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

৯৯৭। আবদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... হযরত আল্‌কামা ইব্‌ন ওয়ায়েল (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরাবার সময় প্রথমে ডান দিকে ফিরে "আস্‌-সালামু আলায়কুম ওয়ারহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলেন এবং বাম দিকে ফিরে "আস্‌-সালামু আলায়কুম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ" বলেন।

٩٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ اَحَدُنَا اَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمَنْ عَنْ يَّسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ اَحَدِكُمْ يُوْمِئُ بِيَدِهِ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اِنَّمَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَلَا يَكْفِيْ اَحَدَكُمْ اَنْ يَّقُوْلَ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيْهِ مِنْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ ـ

৯৯৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) .... জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিছনে নামায পাঠকালে এক ব্যক্তি সালাম ফিরাবার সময় ডান দিকের লোকদের প্রতি হাতের ইশারায় সালাম দেয় এবং পরে বাম দিকের লোকদেরও। নামায শেষে তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের ঐ ব্যক্তির কি হয়েছে যে, সে সালাম ফিরাবার কালে এইরূপে হাতের ইশারা করল, যেন তা ঐ ঘোড়ার লেজের মত যা দ্বারা মশা-মাছি বিতাড়িত করা হয়? বরং সে ব্যক্তি যদি হাতের আংগুলের ইশারা দ্বারা ডান ও বাম পাশের লোকদের সালাম করত, তবে তাই যথেষ্ট ছিল (মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ عَنْ مِّسْعَرٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ اَمَا يَكْفِىْ اَحَدَكُمْ اَوْ اَحَدَهُمْ اَن يَّضَعَ يَدَهُ عَلٰى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلٰى اَخِيهِ مِن عَن يَّمِيْنِهِ وَمِنْ عَن شِمَالِهِ -

৯৯৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-আন্‌বারী, আবু নুআয়েম হতে, তিনি মিসআর (র) হতে উ।রোক্ত হাদীছের সনদে ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের হস্তদ্বয় রানের উপর রেখে ডান এবং বাম পাশের লোকদের সালাম করাই যথেষ্ট (অর্থাৎ আংগুল বা হাতের ইশারার প্রয়োজন নাই)।

١٠٠٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ رَافِعُوْا اَيْدِيْهِمْ قَالَ زُهَيْرٌ اُرَاهُ قَالَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ مَالِىْ اَرَاكُمْ رَافِعِىْ اَيْدِيْكُمْ كَاَنَّهَا اَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ اُسْكُنُوْا فِى الصَّلٰوةِ -

১০০০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ...... হযরত জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এমন সময় আগমন করেন, যখন লোকেরা নামাযের মধ্যে তাদের হাত উপরের দিক উঠিয়ে ছিল। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ আমি এটা কি দেখছি? মনে হয় যেন তোমরা তোমাদের হস্তদ্বয়কে ঘোড়ার লেজের মত মশা-মাছি বিতাড়নের জন্য আন্দোলিত করছ? তোমরা নামাযের মধ্যে শান্ত থাকবে ...... (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٩٦- بَابُ الرَّدِّ عَلَى الْاِمَامِ

১৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সালামের জবাব দেওয়া

١٠٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجُمَاهِرِ نَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّرُدَّ عَلَى الْاِمَامِ وَاَنْ نَتَحَابَّ وَاَنْ يُّسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ -

১০০১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান (র) .... হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইমামের সালামের জওয়াব দেয়ার

জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য একে অন্যকে সালাম বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছেন (ইব্‌ন মাজা)।

١٩٧- بَابُ التَّكْبِيْرِ بَعْدَ الصَّلٰوةِ

১৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের পরে তাক্‌বীর বলা সম্পর্কে

١٠٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نَا سُفْيٰنُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُعْلَمُ اِنْقِضَاءُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيْرِ -

১০০২। আহমাদ ইব্‌ন আব্‌দা (র) .... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ (আমাদেরকে) এরূপ অবহিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায সমাপনান্তে তাকবীর পাঠ করতেন। (সম্ভবত তা ঈদুল আযহায় আইয়ামে তাশ্‌রীকের তাক্‌বীর ছিল) -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٠٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ اَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ اَعْلَمُ اِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ وَ اَسْمَعُهُ -

১০০৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) .... আমর ইব্‌ন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মুসল্লীগণ ফরয নামায শেষে, গমনের কালে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর পাঠ করতেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা গমনকালে যে তাক্‌বীর পাঠ করতেন, তা আমি শুনতাম -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٩٨- بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

১৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মধ্যে স্বর দীর্ঘায়িত না করা সম্পর্কে

١٠٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيْ نَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ ـ

১০০৪। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) - ···· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়সাল্লাম সালামের সময় 'হযফ' (অর্থাৎ স্বরকে অহেতুক দীর্ঘায়িত না করা)-কে সুন্নাত বলেছেন ···· (তিরমিযী)।

١٩٩ـ بَابُ اِذَا اَحْدَثَ فِىْ صَلَاتِهٖ يَسْتَقْبِلُ

১৯৯. নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু করে বাকী নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٠٥ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حَطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا فَسَاَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ ـ

১০০৫। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ····· হযরত আলী ইব্‌ন তালক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন নামাযের মধ্যে কারো উযু নষ্ট হয় তখন সে যেন ঐ স্থান পরিত্যাগ করে উযু করে পুনরায় নামায আদায় করে -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٠٠ـ بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِىْ مَكَانِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ الْمَكْتُوْبَةَ

২০০. অনুচ্ছেদ ঃ যে স্থানে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٠٦ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ وَّ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَّيْثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ اَوْ عَنْ يَّمِيْنِهِ اَوْ عَنْ شِمَالِهٖ زَادَ فِىْ حَدِيْثِ حَمَّادٍ فِى الصَّلٰوةِ يَعْنِىْ فِى السُّبْحَةِ ـ

১০০৬। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি তোমাদের কারও পক্ষে ফরয নামায আদায়ের পর ডানে, বামে সম্মুখে বা পশ্চাতে গমন করা সম্ভব না হয়, তবে সে ফরয নামায আদায়ের স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করতে পারে। নচেৎ ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে গিয়ে অন্যত্র নফল নামায আদায় করা শ্রেয় -- (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنِ الْاَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا اِمَامٌ لَّنَا يُكَنَّى اَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اَوْ مِثْلَ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُوْمَانِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ اَبِىْ رِمْثَةَ يَعْنِىْ نَفْسَهُ فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِىْ اَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ فَاَخَذَ بِمَنْكِبِهٖ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اِجْلِسْ فَاِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ اَهْلُ الْكِتَابِ اِلاَّ اَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلٰوتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بَصَرَهُ فَقَالَ اَصَابَ اللّٰهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ قَدْ قِيْلَ اَبُوْ اُمَيَّةَ مَكَانَ اَبِىْ رِمْثَةَ ـ

১০০৭। আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইব্‌ন নাজদা (র) ..... আল-আরযাক ইব্‌ন কায়েস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমাদের ইমাম আবু রিম্‌ছা (রা) জামাআতে নামায শেষে বলেন ঃ একদা আমি এই ফরয নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আদায় করি। নামাযে হযরত আবু বাক্‌র ও উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডানপাশে সামনের কাতারে দণ্ডায়মান ছিলেন। ঐ সময়ে অন্য একজন সাহাবীও তাক্‌বীরে উলা বা প্রথম তাক্‌বীরের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইমাম হিসাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে ডান এবং বামদিকে এরূপভাবে সালাম ফিরান যে, আমরা তাঁর গালের শুভ্র অংশ অবলোকন করি। অতঃপর তিনি (স) স্বীয় স্থান হতে উঠে দাঁড়ান, যেমন আবু রিম্‌ছা (রাবী স্বয়ং) উঠে দাঁড়ালেন। ঐ সময় প্রথম তাক্‌বীর প্রাপ্ত ব্যক্তি নফল নামায আদায়ের জন্য উক্ত স্থানেই দণ্ডয়মান হন। তখন হযরত উমার (রা) দ্রুত তাঁর নিকট গমন

করে তার কাঁধে হাত দিয়ে তাকে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন ঃ বস, পূর্ববর্তী আহ্‌লে কিতাবগণ এ কারণেই ধ্বংস হয়েছে যে, তারা ফরয ও নফলের মধ্যে কোনরূপ ভেদাভেদ করত না। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিকে দৃষ্টিপাত করে বলেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র ! আল্লাহ তোমার দ্বারা সঠিক কাজ করিয়েছেন। (এতে বুঝা যায় যে, মসজিদে ফরয নামায আদায়ের স্থান হতে সরে অন্যত্র অন্য নামায আদায় করা উত্তম এবং নবীর সুন্নাত —অনুবাদক)।

٢٠١- بَابُ فِيْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

২০১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই সাহু সিজদার বর্ণনা

١٠٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِحْدٰى صَلاَتَيِ الْعَشِيِّ الظُّهْرَ اَوِ الْعَصْرَ قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ فِيْ مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى يُعْرَفُ فِيْ وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرْعَانُ النَّاسِ وَ هُمْ يَقُوْلُوْنَ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ وَ فِى النَّاسِ اَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ فَهَابَاهُ اَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُسَمِّيْهِ ذَاالْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قُصِرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَ لَمْ تُقْصَرِ الصَّلٰوةُ قَالَ بَلْ نَسِيْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ اَصَدَقَ ذُ و الْيَدَيْنِ فَاَوْمَؤُا اَىْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَ كَبَّرَ قَالَ فَقِيْلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِى السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ اَحْفَظْهُ مِنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ لٰكِنْ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১০০৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে যোহর অথবা আসরের

নামায আদায় করেন। তিনি (স) দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরান। অতঃপর তিনি (স) মসজিদের সম্মুখে অবস্থিত কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট গিয়ে তার ওপরে এক হাত অন্য হাতের উপর স্থাপন করে দণ্ডায়মান হন। ঐ সময় তাঁকে (স) রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তখন লোকেরা মসজিদ হতে নিগর্মনকালে বলছিল ঃ নামায কসর করা হয়েছে, নামায কসর করা হয়েছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ চার রাকাতের স্থানে দুই রাকাত করে দিয়েছেন) ঐ সময়ে সমবেত মুসল্লীদের মধ্যে হযরত আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা)-ও ছিলেন এবং তাঁরা এব্যাপার সম্পর্কে তাঁর (স) সাথে আলোচনা করতে ভীত হন। ঐ সময় হযরতের নিকট হতে যুল্-য়াদাইন্ উপাধিপ্রাপ্ত জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আপনি কি ভুল করেছেন না নামায কসর (সংক্ষিপ্ত) করা হয়েছে? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ না, আমি ভুল করিনি এবং নামায কসরও করা হয় নাই। তখন ঐ সাহাবী বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! তবে আপনি ভুল করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) সমবেত জনগণের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আচ্ছা, যুল্-য়াদাইন কি সত্য বলেছে? জবাবে সাহাবাগণ ইশারায় বলেন ঃ জি হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন করে বাকী দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে পূর্বের সিজ্দার সমপরিমাণ সময় অথবা তার চাইতে কিছু অধিক সময় ধরে সিজ্দা করেন। পরে আল্লাহু আকবার বলে মস্তক উত্তোলন করেন এবং পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে পূর্ববর্তী সিজ্দার ন্যায় সিজ্দা করেন এবং পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে মাথা উঠান।

রাবী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে সিজ্দায়ে সাহূ -এর [১] পর সালাম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে তিনি বলেন ঃ এব্যাপারে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমাকে জ্ঞাত করানো হয়েছে যে, ইম্রান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেছেন যে, সিজ্দায়ে সাহূ-এর পর তিনি (স) সালাম ফিরিয়েছিলেন —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٠٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ بِاِسْنَادِهِ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ بِنَا وَلَمْ يَقُلْ فَاَوْمَؤُا قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ رَفَعَ وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ

(১) সিজ্দায়ে সাহূ বলা হয় ঃ নামাযের মধ্যে ভুলবশত যদি কোন ওয়াজিব তরক হয়ে যায়, তা সংশোধনের নিমিত্তে শেষ বৈঠকে আত্-তায়িহাতু "আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" পর্যন্ত পাঠ করে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই সিজ্দা করা এবং পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ শরীফ পড়া, অতঃপর নামাযের জন্য সর্বশেষ সালাম ফিরান। —অনুবাদক

وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيْثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَاَوْمَؤُا اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ ـ

১০০৯। আবদুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র)–এর সূত্রে ....মালিক (র) হতে, তিনি আয়্যুব হতে, তিনি মুহাম্মাদ হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী হাম্মাদের হাদীছটিই পূর্ণ হাদীছ। রাবী বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করেন। তবে এই বর্ণনায় "আমাদেরকে নিয়ে" এবং "লোকদের ইশারা" শব্দদ্বয়ের উল্লেখ নাই। রাবী বলেন ঃ লোকেরা শুধুমাত্র "হাঁ" বলে জবাব দিয়েছিল।

রাবী আরো বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) (সিজ্দা হতে মাথা) উত্তোলন করেন এবং এই বর্ণনায় তাক্বীরের বিষয়ও উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, যে সকল রাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের কেউই 'ফাকাব্বারা' ও 'রাজাআ' শব্দদ্বয়ের উল্লেখ করেননি।

١٠١٠ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ نَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِمَعْنٰى حَمَّادٍ كُلِّهِ اِلٰى اٰخِرِ قَوْلِهِ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ اَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ وَاَحَبُّ اِلَيَّ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيْهِ ذَا الْيَدَيْنِ وَلاَ ذَكَرَ فَاَوْمَؤُا وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيْثُ حَمَّادٍ اَتَمُّ ـ

১০১০। মুসাদ্দাদ (র) ...... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন।

অতঃপর রাবী হাম্মাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি এ সম্পর্কে জানতে পারি যে, সিজ্দায়ে সাহু–এর পরেও সালাম আছে। রাবী সাল্মা বলেন ঃ অতঃপর আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে তাশাহ্হুদ পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে তাশাহ্হুদ পাঠ করা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাই নাই। তবে তাশাহ্হুদ পাঠ করাই আমার নিকট শ্রেয়। এ বর্ণনায় তাঁকে যুল্–য়াদাইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে কোন উল্লেখ নাই এবং এই হাদীছে "লোকদের ইশারা" ও "তিনি (স) যে রাগান্বিত হন" এই শব্দদ্বয়েরও কোন উল্লেখ নাই।

١٠١١- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ وَهِشَامٍ وَيَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ اَنَّهُ كَبَّرَ وَ سَجَدَ وَ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ سَجَدَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ وَ حُمَيْدٌ وَ يُوْنُسُ وَ عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هٰذَا الَّذِيْ ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ ـ

১০১১। আলী ইব্‌ন নাসর (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হয়রত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যুল্‌-য়াদাইনের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) তাকবীর বলে সিজ্‌দা করেন....।

١٠١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ اَبِيْ سَلَمَةَ وَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حَتّٰى يَقَّنَهُ اللّٰهُ ذٰلِكَ ـ

১০১২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) .... আবু হুরায়রা (রা) হতে যুল্‌-য়াদাইনের হাদীছে বর্ণিত ঘটনার ন্যায় বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দায় সাহূ করেননি যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নিশ্চিত করে দেন (দুই রাকাত না পড়ার ব্যাপারে)।

١٠١٣- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ نَا يَعْقُوْبُ يَعْنِي ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِيْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ اَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَ لَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ اِذَا شَكَّ حَتّٰى لَقَّاهُ النَّاسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَّ اَخْبَرَنِيْ بِهٰذَا الْخَبَرِ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ وَّعِمْرَانُ بْنُ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ وَ لَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ـ

১০১৩। হাজ্জাজ ইব্ন আবু ইয়াকূব (র) .... হযরত আবু বাক্র ইব্ন সুলায়মান (র) বলেনঃ তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্দায়ে সাহূ সম্পর্কে জ্ঞাত করানো হয়েছে — (নাসাঈ)।

রাবী ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ সমবেত জনতার সংগে আলোচনার পূর্ব পর্যন্ত তিনি (স) সিজ্দায়ে সাহূ করেন নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় এই ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ নাই, তবে সেখানে "দুই সিজ্দার" বিষয়ও উল্লেখ নাই।

রাবী আবু বাক্র ইবন সুলায়মান ইব্ন আবু হাছমা (র) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, তিনি (স) সিজ্দায় সাহূ আদায় করেন নাই।

١٠١٤ـ حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيْلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ـ

১০১৪। ইব্ন মুআয (র) ..... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ যোহরের নামায দুই রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরান। ঐ সময় তাঁকে (স) বলা হয় যে, নামায কম হয়েছে। এতদ্শ্রবণে তিনি পরে আরো দুই রাকাত আদায় করে দুইটি সিজ্দায়সাহূ করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

١٠١٥ـ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَسَدٍ اَنَا شَبَابَةُ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ

مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ اَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ اُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ مَوْلٰى اَحْمَدَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ ـ

১০১৫। ইসমাঈল ইব্‌ন আসাদ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যোহর অথবা আসরের দুই রাকাত নামায আদায়ের পর সালাম ফিরিয়ে উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। ঐ সময় জনৈক সাহাবী তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ নামায কি কমে গিয়েছে, না আপনি ভুল করেছেন? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ এর কোনটাই নয়। তখন লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)। আপনি নামায কম পড়েছেন। এতদশ্রবণে তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করে চলে যান এবং ঐ সময় তিনি সিজদায়ে সাহূ আদায় করেন নাই।

অপর বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম (স) হতে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) ভুলের জন্য সালামের পর দুইটি সিজদা বসা অবস্থায় আদায় করেন।

١٠١٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ نَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِىْ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ـ

১০১৬। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) সালামের পর (নামাযের মধ্যেকার) ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দা আদায় করেন ..... (নাসাঈ)।

١٠١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ـ

১০১৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ..... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে (ভুলবশত চার রাকাতের স্থলে) দুই রাকাত আদায় করে সালাম ফিরান। অতঃপর রাবী আবু উসামা হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরিয়ে ভুলের জন্য সিজ্‌দায়ে সাহূ আদায় করেন ..... (ইব্‌ন মাজা)।

١٠١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَ نَا مُسَدَّدٌ نَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالاَ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ نَا اَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِيْ ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ قَالَ عَنْ مَّسْلَمَةَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُّقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ طَوِيْلُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَقُصِرَتِ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَّجُرُّ رِدَاءَهٗ فَقَالَ اَصَدَقَ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ ـ

১০১৮। মুসাদ্দাদ (র) .... হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায়কালে তৃতীয় রাকাতের সময় সালাম ফিরিয়ে স্বীয় হুজ্‌রায় গমন করেন। তখন লম্বা বাহু বিশিষ্ট সাহাবী হযরত খিরবাক (রা) তাঁর (স) খিদমতে হাজির হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! নামায কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে? এতদশ্রবণে তিনি (স) রাগান্বিত অবস্থায় স্বীয় চাদর হেঁচড়িয়ে বাইরে এসে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই ব্যক্তি কি সত্য বলেছে? জবাবে তারা বলেন ঃ হাঁ। অতঃপর তিনি (স) বাকী নামায আদায় করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্‌দায় সাহূ করার পর সর্বশেষ সালাম ফিরান .....(মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٠٢ـ بَابُ اِذَا صَلَّى خَمْسًا

২০২. অনুচ্ছেদ ঃ ভুলবশত নামায পাঁচ রাকাত পড়লে

١٠١٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالَ حَفْصٌ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ اَزِيْدَ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ ـ

১০১৯। হাফস ইব্‌ন উমার (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (ভুল বশত) যুহরের নামায পাঁচ রাকাত আদায় করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল— নামায কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বলেন ঃ কেন কি হয়েছে? তখন এক ব্যক্তি বলেন ঃ আপনি পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেছেন। তখন তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর সিজ্‌দায় সাহূ আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।[১]

١٠٢٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَلاَ اَدْرِيْ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلٰوةِ شَيْءٌ اَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ وَقَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ـ

১০২০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের মধ্যে ভুলবশতঃ বেশী বা কম করেন। রাবী ইবরাহীম বলেনঃ বেশী বা কম সম্পর্কে আমি জ্ঞাত নই। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌। নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ এসেছে কি? তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তা কি? তখন তাঁকে বলা হল, আপনি এত রাকাত কম বা বেশী নামায আদায় করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর পদদ্বয়কে ঘুরিয়ে কিব্‌লামুখী হয়ে দুইটি সিজ্‌দা করে

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন, চতুর্থ রাকাতে তাশাহ্‌হুদের সমপরিমাণ সময় না বসে থাকলে এবং পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেললে– নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং পুণর্বর তা পড়তে হবে। আর চতুর্থ রাকাতে তাশাহ্‌হুদের পরিমাণ সময় বসলে নামায পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অতিরিক্ত নামায নফল হিসাবে গণ্য হবে।

সালাম ফিরান। নামায শেষে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ নামায সম্পর্কে কোন নতুন নির্দেশ নাযিল হলে আমি অবশ্যই তা তোমাদের জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ, তাই আমিও তোমাদের মত ভুল করি। কাজেই আমি যখন ভুল করব, তখন তোমরা আমাকে অবশ্যই স্মরণ করিয়ে দিবে। তিনি আরো বলেন ঃ নামায পাঠকালে যখন তোমাদের কেউ সন্দীহান হয়ে পড়বে, তখন চিন্তা-ভাবনার পর যা সঠিক মনে করবে, তাই আদায় করবে এবং পরে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সিজ্দায়ে সাহূ দুইটি সিজ্দা করবে।

١٠٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبِىْ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِهٰذَا قَالَ فَاِذَا نَسِىَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ الْاَعْمَشِ ـ

১০২১। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) .... অন্য সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ভুল করবে, তখন দুইটি সিজ্দা দিবে। অতঃপর তিনি (স) তার মুখ ফিরিয়ে দুইটি সিজ্দা করেন।

١٠٢٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا جَرِيْرٌ ح وَ نَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ يُوْسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَاْنُكُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ زِيْدَ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ ـ

১০২২। নাস্র ইব্ন আলী ও ইউসুফ ইব্ন মূসা (র)-র মিলিত সনদে ..... হযরত আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে নামায আদায়কালে পাঁচ রাকাত আদায় করেন। নামায শেষে এ সম্পর্কে লোকেরা পরস্পরের মধ্যে চুপে চুপে আলাপ করতে থাকে। এতদ্দর্শনে তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কি ব্যাপার, তোমাদের কি হয়েছে? জবাবে তারা বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি (স) বলেন ঃ না। তখন তাঁরা বলেন ঃ আপনি তো পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। এতদ্শ্রবণে তিনি (স) পুনরায় গমন করতঃ দুইটি সিজ্দা আদায়ের

পর সালাম ফিরিয়ে বলেন ঃ আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। কাজেই আমারও তোমাদের ন্যায় ভুল হতে পারে —(মুসলিম)।

١٠٢٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ اَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَ قَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةٌ فَاَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيْتَ مِنَ الصَّلٰوةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَاَخْبَرْتُ بِذٰلِكَ النَّاسَ فَقَالُوْا لِيْ اَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ اِلاَّ اَنْ اَرَاهُ فَمَرَّ بِيْ فَقُلْتُ هٰذَا هُوَ فَقَالُوْا هٰذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ ـ

১০২৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... মুআবিয়া ইব্‌ন হুদায়জ (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতের সাথে নামায আদায়কালে এক রাকাত অবশিষ্ট থাকতে সালাম ফিরান। তাঁর (স) নিকট এক ব্যক্তি গিয়ে বলেন ঃ আপনি ভুলবশত এক রাকাত বাদ দিয়েছেন। তখন তিনি (স) মসজিদে প্রবেশ করে হযরত বিলালকে ইকামত দিতে বলেন এবং তিনি লোকদের নিয়ে বাকী নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন ঃ এই ঘটনা আমি লোকদের নিকট বর্ণনা করলে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনি কি ঐ ব্যক্তিকে চিনেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ না, আমি মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম। এই সময় ঐ ব্যক্তিকে আমার পাশ দিয়ে গমনকালে আমি বলি—ইনিই সেই ব্যক্তি। তখন তাঁরা বলেন ঃ এই ব্যক্তির নাম তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) – –(নাসাঈ)।

٢٠٣- بَابُ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

২০৩. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়েছে

١٠٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِيْنِ فَاِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَاِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ

مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ اَبِيْ خَالِدٍ اَشْبَعُ ـ

১০২৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ..... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে (রাকাত ইত্যাদী সম্পর্কে) সন্দীহান হবে, তখন তা দূরীভূত করে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খেয়াল করবে এবং যখন তার দৃঢ় বিশ্বাস এই হবে যে, তার নামায শেষ হয়েছে, তখন সে দুটি সিজ্‌দা করবে। যদি প্রকৃতপক্ষে তার নামায পূর্ণ হয়ে থাকে, তবে দুটি সিজদা এবং শেষ রাকাত তার জন্য নফল হিসাবে পরিগণিত হবে। তার পূর্বে যদি তার নামায পরিপূর্ণ না হয়ে থাকে, তবে শেষের দুই সিজ্‌দা তার নামাযের পরিপূরক হবে এবং এই সিজ্‌দা দুইটি শয়তানের জন্য অপমান স্বরূপ ..... (মুসলিম, নাসঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِيْ رِزْمَةَ اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ ـ

১০২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ..... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুটি সিজ্‌দায়ে সাহুকে "মুরগামাতায়ন" নামকরণ করেছেন। (অর্থাৎ এই দুটি সিজদা শয়তানকে অপমান করে থাকে)।

١٠٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا اَوْ اَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ فَاِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِيْ صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَاِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيْمٌ لِلشَّيْطَانِ ـ

১০২৬। আল-কানাবী (র) ..... হযরত আতা ইব্‌ন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ

নামাযের মধ্যে সন্দীহান হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হবে যে, তিন না চার রাকাত আদায় করেছে তা ঠিক করতে পারে না, তখন সে আরো এক রাকাত নামায পূরণ করে বসা অবস্থায় সর্বশেষ সালামের পূর্বে ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দা করবে। যদি শেষ রাকাত পঞ্চম রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্‌দা তার জের হিসাবে পরিণত হবে এবং যদি তা চতুর্থ রাকাত হয়, তবে এই দুটি সিজ্‌দা শয়তানকে অপমান করার জন্য হবে।

١٠٢٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ بِاِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَاِنِ اسْتَيْقَنَ اَنْ قَدْ صَلّٰى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُوْدِهَا ثُمَّ يَجْلِسُ فَيَتَشَهَّدُ فَاِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ اِلاَّ اَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمْ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنٰى مَالِكٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَّهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ اِلاَّ اَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهٖ اَبَا سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ -

১০২৭। কুতায়বা (র) ..... যায়েদ ইব্‌ন আসলাম (র) রাবী মালিকের সনদে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহে পতিত হয় এবং সে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে তিন রাকাত আদায় করেছে, তখন সে যেন চতুর্থ রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে তা সিজ্‌দা সহকারে আদায় করে তাশাহ্‌হুদ পাঠের নিমিত্তে বসবে। তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর বসা অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজ্‌দা দিবে এবং সবশেষে পুনরায় সালাম ফিরাবে।

٢٠٤- بَابُ مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلٰى اَكْبَرِ ظَنِّهٖ

২০৪. অনুচ্ছেদ ঃ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নামায শেষ করা

١٠٢٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كُنْتَ فِيْ صَلٰوةٍ فَشَكَكْتَ فِيْ ثَلاَثٍ اَوْ اَرْبَعٍ وَاَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلٰى اَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَاَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ اَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ اَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَّ لَمْ يَرْفَعْهُ وَ وَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ اَيْضًا سُفْيَانُ وَّ شَرِيْكٌ وَّ اِسْرَائِيْلُ وَاخْتَلَفُوْا فِى الْكَلاَمِ فِىْ مَتْنِ الْحَدِيْثِ وَلَمْ يُسْنِدُوْهُ ـ

১০২৮। আন–নুফায়লী (র) .... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি নামাযের মধ্যে তিন রাকাত না চার রাকাত আদায় করেছ, এ সম্পর্কে সন্দীহান হবে এবং তখন তোমার অধিক ধারণা চার রাকাত আদায়ের প্রতি হবে, তখন তুমি তাশাহ্হুদ পাঠ করতঃ বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে দুইটি সিজ্‌দা করবে। অতঃপর তাশাহ্হুদ পাঠ করতঃ শেষ সালাম ফিরাবে -- (নাসাঈ)।

١٠٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَا عِيَاضٌ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانُ نَا يَحْيٰى عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ اَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَتَاهُ الشَّيْطٰنُ فَقَالَ اِنَّكَ قَدْ اَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ قَدْ كَذَبْتَ اِلاَّ مَا وَجَدَ رِيْحًا بِاَنْفِهٖ اَوْ صَوْتًا بِاُذُنِهٖ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ اَبَانٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَّ عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ وَّ قَالَ الاَوْزَاعِىُّ عِيَاضُ بْنُ اَبِىْ زُهَيْرٍ ـ

১০২৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) .... হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায আদায়কালে (রাকাতের) কম বেশী সম্পর্কে সন্দীহান হবে, তখন সে ব্যক্তি বসা অবস্থায় দুটি সিজ্‌দা করবে। অতঃপর যদি তার নিকট শয়তান এসে ধোঁকা দেয়, (হে নামাযী) তোমার উযু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তখন নামাযী বলবে, (হে শয়তান !) তুমি মিথ্যাবাদী; তবে বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ যদি অনুভূত হয় (তবে তাকে নতুনভাবে উযু করতে হবে) .... (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٠٣٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ جَاءَهُ الشَّيْطٰنُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتّٰى لاَ يَدْرِىْ كَمْ صَلّٰى فَاِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ

ذٰلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَ مَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ ـ

১০৩০। আল–কানাবী (র) ..... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদে কেউ নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন শয়তান তার নিকট এসে তাকে ধোঁকা দিতে দিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, সে কয় রাকাত আদায় করেছে—তা স্মরণ করতে পারে না। তোমাদের কারো যখন এমন অবস্থা হবে, তখন সে যেন বসা অবস্থায় দুটি সিজ্‌দা দেয় ..... (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٠٣١ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ اَبِيْ يَعْقُوْبَ نَا يَعْقُوْبُ اَنَا ابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ زَادَ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ـ

১০৩১। হাজ্জাজ ইব্‌ন আবু ইয়াকূব (র) .... মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম (রহ) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, সালামের পূর্বে বসা অবস্থায় (সাহু সিজ্‌দা) করবে।

١٠٣٢ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ نَا يَعْقُوْبُ اَنَا اَبِيْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ بِاِسْنَادِهِ وَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ـ

১০৩২। হাজ্জাজ (র) ..... মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুসলিম যুহরী (র) উপরোক্ত সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ সালামের পূর্বে দুটি সিজ্‌দা দিয়ে পরে সালাম ফিরাবে।

٢٠٥ـ بَابُ مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

২০৫. অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পর সিজ্‌দা সাহু করা সম্পর্কে

١٠٣٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسَافِعٍ اَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ـ

১০৩৩। আহ্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) ...... আবদুল্লাহ ইবন্ জাফর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে সন্দীহান হবে, সে যেন সালাম ফিরাবার পর দুইটি সিজ্দা (সাহূ) করে।

٢٠٦ـ بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

২০৬. অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাকাতের পর তাশাহ্হুদ পাঠ না করে দাঁড়ানো সম্পর্কে

١٠٣٤ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّهُ قَالَ صَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيْمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ ثُمَّ سَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১০৩৪। আল-কানাবী (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্ন বুহায়না (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআতে নামায আদায় করার সময় দুই রাকাতের পর না বসে (ভুলবশত তৃতীয় রাকাতের) জন্য দণ্ডায়মান হন এবং মুক্তাদীগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যায়। নামায শেষে আমরা যখন সালামের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন তিনি (স) বসা অবস্থায় সালামের পূর্বে আল্লাহু আকবার বলে দুইটি সিজ্দা দেন এবং অতপর তিনি (স) সালাম ফিরান।

١٠٣٥ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبِىْ وَ بَقِيَّةُ قَالَا نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمَعْنٰى اِسْنَادِهِ وَحَدِيْثِهِ زَادَ وَ كَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِىْ قِيَامِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيْمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِىِّ ـ

১০৩৫। আমর ইব্ন উছমান (র) ..... যুহরী (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং এখানে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ (ভুলবশতঃ) দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহ্হুদ পাঠ করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ হযরত ইব্‌নুয যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সিজ্‌দার অনুরূপ সিজ্‌দা করেন । এটা যুহ্‌রী (র)-এর কথা।

٢٠٧- بَابُ مَنْ نَّسِيَ اَنْ يَّتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

২০৭. অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে

١٠٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ نَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الْاَحْمَسِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الْاِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاِنْ ذَكَرَ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَاِنِ اسْتَوٰى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ -

১০৩৬। হাসান ইব্‌ন আমর (র) .... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন ইমাম (তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে) দুই রাকাত আদায়ের পর না বসে দণ্ডায়মান হওয়া কালে সম্পূর্ণ সোজা হওয়ার পূর্বে এটা তার স্মরণ হয়; তখন তিনি সাথেসাথেই বসবেন এবং যদি তিনি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে থাকেন তখন তিনি আর না বসে নামায শেষে দুইটি সিজ্‌দা সাহূ করবেন ..... (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيِّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَضٰى فَلَمَّا اَتَمَّ صَلاَتَهُ وَ سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَ رَوَاهُ اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيْثِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عُمَيْسٍ اَخُو الْمَسْعُوْدِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيْرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ

قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ اَفْتٰى بِذٰلِكَ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا فِىْ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوْا بَعْدَ مَا سَلَّمُوْا ـ

১০৩৭। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র) যিয়াদ ইব্‌ন ইলাকা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুগীরা (রা) ইমামতি করাকালে দুই রাকাতের পর না বসে দণ্ডায়মান হন। তখন আমরা 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলি (ভুল সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য নামাযের মধ্যে এরূপ বলতে হয়)। জবাবে তিনিও "সুব্‌হানাল্লাহ" বলেন। নামায সমাপনান্তে তিনি ভুলের জন্য দুইটি সিজ্‌দায় সাহূ করেন। পরে তিনি সে স্থান ত্যাগ করবার পর বলেন ঃ আমি যেরূপ করেছি, এরূপ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে করতে দেখেছি ..... (তিরমিযী)।

অন্য বর্ণনায় আবু উমায়েস ..... ছাবিত ইব্‌ন উবায়েদ হতে উল্লেখ করেছেন যে, একদা হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) নামায পড়াচ্ছিলেন ..... অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবু উমায়স (র) মাসউদীর ভাই। সাদ ইব্‌ন আবু ওয়াক্কাস (রা)-ও মুগীরা (রা)-র অনুরূপ করেছেন। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা), দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়স (রা), মুআবিয়া (রা), ইব্‌ন আব্বাস (রা) এবং উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এটা ঐ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা দুই রাকাতের সময় না বসার ভুলের জন্য সালামের পর সিজ্‌দায় সাহূ আদায় করে থাকে।

١٠٣٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ بِمَعْنَى الْاِسْنَادِ اَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُبَيْدِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ زُهَيْرٍ يَعْنِى ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَ لَمْ يَذْكُرْ عَنْ اَبِيْهِ غَيْرُ عَمْرٍو ـ

১০৩৮। আমর ইব্‌ন উছমান (র) ..... ছাওবান (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ নামাযের মধ্যে যে কোন ভুলের জন্য দুটি সিজ্‌দায় সাহূ করতে হয় ...... (ইব্‌ন মাজা)।

٢٠٨- بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيْمٌ

২০৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুইটি সাহু সিজদার পর তাশাহ্হুদ পড়বে, অতপর সালাম ফিরাবে

١٠٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِي اَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِي الْحَذَّاءَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَسَهٰى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ -

১০৩৯। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সাথে নামায আদায়কালে ভুল করেন। অতঃপর তিনি ভুলের জন্য দুটি সিজ্দা করেন। পরে তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরান -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٢٠٩- بَابُ اِنْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلٰوةِ

২০৯. অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষদের পূর্বে স্ত্রীলোকদের নামায শেষে প্রস্থান সম্পর্কে

١٠٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى وَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيْلًا وَّ كَانُوْا يَرَوْنَ اَنَّ ذٰلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ -

১০৪০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ..... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে সালামের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। লোকেরা এর অর্থ করত যাতে মহিলারা পুরুষদের পূর্বে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে পারে ......(বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢١٠- بَابُ كَيْفَ الْاِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلٰوةِ

২১০. অনুচ্ছেদ ঃ নামায শেষে প্রস্থানের পদ্ধতি সম্পর্কে

١٠٤١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ

بْنِ هُلْبٍ رَّجُلٍ مِّنْ طَيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ ـ

১০৪১। আবল ওলীদ (র) ..... হযরত কাবীসা ইব্‌ন হূল্‌ব (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করেছেন এবং তিনি (স) নামায শেষে মসজিদের কোন এক পাশ (ডান বা বাম) দিয়ে প্রস্থান করতেন (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٠٤٢ـ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لاَ يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ نَصِيْبًا لِّلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهٖ اَنْ لاَّ يَنْصَرِفُ الاَّ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرَ مَايَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهٖ قَالَ عُمَارَةُ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَّسَارِهٖ ـ

১০৪২। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) .... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন স্বীয় নামাযের মধ্যে শয়তানের জন্য কোন অংশ না রাখে। এরূপে যে, সে নির্গমনের সময় শুধুমাত্র ডানদিক হতেই বের হবে। তিনি আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অধিকাংশ সময়ে বাম দিক দিয়ে বের হতে দেখেছি।

রাবী উমারা বলেন ঃ এই হাদীছ শ্রবণের পর আমি যখন মদীনায় গমন করি, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হুজরাসমূহ মসজিদের বাম দিকে দেখতে পাই ...... (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।(১)

٢١١ـ بَابُ صَلٰوةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِىْ بَيْتِهٖ

২১১. অনুচ্ছেদ ঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম

١٠٤٣ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ

টিকা ঃ (১) নামায শেষে ইমাম ডান বা বাম দিকে ফিরে বসতে পারে, তদ্রুপ মসজিদের ডান বা বাম দিক দিয়ে বের হতে কোন আপত্তি নাই। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় নির্গমনের জন্য ডান বা বাম দিকে নির্দিষ্ট করে নেয় এবং সেই দিক হতেই বাইর হওয়াকে জরুরী মনে করে, তবে সে গোনাহগার হবে। কারণ এতে শয়তান খুশী হয় এবং একেই শয়তানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। নফল বা মুস্তাহাবকে একান্ত জরুরী মনে করা অন্যায় ও গোনাহের কাজ। (অনবাদক)

عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَ لاَتَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ

১০৪৩। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ..... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্ব স্ব গৃহে (নফল) নামায আদায় করবে এবং তোমাদের ঘরকে তোমরা (নামায আদায় না করে) কবর সদৃশ্য করবে না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٤٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانَ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهٖ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهٖ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১০৪৪। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ..... যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফরয নামায ব্যতীত যে কোন ধরনের নফল নামায আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববী) হতে ঘরে পড়াই শ্রেয় ......(নাসাঈ, তিরমিযী)।

٢١٢- بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

২১২. অনুচ্ছেদ ঃ কিবলা ব্যতীত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করার পর, তা জ্ঞাত হলে

١٠٤٥- حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَّ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَصْحَابَهُ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ فَمَرَّ رَجُلٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوْعٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اَلاَ اِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ اِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَمَالُوْا كَمَا هُمْ رُكُوْعٌ اِلَى الْكَعْبَةِ ـ

১০৪৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ..... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীরা বায়তুলমুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। অতঃপর যখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ তোমরা যেখানেই থাক, মসজিদুল্ হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় কর। (অর্থাৎ এ সময় বায়তুল্লাহকে কিবলা হিসাবে নির্দ্ধারিত করা হয়) এ সময় বনী সালমাহ্ একব্যক্তি মসজিদের পাশদিয়া গমন কালে দেখতে পান যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে ফজরের নামায আদায় করছেন। তখন তিনি দুইবার (চীৎকার করে) বলেন ঃ নিশ্চয়ই কি্বলাকে এখন বায়তুল্লাহ্‌র দিকে ফিরানো হয়েছে। তাঁরা রুকূ অবস্থায় কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন – (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢١٣- بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الْجُمُعَةِ

২১৩. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের বিভিন্ন বিধান

١٠٤٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَ فِيْهِ اُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ وَهِىَ مُصِيْخَةٌ يَّوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِّنَ السَّاعَةِ اِلاَّ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ وَ فِيْهَا سَاعَةٌ لاَّيُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ وَّ هُوَ يُصَلِّىْ يَسْأَلُ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً اِلاَّ اَعْطَاهُ اِيَّاهَا قَالَ كَعْبٌ ذٰلِكَ فِىْ كُلِّ سَنَةٍ يَّوْمٌ فَقُلْتُ بَلْ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ فَقَرَأَ كَعْبُ التَّوْرٰةَ فَقَالَ صَدَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ ثُمَّ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِىْ مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ اَيَّةَ سَاعَةٍ هِىَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَاَخْبِرْنِىْ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ هِىَ اٰخِرُ سَاعَةٍ مِّنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُّسْلِمٌ وَّهُوَ يُصَلِّىْ وَتِلْكَ السَّاعَةَ لاَ يُصَلِّىْ فِيْهَا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ

اَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ فَهُوَ فِيْ صَلٰوةٍ حَتّٰى يُصَلِّيَ قَالَ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هُوَ ذَاكَ ـ

১০৪৬। আল্-কানাবী (র) ...... হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যেসব দিনে সূর্যোদয় হয় তার মধ্যে জুমুআর দিনই উত্তম। ঐ দিনেই হযরত আদম (আ) সৃষ্টি হয়েছিলেন, ঐ দিনই তাঁকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, ঐ দিনই তাঁর তওবা কবুল হয় এবং ঐ দিন তিনি ইন্তিকাল করেন। ঐ দিনই কিয়ামত কায়েম হবে, এই দিন জিন ও ইনসান ব্যতীত সমস্ত প্রাণীকুল সুব্হে-সাদেক হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে। এই দিনের মধ্যে এমন একটি সময় নিহিত আছে, তখন কোন মুসলিম বান্দাহ নামায আদায়ের পর আল্লাহ্র নিকট যা প্রার্থনা করবে তাই প্রাপ্ত হবে।

হযরত কাব (রা) বলেন, এইরূপ দু'আ কবুলের সময় সারা বছরের মধ্যে মাত্র এক দিন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, বছরের একটি দিন নয়, বরং এটা প্রতি জুমুআর দিনের মধ্যে নিহিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত কাব (রা) তার প্রমাণস্বরূপ তাওরাত পাঠ করে বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (স) সত্য বলেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর আমি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-র সাথে সাক্ষাত করি (যিনি ইহূদীদের মধ্যে বিজ্ঞ আলিম ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এবং তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করি। এই সময় হযরত কাব (রা)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, দু'আ কবুলের সেই বিশেষ সময় সম্পর্কে আমি জ্ঞাত আছি। তখন আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমাকে ঐ সময় সম্পর্কে অবহিত করুন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, তা হল জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময়। আমি বললাম, তা জুমুআর দিনের সর্বশেষ সময় কিরূপে হবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে কোন বান্দাহ নামায আদায়ের পর উক্ত সময়ে দু'আ করলে তার দু'আ কবুল হবে। অথচ আপনার বর্ণিত সময়ে কোন নামায আদায় করা যায় না। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি বলেননি যে, কোন ব্যক্তি নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকলে— নামায আদায় না করা পর্যন্ত তাকে নামাযে রত হিসাবে গণ্য করা হয়? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তা ঐ সময়টি .... (নাসাঈ, তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম)।

١٠٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ فَاَكْثِرُوْا عَلَىَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَىَّ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ ـ

১০৪৭। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) .... হযরত আওস ইব্‌ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ দিনসমূহের মধ্যে জুমুআর দিনই সর্বোৎকৃষ্ট । এই দিনই হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এই দিন তিনি ইন্‌তিকাল করেন। ঐ দিনে শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। ঐ দিন সমস্ত সৃষ্টিকুল বেহুশ্ হবে। অতএব তোমরা ঐ দিন আমার উপর অধিক দুরূদ পাঠ করবে, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার সম্মুখে পেশ করা হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দেহ তো গলে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দুরূদ কিরূপে আপনার সম্মুখে পেশ করা হবে ? তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আম্বিয়ায় কিরামের দেহসমূহ মাটির জন্য (বিনষ্ট করা হতে) হারাম করে দিয়েছেন ...... (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢١٤. بَابُ الْاِجَابَةِ اَيَّةُ سَاعَةٍ هِىَ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

২১৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে কোন্ মুহূর্তে দু'আ কবুল হয়

١٠٤٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ اَنَّ الْجَلاَّحَ مَوْلٰى عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا سَلَمَةَ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ يُرِيْدُ سَاعَةً لاَ يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللّٰهَ شَيْئًا اِلاَّ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوْهَا اٰخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ـ

১০৪৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) .... হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ জুমুআর দিনের বার ঘন্টার মধ্যে একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে, তখন কোন মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট যাই দু'আ করে — আল্লাহ তাই কবুল করেন। তোমরা এই মুহূর্তটিকে আসরের শেষে অনুসন্ধান কর ...... (নাসাঈ)।

١٠٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ يَعْنِى ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىِّ قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَاْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِىْ السَّاعَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هِىَ مَا بَيْنَ اَنْ يَّجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلٰوةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِىْ عَلَى الْمِنْبَرِ -

১০৪৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) .... আবু বুরদা ইব্‌ন আবু মূসা আল-আশ্‌আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) আমাকে বলেন— আপনি আপনার পিতাকে জুমুআর দিনের বিশেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, আমি আমার পিতার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ এই বিশেষ মুহূর্তটি হল ইমামের খুত্‌বা দানের জন্য মিম্বরের উপর বসার সময় হতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত" -- (মুসলিম)।

٢١٥. بَابُ فَضْلِ الْجُمُعَةِ

২১৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ফযীলত

١٠٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصٰى فَقَدْ لَغَا -

১০৫০। মুসাদ্দাদ (র) ...... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে জুমুআর নামায পড়তে আসে এবং চুপ করে (খুতবা) শুনে আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দেন এবং আরো তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দিয়ে থাকেন। তিনি (স) আরো বলেন ঃ যে ব্যক্তি (খুত্‌বা ও নামাযের সময়) কংকর সরায়, সে যেন বেহুদা কর্মে লিপ্ত হল .... (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِىُّ عَنْ مَوْلٰى امْرَأَتِهٖ اُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى مِنْبَرِ الْكُوْفَةِ يَقُوْلُ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِيْنُ بِرَايَاتِهَا اِلَى الْاَسْوَاقِ فَيَرْمُوْنَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيْثِ اَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُوْنَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُوا الْمَلَائِكَةُ فَتَجْلِسُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُوْنَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَّالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتّٰى يَخْرُجَ الْاِمَامُ فَاِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَّسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَاَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهٗ كِفْلٌ مِّنَ الْاَجْرِ وَاِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَّسْتَمْكِنُ فِيْهِ مِنَ الْاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ عَلَيْهِ كِفْلٌ مِّنْ وِزْرٍ وَّمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَهْ فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهٗ فِىْ جُمُعَتِهٖ تِلْكَ شَىْءٌ ثُمَّ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ ذٰلِكَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلٰى اِمْرَأَتِهٖ اُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ-

১০৫১। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... আতা আল-খুরাসানীর স্ত্রী উম্মে উছমানের আযাদকৃত গোলাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)-কে কূফার মসজিদে মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছি — যখন জুমুআর দিন আসে, তখন শয়তান স্বীয় ঢালসহ বাজারে (বা লোকদের একত্রিত হওয়ার স্থানে) ঘুরে বেড়ায় আর লোকজন বিভিন্ন প্রয়োজনের বেড়াজালে নিক্ষিপ্ত করে নামায হতে বিরত রাখতে চেষ্টা করে এবং জুমুআয় হাযির হতে বিলম্ব ঘটায়। পক্ষান্তরে জুমুআর দিন ফেরেশ্‌তারা দপ্তরসহ (নথিপত্র) আগমন করেন এবং মসজিদের দরজায় উপবেশন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আগমনের সময় লিপিবদ্ধ করেন, এমনকি ইমাম খুতবা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর আরোহণ করা পর্যন্ত তাঁরা একাজে লিপ্ত থাকেন। (অতঃপর ইমাম মিম্বরের উপর বসার সাথে সাথেই তাঁরা খাতা বন্ধ করে দেন)। ইমাম খুত্‌বা দেয়া শুরু করলে যে ব্যক্তি চুপচাপ বসে শুনে সে দুইটি বিনিময় প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এতদূরে বসে যে, ইমামের খুত্‌বা শুনতে পায় না; তবুও সে চুপ করে বসে থাকার জন্য একটি বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি এমন স্থানে উপবেশন করে যেখান হতে সে ইচ্ছা করলে ইমামের খুতবা শুনতে এবং তাকে দেখতেও

পারে, কিন্তু সে এরূপ না করে বেহুদা কথা ও কর্মে লিপ্ত হয়, সে গুনাহগার হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন ইমামের খুত্বা দানের সময় অন্যকে চুপ থাকতে বলে সেও বেহুদা কর্মে লিপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি এরূপ বেহুদা কথা বা কর্মে লিপ্ত হয়, সে জুমুআর দিনের কোন ফযীলাত প্রাপ্ত হবে না। অতঃপর হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি ···· (আহ্‌মাদ)।

٢١٦. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ

২১৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ত্যাগ করার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

١٠٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِيْ عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ اَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ ثَلٰثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قَلْبِهِ -

১২৫২। মুসাদ্দাদ (র) ·· ·· ·· হযরত আবুল জাদ্ আদ-দামিরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিনা কারণে অলসতা হেতু তিনটি জুমুআর নামায পরিত্যাগ করে আল্লাহ তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন (যাতে কোন মঙ্গল তাতে প্রবেশ করতে না পারে, ফলে তাতে কল্যাণ ও বরকত প্রবেশের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়) -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٢١٧. بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

২১৭. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামায ত্যাগের কাফ্ফারা

١٠٥٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبْرَةَ الْعُجَيْفِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِيْنَارٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الْاِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ -

১০৫৩। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ......হযরত সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি বিনা

ওযরে জুমুআর নামায ত্যাগ করে, সে যেন এক দীনার সদকা করে। যদি তার পক্ষে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সদ্‌কা করা সম্ভব না হয়, তবে যেন অর্ধ–দীনার সদ্‌কা করে -- (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, খালিদ ইব্‌ন কায়েস (র)–ও ভিন্ন সনদে এই হাদীছটি এইরূপে বর্ণনা করেছেন।

١٠٥٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَاِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَيُّوبَ اَبِي الْعَلاَءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ اَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ اَوصَاعِ حِنْطَةٍ اَوْ نِصْفِ صَاعٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ هٰكَذَا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ مُدًّا اَوْ نِصْفَ مُدٍّ وَّقَالَ عَنْ سَمُرَةَ -

১০৫৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ...... কুদামা ইব্‌ন ওয়াবারাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তির বিনা কারণে জুমুআর নামায পরিত্যক্ত হবে, সে যেন এক দিরহাম বা অর্ধ–দিরহাম অথবা এক সা' গম, বা অর্ধ–সা' গম আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সদ্‌কা করে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন বাশীর এরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি সা'–এর পরিবর্তে এক মুদ্দ অথবা অর্ধ মুদ্দ শব্দ উল্লেখ করেছেন (এক মুদ্দ $\frac{১}{৪}$ সা')।

٢١٨- بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

২১৮. অনুচ্ছেদ ঃ যাদের উপর জুমআর নামায ফরয

١٠٥٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِيْ -

১০৫৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ...... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকজন নিজ নিজ ঘর হতে (মদীনা

শহরের) জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে নববীতে আগমন করতেন, এমনকি 'আওয়ালীয়ে মদীনা' (অর্থাৎ মদীনার শহরতলী) হতেও লোকজন আসতো।

١٠٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيْصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيْدٍ يَعْنِى الطَّائِفِيَّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ نَبِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ هَارُوْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ عَلٰى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُوْرًا عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَرْفَعُوْهُ وَاِنَّمَا اَسْنَدَهُ قَبِيْصَةُ ـ

১০৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) .... হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ যারা জুমুআর নামাযের আযান শুনতে পাবে তাদের উপর জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব (বাধ্যতামূলক)।

٢١٩. بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْيَوْمِ الْمَطِيْرِ

২১৯. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দিনে জুমুআর নামায

١٠٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ مَلِيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَاَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيَهُ اَنِ الصَّلٰوةُ فِى الرِّحَالِ -

১০৫৭। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) .... হযরত আবু মালীহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুআযযিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন (বৃষ্টিপাতের মধ্যে একত্রিত হয়ে নামায আদায়ের কোন ব্যবস্থা না থাকায় এরূপ করা হয়) -- (নাসাঈ)।

١٠٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ صَاحِبٍ لَّهُ عَنْ اَبِىْ مَلِيْحٍ اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

১০৫৮। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) – – – হযরত আবু মালীহ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা ছিল জুমুআর দিন ।

١٠٥٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ خَبَّرَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ اَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَّاَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَّمْ يَبْتَلَّ اَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّصَلُّوْا فِيْ رِحَالِهِمْ -

১০৫৯। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) .... হযরত আবু মালীহ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি জুমুআর দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় হালকা বৃষ্টি হয় যাতে জুতার তলাও ভিজে নাই। নবী করীম (স) সকলকে স্ব–স্ব অবস্থানেস্থলে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন – – (ইব্‌ন মাজা)।

٢٢٠- بَابُ التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

২২০. অনুচ্ছেদঃ শীতের রাতে জামাআতে না যাওয়া সম্পর্কে

١٠٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادٰى اَنَّ الصَّلٰوةَ فِي الرِّحَالِ قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ مَطِيْرَةٌ اَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادٰى الصَّلٰوةُ فِي الرِّحَالِ -

১০৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) -- -- হযরত নাফে (র) থেকে বর্ণিত। ইব্‌ন উমার (রা) একদা দাজ্‌নান্ নামক স্থানে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গা) শীতের রাতে অবতরণ করেন। ঐ সময় তিনি মুআযযিন'ক স্ব–স্ব স্থানে নামায আদায়ের ঘোষণা দিতে বলেন।

রাবী আইয়ূব বলেন, নাফে (রহ) থেকে ইব্‌ন উমার (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত ও বৃষ্টির রাতে মুআয্‌যিনকে স্ব–স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

١٠٦١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ نَادٰى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادٰى اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَاْمُرُ الْمُنَادِىَ فَيُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُنَادِىْ اَنْ صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ فِى اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ فِى السَّفَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ فِى اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ اَوِ الْمَطِيْرَةِ -

১০৬১। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) .... হযরত নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) দাজনান নামক স্থানে নামাযের জন্য আযান দেন। অতঃপর তিনি স্ব–স্ব অবস্থানে সকলকে নামায আদায়ের নির্দেশ দেন।

রাবী নাফে (রহ) বলেন, অতঃপর ইব্‌ন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তিনি (স) মুআয্‌যিনকে নামাযের আযান দিতে বলতেন, অতঃপর মুআয্‌যিন ঘোষণা দিত যে, সফরের সময় প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে স্ব–স্ব অবস্থানে (তাঁবুতে) নামায আদায় কর — (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ نَادٰى بِالصَّلٰوةِ بِضَجْنَانَ فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّرِيْحٍ فَقَالَ فِىْ اٰخِرِ نِدَائِهٖ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ اَلَا صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٍ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِىْ سَفَرٍ يَّقُوْلُ اَلَا صَلُّوْا فِىْ رِحَالِكُمْ -

১০৬২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) - - - হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি দাজ্‌নান্ নামক স্থানে প্রচণ্ড শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযান দেন এবং আযান শেষে বলেন — তোমরা স্ব–স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন প্রচণ্ড শীত ও বর্ষার সময় স্ব–স্ব তাঁবুতে নামায আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

١٠٦٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَعْنِىْ اَذَّنَ بِالصَّلٰوةِ

فِىْ لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَّ رِيْحٍ فَقَالَ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُ الْمُؤَذِّنَ اِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ اَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُوْلُ اَلاَ صَلُّوْا فِى الرِّحَالِ ـ

১০৬৩। আল্‌-কানাবী (র) --- হযরত নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন উমার (রা) শীত ও বায়ু প্রবাহের রাতে নামাযের আযানের পর বলেন, শুনে নাও! তোমরা স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় কর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড শীত অথবা বৃষ্টির রাতে মুআয্‌যিনকে স্ব-স্ব অবস্থানে নামায আদায় করার ঘোষণা দিতে বলতেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذٰلِكَ فِى الْمَدِيْنَةِ فِى اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوٰى هٰذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ فِى السَّفَرِ ـ

১০৬৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) --- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মদীনাতে শীতের ভোরে ও বৃষ্টির রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মুআয্‌যিন লোকদেরকে স্ব-স্ব আবাসে নামায আদায়ের ঘোষণা দেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এটা সফরের সময়ের ব্যাপার।

١٠٦٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا زُهَيْرٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِىْ رَحْلِهٖ ـ

১০৬৫। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) --- হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ঐ সময়

বৃষ্টিপাত হওয়ায় তিনি সাহাবীদের বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ ঘরে নামায আদায়ের ইচ্ছা করে সে তা করতে পারে -- (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٠٦٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ الْحَمِيْدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ عَمُّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُؤَذِّنِهٖ فِىْ يَوْمٍ مَّطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَلَا تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قُلْ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ اسْتَنْكَرُوْا ذٰلِكَ قَالَ قَدْ فَعَلَ ذَامَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّىْ اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اُحَرِّجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِى الطِّيْنِ وَالْمَطَرِ -

১০৬৬। মুসাদ্দাদ (র) --- আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হারিছ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বৃষ্টির দিনে তাঁর মুআয্যিনকে বলেন, তুমি "আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলার পর 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত" বল না, বরং বলবে — 'সাল্লু ফী বাইতিকুম' (তোমরা নিজ নিজ ঘরে নামায আদায় কর)। এতদশ্রবণে লোকেরা তা অপছন্দ করেন। তখন তিনি বলেন, তা আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি করেছেন। জুমুআর নামায আদায় করা ওয়াজিব। এরূপ বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে হেটে এসে তা আদায় করবার জন্য তোমাদেরকে বাধ্য করতে আমি পছন্দ করি না -- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা) ।

٢٢١. بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوْكِ وَالْمَرْاَةِ

২২১. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলা ও গোলামদের জন্য জুমুআর নামায ফরয নয়

١٠٦٧- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ حَدَّثَنِىْ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا هُرَيْمٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُنْتَشِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَّاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ جَمَاعَةٍ اِلاَّ اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَّمْلُوْكٌ اَوِ امْرَاَةٌ اَوْ صَبِىٌّ اَوْ مَرِيْضٌ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا -

১০৬৭। আব্বাস ইব্ন আবদুল আযীম (র) --- তারিক ইব্ন শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জুমুআর নামায প্রত্যেক

মুসলমানের উপর জামাআতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু তা চার প্রকার লোকের উপর ওয়াজিব নয় ঃ ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও রুগ্ন ব্যক্তি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, তারিক ইব্‌ন শিহাব (রা) নবী করীম (স)-কে দেখেছেন, তবে তিনি তাঁর নিকট হতে কিছু শুনেননি।

٢٢٢. بَابُ الْجُمُعَةِ فِى الْقُرٰى

২২২. অনুচ্ছেদ ঃ গ্রামাঞ্চলে জুমুআর নামায আদায় সম্পর্কে

١٠٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَخْرَمِيُّ لَفْظُهُ نَا وَكِيْعٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِى الْاِسْلَامِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِىْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَا قَرْيَةٌ مِّنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِّنْ قُرٰى عَبْدِ الْقَيْسِ -

১০৬৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) - - - ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম জুমুআ মদীনাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মসজিদে (মসজিদে নববীতে) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর অন্য যেখানে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা হল বাহ্‌রাইনের আব্দুল কায়েস গোত্রে অবস্থিত "জাওয়াছা" নামক গ্রামে। রাবী উছমান (র) বলেন, তা আবদুল কায়েস নামীয় গোত্রের বসতি এলাকা — (বুখারী)।

١٠٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ اَبِيْهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ اَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِاَسْعَدِ بْنِ زُرَارَةَ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ اِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِاَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لِاَنَّهُ اَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِىْ هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِىْ بَيَاضَةَ فِىْ نَقِيْعٍ يُّقَالُ لَهُ نَقِيْعُ الْخَضِمَاتِ قُلْتُ كَمْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ اَرْبَعُوْنَ -

১০৬৯। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) – – – আব্দুর রাহমান ইব্‌ন কাব ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা কাব (রা)–র দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর পরিচালক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত কাব (রা)–র সূত্রে হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তাঁর পিতা যখন জুমুআর নামাযের আযান শুনতেন, তখন হযরত আসআদ ইব্‌ন যুরারা (রা)–এর জন্য দু'আ করতেন। তাঁর এরূপ দু'আ করার কারণ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, যেহেতু তিনি য়ামানের "হায্‌ম আল্‌–নাবিত" নামক গ্রামে আমাদের জন্য সর্বপ্রথম জুমুআর নামায কায়েম করেন। এই স্থানটি নাকী' নামক স্থানের "বানী বায়াদার–হুররাতে" অবস্থিত এবং তা 'নাকী আল্‌–খাদামাত' হিসাবে প্রসিদ্ধ। তখন আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি, সে সময়ে সংখ্যায় আপনারা কতজন ছিলেন ? তিনি বলেন, চল্লিশজন – – (ইব্‌ন মাজা)।

٢٢٣. بَابُ اِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيْدٍ

২২৩. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদ ও জুমুআ যদি একই দিনে একত্র হয়

١٠٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ نَا عُثْمَانُ بْنُ مُغِيْرَةَ عَنْ اِيَاسِ بْنِ اَبِىْ رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُّ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْاَلُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ قَالَ اَشَهِدْتَّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيْدَيْنِ اِجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيْدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِى الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ اَنْ يُّصَلِّىَ فَلْيُصَلِّ -

১০৭০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) – – – হযরত আইয়াস ইব্‌ন আবু রামলা আশ–শামী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) হযরত যায়েদ ইব্‌ন আরকাম (রা)–কে কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (মুআবিয়া) বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময়ে তাঁর সাথে ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছেন ? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তিনি (স) কিরূপে তা আদায় করেন ? তিনি বলেন, নবী করীম (স) প্রথমে ঈদের নামায আদায় করেন, অতঃপর জুমুআর নামায আদায়ের ব্যাপারে অবকাশ প্রদান করে বলেন ঃ যে ব্যক্তি তা আদায় করতে চায়, সে তা আদায় করতে পারে – – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيْفِ الْبَجَلِيُّ نَا اَسْبَاطُ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ اَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا اِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَاذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَابَ السُّنَّةَ ـ

১০৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন তারীফ (র) --- আতা ইব্ন আবু রিবাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা) জুমুআর দিনে আমাদের সাথে ঈদের নামায আদায় করেন। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে একটু হেলে যাওয়ার পর আমরা জুমুআর নামায পড়তে যাই। কিন্তু তিনি না আসাতে আমাদের প্রত্যেকে একাকি নামায আদায় করেন। ঐ সময় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) তায়েফে ছিলেন। তিনি তায়েফ থেকে ফেরার পর আমরা বিষয়টি তাঁর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, হযরত ইব্নুয যুবায়ের (রা) সুন্নাত অনুসারে কাজ করেছেন -- (নাসাঈ)।

١٠٧٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اِجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيْدَانِ اجْتَمَعَافِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيْعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ۔

১০৭২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন খালাফ (র) --- ইব্ন জুরায়জ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আতা (রহ) বলেছেন, ইব্নুয যুবায়ের (রা)-র সময় একবার ঈদুল-ফিত্র ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় ইব্নুয যুবায়ের (রা) বলেন, একই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে । তখন তিনি দুইটিকে একত্রিত করে উভয় ঈদের জন্য দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং সেদিন তিনি আসরের পূর্বে আর কোন নামায পড়েননি।

١٠٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَ عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَابِيِّ الْمَعْنَى قَالَ نَا بَقِيَّةُ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ الضَّبِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِيْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ ـ

১০৭৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসাফফা (র) --- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আজকের এই দিনে দুইটি ঈদের সমাগম হয়েছে (ঈদ ও জুমুআ)। অতএব কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জুমুআর নামায আদায় করে তার ফযীলত অর্জন করতে পারে এবং আমি দুটিই (ঈদ ও জুমুআ আদায় করব (১) -- (ইব্ন মাজা)।

٢٢٤. بَابُ مَايَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২২৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে ফজরের নামাযে যে সূরা পড়তে হয়

١٠٧٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيْلَ السَّجْدَةَ وَهَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ -

১০৭৪। মুসাদ্দাদ (র) --- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা সাজ্দাহ এবং "সূরা হাল্ আতা আলাল ইনসান" তিলাওয়াত করতেন।

١٠٧٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسُوْرَةِ الْجُمُعَةِ وَاِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ -

১০৭৫। মুসাদ্দাদ (র) --- মুখাওয়াল (র) হতে উপরোক্ত হাদীছটি একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আরও উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআ এবং সূরা ইযা জাআকাল মুনাফিকূন তিলাওয়াত করতেন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٢٥. بَابُ اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

২২৫. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর জন্য পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে

١٠٧٦– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ

---

(১) জুমুআ ও ঈদের নামায একই দিনে অনুষ্ঠিত হলে, দু'টি নামাযই আদায় করতে হবে। -- (অনুবাদক)

الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ يَعْنِيْ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اِشْتَرَيْتَ هٰذِهٖ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهٖ مَنْ لاَّ خَلاَقَ لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَاَعْطٰى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِىْ حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَمْ اَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا فَكَسَاهَا عُمَرُ اَخًا لَّهٗ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ ـ

১০৭৬। আল্‌-কানাবী (র) --- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের দরজার সামনে স্বর্ণখচিত রেশ্‌মী কাপড় বিক্রয় হতে দেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যদি আপনি এই কাপড় খরিদ করতেন, তবে এর তৈরী জামা জুমুআর দিনে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিগণ যখন আপনার খিদমতে উপস্থিত হয় তখন পরিধান করতে পারতেন। নবী করীম (স) বলেন ঃ এটা তো ঐ ব্যক্তি পরিধান করতে পারে যার আখেরাতে কোন অংশ নাই। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে ঐ জাতীয় কিছু রেশমী কাপড় হাদিয়া এলে তিনি তা থেকে উমার (রা)-কে একটি নকশীদার চাদর দান করেন। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এটা আপনি আমাকে পরিধানের জন্য দিয়েছেন, কিন্তু ইতিপূর্বে আপনি উতারাদের রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ আমি এটা তোমার পরিধানের জন্য দেইনি। অতপর হযরত উমার (রা) কাপড়টি মক্কায় তাঁর এক অমুসলিম দুধভাইকে দান করেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠٧٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوْقِ فَاَخَذَهَا فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِبْتَعْ هٰذِهٖ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ ـ

১০৭৭। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) --- হযরত সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বাজারে রেশমের মোটা কাপড় বিক্রী হতে দেখে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ

করে বলেন — আপনি এটা খরিদ করুন এবং তা পরিধান করে ঈদের নামায আদায় করতে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত করতে পারবেন। অতঃপর উক্ত হাদীছের পরবর্তী অংশ বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথম হাদীছটিই পূর্ণাংগ।

١٠٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ وَعَمْرُوٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدَ اَوْ مَا عَلٰى اَحَدِكُمْ اِنْ وَّجَدْ تُمْ اَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوٰى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ قَالَ عَمْرُوٌ وَّاَخْبَرَنِي ابْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلَامٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذٰلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ يَّزِيْدِ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُّوْسُفَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১০৭৮। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) - - - মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কারো পক্ষে বা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হলে — নিজেদের সচরাচর পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া– জুমুআর নামাযের জন্য পৃথক দুটি কাপড়ের ব্যবস্থা করে নেবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, ইব্‌ন সালাম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরোক্ত হাদীছ মিম্বরের উপর বসে বলতে শুনেছেন।

٢٢٦. بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ

২২৬. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসা

١٠٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ وَاَنْ يُّنْشَدَ فِيْهِ شِعْرٌ وَّنَهٰى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

১০৭৯। মুসাদ্দাদ (র) – – – আমর ইব্‌ন শুআইব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে বেচা-কেনা করতে হারানো জিনিস খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন এবং জুমুআর দিন নামাযের পূর্বে গোলাকার হয়ে বসতেও নিষেধ করেছেন – – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٢٢٧. بَابُ اِتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

২২৭. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর তৈরী সম্পর্কে

١٠٨٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِىِّ الْقُرَشِىُّ حَدَّثَنِى اَبُوْ حَازِمِ بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالاً اَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِىَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِى الْمِنْبَرِ مِمَّ عُوْدُهُ فَسَاَلُوْهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لاَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَاَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلاَمَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِىْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَبِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرٰى فَسَجَدَ فِىْ اَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَاْتَمُّوْا وَلِتَعْلَمُوْا صَلاَتِىْ ـ

১০৮০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) – – – আবু হাযিম ইব্‌ন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিছু লোক সন্দিহান হয়ে হযরত সাহল ইব্‌ন সাদ আস – সাঈদী (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মিম্বর তৈরী ও কাঠ সম্পর্কে জানতে চায় এবং তারা তাঁকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! এটা কিসের তৈরী তা আমি অবগত আছি এবং আমি এর (মিম্বর) প্রথম স্থাপনের দিন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রথম যেদিন তাতে উপবেশন করেন তা আমি স্বচক্ষে অবলোকন

করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আনসার গোত্রের (আয়েশা নাম্নী) এক মহিলার নিকট এক ব্যক্তিকে এই খবরসহ প্রেরণ করেন ঃ "তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রী মায়মূন নামীয় গোলামকে (রাবী সাহল ঐ মহিলার নাম উল্লেখ করেন) আমার বসে খুতবা দেয়ার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল। তিনি ঐ গোলামকে তা তৈরীর নির্দেশ দেন। তখন ঐ মিস্ত্রী (মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে) জংগল হতে সংগৃহীত (ঝাউ নামীয়) গাছের কাঠ দিয়ে মিম্বর তৈরী করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে তার মালিকার নিকট আসেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। অতঃপর তাঁর (স) নির্দেশে তা এই স্থানে রাখা হয়। আমি রাসুলুল্লাহ (স)-কে এর উপর নামায পড়তে, তাক্‌বীর বলতে এবং রুকূ করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি (স) তা থেকে পেছনের দিকে সরে গিয়ে মিম্বরের গোড়ায় (অর্থাৎ মাটিতে) সিজ্‌দা করেন। অতপর তিনি (স) তার উপর উঠেন এবং এইরূপে নামায শেষে লোকদের দিকে ফিরে বলেন ঃ হে জনগণ! আমি এজন্য এরূপ করেছি যাতে তোমরা আমার অনুসরণ ও অনুকরণ করতে এবং আমার নামায আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পার (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)। (১)

١٠٨١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَدَّنَ قَالَ لَهُ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ اَلاَ اَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يَجْمَعُ اَوْ يَحْمِلُ عِظَامَكَ قَالَ بَلٰى فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ -

১০৮১। আল্-হাসান ইব্‌ন আলী (র) - - - ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শরীর বার্ধক্য ও বয়োবৃদ্ধি জনিত কারণে ভারী হয়ে গেলে একদা হযরত তামীমুদ-দারী (রা) তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কি আপনার জন্য একটি মিম্বর তৈরী করে দেব, যার উপর আপনি বসতে পারবেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। ঐ সময় তাঁর জন্য দুই ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করা হয়।

٢٢٨. بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

২২৮. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বর রাখার স্থান

١٠٨٢- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ

(১) ইমাম আবু হানীফা, মালিক, শফিঈ ও আহমাদ (রহ) ও অন্যান্যদের মতে মিম্বরের উপর উঠানামা করে নামায আদায় করা জায়েয নয়। উপরোক্ত হাদীছে সাহাবায়ে কিরামকে নামায শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রাথমিক অবস্থায় নবী করীম (স) এরূপ করেন এবং তা তাঁর জন্য খাস ছিল। — অনুবাদক

بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ ـ

১০৮২। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) – – – সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রক্ষিত মিম্বর ও কিব্‌লার দিকের প্রাচীরের মাঝখানে একটি বকরী চলাচল করার মত জায়গা ফাঁকা ছিল – – (মুসলিম)।

٢٢٩. بَابُ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

২২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্বে জুমুআর দিন নামায আদায় করা সম্পর্কে

١٠٨٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا حَسَّانُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَرِهَ الصَّلٰوةَ نِصْفَ النَّهَارِ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ اِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ اِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ اَكْبَرُ مِنْ اَبِى الْخَلِيْلِ وَاَبُو الْخَلِيْلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ قَتَادَةَ ـ

১০৮৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) – – – আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিন ছাড়া অন্য দিন ঠিক দুপুরে নামায আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন ঃ জুমুআর দিন ব্যতীত অন্য দিনের (এই সময়ে) জাহান্নামের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। মুজাহিদ (র) আবুল খালীল (র)-এর চেয়ে প্রবীণ এবং তিনি (আবুল খালীল) আবু কাতাদা (রা) থেকে হাদীস শুনেননি।

٢٣٠. بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

২৩০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত

١٠٨٤– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِىْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التَّيْمِىُّ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ ـ

১০৮৪। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) --- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর জুমুআর নামায আদায় করতেন -- (বুখারী, তিরমিযী)।

١٠٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ سَمِعْتُ اِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ لِلْحِيْطَانِ فَيْءٌ -

১০৮৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) --- আয়াস ইব্‌ন সালমা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জুমুআর নামায আদায়ের পর প্রত্যাবর্তন করবার পরেও দেয়ালের ছায়া দেখতাম না। (অর্থাৎ জুমুআর নামায তিনি) এত তাড়াতাড়ি আদায় করতেন যে, এ সময় সূর্য বেশী হেলে না যাওয়ার কারণে দেয়ালের ছায়া দেখা যেত না) -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كُنَّا نَقِيْلُ وَنَتَغَدّٰى بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

১০৮৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) --- সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জুমুআর নামায আদায়ের পরে দিনের প্রথমাংশের খানা খেয়ে 'কায়লূলা' (দুপুরের বিশ্রাম) করতাম -- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٢٣١- بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৩১. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের আযান সম্পর্কে

١٠٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِى السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ الْاَذَانَ كَانَ اَوَّلُهُ حِيْنَ يَجْلِسُ الْاِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَّ عُمَرَ فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ اَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْاَذَانِ الثَّالِثِ فَاَذَّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ -

১০৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) .... আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা) ও উমার (রা)-র যুগে ইমাম যখন খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরের উপর বসতেন, তখন যে আযান দেয়া হত তাই ছিল (জুমুআর) প্রথম আযান। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র খিলাফতকালে যখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তখন তিনি তৃতীয় আযানের প্রবর্তন করেন। এই ধরনের প্রথম আযান 'জাওরা' নামক স্থানে সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। অতঃপর এই নিয়ম ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে -- (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। (১)

١٠٨٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ يُوْنُسَ -

১০৮৮। আন-নুফায়লী (র) ..... আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন মুআয্‌যিন মসজিদের দরজার উপর নবী করীম (স)-এর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আযান দিতেন এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা) ও হযরত উমার (রা)-র সময়েও এই নিয়ম চালু ছিল। .... অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٠٨٩- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَّعْنِى ابْنَ اسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لَمْ يَكُنْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَّاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَمَعْنَاهُ -

১০৮৯। হান্নাদ ইব্‌নুস-সারী (র) --- আস-সাইব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একমাত্র মুআয্‌যিন ছিলেন।

---

(১) ইসলামের প্রথম যুগে জুমুআর দিনে ইমাম খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে আরোহণের পর যে আযান দেয়া হত, তাই ছিল প্রথম আযান। অতঃপর নামায শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যে (ইকামত) দেয়া হত তা দ্বিতীয় আযান হিসাবে খ্যাত ছিল। অতঃপর হযরত উছমান (রা)-র সময়ে যে অতিরিক্ত আযানের প্রচলন শুরু হয়, তা তৃতীয় আযান হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে জুমুআর জন্য প্রথমে যে আযান দেয়া হয় এটাই ছিল তৃতীয় আযান। .... (অনুবাদক)

١٠٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ نَمِرٍ اَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَّاحِدٍ وَّسَاقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ -

১০৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) -- আস-সাইব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত বিলাল (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আর কোন মুআয্যিন ছিল না .... হাদীছের শেষ পর্যন্ত এবং এ হাদীছ পূর্ণাংগ নয়।

٢٣٢. بَابُ الْاِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِىْ خُطْبَتِهِ

২৩২. অনুচ্ছেদ ঃ খুতবা'র সময় অন্যের সাথে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

١٠٩١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِىُّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا اسْتَوٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ اجْلِسُوْا فَسَمِعَ ذٰلِكَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَجَلَسَ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَعَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاؤدَ هٰذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً اِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ -

১০৯১। ইয়াকূব ইব্ন কাব ....হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে খুত্বা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর উঠে বলেন ঃ তোমরা বস ! ইব্ন মাসউদ (রা) তা শুনে দরজার উপর বসে পড়েন। কারণ তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে বলেন ঃ হে আবদুল্লাহ ! তুমি এদিকে এসো। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস।

٢٣٣. بَابُ الْجُلُوْسِ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

২৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের মিম্বরের উপর উঠে বসা

١٠٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنِ

الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتّٰى يَفْرُغَ اُرَاهُ الْمُؤَذِّنَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ ـ

১০৯২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র) --- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্বা দিতেন। তিনি (স) প্রথমে মিম্বরের উপর উঠে বসতেন এবং মুআয্যিনের আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই বসে থাকতেন। অতঃপর তিনি (স) দাঁড়িয়ে খুত্বা দিতেন এবং মাঝখানে কোন কথাবার্তা না বলে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন।

٢٣٤. بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

২৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে খুত্বা (ভাষণ) দেয়া সম্পর্কে

١٠٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ اَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ قَالَ فَقَدْ وَاللّٰهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ اَكْثَرَ مِنْ اَلْفَيْ صَلٰوةٍ ـ

১০৯৩। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) --- জাবির ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দণ্ডায়মান হয়ে খুত্বা (ভাষণ) দিতেন এবং প্রথম খুত্বা শেষে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পুনরায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় খুত্বা দিতেন।

রাবী বলেন, যদি কেউ বলে, রাসূলুল্লাহ (স) বসে খুতবা দিতেন সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্র শপথ ! আমি তাঁর সাথে প্রায় দুই হাযারেরও অধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছি -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٠٩٤ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنٰى عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ نَا سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ ـ

১০৯৪। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুইটি খুত্‌বা দিতেন এবং এর মাঝখানে বসতেন। তিনি খুত্‌বার মধ্যে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন -- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٩٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَّ يَتَكَلَّمُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

১০৯৫। আবু কামিল (র) .... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দাঁড়িয়ে খুত্‌বা দিতে দেখেছি। তিনি প্রথম খুত্‌বা দেয়ার পর সামান্য সময় বসতেন এবং ঐ সময় কোন কথা বলতেন না .... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

٢٣٥. بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَنْ قَوْسٍ

২৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের উপর ভর করে খুতবা দেয়া

١٠٩٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ قَالَ جَلَسْتُ اِلٰى رَجُلٍ لَّهُ صُحْبَةٌ مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَاَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَاَمَرَ بِنَا اَوْ اَمَرَ لَنَا بِشَيْءٍ مِّنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ اِذْ ذَاكَ دُوْنٌ مَا قُمْنَا بِهَا اَيَّامًا شَهِدْنَا فِيْهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلٰى عَصًا اَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَ اَثْنٰى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيْفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَنْ تُطِيْقُوْا اَوْ لَنْ تَفْعَلُوْا كُلَّ مَا اُمِرْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ سَدِّدُوْا وَاَبْشِرُوْا قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِيْ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْضُ اَصْحَابِيْ وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ -

১০৯৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) -- -- -- শুআইব ইব্ন রুযায়ক আত-তাবিকী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবীর নিকট উপবেশন করি, যাঁর নাম ছিল আল-হাকাম ইব্ন হাযন্ আল-কালফী (রা)। তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা প্রসংগে বলেন, একদা আমি সাত জনের সপ্তম বা নয় জনের নবম ব্যক্তি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করি। ঐ সময় আমরা তাঁকে বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। অতএব আপনি আমাদের কল্যাণ ও মংগলের জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন। তখন তিনি খোরমার দ্বারা আমাদের মেহমানদারী করার নির্দেশ দেন। তখন মুসলমানগণ কষ্টের মধ্যে ছিল। আমরা তাঁর সাথে অবস্থানকালে একটি জুমুআর দিনও প্রত্যক্ষ করি। ঐ সময় (জুমুআর খুত্বা দেয়াকালে) তিনি লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে খুত্বার প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও প্রশস্তি জ্ঞাপন করে কয়েকটি হালকা, পবিত্র ও উত্তম বাক্য আস্তে আস্তে বলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে জনগণ ! প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তোমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তবে তোমরা সঠিকভাবে আমল করার চেষ্টা কর এবং সুসংবাদ প্রদান কর।

١٠٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا عِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ اَبِىْ عِيَاضٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَشَهَّدَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَاِنَّهُ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا -

১০৯৭। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) -- -- -- ইব্ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর খুত্বা দানকালে বলতেন ঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, আমরা তাঁর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা এবং মাগ্ফিরাত কামনা করি এবং আমরা আল্লাহ্র নিকট আমাদের নফসের শয়তানী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না এবং তিনি যাকে গোম্রাহ করেন, তার হেদায়াতদাতা আর কেউ নাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে কিয়ামতের পূর্বে প্রেরণ

করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে ব্যক্তি তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবে না এবং সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ”

١٠٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَنَسْأَلُ اللّٰهَ رَبَّنَا أَنْ يَّجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيْعُهُ وَيُطِيْعُ رَسُوْلَهُ وَ يَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ -

১০৯৮। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) -- -- -- ইউনুস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি ইব্ন শিহাব (রহ)-কে জুমুআর দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্বাদান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করে আরো বলেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁদের (আল্লাহ ও রাসূলের) নাফরমানী করবে সে গোম্রাহ হবে। আমরা আমাদের রবের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদেরকে ঐ দলভুক্ত করেন যারা তাঁর ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে এবং অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকে। কেননা আমরা তাঁর সাথে ও তাঁর জন্যই। ১

١٠٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيْمٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أَنَّ خَطِيْبًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ قُمْ أَوِ اذْهَبْ بِئْسَ الْخَطِيْبُ أَنْتَ -

১০৯৯। মুসাদ্দাদ (র) -- -- -- আদী ইব্ন হাতিম (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক বক্তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং যে ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের নাফরমানী করবে"। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ উঠো অথবা ভেগে যাও, তুমি নিকৃষ্ট বক্তা -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং তাঁদের অসন্তুষ্টি আমাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে খুবই ক্ষতিকর। রাসূলের আনুগত্যের দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসাবে রাসূলের সুন্নাত পালন করা সকলের উচিত।

١١٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ مَا حَفِظْتُ قٓ اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَنُّوْرُنَا وَاحِدًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ -

১১০০। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) -- -- -- হযরত হারিছ ইব্নুন–নুমান (রা)–র কন্যা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ'–কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে মুখস্ত করেছি, তিনি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তা তিলাওয়াত করে খুত্বা দিতেন। তিনি আরও বলেন, আমরা মহিলারা রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকটবর্তী একই কাতারে সোজা অবস্থান করতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অত্র হাদীছের বর্ণনায় হারিছ–এর স্থলে রাওহ ইব্ন উবাদা ইমাম শুবা হতে হারিছা বিনতে নুমান উল্লেখ করেছেন। আর ইব্ন ইসহাক বর্ণনাকারিণীর নাম উম্মে হিশাম বিন্তে হারিছা ইবনুন–নুমান বলেছেন – – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١١٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيٰنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَّقْرَأُ اٰيَاتٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ -

১১০১। মুসাদ্দাদ (র) -- -- -- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্বা ও নামায উভয় ছিল মধ্যম দৈর্ঘ্যের। তিনি খুতবার মধ্যে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত পাঠ করে লোকদেরকে উপদেশ দিতেন ----- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী) ।

١١٠٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مَرْوَانُ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُخْتِهَا قَالَتْ مَا اَخَذْتُ قٓ اِلاَّ مِنْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُهَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَابْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ اُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ-

১১০২। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) -- -- -- আমরাহ (র) থেকে তাঁর ভগ্নির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সূরা 'কাফ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যবান মোবারক হতে শুনে শুনে মুখস্ত করেছি। তিনি এই সূরাটি প্রত্যেক জুমুআর দিনে তিলাওয়াত করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের অন্য সনদে আমরাহ (র) থেকে উম্মে হিশাম বিনতে হারিছা ইবনুন–নুমান হতে বর্ণিত (এতে বুঝা যায় যে, বর্ণনাকারিণীর নাম ছিল উম্মে হিশাম)।

١١٠٣- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُخْتٍ لِّعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ اَكْبَرُ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ -

১১০৩। ইব্নুস–সার্হ (র) -- -- -- আমরাহ (রহ) থেকে তাঁর বোন হযরত আব্দুর রহমান (রা)–র কন্যার সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, হযরত আমরাহ (র)–এর বোন তাঁর চাইতে বয়সে বড় ছিলেন।

٢٣٦. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

২৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মিম্বরের উপর থাকাবস্থায় দুই হাত তোলা অবাঞ্ছনীয়

١١٠٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ رَاٰى عُمَارَةُ بْنُ رُوَيْبَةَ بِشْرَ بنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُوْ فِىْ يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِىْ عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذِهِ يَعْنِى السَّبَّابَةَ الَّتِىْ تَلِىَ الْاِبْهَامَ -

১১০৪। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) -- -- -- হুসায়ন ইব্ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উমারা ইব্ন রুয়াইবাহ হযরত বিশর ইব্ন মারওয়ান (রা)–কে জুমুআর দিনে হাত নেড়ে দু'আ করতে দেখে বলেন, আল্লাহ তার হস্তদয়কে বিনষ্ট করুন। রাবী হুসায়ন বলেন, উমারা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এর অধিক কিছু করতে দেখিনি যে তিনি (স) শাহাদাত অংগুলি দিয়ে ইশারা ব্যতীত আর কিছুই করেননি -- -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١١٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى ابْنَ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذُبَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَّدَيْهِ قَطُّ يَدْعُوْ عَلٰى مِنْبَرِهٖ وَلاَ غَيْرِهٖ وَلٰكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطٰى بِالْاِبْهَامِ -

১১০৫। মুসাদ্দাদ (র) -- -- -- সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর অথবা অন্য কোথাও বেশী উপরে হাত উঠিয়ে দু'আ করতে দেখিনি । বরং তিনি শাহাদাত আংগুল উপরে উঠিয়ে ইশারা করতেন এবং বৃদ্ধা ও মধ্যমাকে মিলিয়ে শাহাদাত অংগুলি দ্বারা ইশারা করতেন মাত্র।

٢٣٧. بَابُ اِقْصَارِ الْخُطَبِ

২৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্বাসমূহ সংক্ষেপ করা

١١٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ نَا اَبِىْ نَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَاشِدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِقْصَارِ الْخُطَبِ -

১১০৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) -- -- -- আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুত্বা সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দেন।

١١٠٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ اَخْبَرَنِىْ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السَّوَائِىِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُطِيْلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَّسِيْرَاتٌ -

১১০৭। মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ (র) -- -- -- হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ওয়ায-নসীহত দীর্ঘ করতেন না এবং সংক্ষিপ্ত খুত্বা দিতেন।

٢٣٨. بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ الْاِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

২৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বার সময়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসা

١١٠٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ وَجَدْتُّ فِيْ كِتَابِ اَبِيْ بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْضُرُوْا الذِّكْرَ وَادْنُوْا مِنَ الْاِمَامِ فَاِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَاِنْ دَخَلَهَا ـ

১১০৮। আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) -- -- -- মুআয ইব্‌ন হিশাম (রহ) বলেন, আমি আমার পিতার হস্তলিখিত কিতাবে দেখেছি, কিন্তু আমি তাঁর মুখে শুনিনি। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (র) হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মালিক হতে, তিনি সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা) হতে বর্ণনা করছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যেখানে আল্লাহ্‌র যিক্‌র হয় তোমরা সেখানে হাযির হবে এবং ইমামের নিকটবর্তী স্থানে থাকবে। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সব সময় দূরে দূরে অবস্থান করবে (খুত্‌বা, যিকির ইত্যাদি হতে) যদিও সে বেহেশ্‌তী হয়, তবুও সে বিলম্বে তাতে প্রবেশ করবে।

٢٣٩. بَابُ الْاِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلْاَمْرِ يَحْدُثُ

২৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ আকস্মিক কারণে ইমামের খুত্‌বায় বিরতি সম্পর্কে

١١٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيْصَانِ اَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُوْمَانِ فَنَزَلَ فَاَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللّٰهُ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ رَأَيْتُ هٰذَيْنِ فَلَمْ اَصْبِرْ ثُمَّ اَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ ـ

১১০৯। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) -- -- -- হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুত্‌বা দানকালে হযরত হাসান ও হুসায়েন (রা) লাল ডোরা বিশিষ্ট জামা পরিধান করে সেখানে আসার সময় (অল্প বয়স্ক হওয়ায়) পিছলিয়ে পড়ে যান। নবী করীম (স)

খুতবা বন্ধ করে মিম্বর হতে অবতরণ করে তাঁদেরকে নিয়ে পুনরায় মিম্বরে আরোহণ করেন। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন ঃ "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি ফিত্নাস্বরূপ।" আমি উভয়কে (পড়ে যেতে) দেখে সহ্য করতে পারিনি। অতঃপর তিনি খুত্বা দেওয়া শুরু করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)। [১]

٢٤٠. بَابُ الْاِحْتِبَاءِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪০. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্বা দেয়ার সময় কাপড় জড়িয়ে বসাবে না

١١١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ مَرْحُوْمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ ـ

১১১০। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) ------ মুআয ইব্ন আনাস (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর দিনে ইমামের খুত্বা প্রদানের সময় হাঁটু উপরে উঠিয়ে কাপড় জড়িয়ে বসতে নিষেধ করেছেন -- (তিরমিযী)।

١١١١- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ نَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ شَهِدْتُّ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَاِذَا جُلُّ مَنْ فِى الْمَسْجِدِ اَصْحَابُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِىْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ وَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانَ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ وَمَكْحُوْلٌ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَبْلُغْنِىْ اَنَّ اَحَدًا كَرِهَهَا اِلَّا عُبَادَةُ بْنُ نُسَىٍّ ـ

---

(১) এ সময় একজনের বয়স ছিল চার বছর এবং অন্য জনের তিন বছর। — অনুবাদক

১১১১। দাউদ ইব্‌ন রাশীদ (র) -- -- -- ইয়ালা ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত মুআবিয়া (রা)-র সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি সেদিন জুমুআর নামাযের ইমামতি করেন। আমি দেখতে পাই যে, মসজিদের উপস্থিত অধিকাংশ লোকই নবী করীম (স)-এর সাহাবী। ঐ সময় আমি তাঁদেরকে ইমামের খুত্‌বা প্রদানের সময় কাপড় জড়িয়ে হাঁটু উপরে উঠিয়ে বসতে দেখি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম খুতবা দেয়ার সময় হযরত ইব্‌ন উমার (রা) কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), শুরায়হ, সা'আসা, সাঈদ, ইব্‌রাহীম, মাক্‌হূল, ইসমাঈল এবং নাঈম ইব্‌ন সালামা প্রমুখ রাবীদের মতে — কাপড় জড়িয়ে হাঁটু তুলে বসায় কোন দোষ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, উবাদা ইব্‌ন নাসী ব্যতীত অন্য কেউ এরূপ বসাকে মাকরূহ বলেছেন কিনা আমার জানা নাই।

٢٤١. بَابُ الْكَلَامِ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় কথা বলা নিষেধ

١١١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قُلْتَ اَنْصِتْ وَ الْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ ـ

১১১২। আল্‌-কানাবী -- -- -- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় যদি তুমি কাউকে চুপ থাকতেও বল, তবে তুমি বেহুদা কাজ করলে- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ قَالاَ نَا يَزِيْدُ عَنْ حَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُوْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهُ وَاِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِاِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ اَحَدًا فَهِىَ كَفَّارَةٌ اِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِىْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ـ

১১১৩। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল (র) ------ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মসজিদে তিন প্রকারের লোক হাজির হয়ে থাকে। এক ধরনের লোক মসজিদে উপস্থিত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরাফেরা করে এবং অনর্থক কথা বলে। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্‌বার সময় দু'আ ইত্যাদিতে মশ্‌গুল থাকে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের দু'আ কবুল করতে পারেন এবং নাও করতে পারেন। আর এক ধরনের লোক মসজিদে হাজির হয়ে খুত্‌বা পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকে এবং অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে চলাফেরা করে না এবং অন্যকে কষ্ট দেয় না। এই ব্যক্তির জন্য বিগত জুমুআ হতে এ পর্যন্ত এবং সামনের তিন দিনের জন্য এই নীরবতা কাফ্‌ফারাস্বরূপ হবে। তা এইজন্য যে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজ করবে সে তার বিনিময়ে এর দশগুণ ছওয়াব পাবে।"

٢٤٢. بَابُ اِسْتِيْذَانِ الْمُحْدِثِ لِلْاِمَامِ

২৪২. অনুচ্ছেদ ঃ উযু নষ্ট হলে ইমামের অনুমতি চাওয়া সম্পর্কে

١١١٤- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُصَيْصِيّ نَا حَجَّاجٌ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَاَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ ـ

১১১৪। ইব্‌রাহীম ইব্‌নুল হাসান (র) ------ আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যখন নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো হাদাছ হয় (উযু নষ্ট হয়), তখন সে যেন তার নাক ধরে বের হয়ে যায় (নাক ধরা উযু নষ্টের পরিচায়ক) -- (ইব্‌ন মাজা)।

٢٤٣. بَابُ اِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় মসজিদে উপস্থিত হলে

١١١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ فَارْكَعْ ـ

১১১৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্‌ (র) -- -- -- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খুত্‌বা দানকালে সেখানে এক ব্যক্তি আগমন করেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ হে অমুক! তুমি কি নামায পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করে নাও- - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١١٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَّ اسمٰعِيلُ بْنُ ابْرَاهِيمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ وَّعَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِىُّ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ اَصَلَّيْتَ شَيْئًا قَالَ لاَ قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيْهِمَا -

১১১৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহবুব (র) -- -- -- জাবের (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর খুত্‌বা দানকালে সেখানে সালীক আল-গাতাফানী (রা) নামক এক ব্যক্তি উপস্থিত হন। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি কি কিছু (নামায) পড়েছ? ঐ ব্যক্তি বলেন, না। তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তুমি সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় কর- - (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

١١١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ طَلْحَةَ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ اَنَّ سُلَيْكًا جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ اذَا جَاءَ اَحَدُكُمْ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا -

১১১৭। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সুলায়ক (রা) মসজিদে আগমন করেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে যে, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইমামের খুত্‌বা দেয়ার সময় যদি তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তবে সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করে নেয় — (নাসাঈ, মুসলিম)।[১]

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে ইমামের জুমুআর খুত্‌বা দেয়ার সময় নামায আদায় করা মাকরূহ। ইমাম শাফিঈ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ সময় নামায পরা জায়েয। — অনুবাদক

٢٤٤. بَابُ تَخَطِّيْ رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

২৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর দিনে লোকের কাঁধ টপ্‌কিয়ে সামনে যাওয়া সম্পর্কে

١١١٨– حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْلِسْ فَقَدْ اٰذَيْتَ ـ

১১১৮। হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) ... আবুল-জাহিরিয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। ঐ সময় এক ব্যক্তি এসে লোকদের ঘাড় টপ্‌কিয়ে সামনের দিকে যাচ্ছিল। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিশ্‌র (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জুমুআর খুত্‌বা দানকালে এক ব্যক্তি লোকের ঘাড় টপ্‌কিয়ে যেতে থাকলে তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তুমি বস ! তুমি অন্যকে কষ্ট দিচ্ছ।

٢٤٥. بَابُ الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ

২৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের খুত্‌বা দেওয়ার সময় কারো তন্দ্রা আসলে

١١١٩– حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا نَعِسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَّجْلِسِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى غَيْرِهٖ ـ

১১১৯। হান্নাদ ইবনুস-সারী (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি মসজিদে কোন ব্যক্তি তদ্রাচ্ছন্ন হয়, তবে সে যেন স্বীয় স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে বসে – (তিরমিযী)।

٢٤٦. بَابُ الْاِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

২৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বা শেষে মিম্বর হতে নেমে ইমামের কথা বলা সম্পর্কে

١١٢٠– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ جَرِيْرٍ وَّهُوَ ابْنُ حَازِمٍ لَا اَدْرِىْ كَيْفَ قَالَهُ

مُسْلِمٌ اَوْ لاَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِى الْحَاجَةِ فَيَقُوْمُ مَعَهُ حَتّٰى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَبِهِ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ ـ

১১২০। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিম্বর হতে নামতে দেখলাম। এ সময় এক ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ান। তখন তিনি (স) তার প্রয়োজন পূরণের পর নামায আদায় করেন – (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٤٧. بَابُ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

২৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের এক রাকাত পায়

١١٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلٰوةَ ـ

১১২১। আল–কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল, সে যেন সম্পূর্ণ নামায প্রাপ্ত হল – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٤٨. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ

২৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

١١٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِىْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ فَقَرَأَبِهِمَا ـ

১১২২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুই ঈদ ও জুমুআর নামাযে "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা" এবং "হাল আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ" সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন। রাবী বলেন, ঈদ ও জুমুআ একই দিনে অনুষ্ঠিত হলেও তিনি এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতেন – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٣– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِك عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ مَّاذَا كَانَ يَقْرَأُبِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى اِثْرِ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ بِهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ـ

১১২৩। আল-কানাবী (র) ... আদ-দাহ্‌হাক ইব্‌ন কায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা)-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযে সূরা জুমুআর পরে কোন সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি "হাল্ আতাকা হাদীছুল-গাশিয়াহ" পাঠ করতেন – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٤– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ رَافِعٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَفِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ فَاَدْرَكْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ اِنْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهٗ اِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِىٌّ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

১১২৪। আল-কানাবী (র) ... ইব্‌ন আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা) জুমুআর নামাযের ইমামতি করার সময় প্রথম রাকাতে সূরা "জুমুআ" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "ইযা জাআকাল্ মুনাফিকূন" সূরা পাঠ করেন।

রাবী বলেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি— হযরত আলী (রা) কুফাতে যে সূরাদ্বয় পাঠ করেছিলেন, আপনি তো তা-ই পাঠ করলেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জুমুআর নামাযে এই সূরাদ্বয় তিলাওয়াত করতে শুনেছি — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَهَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ـ

১১২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুমুআর নামাযের প্রথম রাকাতে "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল আলা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ" তিলাওয়াত করতেন - (নাসাঈ)।

٢٤٩. بَابُ الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالْاِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

২৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম ও মুক্‌তাদীর মাঝখানে প্রাচীর থাকলে

١١٢٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهٖ مِنْ وَّرَاءِ الْحَجْرَةِ ـ

১১২৬। যুহায়ের ইব্‌ন হারব (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজ্‌রাতে অবস্থান করে নামাযে ইমামতি করেন। এসময় লোকেরা (মুক্‌তাদীগণ) হুজরার পেছনের দিকে থেকে তাঁর ইক্‌তিদা করেন - (বুখারী)।

٢٥٠- بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

২৫০. অনুচ্ছেদ ঃ জুমুআর ফরযের পরে সুন্নাত নামায আদায় সম্পর্কে

١١٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَعْنٰى قَالَا نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ نَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاٰى رَجُلًا يُّصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْ مَقَامِهٖ فَدَفَعَهُ وَقَالَ اَتُصَلِّىْ الْجُمُعَةَ اَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهٖ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا فَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১১২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) কোন এক ব্যক্তিকে জুমুআর নামায আদায়ের পর স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করতে দেখেন। তিনি তাঁকে উক্ত স্থান হতে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুমি কি জুমুআর নামায চার রাকাত আদায় করবে? আব্‌দুল্লাহ (রা) জুমুআর দিনে নিজের ঘরে দুই রাকাত নামায (নফল) আদায় করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলে করীম (স) এইরূপ করতেন।

١١٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلٰوةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّيْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهٖ وَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

১১২৮। মুসাদ্দাদ (র) ... নাফে (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) জুমুআর পূর্ববর্তী নামায (অর্থাৎ সুন্নাত) দীর্ঘায়িত করতেন এবং জুমুআর নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপে জুমুআর দিনে নামায আদায় করতেন – (নাসাঈ, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١١٢٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عُمَرُو بْنُ عَطَاءِ بْنِ اَبِى الْخَوَارِ اَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَرْسَلَهُ اِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اُخْتِ عُمَرَ يَسْاَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَاٰى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِى الْمَقْصُوْرَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِيْ مَقَامِيْ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ اَرْسَلَ اِلَيَّ فَقَالَ لَا تُعِدْ لِمَا صَنَعْتَ اِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَاتَصِلْهَا بِصَلٰوةٍ حَتّٰى تَكَلَّمَ اَوْ تَخْرُجَ فَاِنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِذٰلِكَ اَنْ لَاتُوْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلٰوةٍ حَتّٰى يَتَكَلَّمَ اَوْ يَخْرُجَ ـ

১১২৯। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... নাফে ইব্‌ন যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন আতা (রহ) তাঁকে সায়েব (রা)-র খিদমতে এই সংবাদসহ পাঠান যে, আপনি নামায আদায়কালে মুআবিয়া (রা) আপনাকে কি করতে দেখেছেন? তিনি বলেন, একদা আমি মসজিদের মেহ্‌রাবে তাঁর সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। নামাযের সালাম ফিরাবার পর আমি স্বস্থানে অবস্থান করে নামায আদায় করি। এ সময় মুআবিয়া (রা) তাঁর

ঘরে গিয়ে আমার নিকট সংবাদ পাঠান যে, তুমি এখন যেরূপ করেছ এরূপ আর কখনও করবে না। জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর, স্থান না বদলিয়ে বা কথা না বলে পুনঃ নামাযে দাঁড়াবে না। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ কেউ যেন এক নামাযের (ফরয) সাথে অন্য নামায না মিলায়, যতক্ষণ না সে ঐ স্থান ত্যাগ করে বা কথা বলে – (মুসলিম)।

١١٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رِزْمَةَ الْمَرْوَزِىُّ اَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِى الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهٗ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

১১৩০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মক্কায় অবস্থানকালে জুমুআর (ফরয) নামায আদায়ের পর নিজ স্থান ত্যাগ করে একটু সামনে এগিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর আরো একটু সামনে এগিয়ে চার রাকাত আদায় করেন। আর তিনি মদীনায় অবস্থানকালে জুমুআর ফরয নামায আদায় শেষে ঘরে ফিরে দুই রাকাত আদায় করতেন। তখন তাঁকে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইরূপ করতেন।

١١٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ اَرْبَعًا وَتَمَّ حَدِيْثُهٗ وَقَالَ ابْنُ يُوْنُسَ اِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوْا بَعْدَهَا اَرْبَعًا قَالَ فَقَالَ لِىْ اَبِىْ يَا بُنَىَّ فَاِنْ صَلَّيْتَ فِى الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَتَيْتَ الْمَنْزِلَ اَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ـ

১১৩১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস ও মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্‌ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর অন্য নামায আদায় করে সে যেন চার রাকাত আদায় করে (এটা রাবী ইব্‌নুস-সাব্বাহের বর্ণনা)। তিনি (স) আরো ইরশাদ করেন ঃ জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর চার রাকাত নামায আদায় করবে।

রাবী সাহ্‌ল (র) বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, হে বৎস ! যদি তুমি জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর সেখানে দুই রাকাত নামায আদায় কর, তবে ঘরে ফিরেও দুই রাকাত নামায আদায় করবে। এই বর্ণনাটি রাবী ইব্‌ন ইউনুসের - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -

১১৩২। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায পড়তেন - (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١١٣٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ اَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ الْجُمُعَةَ قَلِيْلاً غَيْرَ كَثِيْرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِيْ اَنْفَسَ مِنْ ذٰلِكَ فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ سُلَيْمَانَ وَ لَمْ يُتِمَّهُ -

১১৩৩। ইবরাহীম ইবনুল-হাসান (র) ... হযরত আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে জুমুআর ফরয নামায আদায়ের পর নিজ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি আরেকটু সরে গিয়ে চার রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী বলেন, আমি আতাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি ইব্‌ন উমার (রা)-কে এইরূপে নামায আদায় করতে কতবার দেখেছেন? তিনি বলেন, বহুবার।

٢٥١. بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

২৫১. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের নামায

١١٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبْدَ لَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ـ

১১৩৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছে দেখতে পান যে, সেখানকার অধিবাসীরা বছরে দুইটি দিন (নায়মূক ও মিহিরজান) খেলাধূলা ও আনন্দ-উৎসব করে থাকে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এই দুটি দিন কিসের? তারা বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা এ দুইদিন খেলাধূলা ও উৎসব করতাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই দুই দিনের বিনিময়ে অন্য দুটি উত্তম দিন দান করেছেন এবং তা হল ঃ কুরবানী ও রোযার ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٢٥٢. بَابُ وَقْتِ الْخُرُوْجِ اِلَى العِيدِ

২৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য মাঠে যাওয়ার সময়

١١٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا صَفْوَانُ نَا يَزِيْدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِىُّ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فِىْ يَوْمِ عِيْدِ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى فَاَنْكَرَ اِبْطَاءَ الْاِمَامِ فَقَالَ اِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هٰذِهٖ وَذٰلِكَ حِيْنَ التَّسْبِيْحِ ـ

১১৩৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌ন খুমায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আয্‌হার দিন লোকদের সাথে নামায আদায়ের জন্য রওয়ানা হন। ইমামের বিলম্বের কারণে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা এমন সময় অর্থাৎ ইশরাকের সময় (সূর্য কিছু উপরে উঠতে) নামায-ই শেষ করতাম। – (ইব্‌ন মাজা)।

٢٥٣- بَابُ خُرُوْجِ النِّسَاءِ فِى الْعِيْدِ

২৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের ঈদের নামাযে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মাঠে যাওয়া

١١٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ وَيُوْنُسَ وَحَبِيْبٍ وَّ يَحْيَى بْنِ عَتِيْقٍ وَهِشَامٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ عَنْ مُّحَمَّدٍ اَنَّ اُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُّخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُوْرِ يَوْمَ الْعِيْدِ قِيْلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ يَّا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لِّاَحْدٰهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِّنْ ثَوْبِهَا -

১১৩৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য মহিলাদের নির্দেশ দেন। এ সময় তাঁকে হায়েযগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ ওয়ায নসীহতে ও দু'আয় তাদেরও হাযির হওয়া উচিত। এ সময় এক মহিলা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শরীর ঢেকে ঈদের নামাযে যাওয়ার মত কাপড় যদি কারো না থাকে তবে সে কি করবে? তিনি বলেন ঃ তার সাথী মহিলার অতিরিক্ত কাপড় জড়িয়ে যাবে।

١١٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ مُّحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ امرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ اُخْرٰى قَالَتْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَكَرَ مَعْنٰى مُوْسٰى فِي الثَّوْبِ -

১১৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। অতঃপর নবী করীম (স) বলেন ঃ হায়েযগ্রস্ত মহিলারা অন্যদের হতে পৃথক থাকবে। এই হাদীছে কাপড়ের কথা উল্লেখ নাই।

١١٣٨- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا عَاصِمُ الْاَحْوَلُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ -

১১৩৮। আন-নুফায়লী (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঈদের নামাযে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। রাবী বলেন, ঋতুবতী মহিলারা সকলের পিছনে থেকে কেবলমাত্র লোকদের সাথে তাক্‌বীরে শামিল হবে – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٣٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ يَعْنِى الطَّيَالِسِىُّ وَمُسْلِمٌ قَالاَ نَا اِسْحٰقُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ عَطِيَّةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فِىْ بَيْتٍ فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ اَنَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكُنَّ وَاَمَرَنَا بِالْعِيْدَيْنِ اَنْ نُّخْرِجَ فِيْهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَجُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ -

১১৩৯। আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী ও মুসলিম (র) ... উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে আনসারদের মহিলাদেরকে এক বাড়ীতে একত্রিত করেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে আমাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি বাড়ীর দরজার নিকট এসে আমাদেরকে সালাম করলে আমরা তার জবাব দেই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে তোমাদের নিকট হাযির। তিনি আমাদেরকে ঈদের নামাযে হাযির হওয়ার নির্দেশ দেন এবং ঋতুবতী ও বিবাহযোগ্যা কিশোরীদেরকেও সেখানে হাযির হতে বলেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের (মহিলাদের) উপর জুমুআর নামায ওয়াজিব নয়। তিনি আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করেন।

٢٥٤- بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ

২৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের দিনের খুত্‌বা (ভাষণ)

١١٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الاَعْمَشُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ اَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِىْ يَوْمِ عِيْدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ اَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِىْ

يَوْمِ عِيْدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيْهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هٰذَا قَالُوْا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ فَقَالَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضٰى بِمَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَّاٰى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ اَنْ يُّغَيِّرَهُ بِيَدِهٖ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ ـ

১১৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা এবং কায়েস ইব্‌ন মুসলিম (র) ... হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঈদের দিনে মারওয়ান খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বর স্থাপন করেন এবং নামাযের পূর্বেই খুতবা দেওয়া শুরু করেন। তখন জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, হে মারওয়ান! তুমি সুন্নাতের বরখেলাফ করছ। তুমি ঈদের দিনে মিম্বর বাইরে এনেছ, যা ইতিপূর্বে কখনও করা হয়নি এবং তুমি নামাযের পূর্বে খুত্‌বা দিয়েছ। তখন আবু সাঈদ আল্‌-খুদ্‌রী (রা) বলেন, এই ব্যক্তি কে? তারা বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। তিনি বলেন, সে তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন শরীআত বিরোধী কোন কাজ হতে দেখে, তখন সম্ভব হলে তাকে হাত (শক্তি) দ্বারা বাঁধা দিবে। যদি হাত দ্বারা তাকে বাঁধা দেয়া সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা বলবে। যদি তাও সম্ভব না হয় তবে তাকে অন্তরে খারাপ জানবে এবং এটা দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٤١– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلٰوةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّاُ عَلٰى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِى النِّسَاءُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِى الْمَرْأَةُ فَتْخَهَا وَيُلْقِيْنَ وَيُلْقِيْنَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتْخَتَهَا ـ

১১৪১। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌রের দিনে খুত্‌বার পূর্বে

নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি খুত্‌বা (ভাষণ) দেন। খুত্‌বা শেষ করার পর নবী করীম (স) মহিলাদের নিকট যান এবং তাদের উপদেশ দান করেন। এ সময় তিনি বিলাল (রা)–র হাতের উপর ভর করেছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কাপড় বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে মহিলারা দান–ছদ্‌কাহ্ নিক্ষেপ করেন।

রাবী বলেন, এ সময় মহিলারা নিজেদের গহনাপত্রও সেখানে দান করছিলেন এবং এব্যাপারে পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করা হচ্ছিল – (নাসাঈ)।

١١٤٢– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ ح وَنَا ابْنُ كَثِيرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهٗ بِلَالٌ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ اَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِيْنَ ـ

১১৪২। হাফস ইব্‌ন উমার ও ইব্‌ন কাছীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল–ফিত্‌রের দিন নামায শেষে খুতবা (ভাষণ) দেন। অতঃপর তিনি হযরত বিলাল (রা)–কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান–ছদ্‌কার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তারা নিজেদের অলংকারাদি দান করতে থাকেন – (আহ্‌মাদ)।

١١٤٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَا نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ اَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشٰى اِلَيْهِنَّ وَبِلَالٌ مَّعَهٗ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْاَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ ـ

১১৪৩। মুসাদ্দাদ এবং আবু মামার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধারণা করেন যে, মহিলাগণ তাঁর উপদেশ শুনতে পাচ্ছে না (দূরে অবস্থানের ফলে)। তাই তিনি বিলাল (রা)–কে নিয়ে তাঁদের নিকট গিয়ে উপদেশ দেন এবং তাদেরকে দানসদ্‌কা করার আদেশ দেন। মহিলারা তাদের কানের দুল, হাতের আংটি পর্যন্ত বিলাল (রা)–র কাপড়ের উপর (ছদ্‌কাস্বরূপ) নিক্ষেপ করেন – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلَالٌ يَّجْعَلُهُ فِىْ كِسَائِهٖ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلٰى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ -

১১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, মহিলাগণ তাদের কানের অলংকার ও আংটি দান করছিলেন এবং বিলাল (রা) তাঁর কম্বলের মধ্যে তা জমা করেন। রাবী আরো বলেন, অতঃপর তিনি (স) তা গরীব মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

٢٥٥- بَابٌ يَخْطُبُ عَلٰى قَوْسٍ

২৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ ধনুকের উপর ভর করে খুত্‌বা (ভাষণ) দেওয়া

١١٤٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ -

১১৪৫। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌নুল-বারা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ঈদের দিন হাদিয়া (উপহার) হিসাবে ধনুক প্রদান করা হলে তিনি তার উপর ভর করে খুত্‌বা (ভাষণ) দেন।

٢٥٦- بَابٌ تَرْكِ الْاَذَانِ فِى الْعِيْدِ

২৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযে আযান নেই

١١٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ اَشَهِدْتَّ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ لَا مَنْزِلَتِىْ مِنْهُ مَا شَهِدْتُّهُ مِنَ الصِّغَرِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَمَ الَّذِىْ عِنْدَ دَارِ كَثِيْرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَذَانًا وَّلَا

اقَامَةً قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِالصَّدَقَةِ قَالَ فَجَعَلْنَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ اِلٰى اٰذَانِهِنَّ وَحُلُوْقِهِنَّ قَالَ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১১৪৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবদুর রহমান ইব্‌ন আবেস (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কোন ঈদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বলেন, হাঁ। আমি যদি তাঁর প্রিয়পাত্র না হতাম তবে ছোটবেলা থেকে তাঁর নিকটস্থ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হত না। কাছীর ইব্‌নুস-সাল্‌ত (রা)-এর ঘরের নিকট যে পতাকা ছিল, তিনি সেখানে যান এবং নামায আদায় করতঃ খুত্‌বা (ভাষণ) দেন।

রাবী বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) আযান ও ইকামতের কথা উল্লেখ করেন নাই। অতঃপর তিনি (স) দান-খয়রাত সম্পর্কে উপদেশ দেন, যা শুনে মহিলাগণ তাঁদের কান ও গলা হতে স্বর্নালঙ্কার খুলে দান করতে থাকেন। তিনি বিলাল (রা)-কে মহিলাদের নিকট গিয়ে তা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর সেগুলো নিয়ে নবী করীম (স)-এর নিকট ফিরে আসেন - (বুখারী, নাসাঈ)।

١١٤٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيْدَ بِلاَ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ وَّاَبَا بَكْرٍ وَّعُمَرَ اَوْعُثْمَانَ شَكَّ يَحْيٰى ـ

১১৪৭। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আযান ও ইকামাত ব্যতীত আদায় করেন এবং হযরত আবু বাক্‌র (রা), হযরত উমার (রা) ও হযরত উছমান (রা)ও অদ্রূপ করেন - (ইব্‌ন মাজা)।

١١٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهَنَّادٌ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ نَا اَبُوْ الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ يَّعْنِى ابْنَ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَمَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَّلاَ اِقَامَةٍ ـ

১১৪৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বহুবার ঈদের নামায আযান ও ইকামত ব্যতীত আদায় করেছি - (মুসলিম, তিরমিযী)।

٢٥٧- بَابُ التَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ

২৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের তাক্‌বীর সংখ্যা

١١٤٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا -

১১৪৯। কুতায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আযহার নামাযের প্রথম রাকাতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচবার তাক্‌বীর বলতেন - (ইব্‌ন মাজা)।

١١٥٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوٰى تَكْبِيْرَتَىِ الرُّكُوْعِ -

১১৫০। ইবনুস-সার্‌হ (র) ... ইব্‌ন শিহাব (রহ) হতেও উপরোক্ত হাদীছটি একই রকম বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া - (ইব্‌ন মাজা)।

١١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطَّائِفِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَ خَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ الْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا -

১১৫১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইব্‌নুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঈদুল-ফিতরের প্রথম রাকাতে সাত তাক্‌বীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর এবং উভয় রাকাতে তাক্‌বীরের পরেই কিরাআত পাঠ করতে হয়।

١١٥٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ حَيَّانَ عَنْ اَبِى

يَعْلَى الطَّائِفِيَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الْأُوْلٰى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا ـ

১১৫২। আবু তাওবা (র) ... আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌রের প্রথম রাকাতে সাতটি তাক্‌বীর বলার পর কিরাআত পাঠ শুরু করতেন। কিরাআত শেষে তাক্‌বীর বলার পর প্রথম রাকাত সমাপনান্তে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে চারবার তাক্‌বীর বলে কিরাআত শুরু করতেন এবং পরে রুকূতে যেতেন – (ইব্‌ন মাজা)।

١١٥٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِيْ زِيَادٍ الْمَعْنٰى قَرِيْبٌ قَالاَ نَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ عَائِشَةَ جَلِيْسٌ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُوْ عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ ـ

১১৫৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র) ... সাঈদ ইব্‌নুল-আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু মূসা আল্‌-আশ্‌আরী (রা)-কে এবং হুযায়ফা ইব্‌নুল-য়ামান (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আয্‌হার তাকবীর কিরূপে আদায় করতেন। তিনি (আবু মূসা) বলেন, তিনি জানাযার নামাযে চার তাক্‌বীর আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি জানাযার নামাযের অনুরূপ ঈদের নামাযের প্রতি রাকাতে চারটি তাক্‌বীর বলতেন এবং তা তাহরীমা ও রুকূর তাক্‌বীর সহ)। হুযায়ফা (রা) বলেন, আবু মূসা আল-আশআরী (রা) সত্য বলেছেন। তিনি বলেন, আমি বস্‌রার আমীর থাকাকালে এইরূপে তাক্‌বীর দিয়েছি।

রাবী আবু আয়েশা বলেন ঃ সাঈদ ইব্‌নুল্‌-আস (রা)ও হযরত আবু মূসা (রা)-র মধ্যে কথোপকথন কালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

٢٥٨- بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ

২৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ উভয় ঈদের নামাযে কিরাআত পাঠ

١١٥٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَازِنِّى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ اَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِىَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِقَافٍ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ -

১১৫৪। আল-কানাবী (র) ... উমার ইব্নুল-খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লায়ছী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল-ফিত্‌র ও ঈদুল-আযহার নামাযে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) সূরা "কাফ্ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ" এবং সূরা "ইক্তারাবাতিস্-সাআতু ওয়ান-শাক্কাল্ কামার" পাঠ করতেন - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٥٩- بَابُ الْجُلُوْسِ الْخُطْبَةِ

২৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ খুত্‌বা শুনার জন্য বসা

١١٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا الفضلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِىُّ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدتُّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ هٰذَا مُرْسَلٌ -

১১৫৫। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাববাহ্ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্নুস-সায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায আদায় করি। নামায শেষে তিনি বলেন ঃ আমি এখন খুত্‌বা দেব। যে তা শুনতে চায়, সে যেন বসে থাকে এবং যে চলে যেতে চায় সে যেতে পারে - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٦٠۔ بَابٌ يَخْرُجُ اِلَى الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرِيْقٍ

২৬০. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের জন্য এক পথ দিয়ে যাওয়া ও অন্য পথ দিয়ে প্রত্যাবর্তন

١١٥٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِىْ طَرِيْقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِىْ طَرِيْقٍ اٰخَرَ ۔

১১৫৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করতেন – (ইব্‌ন মাজা, মুসলিম, বুখারী)।

پاره-۷
সপ্তম পারা

٢٦١- بَابُ اِذَا لَمْ يَخْرُجِ الاِمَامُ لِلْعِيْدِ مِنْ يَّوْمِهٖ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

২৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ওযরের কারণে ইমাম প্রথম দিন ঈদের নামাযের জন্য বের হতে না পারলে তা পরের দিন আদায় করা সম্পর্কে

١١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ وَحْشِيَّةَ عَنْ اَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهٗ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَكْبًا جَاؤُا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُوْنَ اَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالاَمْسِ فَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّفْطِرُوْا وَاِذَا اَصْبَحُوْا اَنْ يَّغْدُوْا اِلٰى مُصَلاَّهُمْ ـ

১১৫৭। হাফস্ ইব্ন উমার (র) ... আনাস (রা) থেকে তাঁর চাচা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। একদা কয়েকজন আরোহী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেন যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছেন। তখন তিনি (স) তাদেরকে রোযা ভংগ করতে এবং পরের দিন সকালে ঈদের নামায আদায় করতে বলেন – (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١١٥٨- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ نَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سُوَيْدٍ اَخْبَرَنِيْ اُنَيْسُ بْنُ اَبِيْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلٰى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ اَخْبَرَنِيْ بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الاَنْصَارِيُّ قَالَ كُنْتُ اَغْدُوْ مَعَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الاَضْحٰى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَا حَتّٰى نَأْتِيَ الْمُصَلّٰى فَنُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ اِلٰى بُيُوْتِنَا ـ

১১৫৮। হামযা ইবন নুসায়ের (র) ... বাকর ইবন মুবাশ্‌শির আল–আনসারী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে ঈদুল–ফিতর অথবা ঈদুল–আযহার নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহের যেতাম। আমরা 'বাতনে বাতহা' নামক স্থান অতিক্রম করে ঈদগাহে পৌছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ঈদের নামায আদায় করতাম। অতঃপর "বাতনে–বাতহা" হয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসতাম।

٢٦٢- بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ

২৬২. অনুচ্ছেদ ঃ ঈদের নামাযের পর অন্য নামায আদায় করা সম্পর্কে

١١٥٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا ثُمَّ اَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَاَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِيْ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا ـ

১১৫৯। হাফ্‌স ইবন উমার (র) ... ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল–ফিত্‌রের নামায আদায়ের জন্য রওনা হয়ে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন। তিনি তার আগে বা পরে কোন নামায আদায় করেননি। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)–কে সংগে নিয়ে মহিলাদের নিকট যান এবং তাদেরকে দান–খয়রাতের নির্দেশ দেন। মহিলাগণ তাদের কানের বালা ও গলার হার দান–খয়রাত করেন – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

٢٦٣- بَابُ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ اِذَا كَانَ يَوْمُ مَطَرٍ

২৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ বৃষ্টির দিনে লোকদের নিয়ে ঈদের নামায মসজিদে আদায় করা

١١٦٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيْدُ ح وَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرْوِيِّيْنَ وَسَمَّاهُ الرَّبِيْعُ فِيْ حَدِيْثِهِ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ الْاَعْلَى بْنِ اَبِيْ فَرْوَةَ سَمِعَ اَبَا يَحْيٰى عُبَيْدَ اللّٰهِ التَّيْمِيَّ

يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ اَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِيْ يَوْمِ عِيْدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فِى الْمَسْجِدِ ـ

১১৬০। হিশাম ইব্‌ন আম্মার ও আর–রাবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ঈদের দিন বৃষ্টি হলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে নামায আদায় করেন – (ইব্‌ন মাজা)।

٢٦٤ـ جُمَّاعُ اَبْوَابِ صَلٰوةِ الاِسْتِسْقَاءِ وَتَفْرِيْعِهَا

২৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিস্‌কার বিধানসমূহ ও এই নামাযের বর্ণনা

١١٦١– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ـ

১১৬১। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (রহ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্‌কার নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে ময়দানে যান। অতঃপর তিনি (স) লোকদের নিয়ে সেখানে উচ্চস্বরে কিরআত পড়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এ সময় তিনি স্বীয় চাদর মুবারক উল্টিয়ে গায়ে দেন এবং কিবলামুখী হয়ে হস্তদ্বয় উপরে তুলে বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٦٢– حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ عَبَّادُ بْنُ تَمِيْمٍ الْمَازِنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِيْ فَحَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَقَرَأَ فِيْهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيْدُ الْجَهْرَ ـ

১১৬২। ইব্নুস-সারহ্ (র) ... আব্বাদ ইব্ন তামীম আল্-মাযিনী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর চাচা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীকে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামায আদায় করতে গিয়ে লোকদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করেন।

রাবী সুলায়মান ইব্ন দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি (স) কিবলামুখী হয়ে তাঁর চাদর উল্টিয়ে গায়ে দিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) উক্ত নামাযে কিরাআত শব্দ করে পাঠ করেন।

١١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِيْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ يَعْنِي الْحِمْصِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهٖ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلٰوةَ وَحَوَّلَ رِدَائَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْاَيْسَرَ عَلٰى عَاتِقِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ -

১১৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) ... মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম (রহ) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় নামাযের কথা উল্লেখ নাই। তিনি (স) তাঁর চাদর উল্টিয়ে ডান দিক বাম কাঁধের এবং বাম দিক ডান কাঁধের উপর রেখে আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করেন।

١١٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اسْتَسْقٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَّهٗ سَوْدَاءُ فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّاْخُذَ بِاَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهٗ اَعْلاَهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَّبَهَا عَلٰى عَاتِقِهٖ -

১১৬৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামায আদায়কালে তাঁর গায়ে কাল ডোরা বিশিষ্ট চাদর ছিল। তিনি (স) এর নীচের দিক উল্টিয়ে উপরের দিকে উঠাবার সময় ভারী বোধ করলেন। তখন তিনি (স) তা উল্টিয়ে নিজ কাঁধের উপর রাখেন।

١١٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ اَخْبَرَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى الْمُصَلّٰى يَسْتَسْقِيْ وَ اِنَّهُ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ -

১১৬৫। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্‌কার নামাযে যান। নামায শেযে তিনি যখন দু'আ করার ইরাদা করেন, তখন কিব্‌লামুখী হয়ে স্বীয় চাদর উল্টিয়ে গায়ে দেন।

١١٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ يَقُوْلُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى الْمُصَلّٰى فَاسْتَسْقٰى وَحَوَّلَ رِدَائَهُ حِيْنَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ -

১১৬৬। আল-কানাবী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ আল-মাযেনী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাঠে গিয়ে ইসতিস্‌কার নামায আদায় করেন এবং কিব্‌লামুখী হয়ে স্বীয় চাদর উল্টিয়ে গায়ে দেন।

١١٦٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا هِشَامُ بْنُ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كِنَانَةَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ اَرْسَلَنِيْ الْوَلِيْدُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ اَمِيْرَ الْمَدِيْنَةِ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَسْأَلُهُ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبْتَذِلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتّٰى اَتَى الْمُصَلّٰى زَادَ عُثْمَانُ فَرَقٰى عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هٰذِهِ وَ لٰكِنْ لَّمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيْرِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّيْ فِي الْعِيْدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ الْاِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ -

১১৬৭। আন-নুফায়লী ও উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণ বেশভূষা পরিধান করে বিনম্র হৃদয়ে ইসতিস্‌কার নামায আদায়ের জন্য মাঠে যান। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠেন। (রাবী উছমানের মতে) এ সময় তিনি সাধারণ নামাযের খুত্‌বার অনুরূপ খুতবা না

দিয়ে সম্পূর্ণ সময়টি কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ ও তাকবীরের মধ্যে অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি ঈদের নামাযের মত দুই রাকাত নামায আদায় করেন – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٢٦٥- بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ

২৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিস্‌কার নামায আদায়কালে দুই হাত তুলে দু'আ করা

١١٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى اَبِى اللَّحْمِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِيْ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِّنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِيْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ -

১১৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (রা) ... উমায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল-জাওয়া নামক স্থানের নিকটবর্তী আহ্‌জারুল-যায়ত নামক স্থানে দাঁড়িয়ে উভয় হাত মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করে ইসতিস্‌কার নামাযের পর দু'আ করেন – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١١٦٩- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا مِسْعَرٌ عَنْ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِيْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيًّا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ اٰجِلٍ قَالَ فَاُطْبِقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ -

১১৬৯। ইব্‌ন আবু খালাফ (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু লোক বৃষ্টি না হওয়ার কারণে ক্রন্দনরত অবস্থায় আগমন করে (বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে বলে)। তখন তিনি (স) এই দু'আ করেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য এমন বৃষ্টি বর্ষণ করুন যা আমাদের জনকল্যাণকর ও মংগলজনক হয়, ফলমূল ও ফসালাদি উৎপাদনে সহায়ক হয়, যা আমাদের জন্য অপকারী না হয়ে উপকারী হয় এবং তা বিলম্বের পরিবর্তে অবিলম্বে দান করুন।" রাবী বলেন, এই দু'আর সাথে সাথেই আসমান মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বৃষ্টিপাত শুরু হয়।

١١٧٠- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الدُّعَاءِ اِلاَّ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ فَاِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُرٰى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ـ

১১৭০। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্‌কার নামাযে ব্যতীত অন্য কোন নামাজে হাত তুলে দু'আ করতেন না। তিনি এই নামাযে হাত এত উপরে উত্তোলন করতেন যে, তাঁর বগলের নীচের সাদা অংশ দেখা যেত – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١٧١– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ نَا عَفَّانُ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقِيْ هٰكَذَا يَعْنِيْ وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُوْنَهُمَا مِمَّا يَلِى الْاَرْضَ حَتّٰى رَأَيْتُ بَيَاضَ اِبْطَيْهِ ـ

১১৭১। আল্‌-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজের দুই হাত বেশ উপরে তুলে পানি বর্ষণের জন্য দু'আ করেন। তিনি ঐ সময়ে তাঁর হাতের ভেতরের দিক (সামনের অংশ) মাটির দিকে রাখেন, ফলে আমি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পাই – (মুসলিম)।

١١٧٢– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهٖ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنِيْ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عِنْدَ اَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ ـ

১১৭২। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আহ্‌জার আয-যায়েত" নামক স্থানে ইসতিস্‌কার নামায আদায়কালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উপরের দিকে দুই হাত তুলে দু'আ করতে যারা দেখেছেন, তাঁরা আমাকে এই হাদীস অবহিত করেছেন।

١١٧٣– حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ نَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ قَالَ حَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ شَكَا النَّاسُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوْطَ الْمَطَرِ فَاَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِى

الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَّخْرُجُوْنَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ اِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ اِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَدْعُوْهُ وَوَعَدَكُمْ اَنْ يَّسْتَجِيْبَ لَكُمْ ثُمَّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلاَغًا اِلٰى حِيْنٍ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِى الرَّفْعِ حَتّٰى بَدَا بَيَاضُ اِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ اِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ اَوْ حَوَّلَ رِدَائَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَنْشَأَ اللّٰهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ اَمْطَرَتْ بِاِذْنِ اللّٰهِ فَلَمْ يَاْتِ مَسْجِدَهُ حَتّٰى سَالَتِ السُّيُوْلُ فَلَمَّا رَاٰى سُرْعَتَهُمْ اِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادُهُ جَيِّدٌ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَقْرَؤُنَ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ حُجَّةٌ لَهُمْ ـ

১১৭৩। হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অনাবৃষ্টির অভিযোগ পেশ করে। তখন তিনি ময়দানে মিম্বর স্থাপনের নির্দেশ দিলে তা স্থাপিত হয়। তিনি দিন-ক্ষন ঠিক করে সকলের নিকট থেকে ময়দানে যাওয়ার ওয়াদা নেন। আয়েশা (রা) বলেন, সেদিন সূর্য উঠা আরম্ভ হতেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ময়দানে গিয়ে উক্ত মিম্বরে আরোহণ করে সর্বপ্রথম তাকবীর বলেন, অতপর মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ তোমরা সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেছ। অথচ আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন ঃ "যদি তোমরা তাঁর নিকট দু'আ কর, তবে তিনি তা কবুল করবেন"। অতঃপর তিনি বলেন ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের রব। তিনি পরম দাতা মেহেরবান, কিয়ামতের দিনের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। ইয়া আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া আর কেউ স্বয়ংসমপূর্ণ নয়

এবং আমরা ফকীর। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং তার সাহায্যে সব সময় খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কর। অতঃপর তিনি উভয় হাত এত উপরে উত্তোলন করেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি লোকদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে স্বীয় চাদর মুবারক উল্টিয়ে দেন এবং ঐ সময়ও তাঁর হাত উপরে ছিল। অবশেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে মিম্বর হতে অবতরণের পর দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এই সময় আল্লাহ্ তাআলা আকাশে মেঘের সঞ্চার করেন এবং তার গর্জন ও ঘনঘটা শুরু হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে এমন বৃষ্টিপাত হতে থাকে যে, নবী করীম (স) মসজিদে নববীতে আসার পূর্বে সমস্ত এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে আর্দ্রতা হতে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হতে দেখেন, তখন এমনভাবে হেসে দেন যে, তাঁর সামনের পাটির দাঁত দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ পাক সব কিছুর উপর অধিক ক্ষমতাবান এবং আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

١١٧٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَيُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَصَابَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ قَحْطٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ اِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَهُ وَدَعَا قَالَ اَنَسٌ وَاِنَّ السَّمَاءَ كَمِثْلِ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيْحٌ ثُمَّ اَنْشَأَتْ سَحَابَةً ثُمَّ اجْتَمَعَتْ ثُمَّ اَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوْضُ الْمَاءَ حَتّٰى اَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ اِلَى الْجُمُعَةِ الْاُخْرٰى فَقَامَ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الرَّجُلُ اَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوْتُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّحْبِسَهٗ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَنَظَرْتُ اِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ كَاَنَّهٗ اِكْلِيْلٌ -

১১৭৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একবার মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঐ সময় জুমুআর নামাযে বক্তৃতা দেয়াকালে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনাবৃষ্টির জন্য উট-বকরী ইত্যাদি প্রায় ধ্বংসোম্মুখ। আপনি আল্লাহ্র নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণের দু'আ করুন। অতঃপর তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি দু'আ করার পূর্বে আকাশ স্বচ্ছ ও রৌদ্রোজ্জল ছিল (এবং দু'আর পর) বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু

করে এবং মেঘমালা একত্রিত হয়ে আঝোর ধারায় বৃষ্টিপাত হতে থাকে। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করি এবং একাধারে পরবর্তী জুমুআ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকে। সেদিন ঐ ব্যক্তি অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে আমাদের ঘরবাড়ী ধ্বসে যাচ্ছে, আপনি তা বন্ধের জন্য দু'আ করুন! তখন তিনি মুচকি হেসে দু'আ করেন ঃ (ইয়া আল্লাহ) তা (মেঘমালা) আমাদের উপর হতে অন্যদিকে সরিয়ে নাও।

রাবী বলেন, এই সময় আমি আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পাই যে, পুঞ্জীভূত মেঘমালা মদীনার আকাশ হতে সরে গিয়ে চতুর্দিকে গোলাকার ধারণ করেছে – (বুখারী)।

١١٧٥– حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا وَسَاقَ نَحْوَهُ۔

১১৭৫। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। অতঃপর রাবী হাদীছটি আব্দুল আযীযের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হস্তদ্বয় মুখমণ্ডল পর্যন্ত উঠিয়ে বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ। তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١١٧٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَسْقَى قَالَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ مَالِكٍ ۔

১১৭৬। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা ও সাহল ইব্ন সালেহ (র) ... আমর ইব্ন শুআয়ব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা আবদুল্লাহ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইসতিস্কার নামাযের সময় বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দা ও পশু-পক্ষীদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর, তোমার রহমত বিস্তৃত কর এবং তোমার মৃত ভূমিকে (শুষ্ক যমীনকে) জীবিত (সুজলা সুফলা, উর্বর) করে দাও! **এটা হযরত মালিক বর্ণিত হাদীছের মতন (মূলপাঠ)।**

٣ - كِتَابُ الْكُسُوْفِ

৩. অধ্যায় ঃ সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে

٢٦٦- بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

২৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের (সূর্যগ্রহণের সময়) নামায

١١٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اَخْبَرَنِىْ مَنْ اُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ يُرِيْدُ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامًا شَدِيْدًا يَقُوْمُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِىْ كُلِّ ثَلٰثُ رَكَعَاتٍ يَّرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى اَنَّ رِجَالاً يَّوْمَئِذٍ لَيُغْشٰى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتّٰى اَنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَيَنْصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُوْلُ اِذَا رَكَعَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيَاتِهِ وَلٰكِنَّهُمَا اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَاِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ -

১১৭৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদের সাথে নামায (কুসূফ) আদায়কালে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি রুকূ করে দণ্ডায়মান হন, পুনঃ রুকূ করে দাঁড়ান এবং পরে রুকূ করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। এভাবে তিনি প্রত্যেক রাকাতে তিনবার রুকূ করার পর সিজদায় যান। সেদিন দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে

থাকার ফলে কিছু লোক বেহুশ হয়ে যায় এবং তাদের মাথায় পানি ঢালতে হয়। তিনি রুকূতে যেতে "আল্লাহু আকবার" বলতেন এবং রুকূ হতে উঠার সময় সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ বলতেন। এইরূপে নামায শেষ করার মধ্যেই সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ কারো জন্ম-মৃত্যুর কারণে সংঘটিত হয় না, বরং তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর অন্যতম দুইটি নিদর্শন। আল্লাহ্ এর দ্বারা তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। তিনি আরো বলেন ঃ যখন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে তখন তোমরা দ্রুত নামায আদায়ে মনোনিবেশ করবে – (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٦٧ـ بَابُ مَنْ قَالَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

২৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ (কুসূফের নামাযের) দুই রাকাতে চারটি রুকূ সম্পর্কে

١١٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ اِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِىْ اَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَاَ فَاَطَالَ الْقِرَاَءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِّمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ دُوْنَ الْقِرَاَءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَقَرَاَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُوْنَ الْقِرَاَءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُوْدِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ لَيْسَ فِيْهِمَا رَكْعَةٌ اِلَّا الَّتِىْ قَبْلَهَا اَطْوَلَ مِنَ الَّتِىْ بَعْدَهَا اِلَّا اَنَّ رُكُوْعَهُ نَحْوٌ مِّنْ قِيَامِهٖ قَالَ ثُمَّ تَاَخَّرَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَتَاَخَّرَتِ الصُّفُوْفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِىْ مَقَامِهٖ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوْفُ فَقَضَى الصَّلٰوةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَاِذَا رَاَيْتُمْ شَيْئًا مِّنْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا حَتّٰى تَنْجَلِىَ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثِ ـ

১১৭৮। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর প্রিয় পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ হলে লোকেরা বলাবলি করতে থাকে যে, ইব্রাহীমের ইন্তিকালের ফলে

সূর্যগ্রহণ হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লোকদের নিয়ে ছয়টি রুকূ ও চারটি সিজ্‌দা সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। তিনি "আল্লাহু আকবার" বলে তাহ্‌রীমা বাঁধার পর দীর্ঘক্ষণব্যাপী কিরাআত পাঠের পর রুকূতে গিয়ে অনুরূপ সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি মাথা তুলে পূর্বের কিরাআতের চাইতে ছোট কিরাআত পাঠ করে পুনরায় রুকূতে যান এবং দাঁড়ানোর সমপরিমাণ সময় রুকূতে থাকার পর পুনরায় মাথা উঠিয়ে দ্বিতীয় বারের চাইতে আরো ছোট সূরা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি রুকূতে গিয়ে দাঁড়ানোর সম-পরিমাণ সময় অতিবাহিত করে মাথা তোলেন এবং পরে সিজ্‌দায় যান। তিনি দইটি সিজ্‌দা করার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং এখানেও তিনি সিজ্‌দায় যাওয়ার পূর্বে তিনটি রুকূ করেন। তাঁর দ্বিতীয় রাকাতের কিয়ামের (দাঁড়ানোর) সময়ও দীর্ঘ ছিল, কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম কিয়ামের চেয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিয়ামের সময় যথাক্রমে কম ছিল এবং তাঁর রুকূতে অবস্থানের সময় কিয়ামের সম পরিমাণ ছিল। অতঃপর তিনি তাঁর দাঁড়ানোর স্থান হতে পেছনে সরে আসেন, যার ফলে মুসল্লীদের কাতার কিছুটা পিছনের দিকে সরে যায়। পুনরায় তিনি সস্থানে আসেন এবং মুসল্লীগণও স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসেন এবং এইরূপে নামায শেষ করার মুহূর্তে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তিনি ইরশাদ করেন ঃ হে লোকগণ! নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহ্ তাআলার মহান নিদর্শনাবলীর অন্যতম। এরা কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে রাহুগ্রস্ত হয় না। অতএব যখন তোমরা গ্রহণ হতে দেখবে, তখন তা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত নামাযে রত থাকবে। এইরূপে হাদীছের বাকী অংশ বর্ণিত হয়েছে – (মুসলিম)।

١١٧٩- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ هِشَامٍ نَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصْحَابِهٖ فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى جَعَلُوْا يَخِرُّوْنَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَاَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذٰلِكَ فَكَانَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

১১৭৯। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) ... হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি সাহাবীদের নিয়ে নামায শুরু করেন। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দণ্ডায়মান থাকেন যে, কিছু লোক বেহুশ হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি রুকূতে গিয়ে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, অতঃপর রুকূ হতে উঠে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন, অতঃপর রুকূতে গিয়েও দীর্ঘক্ষণ

অবস্থান করেন, অতঃপর মাথা তুলে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর তিনি সিজদায় গিয়ে দুটি সিজ্‌দা করার পর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তাতেও প্রথম রাকাতের অনুরূপ রুকূ সিজ্‌দা করেন। তিনি এই দুই রাকাত নামায চারটি রুকূ ও চারটি সিজ্‌দা সহকারে আদায় করেন। এইরূপে পূর্ণ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١١٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِيْ حَيَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً هِيَ اَدْنٰى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً هُوَ اَدْنٰى مِنَ الرُّكُوْعِ الْاَوَّلِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاسْتَكْمَلَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَّاَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّنْصَرِفَ ـ

১১৮০। ইব্‌নুস-সার্‌হ (র) ... নবী করীম (স)–এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি মসজিদে যান। অতঃপর তিনি দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করেন। এ সময় লোকেরা তাঁর পেছনে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি দীর্ঘ কিরাআত পাঠের পর "আল্লাহু আকবার" বলে রুকূতে যান এবং বহুক্ষণ রুকূতে অতিবাহিত করার পর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, রব্বানা ওয়ালাকাল্ হাম্‌দ" বলে রুকূ হতে সোজা হয়ে দাঁড়ান। এসময় তিনি দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম বারের কিরাআত হতে সংক্ষিপ্ত ছিল। অতঃপর তিনি "আল্লাহু আকবার" বলে রুকূতে গিয়ে সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু তার পরিমাণ প্রথম বারের রুকূর চাইতে কম ছিল। অতঃপর তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ রব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদ্" বলে দণ্ডায়মান হন (এবং পরে দুইটি সিজ্‌দা আদায় করেন)। এইরূপে তিনি দ্বিতীয় রাকাতও আদায় করেন। তিনি দুই রাকাত নামায চারটি রুকূ ও চারটি সিজ্‌দা সহকারে আদায় করেন এবং নামায শেষ করে ফেরার পূর্বেই সূর্য রাহুমুক্ত হয়ে যায় – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١١٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ كَثِيْرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيْثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ـ

১১৮১। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণকালে নামায আদায় করেছেন। অতঃপর রাবী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তিনি দুই রাকাত কুসূফের নামাযের প্রতি রাকাতে দুইটি করে রুকূ করেছেন – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١١٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ نَا اَبُوْ جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ وَهٰذَا لَفْظُهُ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُوْرَةً مِّنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُوْ حَتّٰى اِنْجَلٰى كُسُوْفُهَا ـ

১১৮২। আহমাদ ইব্নুল ফুরাত (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করেন। তিনি এই নামাযে সুদীর্ঘ সূরা পাঠ করেন। তিনি প্রথম রাকাতে পাঁচটি রুকূ ও দুইটি সিজ্দা করেন এবং দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়ে দীর্ঘ সূরা পাঠ করেন এবং পাচটি রুকূ ও দুইটি সিজ্দা করেন। অতঃপর তিনি কিব্লামুখী হয়ে বসে দু'আ করতে করতে সূর্য রাহুমুক্ত হয়।

١١٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ نَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ صَلّٰى فِيْ كُسُوْفِ الشَّمْسِ

فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالْأُخْرٰى مِثْلُهَا -

১১৮৩। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুসূফের নামায আদায়কালে দণ্ডায়মান হয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকূতে যান অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকূ করেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকূতে যান অতপর দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠের পর রুকূতে যান এবং শেষে সিজ্‌দা করেন। অতঃপর তিনি সিজদা শেষে দ্বিতীয় রাকাত অনুরূপভাবে আদায় করেন – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١١٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنِىْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِىُّ مِنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ اَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَّوْمًا لِّسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا اَنَا وَغُلَامٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ نَرْمِىْ غَرْضَيْنِ لَنَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ فِىْ عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْاُفُقِ اسْوَدَّتْ حَتّٰى اٰضَتْ كَاَنَّهَا تَنُّوْمَةٌ فَقَالَ اَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللّٰهِ لَيُحْدِثَنَّ شَاْنُ هٰذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اُمَّتِهِ حَدَثًا قَالَ فَدُفِعْنَا فَاِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلّٰى فَقَامَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَاَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِىْ صَلٰوةٍ قَطُّ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ فَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّى الشَّمْسِ جُلُوْسَهُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَشَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَشَهِدَ اَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ سَاقَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ خُطْبَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১১৮৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ... বসরার অধিবাসী ছালাবা ইব্‌ন আব্বাদ আল-আবদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি এক দিন সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা)-র ভাষণ শুনেছিলেন। তিনি বলেন, সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা) বলেন, আমি এবং একজন আনসার যুবক নির্দ্ধারিত স্থানে তীর চালনা করছিলাম। এসময় সূর্য যখন দুই-তিন তীর পরিমাণ উপরে উঠেছিল, তখন

তা দর্শকের চোখে 'তানুমা' ঘাসের ন্যায় বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন আমরা পরস্পরকে বলি — চল আমরা মসজিদে যাই। আল্লাহ্‌র শপথ। সূর্যের এই কালো হওয়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মাতের উপর কোন বিপদ সংঘটিত হতে যাচ্ছে।

রাবী বলেন, আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পাই যে, তিনি বের হয়ে আসছেন। তিনি ইমামতির স্থানে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করেন এবং আমরাও তাঁর সাথে শরীক হই। তিনি উক্ত নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন যে, ইতিপূর্বে কোন নামাযে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকেননি। আমরা তাঁর কিরাআত পাঠের কোন শব্দ শুনি নাই।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি রুকূতেও এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যে, ইতিপূর্বে কখনও এরূপ করেননি, এসম ও আমরা কোন শব্দ শুনি নাই। অতঃপর তিনি সিজ্‌দায় গিয়ে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন, যা ইতিপূর্বের কোন সিজ্‌দায় করেন নাই এবং এ সময়ও আমরা তাঁর কোন শব্দ শুনি নাই। অতঃপর তিনি নামাযের দ্বিতীয় রাকাতও অনুরূপভাবে আদায় করেন।

রাবী বলেন, তিনি দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠকে থাকাকালীন সূর্য রাহুমুক্ত হয়। অতঃপর তিনি সালাম ফিরিয়ে দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসায় বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল । অতপর আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) মহানবী (স)–এর ভাষণের বর্ণনা দেন – (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١١٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ نَا وَهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِىِّ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَاَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فَاَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاٰيَاتُ يُخَوِّفُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا فَاِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُّوْا كَاَحْدَثِ صَلٰوةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ -

১১৮৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... হযরত কাবীসা আল্‌–হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় একদা সূর্যগ্রহণ হয়। এ সময় তিনি অত্যন্ত ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে এত দ্রুত বের হয়ে আসেন যে, তাঁর চাদর মাটিতে হেঁচেড়াচ্ছিল এবং এ সময় মদীনাতে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যাতে তিনি দীর্ঘ কিয়াম করেন। তাঁর নামায শেষ করার সময় সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। তখন তিনি বলেন ঃ এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন, যার মাধ্যমে তিনি তাঁর বান্দাদের সতর্ক করে থাকেন। যখন তোমরা এরূপ হতে দেখবে তখন

দ্রুত তোমাদের সর্বশেষ ফরয নামাযের ন্যায় নামায আদায় করবে – (নাসাঈ)।

١١٨٦– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ اَنَّ قَبِيْصَةَ الْهِلاَلِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُوْسٰى قَالَ حَتّٰى بَدَتِ النُّجُوْمُ ـ

১১৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... হিলাল ইব্‌ন আমের (র) হতে বর্ণিত। কাবীসা আল–হিলালী (রা) তাঁকে বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে ... অতঃপর মূসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে যে, সে সময় এমনভাবে সূর্যগ্রহণ হয় যার ফলে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

٢٦٨ـ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

২৬৮. অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

١١٨٧– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّيْ نَا اَبِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِيْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَاَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ اَنَّهُ قَرَأَ بِسُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ـ

১১৮৭। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সা'দ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যামানায় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি লোকদের নিয়ে বের হয়ে নামায আদায় করেন। নামাযে তিনি যে সূরা পাঠ করেন, আমার ধারণামতে তা ছিল "সূরা বাকারা"। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে ... তিনি সিজদায় গিয়ে দুইটি সিজদা আদায়ের পর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকাতে যে সূরা পাঠ করেন, আমার ধারণামতে তা ছিল "সূরা আল্ ইমরান।"

١١٨٨– حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ نَا الْاَوْزَاعِيُّ اَخْبَرَنِيْ

الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيْلَةً فَجَهَرَبِهَا يَعْنِيْ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ ـ

১১৮৮। আল-আব্বাস ইব্‌নুল ওয়ালীদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুসূফের নামায আদায়কালে উচ্চস্বরে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করেন।

١١٨٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ زَيْد بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً بِنَحْوٍ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১১৮৯। আল্-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনগণের সাথে নামায আদায়ের জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যে, সম্ভবতঃ তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি রুকূ করেন ...পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٧٩- بَابُ يُنَادِيْ فِيْهَا بِالصَّلٰوةِ

২৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ কুসূফের নামাযের জন্য আহবান করা

١١٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا الْوَلِيْدُ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرٍ اَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَنَادٰى اَنَّ الصَّلٰوةَ جَامِعَةً ـ

১১৯০। আমর ইব্‌ন উছমান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সূর্যগ্রহণ শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে লোকদেরকে নামাযের জন্য ডাকতে বলেন। ঐ ব্যক্তি নামায জামাআতে অনুষ্ঠিত হবে বলে আহবান করেন – (মুসলিম, বুখারী)।

٢٧٠- بَابُ الصَّدَقَةِ فِيْهَا

২৭০. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্যগ্রহণের সময় দান-খয়রাত করা

١١٩١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَّلاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوْا وَتَصَدَّقُوْا ـ

১১৯১। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ কারও জন্ম-মৃত্যুর ফলে হয় না। যখন তোমরা তা এই অবস্থায় দেখবে, তখন আল্লাহ্‌র যিকির করবে, দু'আ করবে এবং দান-খয়রাত করবে - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٧١. بَابُ الْعِتْقِ فِيْهَا

২৭১. সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করা

١١٩٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو نَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِيْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ ـ

১১৯২। যুহায়ের ইব্‌ন হারব (র) ... আস্‌মা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিতেন - (বুখারী)।

٢٧٢. بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

২৭২. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, সূর্যগ্রহণের সময় দুই রাকাত নামায পড়বে

١١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ عَنْ اَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْاَلُ عَنْهَا حَتّٰى انْجَلَتْ ـ

১১৯৩। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুআয়েব (র) ... আন্‌-নুমান ইব্‌ন বাশীর (রা) হতে বর্ণিত।

তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে সূর্যগ্রহণ হলে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং জিজ্ঞাসা করতে থাকেন ঃ সূর্যগ্রহণ কি শেষ হয়েছে ? – (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١١٩٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِىْ اٰخِرِ سُجُوْدِهِ فَقَالَ اُفْ اُفْ ثُمَّ قَالَ رَبِّ اَلَمْ تَعِدْنِىْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَاَنَا فِيْهِمْ اَلَمْ تَعِدْنِىْ اَنْ لاَّ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ فَفَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ اُمْحِصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১১৯৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় সূর্যগ্রহণ হলে তিনি নামাযের রাকাতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। অতঃপর রুকূতে গিয়ে সেখানেও অধিকক্ষণ কাটান। অতঃপর তিনি দীর্ঘক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর সিজ্দায় গিয়েও দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত করেন। অতঃপর তিনি প্রথম সিজ্দা হতে মাথা তোলার পর অনেকক্ষণ বসে থাকেন এবং পুনরায় সিজ্দায় গিয়ে সেখানে অনেক বিলম্ব করেন। অতঃপর সিজ্দা শেষে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান এবং তাও প্রথম রাকাতের মত আদায় করেন। তিনি সর্বশেষ সিজ্দা দেয়ার সময় উহ্! উহ্! শব্দ করেন এবং বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করনি যে, যতক্ষণ আমি তাদের মধ্যে থাকব, ততক্ষণ তুমি তাদেরকে আযাবে নিক্ষেপ করবে না, তুমি আমার সাথে এইরূপ ওয়াদা করনি যে, যতক্ষণ তারা ইস্তিগ্ফার করতে থাকবে, ততক্ষণ তুমি তাদেরকে শাস্তি দেবে না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) –এর নামায শেষে সূর্যগ্রহণও শেষ হয়। এরূপে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١١٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا الْجَرِيْرِىُّ عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا اَتَرَمّٰى بِاَسْهُمٍ فِىْ حَيٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ مَا اَحْدَثَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُسُوْفُ الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ اِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُوْ حَتّٰى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَاَ بِسُوْرَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ -

১১৯৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আমি একটি নির্দিষ্ট স্থানে তীর চালনা শিক্ষা করার সময় সূর্যগ্রহণ হতে দেখি। তখন আমি সব কিছু ত্যাগ করে বলি যে, আজ সূর্যগ্রহণের দিন রাসূলুল্লাহ (স) কি করেন তা দেখব। আমি তাঁর নিকট এসে দেখতে পাই যে, তিনি দুই হাত তুলে তাস্বীহ্ (সুবহানাল্লাহ), হাম্দ (আলহাম্দু লিল্লাহ্) এবং তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করছেন। তাঁর দু'আ করাকালীন সময়ের মধ্যে সূর্যগ্রহণ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তিনি দুটি সূরাসহ দুই রাকাত নামায আদায় করেন – (মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٧٣- بَابُ الصَّلٰوةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَ نَحْوِهَا

২৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় নামায আদায় করা

١١٩٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ اَبِيْ رَوَّادٍ نَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَاَتَيْتُ اَنَسًا فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيْبُكُمْ مِثْلُ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ -

১১৯৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন নাদর (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা)-র সময় একবার আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে আমরা তাঁর নিকট এসে বলি, হে আবু হামযা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোন সময় এরূপ হয়েছিল কি? তিনি বলেন, আল্লাহ পানাহ্! তাঁর যুগে এমনকি জোরে বাতাস প্রবাহিত হতে দেখলেও আমরা কিয়ামতের আশংকায় দৌড়িয়ে মসজিদে আশ্রয় নিতাম।

٢٧٤. بَابُ السُّجُوْدِ عِنْدَ الْاٰيَاتِ

২৭৪. অনুচ্ছেদ ঃ কোন অশুভ আলামত দেখে সিজদা করা

١١٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ اَبِيْ صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ نَا سَلَمُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلَانَةُ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيْلَ لَهُ تَسْجُدُ هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَأَيْتُمْ اٰيَةً فَاسْجُدُوْا وَاَىُّ اٰيَةٍ اَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ -

১১৯৭। মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান (র) ... ইক্রামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর ইন্তিকালের খবর দেয়া হলে তিনি সাথে সাথে সিজদায় যান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এখন সিজ্দা করলেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্র কোন নিদর্শন দেখবে, তখন সিজ্দা করবে। নবী করীম (স)-এর স্ত্রীর ইনতিকালের চেয়ে অধিক বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে ? - (তিরমিযী)।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ صَلٰوةِ السَّفَرِ

পরিব্রাজকের নামাজের বিধানসমূহ

٢٧٥. بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

২৭৫. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামায

١١٩٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ -

১১৯৮। আল-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে ও আবাসে দুই দুই রাকাত নামাযই ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর সফরের সময়ের নামায ঠিক রাখা হয়েছে এবং আবাসের নামায বৃদ্ধি করা হয়েছে—(তিন এবং চার রাকাতে) - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।[১]

١١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشٌ يَعْنِى ابْنَ اَصْرَمَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَابَيْهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ اُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَرَأَيْتَ اقْصَارَ النَّاسِ الصَّلٰوةَ الْيَوْمَ وَاِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَقَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ -

১১৯৯। আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... ইয়ালা ইব্ন উমায়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বললাম, বর্তমানে লোকেরা নামায কসর (সংক্ষেপ) করছে, অথচ আল্লাহ্‌র নির্দেশ ঃ "যদি তোমরা কাফিরদের হামলার আশংকা কর, তবে তোমরা নামায কসর হিসাবে আদায় করতে পার।" বর্তমানে ঐ সময় অতিবাহিত হয়েছে। তখন উমার (রা) বলেন, তুমি যাতে বিস্ময় প্রকাশ করছ, এ ব্যাপারে আমিও বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তা আল্লাহ্‌র তরফ হতে তোমাদের জন্য সদকাস্বরূপ। কাজেই তোমরা তাঁর দান গ্রহণ কর - (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٢٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ عَمَّارٍ يُحَدِّثُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ -

---

১. বাড়ীতে অবস্থানকে "হযর" এবং বাড়ী হতে দূরের যাত্রাকে সফর বলা হয়। ৪৮ মাইল হতে অধিক দূরত্বের যাত্রায় ফরয নামায চার রাকাত-এর স্থলে দুই রাকাত কসর (সংক্ষেপ) করে পড়তে হয়। মিরাজ রজনীতে সর্বপ্রথম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই দুই দুই রাকাত করে ফরয করা হয়। পরে পূর্ববর্তী নবীদের অনুকরণে হযর অবস্থায় আসর ও ইশার ফরয নামায চার রাকাতে এবং মাগরিব তিন রাকাতে উন্নীত করা হয়। সফরের সময়ে ঐ বর্দ্ধিত নামাযটিই বাদ দেয়া হয়েছে। মাগরিবের তিন রাকাত সফরেও বহাল রয়েছে। — (সম্পাদক)

১২০০। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আম্মার (র) হতে বর্ণিত। তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦- بَابُ مَتٰى يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ

২৭৬. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির কখন নামায কসর পড়বে

١٢٠١- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْىَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ اَمْيَالٍ اَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شُعْبَةُ شَكَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ـ

১২০১। ইব্ন বাশশার (র) ... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াযীদ আল-হানানী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে সফরের সময় নামায 'কসর' পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন মাইল অথবা তিন ফারসাখ্ দূরত্ব অতিক্রম করতেন, তখন তিনি চার রাকাত ফরয নামাযের পরিবর্তে দুই রাকাত পড়তেন – (মুসলিম)।

١٢٠٢- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَاِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১২০২। যুহায়ের ইব্ন হারব্ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে (সফরে রওয়ানা হয়ে) মদীনাতে চার রাকাত যুহরের নামায আদায় করেছি এবং যুল-হুলায়ফাতে গিয়ে আসরের নামায দুই রাকাত আদায় করি – (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।[১]

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে কোন ব্যক্তি কমপক্ষে ৪৮ মাইল দূরবর্তী স্থানে সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হলে তার উপর নামায 'কসর' করা প্রয়োজন। তবে সফরের নিয়াত করে বাড়ী হতে রওনা হওয়ার পর নিজ এলাকা ত্যাগের পরপরই কসর আরম্ভ করতে হয়। এলাকার সীমা একরূপ নয়, কারো ১ মাইল, কারও ২ বা ৩ মাইল হতে পারে। – (অনুবাদক)

٢٧٧ـ بَابُ الْاَذَانِ فِى السَّفَرِ

২৭৭. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময় আযান দেওয়া

١٢٠٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ الْمُعَافِرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِىْ غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلٰوةِ وَيُصَلِّىْ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اُنْظُرُوْا اِلٰى عَبْدِىْ هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلٰوةِ يَخَافُ مِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَاَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ـ

১২০৩। হারূন ইব্‌ন মারূফ (র) ... উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন কোন বকরীর পালের রাখাল পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থানকালে আযান দিয়ে নামায আদায় করে, তখন মহান আল্লাহ্ পাক তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং বলেন ঃ (হে আমার ফেরেশ্‌তারা !) তোমরা আমার বান্দার প্রতি নজর কর। এই ব্যক্তি (পাহাড়ের চূড়ায়ও) আযান দিয়ে নামায আদায় করছে। সে আমার ভয়েই তা করছে। অতএব আমি আমার এই বান্দার যাবতীয় গুনাহ (পাপ) মাফ করে দিলাম এবং আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।

٢٧٨ـ بَابُ الْمُسَافِرُ يُصَلِّىْ وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

২৭৮. অনুচ্ছেদ ঃ সময়ের ব্যাপারে সন্দিহান অবস্থায় মুসাফিরের নামায আদায় করা

١٢٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُشْحَاجِ بْنِ مُوْسٰى قَالَ قُلْتُ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا اِذَا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَقُلْنَا اَزَالَتِ الشَّمْسُ اَوْ لَمْ تَزَلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ ـ

১২০৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরের মধ্যে থাকাবস্থায় যুহরের নামায আদায় করে পুনঃ রওয়ানা হই। তবে নামায আদায়কালে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছিল কিনা সে ব্যাপারে আমরা মনে মনে সন্দিহান ছিলাম।

١٢٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ الْعَائِذِىُّ رَجُلٌ مِنْ

بَنِيْ ضَبَّةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتّٰى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ اِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ -

১২০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের নামাযের সময় কোন গন্তব্যে পৌছে সেখান হতে যুহরের নামায আদায়ের পূর্বে বের হতেন না।

রাবী বলেন, এক ব্যক্তি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাস করেন — যদি তিনি ঠিক দ্বিপ্রহরের সময়ও কোন গন্তব্যে পৌছতেন, তখন তিনি কি নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন, হাঁ করতেন – (নাসাঈ)।

٢٧٩- بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ

২৭৯. অনুচ্ছেদ ঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করা

١٢٠٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ اَبِى الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاصِلَةَ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ اَخْبَرَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاَخَّرَ الصَّلٰوةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا -

১২০৬। আল্-কানাবী (র) ... মুআয্ ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে বের হলে তিনি তখন যুহর ও আসরের নামায একত্রে এবং মাগ্‌রিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন। একদিন তিনি যুহরের নামায বিলম্ব করে যুহর ও আসরের নামায একত্রে পড়েন। অতঃপর তিনি মাগ্‌রিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন – (মুসলিম, নাসাঈ ,ইব্ন মাজা)।[১]

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী হজ্জের সময় হাজ্জীদের জন্য আরাফার দিন ছাড়া, দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয নয়। তবে উপরোক্ত হাদীছে দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে আদায় করার পদ্ধতি এই ছিল যে, যুহর তার শেষ সময়ে এবং আসর তার প্রথম সময়ে আদায় করা হয়। তদ্রূপ মাগ্‌রিব ও ইশাতেও তাই করা হয়। কাজেই বাহ্যিকভাবে একত্রে আদায় বলে মনে হলেও আসলে সেরূপ নয় — (অনুবাদক)।

١٢٠٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا حَمَّادٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ اِسْتَصْرَخَ عَلٰى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُوْمُ فَقَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهٖ اَمْرٌ فِيْ سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا ـ

১২০৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... নাফে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কায় অবস্থানকালে ইব্ন উমার (রা)-র নিকট হযরত সাফিয়্যা (রা)-র মৃত্যু সংবাদ পৌঁছলে তিনি দ্রুত রওয়ানা হন। ঐ সময় সূর্যাস্তের ফলে আকাশের তারকারাজি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন কোন সফরকালে ব্যস্ত থাকতেন, তখন তিনি এই দুই নামায (মাগ্‌রিব ও ইশা) একত্রে আদায় করতেন। পশ্চিমাকাশের লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর তিনি (ইব্ন উমার) বাহন হতে অবতরণ করে প্রথমে মাগ্‌রিব ও পরে ইশার নামায (এর সময় শুরু হলে) একত্রে আদায় করেন – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٢٠٨- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَاِنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذٰلِكَ اِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَاِنْ يَّرْتَحِلَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ ـ

১২০৮। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় (মনযিল থেকে) রওয়ানা হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে রওয়ানা করলে তিনি যুহর তার শেষ সময়ে এবং আসর তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ রওয়ানার পূর্বে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগ্‌রিব এবং এশা তার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন আর রওয়ানা হওয়ার পরে সূর্যাস্ত গেলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে পড়তেন।

١٢٠٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ اَبِىْ مَوْدُوْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطٌّ فِى السَّفَرِ اِلاَّ مَرَّةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُرْوٰى عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطٌّ اِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِىْ لَيْلَةً اسْتُصْرِخَ عَلٰى صَفِيَّةَ وَرُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّهُ رَاٰى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذٰلِكَ مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ـ

১২০৯। কুতায়বা (র) ... ইব্‌ন উমার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালে এক বারের অধিক মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেননি।

অন্য এক বর্ণনায় নাফে (র) বলেছেন যে, হযরত সাফিয়্যা (রা)-র মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তিত পর ইব্‌ন উমার (রা) সেই রাতেই শুধু মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। হযরত নাফে (রহ) হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে — তিনি ইব্‌ন উমার (রা)-কে এক বা দুইবার দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করতে দেখেছেন।

١٢١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ اَرٰى ذٰلِكَ كَانَ فِىْ مَطَرٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ فِىْ سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا اِلٰى تَبُوْكَ ـ

১২১০। আল্‌-কানাবী (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভয়ভীতি ও সফরকালীন সময় ছাড়াও যুহর ও

আসর এবং মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।

রাবী মালিক (র) বলেন, সম্ভবতঃ তিনি বৃষ্টির কারণে এইরূপ করেন। আবুয–যুবায়ের হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে — আমরা তাবূকের যুদ্ধের সফরে এইরূপ করেছিলাম — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢١١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَاالْاَعْمَشُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا اَرَادَ اِلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لاَّيُحْرِجَ اُمَّتَهُ ـ

১২১১। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় অবস্থানকালে ভয়ভীতি ও বৃষ্টি জনিত কারণ ছাড়াই যুহর ও আসর এবং মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা)–কে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তাঁর উম্মাত যাতে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য তিনি এরূপ করেছিলেন – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٢١٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ اَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ قَالَ الصَّلٰوةُ قَالَ سِرْسِرْ حَتّٰى اِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِيْ صَنَعْتُ فَسَارَ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيْرَةَ ثَلاَثٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هٰذَا بِاِسْنَادِهِ ـ

১২১২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়েদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াকিদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন উমার (রা)–র মুআয্‌যিন নামাযের সময় আস্‌–সালাত (নামায) শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাঁকে ডাকলে তিনি বলেন, চল, চল। অতঃপর তিনি পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ দূরীভূত হওয়ার প্রাক্কালে বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং এরপর সামান্য অপেক্ষা করে পশ্চিমাকাশের সাদাবর্ণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলে তিনি ইশার নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি এরূপ করতেন, যেরূপ আমি করেছি। তিনি সেই দিন ও রাতের সফরে তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করেন (অর্থাৎ তিনি তড়িঘড়ি পথ অতিক্রম করেন)।

١٢١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيسٰى عَنِ ابْنِ جَابِرٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا -

১২১৩। ইব্‌রাহীম (র) ... ইব্‌ন জাবের (রহ) থেকে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, তিনি সেদিন পশ্চিমাকাশের সাদা বর্ণ তিরোহিত হওয়ার সময় বাহন হতে অবতরণ করে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন।

١٢١٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَاحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَّسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِيْ غَيْرِ مَطَرٍ -

১২১৪। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্‌ ও আমর ইব্‌ন আওন (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনাতে অবস্থানকালে যুহরের (শেষ সময়) চার রাকাত এবং আসরের (প্রথম সময়ে) চার রাকাত মোট আট রাকাত এবং মাগরিব ও ইশার নামায ঐরূপে একত্রে সাত রাকাত আদায় করেন – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় বৃষ্টি না থাকা সত্বেও তিনি এরূপে দুই নামায একত্রে আদায় করেন।

١٢١٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ ـ

১২১৫। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন সময়ে মক্কাতে সূর্যাস্তের পর 'সারিফ' নামক স্থানে পৌছেই মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন – (নাসাঈ)।

١٢١٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ جَارُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا عَشْرَةَ اَمْيَالٍ يَعْنِىْ بَيْنَ مَكَّةَ وَ سَرِفَ ـ

১২১৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিশাম (র) ... হিশাম ইব্‌ন সাদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা ও সারিফ নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যেকার দূরত্ব দশ মাইল (অবশ্য কেউ কেউ ছয়/সাত মাইলের কথাও উল্লেখ করেছেন)।

١٢١٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِىْ كَتَبَ اِلَيْهِ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَال غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَنَا عِنْدَ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَا قَدْ اَمْسٰى قُلْنَا الصَّلٰوةُ فَسَارَ حَتّٰى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُوْمُ ثُمَّ اِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلٰوتَيْنِ جَمِيْعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلّٰى صَلَاتِىْ هٰذِهِ يَقُوْلُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَخِيْهِ عَنْ سَالِمٍ رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ذُوَيْبٍ اَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوْبِ الشَّفَقِ ـ

১২১৭। আব্দুল মালিক ইব্‌ন শুআয়েব (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন দীনার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন উমার (রা)–র সাথে ছিলাম এবং সূর্য ডুবে গিয়েছিল, ঐ সময় তিনি সফরে পথ অতিক্রম করছিলেন। যখন আমরা 'আস্–সালাত্' বলি তখনও তিনি পথ অতিক্রম করতেই থাকেন। অতঃপর যখন পশ্চিমাকাশের লালিমা বিদূরিত হল এবং তারকারাজির আলো স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হল, তখন তিনি অবতরণ করে মাগ্‌রিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সফরকালীন সময়ে জরুরী অবস্থায় এরূপে নামায আদায় করতে দেখেছি।

রাবী বলেন, রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (স) ঐ দুই নামায একত্রে আদায় করতেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন উমার (রা) আকাশ প্রান্তে লাল বর্ণ অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই দুই নামায একত্রে আদায় করতেন।

١٢١٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا الْمُفَضَّلُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِيَ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ -

১২১৮। কুতায়বা ও ইব্ন মাওহাব (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুপুরের পূর্বে সফরে রওয়ানা হলে যুহরের নামায প্রায় আসরের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি (স) সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর সফরের উদ্দেশ্যে বের হলে যুহরের নামায আদায়ের পর বাহনে সওয়ার হতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ عُقَيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عِشَاءٍ حِيْنَ يَغِيْبَ الشَّفَقُ -

১২১৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... উকায়ল (রহ) হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি অনুরূপ পশ্চিমাকাশে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করেছেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٢٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ ـ

১২২০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাবূক অভিযান কালে দ্বিপ্রহরের পূর্বে মনযিল ত্যাগ করলে যুহরের নামায বিলম্বিত করে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করতেন। তিনি দ্বিপ্রহরের পরে (কোন মনযিল হতে) রওয়ানা হলে যুহর ও আসর একত্রে আদায় করে রওয়ানা হতেন। তিনি (কোন মনযিল হতে) মাগ্‌রিবের পূর্বে রওয়ানা হলে মাগ্‌রিবের নামাযে বিলম্ব করে মাগ্‌রিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন। যেদিন তিনি মাগরিবের পরে রওয়ানা হতেন, সেদিন ইশার নামায এগিয়ে এনে মাগ্‌রিবের সাথে তা একত্রে পড়তেন — (তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ কুতায়্‌বা (র) ব্যতীত আর কোন রাবীর সূত্রে বর্ণিত হয়নি।

٢٨٠ـ بَابُ قَصْرِ قِرَاءَةِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ

২৮০. অনুচ্ছেদ ঃ সফরের সময় নামাযের কিরাআত সংক্ষেপ করা

١٢٢١ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَصَلّٰى بِنَا الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ فَقَرَأَ فِىْ اِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ـ

১২২১। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সফরে গেলাম। তিনি ইশার নামাযে ওয়াত্‌-তীন ওয়ায্‌-যায়তূন –এর মত ছোট সূরা পাঠ করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٢٨١ـ بَابُ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

২৮১. অনুচ্ছেদ ঃ সফরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়া

١٢٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ -

১২২২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... বারাআ ইব্‌ন আযেব্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আঠারটি সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু আমি তাঁকে দ্বিপ্রহরের পরে যুহরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায কোন সময় ত্যাগ করতে দেখিনি — (তিরমিযী)।

١٢٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عِيْسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِى الطَّرِيْقِ قَالَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَرَاٰى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلَاتِىْ يَا ابْنَ اَخِىْ اِنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ -

১২২৩। আল্‌-কানাবী (র) ... হাফ্‌স ইব্‌ন আসিম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র সাথে সফরে গেলাম। তিনি পথিমধ্যে আমাদের সাথে দুই রাকাত (ফরয) নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ এরা কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল নামায পড়ছে। তিনি বলেন ঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! যদি আমি নফল নামায আদায় করতে

পারতাম তবে ফরয নামায চার রাকাতই আদায় করতাম। অতঃপর তিনি বলেন, বহু সফরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু আমি কখনও তাঁকে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায আদায় করতে দেখিনি। আমি (বহু সফরে) হযরত আবু বাক্‌র (রা)–র সফরসংগী ছিলাম, কিন্তু তাঁকেও তার ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, আমি উমার (রা) ও উছ্‌মান (রা)–র সফরসংগী ছিলাম। কিন্তু তাদেরকেও তাদের ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দুই রাকাতের অধিক নামায পড়তে দেখিনি। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেনঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহীত রয়েছে" — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٨٢ـ بَابُ التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

২৮২. অনুচ্ছেদ ঃ বাহনের উপর নফল ও বেতের নামায আদায় করা

١٢٢٤– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَىَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لاَ يُصَلِّى الْمَكْتُوْبَةَ عَلَيْهَا ـ

১২২৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... সালিম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যানবাহনের উপর থাকাকালে যে কোন দিকে মুখ ফিরিয়ে নফল নামায আদায় করতেন এবং বাহনের পিঠে অবস্থান করেই বেতেরের নামাযও আদায় করতেন, তবে ফরয নামায আদায় করতেন না– (ফরয নামায মাটিতে অবতরণ করে আদায় করতেন) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٢٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا رِبْعِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْجَارُوْدِ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِى الْحَجَّاجِ حَدَّثَنِى الْجَارُوْدُ بْنُ اَبِيْ سَبْرَةَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَافَرَ فَاَرَادَ اَنْ يَّتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ ـ

১২২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সফরকালীন সময়ে তাঁর বাহনের (উষ্ট্রীর) মুখ কিব্‌লার দিকে

থাকাবস্থায় নফল নামাযের নিয়াত করতেন, অতঃপর জন্তুযান যেদিকে মোড় নিত তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন।

١٢٢٦ ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ اِلٰى خَيْبَرَ ـ

১২২৬। আল্-কানাবী (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গাধার উপরও (নফল) নামায আদায় করতে দেখেছি এবং এ সময় তাঁর গাধা খয়বরের দিকে যাচ্ছিল -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٢٧ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُوْدُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوْعِ ـ

১২২৭। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন কাজে পাঠান। আমি ফিরে এসে দেখি যে, তিনি বাহনের উপর বসে পূর্বমুখী হয়ে নামায পড়ছেন। ঐ সময় তিনি রুকূর তুলনায় সিজ্দায় মাথা অধিক নত করেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٨٣. بَابُ الْفَرِيْضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

২৮৩. অনুচ্ছেদ ঃ ওজরবশত বাহনের উপর ফরয নামায আদায় করা

١٢٢٨ـ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِيْ ذٰلِكَ فِيْ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ هٰذَا فِي الْمَكْتُوْبَةِ ـ

১২২৮। মাহমূদ ইব্ন খালিদ (র) ... আতা ইব্ন আবু রাবাহ্ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাগণ যানবাহনের উপর নামায পড়তে পারবে কি? তিনি বলেন, স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক কোন অবস্থাতেই তাদের

জন্য এর অনুমতি নাই।

রাবী মুহাম্মাদ ইব্‌ন শুআয়ব (র) বলেন, এই নির্দেশ কেবলমাত্র ফরয নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

٢٨٤- بَابُ مَتٰى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

২৮৪. অনুচ্ছেদ ঃ মুসাফির কখন পূরা নামায আদায় করবে?

١٢٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى اَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالَ اَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَاَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّيْ اِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُوْلُ يَا اَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوْا اَرْبَعًا فَاِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ -

১২২৯। মূসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ও ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ... ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে শরীক হই এবং মক্কা বিজয়ের দিনও তাঁর সাথে ছিলাম। ঐ সময় তিনি আঠার দিন মক্কায় অবস্থানকালে (চার রাকাতের স্থলে) দুই রাকাত নামায পড়েন এবং বলেন ঃ হে শহরবাসী! তোমরা চার রাকাত আদায় কর। কেননা আমি মুসাফিরদের অন্তর্গত -- (তিরমিযী)।[১]

١٢٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ الْمَعْنِيْ وَاحِدٌ قَالاَ نَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ اَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ اَقَامَ اَكْثَرَ اَتَمَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ -

---

১. ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতে কোন ব্যক্তি কোন স্থানে সফরকালীন সময়ে নিয়ত সহ পনের দিনের অধিক অবস্থান করলে তাকে মুকীমদের মত পুরা নামায আদায় করতে হবে এবং এর কম হলে কসর আদায় করবে। — (অনুবাদক)

১২৩০। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা এবং উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে সতের দিন অবস্থানকালে নামায কসর করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) আরো বলেন, যে ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করবে সে যেন নামায 'কসর' করে এবং যে ব্যক্তি এর অধিক দিন কোন স্থানে অবস্থান করবে তাকে পুরা নামায আদায় করতে হবে — (বুখারী, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٣١- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَاَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيِّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ اسْحٰقَ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ ابْنَ عَبَّاسٍ -

১২৩১। আন্‌-নুফায়লী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় সেখানে পনের দিন অবস্থান করেন এবং সে সময় তিনি নামায 'কসর' করেন — (ইবন মাজা, নাসাঈ)।

١٢٣٢- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ نَا شَرِيْكٌ عَنِ ابْنِ الْاَصْبَهَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشَرَةَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ -

১২৩২। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাতে সতের দিন অবস্থানকালে ফরয নামায চার রাকাতের স্থলে দুই রাকাত আদায় করেন।

١٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا وَهْبٌ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى رَجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقُلْنَا هَلْ اَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ اَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا -

১২৩৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল এবং মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনা হতে মক্কায় রওয়ানা করলাম। আমরা পুনরায় মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নামায (চার রাকাত ফরয) দুই রাকাত করে আদায় করেন। রাবী বলেন, আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা সেখানে কত দিন অবস্থান করেন? তিনি বলেন, দশ দিন মাত্র — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ اِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتّٰى كَادَ اَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُوْ بِعَشَائِهِ فَتَعَشّٰى ثُمَّ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ قَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ وَرَوٰى اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ اَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِيْنَ يَغِيْبُ الشَّفَقُ وَيَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ وَرِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১২৩৪। উছ্‌মান ইব্‌ন আবু শায়বা ও ইব্‌নুল-মুছান্না (র) ... উমার ইব্‌ন আলী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আলী (রা) সফরে থাকলে সূর্যাস্তের পরে ও অন্ধকার ঘনীভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাহনে চলার পর প্রথমে মাগ্‌রিবের নামায আদায় করতেন, অতঃপর রাতের খাওয়া শেষ করে ইশার নামায আদায় করতেন, অতঃপর সফরের উদ্দেশ্যে পুনরায় রওয়ানা হতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এইরূপে নামায আদায় করতেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আনাস (রা) পশ্চিমাকাশের লাল বর্ণ তিরোহিত হওয়ার পর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন এবং বলতেন— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন - - (নাসাঈ)।

٢٨٥ـ بَابٌ اِذَا قَامَ بِاَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

২৮৫. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর দেশে অবস্থানকালে নামায কসর করা

١٢٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ

كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لاَ يُسْنِدُهُ ـ

১২৩৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্ দিন অতিবাহিত করাকালে নামায 'কসর' করেন।

٢٨٦ـ بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

مَنْ رَاٰى اَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ وَهُمْ صَفَّانِ فَيُكَبِّرُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَرْكَعُ بِهِمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا قَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ فَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِهِمْ ثُمَّ يَرْكَعُ الْاِمَامُ وَيَرْكَعُوْنَ جَمِيْعًا ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَسْجُدُ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَاِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ وَالصَّفُّ الَّذِيْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ سُفْيَانَ ـ

২৮৬. অনুচ্ছেদ ঃ শংকাকালীন নামায (সালাতুল খাওফ)

ভয়-ভীতির সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নামায পড়ার পদ্ধতি এই যে ঃ ইমাম মুসল্লীদেরকে দুই ভাগে (কাতারে) বিভক্ত করবেন এবং সকলে মিলে একত্রে তাক্বীর পাঠের পর নামায আরম্ভ করবেন, অতঃপর সকলে একত্রে রুকূও করবে। অতঃপর ইমাম তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে (প্রথম রাকাতের জন্য) দুইটি সিজ্দা করবেন, তখন পিছন কাতারের লোকজন পাহারায় মোতায়েন থাকবে। অতঃপর প্রথম কাতারের মুসল্লীরা সিজ্দা হতে দাড়াবে, তখন দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাকাতের জন্য) দুইটি সিজ্দা করে নিবে। অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী মুসল্লীরা (প্রথম কাতারের) পিছনে

সরে যাবে এবং পিছনের কাতারের (দ্বিতীয় সারির) লোকজন তাদের স্থানে এসে দণ্ডায়মান হবে। এই সময় ইমাম সকলকে নিয়ে রুকূ করবে এবং পরে তার নিকটবর্তী মুসল্লীদের নিয়ে সিজ্‌দা করবে। এসময় পিছনের কাতারের লোকেরা পাহারায় মোতায়েন থাকে। অতঃপর ইমাম যখন প্রথম সারির লোকদের সাথে বসবে তখন দ্বিতীয় সারির লোকেরা (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য) সিজ্‌দা করবে। অতঃপর সকলে একত্রে বসে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

١٢٣٦- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ اَبِى عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لَقَدْ اَصَبْنَا غِرَّةً لَقَدْ اَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُوْنَ اَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذٰلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ اٰخَرُ فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِيْ يَلُوْنَهُ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا صَلّٰى هٰؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوْا سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَاَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ اِلٰى مَقَامِ الْاٰخَرِيْنَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الْاَخِيْرُ اِلٰى مَقَامِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ وَقَامَ الْاٰخَرُوْنَ يَحْرُسُوْنَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِىْ يَلِيْهِ سَجَدَ الْاٰخَرُوْنَ ثُمَّ جَلَسُوْا جَمِيْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا فَصَلَّاهَا بِعُسْفَانَ وَصَلَّاهَا يَوْمَ بَنِىْ سُلَيْمٍ وَاَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى اَيُّوْبُ قَالَ هِشَامٌ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هٰذَا الْمَعْنٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذٰلِكَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى فَعَلَهُ وَكَذٰلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذٰلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ـ

১২৩৬। সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... আবু আয়্যাশ আয-যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে উসফান নামক স্থানে (জুহ্ফা ও মক্কার মধ্যে) ছিলাম। ঐ সময় খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) মুশ্রিকদের দলভুক্ত ছিলেন। অতঃপর আমরা যখন যুহ্রের নামায জামাআতে আদায় করি, তখন মুশ্রিকরা বলাবলি করতে থাকে ঃ আমরা ধোঁকা ও গাফ্লতের মধ্যে আছি। যদি আমরা তাদেরকে (মুসলমান) তাদের নামাযের অবস্থায় হাম্লা করতাম (তবে খুবই উত্তম হত)। এসময় যুহ্র ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর আসরের নামাযের সময় হলে রাসূলুল্লাহ্ (স) কিবলামুখী হয়ে মুশরিকদের মুখোমুখী অবস্থায় দাঁড়ান। এ সময় নামাযের উদ্দেশ্যে তাঁর পেছনে পরপর দুইটি সফ্ (কাতার) বেঁধে (সকলে দণ্ডায়মান হলে তিনি নামায শুরু করে) সকলকে নিয়ে এক সংগে রুকূতে যান। অতঃপর (প্রথম রাকাতের) সিজ্দার সময় কেবলমাত্র প্রথম কাতারের লোকজন (তাঁর সাথে) সিজ্দায় যায় এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকজন তাঁদের পাহারায় মোতায়েন থাকে। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকেরা সিজ্দা শেষে দণ্ডয়মান হলে দ্বিতীয় কাতারের লোকজন নিজেরাই (প্রথম রাকাতের) স্ব স্ব সিজ্দা আদায় করেন। অতঃপর প্রথম কাতারের লোকজন পেছনে সরে এলে তথায় দ্বিতীয় কাঁতারের লোকজন এসে দাঁড়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সকলে এক সংঙ্গে দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ আদায় করার পর তিনি তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকদের নিয়ে (দ্বিতীয় রাকাতের) সিজ্দায় যান। এই সময় পিছনের কাঁতারের লোকেরা তাঁদের পাহারায় নিযুক্ত থাকে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর নিকটবর্তী লোকদের নিয়ে (সিজ্দা শেষে) যখন বসেন, তখন পিছনের কাতারের লোকেরা স্ব স্ব সিজ্দা আদায় করে বসে পড়েন। তখন তিনি তাদের সাথে একত্রে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। একইভাবে তিনি উস্ফান ও সুলায়ম গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানকালে নামায আদায় করেন — (নাসাঈ)।

٢٨٧- بَابُ مَنْ قَالَ يَقُوْمُ صَفٌّ مَّعَ الْاِمَامِ وَصَفٌّ وِّجَاهَ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّيْ بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهٗ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُوْمُ قَائِمًا حَتّٰى يُصَلِّيَ الَّذِيْنَ

مَعَهُ رَكْعَةً أُخْرٰى ثُمَّ يَنْصَرِفُوْا فَيَصُفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَتَجِئُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى فَيُصَلِّىْ بِهِمْ رَكْعَةً وَيَثْبُتُ جَالِسًا فَيُتِمُّوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً أُخْرٰى ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ جَمِيْعًا۔

২৮৭. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন সময়ে এক কাতার (দল) ইমামের সাথে নামায পড়বে এবং অপর কাতার শত্রুর মোকাবিলায় দণ্ডায়মান থাকবে। তাদের অভিমত এই যে, যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে, ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত (প্রথম রাকাত) নামায আদায় করে ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকবেন, যতক্ষণ না তাঁর সাথে নামায আদায়কারীরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত নামায সম্পন্ন করবে। অতঃপর তারা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে যাবে, যারা ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত তারা এসে ইমামের পিছে দাঁড়াবে। তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকাত (অর্থাৎ ইমামের দ্বিতীয় রাকাত) নামায আদায় করে ততক্ষণ বসবেন, যতক্ষণ না পেছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকাত নামায আদায় সম্পন্ন করে। অতঃপর ইমাম সকলকে (উভয় দলকে) নিয়ে সালাম ফিরাবে।

١٢٣٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِاَصْحَابِهٖ فِىْ خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلّٰى بِالَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوْا وَتَاَخَّرَ الَّذِيْنَ كَانُوْا قُدَّامَهُمْ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتّٰى صَلَّى الَّذِيْنَ تَخَلَّفُوْا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ۔

১২৩৭। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয (র) ... সাহ্‌ল ইব্‌ন আবী হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সংগে নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায আদায় করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর পেছনে দুই সারিতে লোকদের দাঁড় করান। অতঃপর তিনি তাঁর নিকটবর্তী সারির লোকদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তাঁর সাথে নামায আদায়কারীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তারা পশ্চাতে সরে গেলে পিছনের সারির

লোকেরা সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাদেরকে নিয়ে আরো এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বসে থাকাবস্থায় পিছনে আগমনকারীরা তাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (সকলকে নিয়ে) সালাম ফিরান — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٢٨٨- بَابُ مَنْ قَالَ اِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا اَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِى السَّلَامِ.

২৮৮. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন সময়ে ইমাম এক দলকে নিয়ে এক রাকাত আদায় করে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তাঁর সাথীগণ নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় চলে যাবে এবং সালামের ব্যাপারে মতভেদ আছে।

١٢٣٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِالَّتِىْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوْا وَصَفُّوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَصَلّٰى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِىْ بَقِيَتْ مِنْ صَلٰوتِهٖ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَاَتَمُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اَحَبُّ مَا سَمِعْتُ اِلَىَّ -

১২৩৮। আল্-কানাবী (র) ... সালেহ ইব্ন খাওওয়াত (র) হতে বর্ণিত। তিনি "যাতুর-রিকা" নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সংগে শংকাকালীন নামায আদায়কারী সাহাবীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সেখানে তাঁরা এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করেন যে, এক দল তাঁর সাথে নামাযে রত ছিলেন এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিলেন। তখন তিনি (স) তাঁর নিকটবর্তী সাথীদের নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) দাঁড়িয়ে থাকেন আর সাথীরা নিজ নিজ দ্বিতীয় রাকাত নামায আদায় করে শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করেন। তখন অপর দলটি (যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিযুক্ত ছিল) এসে তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হলে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) বসে থাকেন আর তাঁর সাথীরা তাঁদের স্ব স্ব

দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। পরে তিনি দ্বিতীয় দলের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْاَنْصَارِيِّ اَنَّ سَهْلَ بْنَ اَبِي حَثْمَةَ الْاَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ اَنَّ صَلٰوةَ الْخَوْفِ اَنْ يَقُوْمَ الْاِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الْاِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِيْنَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَاِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَاَتَمُّوا لِاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوْا وَانْصَرَفُوْا وَالْاِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوْا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الْاٰخَرُوْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يُصَلُّوْا فَيُكَبِّرُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُوْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ اِلَّا اَنَّهُ خَالَفَهُ فِي السَّلَامِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ نَحْوَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا -

১২৩৯। আল্‌-কানাবী (র)..... সাহ্‌ল্‌ ইব্‌ন আবু হাসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ভয়-ভীতির সময়ে নামাযের নিয়ম এই যে, ইমাম এক দল লোক নিয়ে নামাযে দাঁড়াবে এবং অপর দল দুশ্‌মনের মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকবে। অতঃপর ইমাম তার নিকটতম সাথীদের সাথে এক রাকাত নামায রুকূ সিজ্‌দা সহ আদায় করবে এবং পরে ইমাম দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় তার এই সংগীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে এবং সালাম শেষে তারা চলে গিয়ে দুশ্‌মনের মুকাবিলা করবে। ঐ সময় যারা দুশ্‌মনের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা এসে তাক্‌বীর পাঠান্তে ইমামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হবে। তখন ইমাম তাদের সাথে রুকূ ও সিজ্‌দা করে (দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের পর) সালাম ফিরাবে। ঐ সময় তার সংগীরা দণ্ডায়মান হয়ে স্ব স্ব বাকী নামায আদায় করে সালাম ফিরাবে —(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٨٩- بَابُ مَنْ قَالَ يُكَبِّرُوْنَ جَمِيْعًا وَاِنْ كَانُوْا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّيْ بِمَنْ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَأْتُوْنَ مَصَافَّ اَصْحَابِهِمْ وَيَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ فَيَرْكَعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ تُقْبِلُ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ

رَكْعَةً وَالْاِمَامُ قَاعِدٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ بِهِمْ كُلِّهِمْ.

২৮৯. অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, শংকাকালীন নামায পড়াকালে সকলকে একসংগে তাকবীর তাহ্‌রীমা বলতে হবে, যদি এক দলের কিব্‌লা তাদের পশ্চাতে পড়ে। অতঃপর যারা ইমামের নিকটবর্তী থাকবে তিনি তাদের সাথে এক রাকাত আদায় করবেন। পরে অপর দল এসে নিজ নিজ এক রাকাত আদায় করার পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে বসে থাকবেন। তখন প্রথম রাকাত ইমামের সাথে আদায়কারীগণ ফিরে এসে স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। অতঃপর ইমাম তাদের সাথে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

١٢٤٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ نَا اَبُو الْاَسْوَدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ فَقَالَ مَرْوَانُ مَتٰى قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ اُخْرٰى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ظُهُوْرُهُمْ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوْا جَمِيْعًا الَّذِيْنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَّاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ تَلِيْهِ وَالْاٰخَرُوْنَ قِيَامٌ مُّقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ مَعَهُ فَذَهَبُوْا اِلَى الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوْا فَرَكَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً اُخْرٰى وَرَكَعُوْا مَعَهُ وَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ اَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِيْ كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوْا وَسَجَدُوْا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلَامَ فَسَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُوْا جَمِيْعًا فَكَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِّنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً -

১২৪০। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... মারওয়ান ইব্নুল্-হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়-ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হ্যাঁ। মারওয়ান পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, কখন? তিনি বলেন, যাতুর-রিকার যুদ্ধের সময়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ালে একদল তাঁর সাথে নামাযে দাঁড়ায় এবং অপর দল কিব্লার দিকে পিঠ্ ফিরিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহু আকবার বললে যারা তাঁর সাথে ছিলেন এবং যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিলেন— সকলে তাক্বীর বলেন। তিনি তাঁর নিকটবর্তী লোকদের সংগে নিয়ে প্রথম রাকাতের সিজ্দাহ্ করেন এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ান এবং তাঁর সাথীগণ দুশমনের মুকাবিলায় যান এবং যারা ঐ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তারা এসে একাকী প্রথম রাকাতের রুকূ ও সিজ্দা করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান হন। তখন তিনি তাঁদের সাথে একত্রে দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ -সিজ্দা করে বসে থাকেন। এই সময়ে যারা দুশমনের মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল তারা ফিরে এসে নিজ নিজ রুকূ-সিজ্দা করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছনে বসেন। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন।

রাবী বলেন, এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দুই রাকাত নামাযই জামাআতের সাথে আদায় করেন, কিন্তু তাঁর সাহাবীদের (প্রতিটি দলের) নামায জামাআতের সাথে এক রাকাত করে আদায় হয়েছে — (নাসাঈ)।

١٢٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ نَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى نَجْدٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِّنْ غَطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلٰى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ فِيْهِ حِيْنَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوْا مَشَوا الْقَهْقَرٰى اِلٰى مَصَافِّ اَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ -

১২৪১। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নজদে গমন করি। ঐ সময়

আমারা যাতুর–রিকা নামক স্থানের একটি খেজুর বাগানে অবস্থান করি। তখন গাতাফান গোত্রের সাথে আমাদের যুদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থ জ্ঞাপক হাদীছ বর্ণনা করেন, যদিও কিছু শাব্দিক পার্থক্য রয়েছে।

রাবী ইব্‌ন ইস্‌হাকের বর্ণনায় আছে, 'যখন তাঁর সাথীগণ রুকূ–সিজ্‌দা করেন'। রাবী আরো বলেন, রাকাত শেষে তাঁরা কিব্‌লার দিকে মুখ রেখে পশ্চাদপসারণ করে যারা শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত ছিল, তাদের স্থানে গিয়ে দণ্ডায়মান হন। উক্ত বর্ণনায় কিব্‌লার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের কথা উল্লেখ নাই।

١٢٤٢– قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ كَبَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَفُّوْا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا ثُمَّ رَفَعَ وَرَفَعُوْا ثُمَّ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوْا هُمْ لِاَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوْا فَنَكَصُوْا عَلٰى اَعْقَابِهِمْ يَمْشُوْنَ الْقَهْقَرٰى حَتّٰى قَامُوْا مِنْ وَّرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى فَقَامُوْا فَكَبَّرُوْا ثُمَّ رَكَعُوْا لِاَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَجَدُوْا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجَدُوْا لِاَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيْعًا فَصَلُّوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ فَرَكَعُوْا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوْا جَمِيْعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوْا مَعَهُ سَرِيْعًا كَاَسْرَعِ الْاِسْرَاعِ جَاهِدًا لَا يَأْلُوْنَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِى الصَّلٰوةِ كُلِّهَا ـ

১২৪২। আবু দাউদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাক্‌বীরের সাথে সাথেই তাঁর নিকটবর্তী কাতারের লোকেরা তাক্‌বীর বলেন এবং তাঁর সাথে প্রথম রাকাতের রুকূ ও সিজ্‌দা করেন। অতঃপর তিনি প্রথম সিজ্‌দা হতে মাথা উঠাবার সাথে সাথে তারাও মাথা উঠান। প্রথম সিজ্‌দা করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বসে থাকেন, এ সময় মুকতাদীগণ নিজেরাই দ্বিতীয় সিজ্‌দা করে

শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য গমন করে। তখন দ্বিতীয় দল এসে নিজেরা তাক্‌বীর বলে রুকূ আদায় করে এবং পরে নবী করীম (স)–এর সাথে সিজ্‌দা করে। অতঃপর তিনি (স) একাকী দণ্ডায়মান হন তখন মুক্‌তাদীগণ স্ব স্ব দ্বিতীয় সিজ্‌দা আদায় করে দণ্ডায়মান হয়। অতঃপর উভয় দল একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (স)–এর সাথে রুকূ–সিজ্‌দা করে পূর্ববর্তী সিজ্‌দাটি (যা সকলে বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করে) জামাআতের সাথে আদায় করেন এবং তা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করেন। অতঃপর তিনি এবং তার সাহাবীগণ সালাম ফিরান। এমনিভাবে সকলে জামাআতের অর্ধেক অংশে শরীক হয়ে নামায সম্পন্ন করেন।

٢٩٠- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً.

২৯০. অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে এক রাকাত করে নামায পড়ে সালাম ফিরাবে। অতঃপর প্রত্যেক দল স্বতন্ত্রভাবে আরো এক রাকাত পড়বে।

١٢٤٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِاِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْاُخْرٰى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوْا فَقَامُوْا فِيْ مَقَامِ اُولٰئِكَ وَجَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً اُخْرٰى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذٰلِكَ قَوْلُ مَسْرُوْقٍ وَيُوْسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذٰلِكَ رَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ فَعَلَهُ -

১২৪৩। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক দলকে নিয়ে এক রাকাত নামায আদায় করেন এবং এই সময় দ্বিতীয় দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। অতঃপর প্রথম দলটি শত্রুর মুকাবিলার জন্য গমন করলে দ্বিতীয় দলটি আসার পর তিনি তাদের নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরান। ঐ সময় তারা স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে। অতঃপর প্রথম দলটি তাদের বাকী নামায সম্পন্ন করে —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٢٩١- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُوْمُ الَّذِيْنَ خَلْفَهُ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً ثُمَّ يَجِيْءُ الْاٰخَرُوْنَ اِلٰى مَقَامِ هٰؤُلَاءِ فَيُصَلُّوْنَ رَكْعَةً ٠

২৯১. অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রথম দলের সাথে এক রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরাবে এবং তারা উঠে স্বতন্ত্রভাবে আরেক রাকাত নামায পড়বে। অতপর তারা শত্রুর মোকাবিলায় চলে যাবে এবং পরবর্তী দল এসে তাদের স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামের সাথে এক রাকাত নামায পড়বে।

١٢٤٤- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ نَا ابْنُ فُضَيْلٍ نَا خُصَيْفٌ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَامُوْا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلّٰى بِهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الْاٰخَرُوْنَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هٰؤُلَاءِ الْعَدُوَّ فَصَلّٰى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا ثُمَّ ذَهَبُوْا فَقَامُوْا مَقَامَ اُولٰئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ اُولٰئِكَ اِلٰى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوْا لِاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوْا -

১২৪৪। ইমরান ইব্‌ন মায়সারা (র) ... হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সাথে ভয়-ভীতির সময় নামায আদায়কালে লোকদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করেন। ঐ সময় একদল তাঁর পশ্চাতে নামাযে দণ্ডায়মান হয় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। তিনি তাঁর নিকটবর্তী লোকদের সাথে নিয়ে এক রাকাত নামায সম্পন্ন করলে তারা শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে এবং অপর দলটি এসে নবী করীম (স)-এর সাথে নামাযে যোগ দেয়। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে একাকী সালাম ফিরান। তখন তারা দণ্ডায়মান হয়ে স্ব স্ব দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে সালাম ফিরায়। অতঃপর তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে প্রথম দলটি প্রত্যাবর্তন করে পূর্বে দণ্ডায়মান হওয়ার স্থানে গিয়ে বাকী নামায একাকী আদায় করে সালাম ফিরায়।

١٢٤٥- حَدَّثَنَا تَمِيْمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ نَا اِسْحٰقُ يَعْنِي ابْنَ يُوْسُفَ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ خُصَيْفٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيْعًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ بِهٰذَا الْمَعْنٰى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلّٰى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَمُرَةَ هٰكَذَا اِلاَّ اَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِىْ صَلّٰى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا اِلٰى مَقَامِ اَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هٰؤُلاَءِ فَصَلُّوْا لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوْا اِلٰى مَقَامِ اُولٰئِكَ فَصَلُّوْا لاَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيْبٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ اَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلّٰى بِنَا صَلٰوةَ الْخَوْفِ ـ

১২৪৫। তামীম ইবনুল মুন্তাসির (র) ... খুসায়েফ (র) হতে এই সনদে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) তাকবীর বললে উভয় দলই তাঁর সাথে তাক্বীর বলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ছাওরী অনুরূপ অর্থে খুসায়েফ হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং আব্দুর রহমান ইব্ন সামুরা (র) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের নিয়মেই নামায আদায় করেন। তবে ব্যতিক্রম এই যে, তিনি (স) দ্বিতীয় দলটির সাথে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত আদায়ের পর সালাম ফিরালে মুক্তাদীগণ শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে এবং সেখানকার দলটি ফিরে এসে তাদের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে শত্রুর মুকাবিলায় গমন করে। এবং পরবর্তী দলটি তাদের সুবিধা মত স্ব স্ব বাকী রাকাত আদায় করে।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, আব্দুস সামাদ ইব্ন হাবীব বলেন, আমার পিতা আমাকে জানান যে, তাঁরা হযরত আব্দুর রহমার ইব্ন সামুরা (রা)-র সাথে কাবুল নামক স্থানে "সালাতুল্-খাওফ" আদায় করেন।

٢٩٢- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلاَ يَقْضُوْنَ.

২৯২. অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে প্রত্যেক দল ইমামের সাথে এক রাকাত করে নামায পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকাত পড়ার প্রয়োজন নেই।

١٢٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى الْاَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ

الْاَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانِ فَقَامَ فَقَالَ اَيُّكُمْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ اَنَا فَصَلّٰى بِهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَ بِهٰؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوْا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزِيْدُ الْفَقِيْرُ وَاَبُوْ مُوْسٰى جَمِيْعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِىْ حَدِيْثِ يَزِيْدَ الْفَقِيْرِ اَنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً وَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ـ

১২৪৬। মুসাদ্দাদ (র) ... ছালাবা ইব্ন যাহ্দাম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সাঈদ ইব্নুল–আস (রা)–র সাথে তাবারিস্তানে ছিলাম। তিনি সেখানে দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, আপনাদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ভয়–ভীতির সময় নামায আদায় করেছেন? হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন ঃ আমি তাঁর সাথে সালাতুল খাওফ আদায় করেছি। তিনি (স) এক দলকে সংগে নিয়ে প্রথম রাকাত এবং দ্বিতীয় দলকে সংগে নিয়ে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেন। ঐ সময় মুক্তাদীগণ তাদের দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করেন নাই।

অন্য বর্ণনায় আছে যে, তারা দ্বিতীয় রাকাত সম্পন্ন করেন। যায়েদ ইব্ন ছাবেত (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, এই সময় মুক্তাদীগণ এক এক রাকাত আদায় করেন এবং নবী করীম (স) দুই রাকাত সম্পন্ন করেন — (নাসাঈ)।

١٢٤٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالاَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً ـ

১২৪৭। মুসাদ্দাদ ও সাঈদ ইব্ন মানসূর (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তোমাদের নবী (স)-এর মারফত ফরয নামায বাড়ীতে অবস্থান কালে চার রাকাত (যুহর, আসর ও ইশা) এবং সফরের মধ্যে দুই রাকাত (চার রাকাতের পরিবর্তে) এবং যুদ্ধকালীন ভয়-ভীতির সময় এক রাকাত ফরয করেছেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٩٣- بَابُ مَنْ قَالَ يُصَلِّىْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

২৯৩. অনুচ্ছেদ ঃ এক দল বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে, ইমাম প্রত্যেক দলের সাথে দুই রাকাত করে নামায পড়বে।

١٢٤٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا الْاَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ خَوْفِ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضُهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضُهُمْ بِازَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِيْنَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوْا مَوْقِفَ اَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ اُولٰئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعًا وَلِاَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَبِذٰلِكَ كَانَ يُفْتِى الْحَسَنُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ فِى الْمَغْرِبِ يَكُوْنُ لِلْاِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَّلِلْقَوْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذٰلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذٰلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِىُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৪৮। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... আবু বাক্রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (যুদ্ধকালীন) ভীতিকর পরিস্থিতিতে যুহরের নামায আদায় করেন। ঐ সময় লোকজন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক দল তাঁর (স) পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায় এবং অপর দল শত্রুর মুকাবিলায় নিয়োজিত থাকে। ঐ সময় তিনি তাঁর পিছনে দণ্ডায়মান লোকদের নিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর নামায শেষে তারা শত্রুর মুকাবিলায় চলে গেলে, সেখানে যারা ছিল তারা এসে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়ায়। তখন তিনি তাদের নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফিরান। ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামাযের রাকাতের সংখ্যা চারে পৌঁছায় এবং সাহাবায়ে কিরামের

দুই দুই রাকাত হয়। হযরত হাসান বসরী (রহ) এইরূপ ফতোয়া দিতেন —(নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এরূপভাবে মাগ্‌রিবের নামাযে ইমামের ছয় রাকাত এবং মুক্‌তাদীদের তিন তিন রাকাত হবে। তিনি আরও বলেন, হযরত জাবির (রা) হতেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٩٤۔ بَابُ صَلٰوةِ الطَّالِبِ

২৯৪. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রু হত্যার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানকারীর নামায সম্পর্কে

١٢٤٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ الْوَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَاَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ مَا اِنْ اُؤَخِّرُ الصَّلٰوةَ فَانْطَلَقْتُ اَمْشِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ اُوْمِىْ اِيْمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِىْ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِىْ اَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِىْ ذٰلِكَ قَالَ اِنِّىْ لَفِىْ ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتّٰى اِذَا اَمْكَنَنِىْ عَلَوْتُهُ بِسَيْفِىْ حَتّٰى بَرَدَ ۔

১২৪৯। আবু মামার আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উনায়স (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে খালিদ ইব্‌ন সুফিয়ান আল-হাযালীকে হত্যার জন্য উরানা ও আরাফাতের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আসরের নামাযের সময় দেখতে পাই। এই সময় আমার মনে এরূপ আশংকার সৃষ্টি হয় যে, যদি আমি নামাযে রত হই তবে সে আমার নাগালের বাইরে চলে যাবে। তখন আমি ইশারায় নামায আদায় করতে করতে তার দিকে রওয়ানা হই। অতঃপর আমি তার নিকটবর্তী হলে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে— তুমি কে? আমি বলি, আমি আরবের একজন অধিবাসী। আমি জানতে পারলাম যে, তুমি মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগার করছ। তাই আমি তোমার নিকট এসেছি। তখন সে ব্যক্তি বলে, আমি এইরূপ করছি। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তার সাথে পথ চলতে থাকি। এমতাবস্থায় আমি সুযোগ মত তার উপর তরবারির আঘাত হেনে তাকে হত্যা করি।

٢٩٥۔ بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

২৯৫. অনুচ্ছেদ ঃ নফল ও সুন্নাত নামাযের বিভিন্ন দিক ও রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে

١٢٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا ابْنُ عُلَيَّةَ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ حَدَّثَنِىْ النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى فِىْ يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ ۔

১২৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... হযরত উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে— এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا هُشَيْمٌ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا خَالِدٌ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا فِىْ بَيْتِىْ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِىْ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّىْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً جَالِسًا فَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَاِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْفَجْرِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۔

১২৫১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল ও মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের নামায (সুন্নাত/নফল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনি (স) যুহরের পূর্বে ঘরে চার রাকাত নামায আদায় করতেন। অতপর বাইরে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। পুনরায় ঘরে ফিরে এসে তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগ্‌রিবের ফরয নামায জামাআতে আদায়ের পর ঘরে ফিরে এসে দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। তিনি (স) জামাআতে ইশার নামায আদায়ের পর ঘরে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন, নবী করীম (স) রাতে বেতেরের নামায সহ নয় রাকাত নামায পড়তেন। তিনি (স) রাতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ও বসে (নফল) নামায পড়তেন। তিনি দাঁড়িয়ে কিরাআত পাঠ করলে রুকূ-সিজ্‌দাও ঐ অবস্থায় করতেন এবং যখন তিনি বসে কিরাআত পাঠ করতেন তখন রুকূ-সিজ্‌দাও ঐ অবস্থায় আদায় করতেন। তিনি সুব্‌হে সাদিকের সময় দুই রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ঘর হতে বের হয়ে (মসজিদে গিয়ে) জামাআতে ফজরের নামায আদায় করতেন —(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٥٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِىْ بَيْتِهٖ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ -

১২৫২। আল্‌-কানাবী (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের পূর্বে কোন কোন সময় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং যুহরের ফরয নামায আদয়ের পরেও দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি মাগ্‌রিবের ফরযের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি এশার ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি জুমুআর নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন —(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ -

১২৫৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত এবং ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকা্ত নামায কখনও ত্যাগ করতেন না — (বুখারী, নাসাঈ)।

٢٩٦- بَابُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

২৯৬. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায

١٢٥٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلٰى شَىْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدُّ مُعَاهَدَةً مِّنْهُ عَلَى الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ -

১২৫৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন করেছেন তা অন্য কোন নামাযের (সুন্নাত বা নফল) ব্যাপারে পালন করেননি — (বুখারী, মুসলিম)।

٢٩٧- بَابُ فِىْ تَخْفِيْفِهِمَا

২৯৭. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নাত সংক্ষেপে পড়া সম্পর্কে

١٢٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى اِنِّىْ لَاَقُوْلُ هَلْ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ -

১২৫৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুআয়ব (র) ... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের ফরয নামাযের পূর্বের দুই রাকাত নামায এত সংক্ষেপ করতেন যে, আমি ধারণা করতাম, তিনি কি তাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন? — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٥٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نَا يَزِيْدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ

اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِىْ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ قُلْ يٰاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ

১২৫৬। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মাঈন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামাযে "সূরা কাফিরূন" ও "সূরা কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ" তিলাওয়াত করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٢٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زِيَادَةَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ زِيَادِ الْكِنْدِىُّ عَنْ بِلاَلٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤْذِنَهُ بِصَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلاَلاً بِاَمْرٍ سَاَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَاَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلاَلٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ وَتَابَعَ اَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا خَرَجَ صَلّٰى بِالنَّاسِ وَاَخْبَرَهُ اَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِاَمْرٍ سَاَلَتْهُ عَنْهُ حَتّٰى اَصْبَحَ جِدًّا وَاَنَّهُ اَبْطَاَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ فَقَالَ اِنِّىْ كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ اَصْبَحْتَ جِدًّا قَالَ لَوْ اَصْبَحْتُ اَكْثَرَ مِمَّا اَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَاَحْسَنْتُهُمَا وَاَجْمَلْتُهُمَا ـ

১২৫৭। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... হযরত বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে জ্ঞাত করতে আসেন। এ সময় হযরত আয়েশা (রা) বিলাল (রা)-কে একটি প্রশ্ন করে ব্যস্ত রাখা অবস্থায় আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। অতঃপর বিলাল (রা) নবী করীম (স)-কে পুন দুইবার ফজরের নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করেন, কিন্তু তিনি তখন বাইরে আসেন নাই। কিছুক্ষণ পরে তিনি বের হয়ে এসে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করেন। বিলাল (রা) তাঁকে বলেন, (অদ্য নামাযে বিলম্ব হওয়ার কারণ এই যে) হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস করে আটকে রাখেন এবং অপরপক্ষে মহানবী (স)-ও বের হতে বিলম্ব করেন। ফলে পূর্বাকাশ অধিক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মহানবী (স) বলেন ঃ (আমার বিলম্বের কারণ এই যে) আমি তোমার আহ্বানের সময় ফজরের ফরয

নামাযের পূর্বের দুই রাকাত নামায আদায়ে মশ্‌গুল ছিলাম। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও আজ অধিক বিলম্ব করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি আজ যত দেরী করেছি এর চাইতে অধিক বিলম্ব হলেও দুই রাকাত অত্যন্ত সুন্দরভাবে আদায় করতাম।

١٢٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ اِسْحٰقَ الْمَدَنِيَّ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَيْلاَنَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدَعُوْهُمَا وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ -

১২৫৮। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা কোন সময় ঐ দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নাত) ত্যাগ করবে না, ঘোড়ায় তোমাদের পিষে ফেললেও।

١٢٥٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ كَثِيْرًا مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا هٰذِهِ الْاٰيَةُ قَالَ هٰذِهِ فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ بِاٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

১২৫৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজরের দুই রাকাত নামাযের (সুন্নাত) প্রথম রাকাতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইনা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "আমান্না বিল্লাহি ওয়াশ্‌হাদ বিআন্না মুস্‌লিমূন" এই আয়াতদ্বয় পাঠ করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي ابْنَ مُوْسٰى عَنْ اَبِي الْغَيْثِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا فِي الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى وَفِي الرَّكْعَةِ الْاُخْرٰى بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ اَوْ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلاَ تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ شَكَّ الدَّرَاوَرْدِيُّ -

১২৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস সাব্বাহ্ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) নামাযের প্রথম রাকাতে "কুল আমান্না বিল্লাহি ওয়ামা উন্‌যিলা ইলাইনা" এবং দ্বিতীয় রাকাতে "রব্বানা আমান্না বিমা আন্‌যাল্‌তা ওয়াত্তাবানার রাসূলা ফাক্‌তুব্‌না মাআশ্ শাহিদীন" অথবা "ইন্না আরসালনাকা বিলহাক্কি বাশীরাও ওয়া নাযীরা ওয়ালা তুস্‌আলু আন্ আস্‌হাবিল্ জাহীম" তিলাওয়াত করতে শুনেছি।

٢٩٨- بَابُ الْاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

২৯৮. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সুন্নাতের পর বিশ্রাম গ্রহণ সম্পর্কে

١٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَاَبُوْ كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوْا اَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ اَمَا يُجْزِىُ اَحَدَنَا مَمْشَاهُ اِلَى الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَضْطَجِعَ عَلٰى يَمِيْنِهٖ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ لَا قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ اَكْثَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلٰى نَفْسِهٖ قَالَ فَقِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُوْلُ قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ اجْتَرَاَ وَجَبُنَّا قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِىْ اِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا ـ

১২৬১। মুসাদ্দাদ, আবু কামিল এবং উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আমর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের কেউ ফজরের সুন্নাত নামায পড়ার পর যেন কাৎ হয়ে শুয়ে ক্ষণিক বিশ্রাম নেয়। এ সময় মারওয়ান ইব্‌নুল হাকাম তাঁকে বলেন, যদি কেউ মসজিদে গিয়ে ডান পাঁজরে ভর দিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে তবে তা কি যথেষ্ট হবে? তিনি বলেন, না (এটা রাবী উবায়দুল্লাহ্‌র বর্ণনানুযায়ী)। রাবী বলেন ঃ অতঃপর এই সংবাদ হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) এই বর্ণনায় নিজের তরফ হতে কিছু বৃদ্ধি করেছেন কি? তখন হযরত ইব্‌ন উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কি তা অস্বীকার করেন? তিনি বলেন, না। আবু হুরায়রা (রা) সাহসের সাথে তা বলেছেন এবং আমরা এতে দুর্বলতা প্রকাশ করেছি। এই সংবাদ আবু হুরায়রা (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, কোন কিছু

স্মরণে থাকা ও ভুলে যাওয়া কোন দোষের ব্যাপার নয় — (তিরমিযী)।

١٢٦٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ نَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَضٰى صَلاَتَهُ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ وَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اَيْقَظَنِىْ وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ حَتّٰى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّلٰوةِ۔

১২৬২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাকীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের পর আমাকে জাগ্রত অবস্থায় পেলে আমার সাথে (দীন সম্পর্কীয়) আলাপ–আলোচনা করতেন। আমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলে তিনি আমাকে ঘুম হতে উঠাতেন। অতঃপর তিনি দুই রাকাত নামায আদায়ের পর কাৎ হয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিতেন এবং মুআয্যিনের আগমন পর্যন্ত ঐভাবে থাকতেন। মুআযযিন এসে ফজরের নামাযের খবর দিলে তিনি ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) হাল্‌কাভাবে আদায় করতেন, অতঃপর ফজরের ফরয নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যেতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

١٢٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ ابْنُ اَبِىْ عَتَّابٍ اَوْ غَيْرُهُ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَاِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اِضْطَجَعَ وَاِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِىْ ۔

১২৬৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায আদায়ের পর আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলে তিনিও একটু আরাম করতেন। তিনি আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলে আমার সাথে দীন সম্পর্কে আলোচনা করতেন।

١٢٦٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ وَزِيَادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ نَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ مَكِيْنٍ نَا اَبُو الْفَضْلِ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ

قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ اِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ زِيَادٌ قَالَ نَا اَبُو الْفَضْلِ ـ

১২৬৪। আব্বাস আল্‌-আনবারী এবং যিয়াদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামাযে যাই। এই সময় তিনি কোন ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে নামাযের জন্য আহ্বান করতেন অথবা তাঁর পা দিয়ে স্পর্শ করতেন (সাধারণতঃ ফজরের সুন্নত নামায আদায়ের পর যারা আরামের জন্য ক্ষণিক শয়ন করত, তিনি তাদেরকে এইরূপে ডাকতেন)।

٢٩٩ـ بَابٌ اِذَا اَدْرَكَ الاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

২৯৯. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ ফজরের সুন্নাত নামায আদায়ের পূর্বে ইমামকে জামাআতে নামাযরত পেলে

١٢٦٥– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَّالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا فُلاَنُ اَيَّتُهُمَا صَلٰوتُكَ الَّتِىْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ اَوِ الَّتِىْ صَلَّيْتَ مَعَنَا ـ

১২৬৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্‌ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখতে পায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জামাআত শুরু করে দিয়েছেন। লোকটি একাকী দুই রাকাত নামায পড়ার পর নবী করীম (স)-এর সাথে জামাআতে শরীক হয়। নামায শেষে তিনি বলেন ঃ তুমি কোন্‌ নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে এসেছ — যে নামায একাকী পড়েছ না যা আমাদের সাথে আদায় করেছ? — (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٦٦– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ كُلُّهُمْ عَنْ

عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ صَلٰوةَ اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১২৬৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, আহমাদ ইব্ন হাম্বল ও আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... মুহাম্মাদ ইব্নুল মুতাওয়াক্কিল প্রমুখ সূত্রে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ফরজ নামাযের ইকামত হয়ে যাওয়ার পর ফরয ব্যতীত আর কোন নামায পড়া দুরস্ত নয় – –(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। (১)

٣٠٠ـ بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ مَتٰى يَقْضِيْهَا

৩০০. অনুচ্ছেদ ঃ যদি কারো ফজরের সুন্নাত বাদ পড়ে তবে সে তা কখন পড়বে?

١٢٦٧– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّىْ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১২৬৭। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... কায়েস ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখতে পান যে, এক ব্যক্তি ফজরের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করছে। মহানবী (স) বলেন ঃ ফজরের নামায দুই রাকাত। তখন ঐ ব্যক্তি বলেন, আমি ইতিপূর্বে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতে পারিনি, তা এখন আদায় করছি। তার কথায় রাসূলুল্লাহ (স) নীরব থাকেন — (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٢٦٨– حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى الْبَلْخِىُّ قَالَ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ

(১) অবশ্য যদি কারো জিম্মাদারীতে কোন কাযা নামায থাকে তবে ঐ ব্যক্তিকে কাযা নামায আদায়ের পর জামাআতে শরীক হতে হবে। যদি কেউ ফজরের নামাযের সুন্নাত আদায় না করে থাকে, তবে সে মসজিদের এক পাশে দণ্ডায়মান হয়ে তা আদায়ের পর জামাআতে শরীক হবে। অবশ্য যদি জামাআত হারাবার ভয় থাকে তবে সুন্নাত না পড়ে জামাআতে শরীক হবে — (অনুবাদক)।

رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَبْدُ رَبِّهٖ وَيَحْيٰى ابْنَا سَعِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ مُرْسَلاً اَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১২৬৮। হামেদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল্‌-বালখী (র) ... হযরত আতা ইব্‌ন আবু রাবাহ্‌ (রহ) সাদ ইব্‌ন সাঈদ (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٠١ـ بَابُ الْاَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

৩০১. অনুচ্ছেদ ঃ যুহরের আগে ও পরে চার রাকাত নামায

١٢٦٩ـ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلٰى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ مَكْحُوْلٍ بِاِسْنَادِهٖ مِثْلَهُ ـ

১২৬৯। মুআম্মাল ইব্‌নুল ফাদল (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত করে নামায পড়বে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম হবে — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٧٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَرْثَعٍ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيْهِنَّ تَسْلِيْمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ اَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَيْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عُبَيْدَةُ ضَعِيْفٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ هُوَ سَهْمٌ ـ

১২৭০। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আবু আয়্যুব (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, যুহরের ফরয নামাযের পূর্বে এক সালামের সাথে যে ব্যক্তি চার রাকাত নামায পড়বে এর বদৌলতে তার জন্য আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত হবে — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣٠٢- بَابُ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

৩০২. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ফরয নামাযের পূর্বে নামায পড়া সম্পর্কে

١٢٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِيْ جَدِّيْ اَبُو الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأً صَلّٰى قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا ـ

১২৭১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আসরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকাত নামায পড়বে আল্লাহ তাআলা তার উপর রহমত বর্ষণ করুন —(তিরমিযী)।

١٢٧٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১২৭২। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) আসরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকাত (নফল) নামায পড়তেন।

٣٠٣- بَابُ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

৩০৩. অনুচ্ছেদ ঃ আসরের ফরয নামাযের পর নামায পড়া সম্পর্কে

١٢٧٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَرْسَلُوْهُ اِلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيْعًا وَّسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ اِنَّا اُخْبِرْنَا اَنَّكِ تُصَلِّيْنَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُمَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ فَقَالَتْ سَلْ اُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ عَلَيْهِمْ فَاَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّوْنِىْ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا اَرْسَلُوْنِىْ بِهٖ اِلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهٰى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيْهِمَا اَمَّا حِيْنَ صَلاَّهُمَا فَاِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِىْ نِسْوَةٌ مِّنْ بَنِىْ حَرَامٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَاَرْسَلْتُ اِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُوْمِىْ بِجَنْبِهٖ فَقُوْلِىْ لَهُ تَقُوْلُ اُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْمَعُكَ تَنْهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَاِنْ اَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَاْخِرِىْ عَنْهُ قَالَتْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَاَشَارَ بِيَدِهٖ فَاسْتَاْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا ابْنَةَ اَبِىْ اُمَيَّةَ سَاَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِنَّهُ اَتَانِىْ نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْاِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُوْنِىْ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ الَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ۔

১২৭৩। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম কুরায়েব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), আব্দুর রহমান ইব্ন আয্হার (রা) এবং মিস্ওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে এই সংবাদসহ প্রেরণ করেন যে, তুমি তাঁকে আমাদের সকলের পক্ষ হতে সালাম দিবে অতঃপর আসরের পর দুই রাকাত নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। তাঁকে এও বলবে যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, আপনি আসরের পর দুই রাকাত নামায আদায় করে থাকেন। অথচ আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের পর নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। কুরায়েব বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম জানিয়ে বিষয়টি অবহিত করি। তিনি বলেন, তুমি এই সম্পর্কে উম্মে সালামা (রা)-কে জিজ্ঞাসা কর। অতএব আমি তাঁদের নিকট ফিরে আসি। অতঃপর তাঁরা আবার আমাকে ঐ বার্তাসহ উম্মে সালামা (রা)-র নিকট প্রেরণ করেন, যা নিয়ে তাঁরা আমাকে আয়েশা (রা)-র নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আমি উম্মে সালামা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুই রাকাত নামায (আসরের পরে) পড়তে

নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি তাঁকে (স) ঐ দুই রাকাত নামায পড়তেও দেখেছি। ঐ দুই রাকাত নামায আদায়ের ঘটনা এই যে, একদা তিনি (স) আসরের নামাযের পর ঘরে ফিরে নামাযে দণ্ডায়মান হন। এই সময় আন্‌সারদের বনী হারাম গোত্রের কিছু সংখ্যক মহিলা আমার নিকট উপস্থিত ছিল। আমি তাঁর (স) নিকট জনৈক দাসীকে প্রেরণ করে বলি, তুমি তাঁর (স) পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে এই দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছি এবং আমি এখন তা আপনাকে আদায় করতে দেখছি।" তিনি (স) যদি হাত দ্বারা ইশারা করেন, তবে তুমি অপেক্ষা করবে। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতঃপর দাসীটি আমার নির্দেশমত কাজ করলে নবী করীম (স) ইশারা করলে সে অপেক্ষা করে। তিনি (স) নামায শেষে বলেন ঃ হে আবু উমায়্যার কন্যা! তুমি আমাকে আসরের পর দুই রাকাত নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছ। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আজ আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক ইসলামের ব্যাপারে জানবার জন্য আমার নিকট আগমন করে, তাদের সাথে কথাবার্তায় মশ্‌গুল থাকায় আমি যুহরের পরের দুই রাকাত নামায আদায় করতে পারিনি, এখন তা আদায় করলাম —(বুখারী, মুসলিম)।

٣٠٤- بَابُ مَنْ رَخَّصَ فِيْهِمَا اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

৩০৪. অনুচ্ছেদ ঃ সূর্য উপরে থাকতেই তা আদায়ের অনুমতি সম্পর্কে

١٢٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْاَجْدَعِ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ -

১২৭৪। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের পর (নফল) নামায পড়তে নিষেধ করেছেন; তবে যদি সূর্য উপরে থাকে — (নাসাঈ)।

١٢٧٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الصَّلٰوةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ -

১২৭৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তবে তিনি ফজর ও আসরের ফরয নামাযের পর কোন নামায পড়তেন না।

١٢٧٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبَانُ نَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدَ عِنْدِىْ رِجَالٌ مَّرْضِيُّوْنَ فِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلٰوةَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ -

১২৭৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যাদের মধ্যে হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-ও ছিলেন এবং তিনিই আমার নিকট অধিক প্রিয় ছিলেন, বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত কোন নামায নাই। একইরূপে আসরের ফরয নামাযের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নামায নাই — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٢٧٧- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِىْ سَلاَمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَنْبَسَةَ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ اللَّيْلِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِفَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى تُصَلِّى الصُّبْحَ ثُمَّ اَقْصِرْ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ اَوْ رُمْحَيْنِ فَاِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ مَكْتُوْبَةٌ حَتّٰى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ اَقْصِرْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ اَبْوَابُهَا فَاِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَاِنَّ الصَّلٰوةَ مَشْهُوْدَةٌ حَتّٰى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ ثُمَّ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَاِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطٰنٍ وَيُصَلِّىْ لَهَا الْكُفَّارُ وَقَصَّ حَدِيْثًا طَوِيْلاً قَالَ الْعَبَّاسُ هٰكَذَا حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلاَمٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِلاَّ اَنْ اُخْطِئَ شَيْئًا لاَ اُرِيْدُهُ فَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ -

১২৭৭। আর-রবী ইব্‌ন নাফে (র) ... আমর ইব্‌ন আন্‌বাসা আস-সুলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতের কোন্ অংশে আল্লাহ্ পাক দু'আ অধিক কবুল করেন? তিনি বলেন ঃ রাতের শেষাংশে। অতএব তখন তুমি তোমার ইচ্ছামত নামায আদায় করবে। কেননা ঐ সময়ের নামাযে বিশেষ ফেরেশ্‌তারা উপস্থিত হয়ে তা তাদের নিকট রক্ষিত আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে নেয় এবং তারা ফজরের সূর্য উঠা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে। অতঃপর তুমি সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং এর পরিমাণ হল— এক বা দুই তীরের সমান। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মাঝখান দিয়ে উদিত হয় এবং ঐ সময় কাফিররা শয়তানের পূজা করে। অতঃপর তোমার ইচ্ছানুযায়ী নামায আদায় করবে। কেননা প্রত্যেক নামাযের সময়ই ফেরেশতারা দফতরসহ উপস্থিত হয়ে থাকে এবং ঠিক দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নামায আদায় করা যায়। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেননা এই সময় জাহান্নামের আগুন প্রবলভাবে উদ্দীপিত হতে থাকে এবং এর দরজাসমূহ উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। অতঃপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর তুমি তোমার খুশীমত আসরের পূর্ব পর্যন্ত নামায আদায় করতে পার। কেননা প্রত্যেক নামাযের সময় ফেরেশ্‌তারা হাযির হয়ে থাকে। আসরের ফরয নামায আদায়ের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনরূপ নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে সূর্য অস্তাচলে যায় এবং কাফিররা ঐ সময় শয়তানের পূজা করে থাকে। অতঃপর রাবী দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন।

রাবী আব্বাস ইব্‌ন সালিম (র) বলেন, আবু সালামা (র) ... আবু উমামা (রা) হতে আমার নিকট ঐরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি আমার বর্ণনায় কোন ভুলক্রটি হয়ে থাকে সেজন্য আমি আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি — (তিরমিযী, মুসলিম)।

١٢٧٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا وُهَيْبٌ نَا قُدَامَةُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَاٰنِى ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اُصَلِّىْ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّىْ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَقَالَ لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوْا بَعْدَ الْفَجْرِ اِلاَّ سَجْدَتَيْنِ ـ

১২৭৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... য়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সুব্‌হে সাদিকের পর ইব্‌ন উমার (রা) আমাকে নামায পড়তে দেখে বলেন, হে য়াসার!

একদা আমরা এই নামায আদায়কালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকটবর্তী হয়ে বলেছিলেন ঃ তোমরা এখন যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার এই নির্দেশ অনুপস্থিত লোকদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও যে, সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরযের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নাত নামায ছাড়া আর কোন নামায পড়বে না —(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٢٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ وَمَسْرُوْقٍ قَالاَ نَشْهَدُ عَلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَوْمٍ يَاْتِىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ صَلّٰى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১২৭৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামায আদায়ের পর সব সময়ই দুই রাকাত নামায পড়তেন (সম্ভবতঃ তা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল । কিন্তু তাঁর উম্মাতের জন্য উপরোক্ত নিষেধ বাণী প্রযোজ্য) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٢٨٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهٰى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهٰى عَنِ الْوِصَالِ ـ

১২৮০। উবায়দুল্লাহ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আসরের ফরয নামায আদায়ের পর অন্য নফল নামাযও পড়তেন। তবে তিনি তাঁর উম্মতকে তা পড়তে নিষেধ করতেন এবং তিনি (কোন কোন সময়) একই সংগে বহু দিন রোযা (সাওমে বিসাল) রাখতেন, কিন্তু তিনি উম্মাতকে এভাবে রোযা রাখতে নিষেধ করতেন।

٣٠٥- بَابُ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

৩০৫. অনুচ্ছেদ ঃ মাগ্‌রিবের আগে নফল নামায আদায় সম্পর্কে

١٢٨١- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ خَشْيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ـ

১২৮১। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌নুল-মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমরা যে ইচ্ছা কর মাগ্‌রিবের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতে পার। তিনি দুইবার এরূপ বলেন এবং তিনি তা আদায়ে কঠোরতা না করার কারণ এই ছিল, যাতে লোকেরা এটাকে সুন্নাত হিসাবে মনে না করে — (বুখারী)।

١٢٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ الْبَزَّارُ اَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا مَنْصُوْرُ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ اَرَاكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ رَاٰنَا فَلَمْ يَاْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ـ

১২৮২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সময় আমরা মাগ্‌রিবের নামাযেয় পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় করতাম। রাবী বলেন, আমি এ সম্পর্কে আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি— আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই নামায আদায় করতে দেখেছেন? তখন তিনি বলেন, হাঁ, এবং তিনি আমাদেরকেও তা আদায় করতে দেখেছেন। কিন্তু তিনি এব্যাপারে কোন আদেশ বা নিষেধ প্রদান করেননি — (মুসলিম)।

١٢٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ لِّمَنْ شَاءَ ـ

১২৮৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে যে ইচ্ছা করে, নামায আদায় করতে পারে। তিনি দুইবার এরূপ বলেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٢٨٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَارَأَيْتُ اَحَدًا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِيْ وَهِمَ شُعْبَةُ فِيْ اِسْمِهِ -

১২৮৪। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... তাউস্ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা)-কে মাগ্‌রিবের নামাযের পূর্বে দুই রাকাত নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে আমি কাউকেও তা আদায় করতে দেখিনি এবং আমি কাউকেও আসরের পরে দুই রাকাত নামায আদায়ের ব্যাপারে অনুমতি দিতে দেখিনি।

٣٠٦. بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

৩০৬. অনুচ্ছেদ ঃ বেলা এক প্রহরে চাশ্‌তের নামায

١٢٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ الْمَعْنٰى عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنِ ابْنِ اٰدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلٰى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَاَمْرُهُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَّ نَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَّ اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ وَبَضْعَةُ اَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَ يُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحٰى وَحَدِيْثُ عَبَّادٍ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْاَمْرَ وَالنَّهْيَ زَادَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيْعٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَقْضِيْ شَهْوَتَهُ وَتَكُوْنُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ اَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَ مَا فِيْ غَيْرِ حِلِّهَا اَلَمْ يَكُنْ يَاْثَمُ -

১২৮৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মানী ও মুসাদ্দাদ (র) ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক মানুষের জন্য

প্রত্যহ সকালে সদ্কা দেওয়া প্রয়োজন। কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম দেয়াও একটি সদ্কা। কোন ব্যক্তিকে ভালো কাজের নির্দেশ দেয়াও একটি সদ্কা এবং খারাপ কাজ-হতে বিরত রাখাও একটি সদ্কা, রাস্তার উপর হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সদ্কা, নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদ্কা। যদি কেউ দুই রাকাত চাশ্তের নামায আদায় করে, তবে সে উপরোক্ত কাজগুলির অনুরূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

রাবী ইব্ন মানী (র) তাঁর বর্ণনায় আরও উল্লেখ করেছেন যে, এসময় সাহাবায়ে কিরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সংগম করে তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করবে, এবং একেও কি সদ্কা বলা হবে? তিনি বলেন ঃ তুমি কি দেখ না, যদি সে তা কোন অবৈধ স্থানে ব্যবহার করত তবে সে গুনাহগার হত না?

١٢٨٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ الدِّيْلَمِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلٰوةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيْحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيْرٍ صَدَقَةٌ وَ تَحْمِيْدٍ صَدَقَةٌ فَعَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هٰذِهِ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُ اَحَدَ كُمْ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَا الضُّحٰى -

১২৮৬। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়া (র) ... আবুল আসাদ আদ-দায়লামী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু যার (রা)–র দরবারে বসে থাকা অবস্থায় তিনি বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, প্রত্যহ সকালে নিজেদের জন্য কিছু সদকা করা। তার প্রত্যেকটি নামাযই সদ্কা স্বরূপ, রোযাও সদ্কা, হজ্জও সদ্কা, তাসবীহ পাঠও সদ্কা, তাক্বীর (আল্লাহু আকবার) পাঠও সদ্কা, তাহ্মীদ (আল্হামাদু লিল্লাহ) পাঠও সদ্কাস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ (স) উপরোক্ত কাজগুলিকে পুন্যের কাজসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। অতঃপর বলেছেন, কেউ চাশ্তের সময়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলে সে ঐ ব্যক্তির ঐগুলির অনুরূপ ছওয়াব পাবে — (মুসলিম)।

١٢٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَعَدَ فِىْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ

حَتّٰى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحٰى لاَ يَقُوْلُ اِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَاِنْ كَانَتْ اَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

১২৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (র) ... হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন মুআয (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ভালো কাজে লিপ্ত থেকে সূর্য একটু উপরে উঠার পর দুই রাকাত নামায আদায় করে, তবে তার সমস্ত গুনাহ্ মার্জিত হবে। যদিও এর পরিমাণ সাগরের ফেনার চাইতেও অধিক হয়।

١٢٨٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةٌ فِىْ اِثْرِ صَلٰوةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ ـ

১২৮৮। আবু তাওবা (র) ... আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক নামায আদায়ের পর হতে অন্য নামায আদায় করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি কেউ কোনরূপ অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত না হয় তবে ঐ ব্যক্তির "আমলনামা" ইল্লীন নামক স্থানে সংরক্ষিত থাকবে।

١٢٨٩- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ نَا الْوَلِيْدُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ابْنَ اٰدَمَ لاَ تَعْجِزْنِىْ مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِىْ اَوَّلِ نَهَارِكَ اَكْفِكَ اٰخِرَهُ ـ

১২৮৯। দাউদ ইব্‌ন রাশীদ (র) ... নুআয়ম ইব্‌ন হাম্মার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ হে বনী আদম! তোমরা দিনের প্রথমাংশে চার রাকাত নামায আদায় না করে আমাকে দিনের শেষ ভাগ পর্যন্ত তোমাদের ভালোবাসা হতে বঞ্চিত রেখ না — (তিরমিযী)।[১]

---

১. কেউ কেউ বলেন ঃ এটা হল ফজরের নামাযের সময়ের চার রাকাত নামায যা দুই রাকাত ফরয ও দুই রাকাত সুন্নাত। আবার কারো কারো মতে তা চার রাকাত চাশ্‌তের নামায — (অনুবাদক)।

١٢٩٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَاَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ اَبِيْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحٰى فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ اِنَّ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحٰى بِمَعْنَاهُ ـ

১২৯০। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (র) ... উম্মে হানী বিন্ত আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দুপুরের পূর্বে প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়ে আট রাকাত নামায আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আহ্মাদ ইব্ন সালেহ (রহ) –এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দ্বিপ্রহরের পূর্বে (চাশ্তের সময়) নামায আদায় করেছিলেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী ইব্নুস সারহ (র)–এর বর্ণনায় আরো আছে , উম্মে হানী (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসেন। অতঃপর তিনি রাবী ইব্ন সালেহ্ হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন — (ইব্ন মাজা)।

١٢٩١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِيْءٍ فَاِنَّهَا ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِغْتَسَلَ فِيْ بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ اَحَدٌ صَلاَّهُنَّ بَعْدُ ـ

১২৯১। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... ইব্ন আবু লায়লা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হানী (রা) ব্যতীত আর কেউই এরূপ বর্ণনা করেননি যে, সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দ্বিপ্রহরের পূর্বে নামায পড়তে দেখেছে। উম্মে হানী (রা) বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে প্রবেশ

করে গোসল করেন, অতঃপর আট রাকাত নামায পড়েন। পরবর্তীকালে আর কেউই তাঁকে কখনও এরূপ নামায পড়তে দেখেনি — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।[১]

١٢٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الضُّحٰى فَقَالَتْ لاَ اِلاَّ اَنْ يَّجِئَ مِنْ مُّغِيْبِهِ قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ -

১২৯২। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন শাকীক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি দুপুরের সময় কোন নামায পড়তেন? তিনি বলেন, না, অবশ্য ঐ সময় যদি তিনি কোন সফর হতে প্রত্যাবর্তন করতেন (তবে নামায পড়তেন)। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কি একই রাকাতের মধ্যে দুটি সূরা মিলিয়ে নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ তিনি কুরআনের মুফাসসাল (হুজুরাত থেকে নাস) সূরা মাঝে মাঝে মিলিয়ে নামায পড়তেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٢٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الضُّحٰى قَطُّ وَاِنِّى لَاُسَبِّحُهَا وَاِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ -

১২৯৩। আল-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনই নিয়মিতভাবে চাশতের নামায পড়েননি। কিন্তু আমি তা আদায় করি এবং তিনি তা আমল করতে পছন্দ করলেও (মাঝে মাঝে) তার পরিত্যাগের কারণ এই ছিল যে, তিনি নিয়মিতভাবে আদায় করলে লোকদের উপর তা ফরয হয়ে যেতে পারে — (বুখারী, মুসলিম)।

---

১. সম্ভবতঃ তিনি তা মক্কা বিজয়ের জন্য শুকরিয়াস্বরূপ আদায় করেন। এই উম্মে হানীর ঘরেই নবী করীম (স) হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত বাস করেছিলেন আর তাঁর ঘর হতেই হযরতের মিরাজ হয়েছিল —(অনুবাদক)

١٢٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ نَا زُهَيْرٌ نَا سِمَاكٌ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ كَثِيْرًا فَكَانَ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ الْغَدَاةَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتْ قَامَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১২৯৪। ইব্‌ন নুফায়েল (র) ... সিমাক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা)–কে জিজ্ঞাস করি, –আপনি কি অধিক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন? তিনি বলেন, হাঁ; আমি বহু সময় তাঁর সাথে থাকতাম। তিনি ফজরের নামাযের পর ঐ স্থানে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন। অতঃপর সূর্য উপরে উঠলে তিনি ইশ্‌রাকের নামায আদায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

پاره–٨
অষ্টম পারা

٣٠٧- بَابُ صَلٰوةِ النَّهَارِ

৩০৭. অনুচ্ছেদ ঃ দিনের নফল নামায সম্পর্কে

١٢٩٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَارِقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنٰى مَثْنٰى -

১২৯৫। আমর ইব্‌ন মারযূক্‌ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দিন ও রাতের (নফল) নামায দুই দুই রাকাত (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٩٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ اَبِيْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلٰوةُ مَثْنٰى مَثْنٰى اَنْ تَشَهَّدَ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَنْ تَبَاسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُوْلَ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ فَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ سُئِلَ اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى قَالَ اِنْ شِئْتَ مَثْنٰى وَاِنْ شِئْتَ اَرْبَعًا -

১২৯৬। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আল্‌-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নফল নামায দুই দুই রাকাত এবং তুমি প্রতি দুই রাকাতের পর তাশাহ্‌হুদ্‌ পড়বে, অতপর নিজের বিপদাপদ ও দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করে দুই হাত তুলে দু'আ করবে ঃ আল্লাহুম্মা, আল্লাহুম্মা — ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না তার নামায ত্রুটিপূর্ণ — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)-কে রাতের নফল নামায দুই রাকাত করে আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই বা চার রাকাত করেও আদায় করতে পার।

٣٠٨- بَابُ صَلٰوةِ التَّسْبِيْحِ

৩০৮. অনুচ্ছেদ ঃ সালাতুত তাস্‌বীহ সম্পর্কে

١٢٩٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُوْرِيُّ نَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَاعَمَّاهُ اَلاَ اُعْطِيْكَ اَلاَ اَمْنَحُكَ اَلاَ اَحْبُوْكَ اَلاَ اَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ اِذَا اَنْتَ فَعَلْتَ ذَالِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ اَنْ تُصَلِّيَ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَاَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَاَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ تُصَلِّيْهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمْرِكَ مَرَّةً ـ

১২৯৭। আব্দুর রহমান ইব্‌ন বিশর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে বলেন ঃ হে আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল মুত্তালিব! হে আব্বাস! হে আমার প্রিয় চাচা। আমি কি আপনাকে এমন একটি জিনিস দেব না যার মাধ্যমে আপনি দশটি বৈশিষ্ট্যের

অধিকারী হবেন? যখন আপনি এরূপ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করবেন। চাই তা প্রথম বারের হোক বা শেষ বারের পুরাতন হোক কিংবা নতুন হোক, ভুলেই হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে, বড়ই হোক অথবা ছোট, প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে—আপনি এই দশটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, যদি আপনি চার রাকাত নামায নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আদায় করেন। আপনি এর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। অতঃপর যখন আপনি কিরাআত পাঠ শেষ করবেন তখন পনর বার দাঁড়ানো অবস্থায় এই দু'আ পাঠ করবেনঃ 'সুব্হানাল্লাহ আল্হামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।' অতঃপর আপনি রুকূ করবেন এবং সেখানেও ঐ দুআ দশবার পাঠ করবেন। পরে রুকূ হতে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দুআ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর সিজ্দায় গিয়েও তা দশবার পাঠ করবেন এবং প্রথম সিজ্দার পর মাথা তুলে বসবার সময় ঐ দু'আ দশবার পাঠ করবেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিজ্দায়ও তা দশবার পাঠ করবেন, পরে সিজ্দা হতে মাথা তুলে ঐ দু'আ দশবার পাঠ করা পর্যন্ত বসে থাকার পর দাঁড়াবেন (দ্বিতীয় রাকাতের জন্য)। অতঃপর আপনি প্রতি রাকাতে এরূপ পঁচাত্তর বার ঐ দু'আ পাঠ করবেন এবং এরূপে চার রাকাত নামায আদায় করবেন। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আপনি এই নামায দৈনিক একবার আদায় করবেন। যদি তা সম্ভব না হয় তবে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে প্রতি মাসে একবার; যদি তাও অসম্ভব হয়, তবে প্রতি বছরে একবার; যদি তাও সম্ভব না হয় তবে গোটা জীবনে অন্ততঃ একবার আদায় করবেন — (ইব্ন মাজা)।

١٢٩٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الْاَيْلِيُّ نَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ اَبُو حَبِيْبٍ نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يَرَوْنَ اَنَّهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أئْتِنِىْ غَدًا اَحْبُوْكَ وَاُثِيْبُكَ وَاُعْطِيْكَ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُعْطِيْنِىْ عَطِيَّةً قَالَ اِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ يَعْنِىْ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلَا تَقُمْ حَتّٰى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاِنَّكَ لَوْ كُنْتَ اَعْظَمَ اَهْلِ الْاَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ فَاِنْ لَّمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ صَلِّهَا مِنَ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحِبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ خَالُ هِلاَلِ الرَّأْيِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍ مَوْقُوْفًا وَرَوَاهُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ النُّكْرِيِّ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدَّثَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১২৯৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুফিয়ান (র) ... হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি আগামী কাল আমার নিকট আসবে। আমি তোমাকে একটি উপাদেয় বস্তু দেব। তিনি বলেন ঃ আমি মনে মনে ধারণা করলাম যে, তিনি (স) নিশ্চয়ই আমাকে কোন জিনিস প্রদান করবেন। (পরদিন আমি তাঁর খিদমতে হাজির হলে) তিনি (স) বলেন ঃ যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়বে, তখন তুমি চার রাকাত নামায আদায় করবে। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তিনি (স) আরো বলেন ঃ অতঃপর তুমি দ্বিতীয় সিজ্‌দা হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বেই দশবার তাস্‌বীহ, দশবার তাহ্‌মীদ, দশবার তাক্‌বীর ও দশবার তাহ্‌লীল পাঠ করবে (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, আলহাম্‌দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার)। তুমি চার রাকাত নামাযেই এরূপ দু'আ পাঠ করবে। যদি তুমি যমীনের সর্বাপেক্ষা অধিক গুনাহগার ব্যক্তিও হও, তবুও তোমার গুনাহ মার্জিত হবে।

রাবী বলেন ঃ আমি তাঁকে (স) জিজ্ঞাসা করি, যদি আমি তা ঐ সময়ে আদায় করতে না পারি? তিনি (স) বলেন ঃ তুমি দিবারাত্রির মধ্যে যখনই সুযোগ পাবে তখনই তা আদায় করবে — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٢٩٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ حَدَّثَنِيْ الْاَنْصَارِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِى السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى كَمَا قَالَ فِىْ حَدِيْثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُوْنٍ -

১২৯৯। আবু তাওবা আর-রাবী (র) ... হযরত উর্‌ওয়া (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ জনৈক আনসার আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম হযরত জাফর (রা)-র নিকট এই হাদীছটি বর্ণনা করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

রাবী আরো বলেন ঃ প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজ্‌দা সম্পর্কে রাবী মাহ্‌দী ইব্‌ন মায়মূন হতে যেরূপ উক্ত হয়েছেন, তদ্রুপ এই স্থানেও বর্ণিত হয়েছে।

٣٠٩- بَابُ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ اَيْنَ تُصَلَّيَانِ

৩০৯. অনুচ্ছেদ ঃ মাগ্‌রিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামায কোথায় পড়বে

١٣٠٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُطَرِّفٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْفِطْرِىُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِسْحٰقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى مَسْجِدَ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَصَلّٰى فِيْهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَاٰهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا فَقَالَ هٰذِهِ صَلٰوةُ الْبُيُوْتِ -

১৩০০। আবু বাক্‌র ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র) ... হযরত কা'ব্‌ ইব্‌ন উজ্‌রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বনী আব্‌দুল আশ্‌হালের মসজিদে মাগ্‌রিবের নামায আদায় করেন। তিনি (স) এসে নামায শেষে তাদের দেখতে পান যে, তাঁরা আরো নামায আদায় করছে। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ এটা (সুন্নাত) তো গৃহে আদায় করার নামায — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٠١- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَرْجَرَائِىُّ نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِى الْمُغِيْرَةِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرُ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوْبَ مِثْلَهُ -

১৩০১। হুসায়েন ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ... হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায আদায়ের পর দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের কিরাআত এত দীর্ঘ করতেন যে, মসজিদে আগত লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যেত।

١٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُس وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ نَا يَعْقُوْبُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ يَعْقُوْبَ يَقُوْلُ كُلُّ شَيْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيْد بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -

১৩০২। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... হযরত সাঈদ ইব্ন যুবায়ের (র) হতে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٣١٠. بَابُ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ

৩১০. অনুচ্ছেদ ঃ ইশার পর নফল নামায সম্পর্কে

١٣٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ حَدَّثَنِيْ مُقَاتِلُ بْنُ الْبَشِيْرِ الْعِجْلِيُّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ الاَّ صَلَّى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ اَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نَطْعًا فَكَانِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى ثُقْبٍ فِيْه يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الاَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِه قَطُّ -

১৩০৩। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... উম্মে শুরায়হ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেলে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) ইশার ফরয নামায আদায়ের পর আমার গৃহে প্রবেশ করে সব সময় চার রাকাত অথবা ছয় রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। একদা রাত্রির প্রবল বর্ষণে গৃহের খেজুর পাতার তৈরী চাল নষ্ট হয়ে ঐ ছিদ্র দিয়ে যে পানি পড়ছিল, তা আমি দেখছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে নামাযের সময় স্বীয় বস্ত্রকে ধূলা, ময়লা, কাদা ইত্যাদি হতে রক্ষা করবার জন্য কোন সময় টানতে দখি নাই।[১]

---

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে ধূলাবালি ইত্যাদি হতে কাপড়কে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে টানা মাকরূহ্। তদ্রুপ স্বাভাবিক অবস্থায় নামাযের মধ্যে কাপড় টানাটানি করাও **মাকরূহ —(অনুবাদক)।**

اَبْوَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

রাত্রিকালীন ইবাদত (তাহাজ্জুদ) সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٣١١ـ بَابُ نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيْرِ فِيْهِ

৩১১. অনুচ্ছেদ ঃ রাত জাগরনের (তাহাজ্জুদ নামাযের) বাধ্যবাধকতা রহিত করে সহজ বিধান দেওয়া হয়েছে

١٣٠٤ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ بْنِ شَبُّوَيَةَ حَدَّثَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ يَزِيْدَ النَّحْوِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِى الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ اِلاَّ قَلِيْلاً نِّصْفَهُ نَسَخَتْهَا الاٰيَةُ الَّتِىْ فِيْهَا عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ اَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لاَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ هُوَ اَجْدَرُ اَنْ تُحْصُوْا مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ ذٰلِكَ اَنَّ الْاِنْسَانَ اِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتٰى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ اَقْوَمُ قِيْلاً هُوَ اَجْدَرُ اَنْ يَّفْقَهَ فِى الْقُرْاٰنِ وَقَوْلُهُ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلاً يَقُوْلُ فَرَاغًا طَوِيْلاً ـ

১৩০৪। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ সূরা মুযযাম্মিলের "অর্ধরাত্রি অপেক্ষা কিছু কম সময়ের জন্য জেগে থেকে (দণ্ডায়মান হয়ে) নামায আদায় কর" আয়াতটি ঐ সূরার পরবর্তী আয়াত "তোমাদের জন্য এটা নির্ণয় করা অসম্ভব" দ্বারা বাতিল করা হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট অনুধাবন করে তোমাদের জন্য এটা সহজ করে দিয়েছেন যে, তোমরা নামাযের মধ্যে কুরআন হতে সহজে পঠিতব্য অংশ পাঠ করতে পার এবং রাতের কিছু অংশেও নামায আদায় করবে এবং রাত্রের প্রথমাংশে তাদের জন্য এই নামায আদায় খুবই সহজ। অতএব আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য রাতে আদায়ের জন্য যা নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তা তোমরা সঠিকভাবে আদায় কর। কেননা মানুষ যখন রাতে নিদ্রা যায় তখন নিদ্রা হতে কখন সে জাগ্রত হবে, তা সে জানে না। এবং "আক্ওয়ামু কীলা" শব্দের অর্থ এই যে ঃ কুরআনের মূল অর্থ উপলব্ধি করবার জন্য এটাই উত্তম সময়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার বাণীঃ "লাকা ফিন-নাহারে সাবহান তাবীলা" কেননা দিনের বেলায় আপনি পার্থিব কাজকর্মে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন।

١٣٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى الْمَرْوَزِىُّ نَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتّٰى نَزَلَ اٰخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ اَوَّلِهَا وَاٰخِرِهَا سَنَةٌ ـ

১৩০৫। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সূরা মুযযাম্‌মিলের প্রথমাংশ অবতীর্ণ হওয়ার পর সাহাবাগণ রোযার মাসের মত রাত জেগে নামায আদায় করতেন। অতঃপর উক্ত সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হয় এবং সূরা মুযযাম্‌মিলের প্রথম ও শেষাংশের অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক বছরের।

٣١٢. بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ

৩১২. অনুচ্ছেদ ঃ তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে রাত জাগা সম্পর্কে

١٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلٰى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِكُمْ اِذَا هُوَ نَامَ ثَلٰثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَاِنْ اِسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاِنْ صَلّٰى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَاَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَاِلاَّ اَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ـ

১৩০৬। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমায় তখন শয়তান তার মাথার পেছনের চুলে তিনটি গিরা দিয়ে রাখে এবং প্রত্যেক গিরা দেওয়ার সময় সে বলে ঃ তুমি ঘুমাও রাত এখনও অনেক বাকী। অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে জেগে যদি আল্লাহ্ তাআলার যিকির করে, তবে একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে যখন উযু করে তখন আরেকটি গিরা খুলে যায় এবং সে যখন নামায আদায় করে তখন সর্বশেষ গিরাটিও খুলে যায়। অতঃপর সে ব্যক্তি (ইবাদতের) মাধ্যমে তার দিনের শুভসূচনা করে, অথবা অলসতার মাধ্যমে খারাপভাবে তার দিনটি শুরু করে (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ قَيْسٍ يَقُوْلُ قَالَتْ عَائِشَةُ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ اِذَا مَرِضَ اَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا ـ

১২০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পরিত্যাগ কর না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একে কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না। যখন তিনি (স) অসুস্থ হতেন অথবা আলস্য বোধ করতেন তখন তিনি (সা) তা বসে আদায় করতেন।

١٣٠٨- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِيْ وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

১৩০৮। ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত জেগে নামায আদায় করে; অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম হতে উঠতে না চায় তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় (নিদ্রাভংগের জন্য)। আল্লাহ ঐ মহিলার উপর রহম করুন যে রাতে উঠে নামায আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে, তখন সে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٠٩- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الاَقْمَرِ عَنِ الاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَيْقَظَ الرَّجُلُ اَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا اَوْ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيْرٍ وَلاَ ذَكَرَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَاُرَاهُ ذَكَرَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سُفْيَانَ مَوْقُوْفٌ ـ

১৩০৯। ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন কোন ব্যক্তি রাত্রিতে স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম হতে জাগিয়ে একত্রে নামায আদায় করে অথবা তারা পৃথক পৃথকভাবে নামায আদায় করে, তখন তাদের নাম যিকিরকারী পুরুষ ও যিকিরকারিণী স্ত্রী হিসেবে আমলের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। রাবী ইব্‌ন কাছীর আবু হুরায়রা (রা)-র নাম উল্লেখ করেন নাই, বরং আবু সাঈদ (র)-র নাম উল্লেখ করেছেন — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣١٣- بَابُ النُّعَاسِ فِى الصَّلٰوةِ

৩১৩. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে তন্দ্রা এলে

١٣١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعِسَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ -

১৩১০। আল্‌-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কারও নামাযের মধ্যে তন্দ্রাভাব আসে, সে যেন তখন নিদ্রা যায়; যাতে তার নিদ্রা পূর্ণ হওয়ার পর ঐ ভাব চলে যায়। কেননা তোমাদের কেউ যখন তন্দ্রা অবস্থায় নামায আদায়কালে 'ইস্তিগ্‌ফার' (গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা) করে তখন হয়ত সে (অজান্তে) নিজকে নিজেই গালি দেয় — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْاٰنَ عَلٰى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ فَلْيَضْطَجِعْ -

১৩১১। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামায পাঠের জন্য দণ্ডায়মান হয়, তখন তন্দ্রার কারণে কুরআনের আয়াত পাঠ

করা তার জন্য যদি কষ্টকর হয়, এবং সে কি পাঠ করছে তা বুঝতে না পারে, এমতাবস্থায় সে নিদ্রার জন্য শয়ন করবে — (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٣١٢- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبَّادِ الاَزْدِيّ اَنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَّمْدُوْدٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ حَمْنَةُ اِبْنَةُ جَحْشٍ تُصَلِّيْ فَاِذَا اَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتُصَلِّيْ مَا اَطَاقَتْ فَاِذَا اَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا لِزَيْنَبَ تُصَلِّيْ فَاِذَا كَسِلَتْ اَوْ فَتَرَتْ اَمْسَكَتْ بِهِ فَقَالَ حَلُّوْهُ فَقَالَ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا كَسِلَ اَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ -

১৩১২। যিয়াদ ইব্ন আইউব (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পান যে, দুটি খুঁটির সাথে একটি রশি বাঁধা আছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কেন? তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন ঃ এটা হাম্না বিন্ত জাহাশ (রা)–র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লান্তিবোধ করেন, তখন তিনি নিজেকে এর দ্বারা আটকে রাখেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ সামর্থ অনুযায়ী নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লান্তি বোধ করবে, তখন বিশ্রাম গ্রহণ করবে।

রাবী যিয়াদ বলেন ঃ তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এটা কি? জবাবে তাঁরা বলেন ঃ এটা যয়নব (রা)–র রশি। তিনি রাত্রিতে নামায আদায়কালে যখন ক্লান্তিবোধ করেন, তখন তিনি এর দ্বারা নিজেকে আট্কে রাখেন। তখন তিনি নির্দেশ দেন, এটা খুলে ফেল। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা আনন্দের সাথে নামায আদায় করবে এবং যখন ক্লান্তি বোধ করবে তখন বিশ্রাম নিবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣١٤- بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

৩১৪. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার কারণে ওযীফা পরিত্যক্ত হওয়া সম্পর্কে

١٣١٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبِ الْمَعْنٰى عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ وَعُبَيْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَاهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَصَلٰوةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ـ

১৩১৩। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিতে নামায আদায়কালে নিদ্রার কারণে তার সম্পূর্ণ বা আংশিক অযীফা পরিত্যক্ত হয়; অতঃপর সে যদি তা ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে পাঠ করে, তবে রাত্রিতে পাঠের ফলে যেরূপ ছওয়াব ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লেখা হত তদ্রুপ ছওয়াব লেখা হয় —(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣١٥- بَابُ مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

৩১৫. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের নিয়্যাত করবার পর নিদ্রাচ্ছন্ন হলে

١٣١٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٌّ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلٰوةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ اِلاَّ كُتِبَ لَهُ اَجْرُ صَلٰوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً ـ

১৩১৪। আল্‌-কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি রাত্রিতে নিয়মিত নামায আদায় করে থাকে সে যদি কোন রাত্রিতে নিদ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে নামায আদায়ে ব্যর্থ হয় তবুও আল্লাহ্‌ তাআলা তার আমলনামায় উক্ত নামায আদায়ের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন এবং তার ঐ নিদ্রা সদ্‌কাস্বরূপ হবে — (নাসাঈ)।

٣١٦- بَابُ اَىُّ اللَّيْلِ اَفْضَلَ

৩১৬. অনুচ্ছেদ ঃ রাত্রির কোন্ সময়টা ইবাদতের জন্য উত্তম

١٣١٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ فَيَقُوْلُ مَنْ يَّدْعُوْنِىْ فَاَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَّسْاَلُنِىْ فَاُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِىْ فَاَغْفِرَ لَهُ -

১৩১৫। আল্-কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রত্যহ আল্লাহ রব্বুল আলামীন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেন ঃ তোমাদের যে কেউ আমার নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করবে, আমি তার ঐ দুআ কবুল করব, যে কেউ আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করবে, আমি তা তাকে প্রদান করব এবং যে আমার নিকট গোনাহ মাফের জন্য কামনা করবে, আমি তার গোনাহ মাফ করব (এতে বুঝা গেল যে, দু'আ কবুলের জন্য রাত্রির তিনভাগের শেষ ভাগ সময়টি উত্তম) — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣١٧- بَابُ وَقْتِ قِيَامِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ

৩১৭. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (স) রাতে কখন উঠতেন ?

١٣١٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيْدَ الْكُوفِىُّ نَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُوْقِظَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ فَمَا يَجِيْئُ السَّحَرُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ -

১৩১৬। হুসায়েন ইব্ন য়াযীদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের এমন সময় ঘুম হতে জাগাতেন যে, তিনি (স) তাঁর আশানুরূপ ওযীফা শেষ না করা পর্যন্ত সাহরীর সময় হত না।

١٣١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَشْعَثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا اَىَّ حِيْنٍ كَانَ يُصَلِّيْ قَالَتْ كَانَ اِذَا سَمِعَ الصَّرَّاخَ قَامَ فَصَلّٰى ـ

১৩১৭। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ও হান্নাদ (র) ... মাস্‌রূক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা (রা)–কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা প্রসংগে বলি ঃ তিনি (স) রাতের কোন্‌ অংশে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাতে মোরগের ডাক শুনে জাগরিত হয়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ অর্ধরাত্রির পর) — (বুখারী, মুসলিম)।

١٣١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا اَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِىْ اِلاَّ نَائِمًا تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৩১৮। আবু তাওবা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত (ভোর রাতে তাহাজ্জুদ পাঠের পর কিছুক্ষণ) ঘুমাতেন — (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

١٣١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الدُّؤَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَخِىْ حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ صَلّٰى ـ

১৩১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

١٣٢٠- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادِ السَّكْسَكِىُّ نَا الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيْعَةَ بْنَ كَعْبٍ الْاَسْلَمِىَّ يَقُوْلُ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَلِحَاجَتِهِ فَقَالَ

سَلْنِيْ فَقُلْتُ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ ـ

১৩২০। হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ... রবীআ ইব্‌ন কাব আল্‌-আসলামী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি প্রায়ই সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থান করে তাঁর উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতাম। একদা তিনি (স) আমাকে বলেন ঃ তুমি আমার নিকট কিছু চাও? তখন আমি বলিঃ আমি বেহেশ্‌তের মধ্যে আপনার সংগী হিসেবে থাকতে চাই। তিনি (স) বলেন ঃ এ ছাড়াও অন্য কিছু চাও? আমি বলি ঃ এটাই আমার একমাত্র কামনা। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি অধিক সিজ্‌দা আদায়ের দ্বারা তোমার দাবী পূরণে আমাকে সাহায্য কর — (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٢١- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ قَالَ كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّوْنَ قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ قِيَامُ اللَّيْلِ ـ

১৩২১। আবু কামিল (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত সম্পর্কেঃ "তারা তাদের পৃষ্ঠদেশকে বিছানা হতে আল্লাহ্‌র ভয় ও আশায় দূরে রাখে এবং তাদের জন্য প্রদত্ত রিযিক হতে তারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে" —বলেন যে, সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে নামায আদায় করতেন (অর্থাৎ তাঁরা মাগ্‌রিবের নামায আদায়ের পর না ঘুমিয়ে ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন)।

রাবী হাসান বলেন ঃ এর দ্বারা তাহাজ্জুদ নামায বুঝানো হয়েছে।

١٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ فِيْ قَوْلِهٖ كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ قَالَ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ زَادَفِيْ حَدِيْثِ يَحْيٰى وَكَذٰلِكَ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ ـ

১৩২২। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ

আল্লাহ্র বাণী "তারা রাত্রিতে খুব কম সময়ই আরাম করত" —এই আয়াতের অর্থ হল ঃ তারা মাগ্রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায আদায় করত। রাবী ইয়াহ্ইয়া তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, "তাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা হতে দূরে অবস্থান করত" —এই আয়াতের অর্থও পূর্বের আয়াতের অনুরূপ।

٢١٨- بَابُ اِفْتِتَاحِ صَلٰوةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

৩১৮. অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাকাত নফল দ্বারা রাতের নামায আরম্ভ করা

١٣٢٣- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ -

১৩২৩। আর্-রাবী ইব্ন নাফে (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ রাত্রিতে (তাহাজ্জুদ) নামাযের জন্য উঠে তখন সে যেন প্রথমে হাল্কাভাবে দুই রাকাত (নফল) নামায আদায় করে — (মুসলিম)।

١٣٢٤- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ عَنْ رَبَاحٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِذَا بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَابْنُ عَوْنٍ اَوْقَفُوْهُ عَلٰى اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ فِيْهِمَا تَجَوُّزٌ -

১৩২৪। মাখলাদ ইব্ন খালিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর তুমি তোমার ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত দ্বারা নামায আদায় করতে পার —(মুসলিম)।

١٣٢٥- حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ يَعْنِىْ اَحْمَدَ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنِ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُبْشِىٍّ

الْخَثْعَمِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ۔

১৩২৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন হাব্‌শী আল খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি (স) বলেন ঃ উত্তম আমল হল দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নামায আদায় করা — (মুসলিম)।

٣١٩۔ بَابُ صَلٰوةِ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى

৩১৯. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের নামায দুই দুই রাকাত

١٣٢٦– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى رَكْعَةً وَّاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلّٰى ۔

১৩২৬। আল–কানাবী ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতের নামাযের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ রাতের নামায হল—দুই দুই রাকাতের। অতঃপর তোমরা কেউ যখন নামায আদায়কালে 'সুব্‌হে সাদিকের' আশংকা করবে (তখন পঠিত শেষ দুই রাকাতের সাথে) এক রাকাত মিলিয়ে নামায শেষ করবে এবং এটা তোমার জন্য বিতির হিসাবে পরিগণিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢٠۔ بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

৩২০. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (নফল) নামাযে কিরাআত স্বশব্দে পাঠ করা সম্পর্কে

١٣٢٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ نَا ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ قِرَاَءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَدْرِمَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ ۔

১৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বগৃহে নামায আদায়কালে এতটা উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন যে, বাইরের লোকেরা শুনতে পেত।

١٣٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ خَالِدِ الْوَالِبِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اِسْمُهُ هُرْمُزٌ۔

১৩২৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্‌কার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের (নফল) নামায আদায়কালে কখনও কিরাআত আস্তে এবং কখনও জোরে পাঠ করতেন।

١٣٢٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا يَحْيَى بْنُ اِسْحٰقَ اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً فَاِذَا هُوَ بِاَبِىْ بَكْرٍ يُصَلِّىْ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهٖ قَالَ وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَهُ قَالَ فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ تَخْفِضُ صَوْتَكَ قَالَ قَدْ اَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ مَرَرْتُ بِكَ وَاَنْتَ تُصَلِّىْ رَافِعًا صَوْتَكَ قَالَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْقِظُ الْوَسْنَانَ وَاَطْرُدُ الشَّيْطَانَ زَادَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا ۔

১৩২৯। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল ও হাসান ইব্‌নুস সাব্বাহ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘর হতে বের হয়ে

হযরত আবু বাক্‌র (রা)–কে আস্তে আস্তে (নিঃশব্দে কিরাআত দ্বারা) নামায আদায় করতে দেখেন। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)–র পাশ দিয়ে গমনকালে দেখতে পান যে, তিনি শব্দ করে (জোরে কিরাআত পাঠ করে) নামায আদায় করছেন।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর তাঁরা উভয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হলে তিনি (স) বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে নিঃশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। তখন তিনি (আবু বাক্‌র) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমি আমার রবের সাথে গোপনে আলাপ করেছি এবং তিনি তা শ্রবণকারী (কাজেই আমি সশব্দে নামায আদায়ের প্রয়োজন বোধ করি নাই)।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)–কে বলেন ঃ আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে তোমাকে সশব্দে নামায আদায় করতে দেখেছি। হযরত উমার (রা) বলেনঃ এর দ্বারা আমার ইচ্ছা ছিল ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতাড়িত করা। রাবী হাসান তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, তখন নবী করীম (স) বলেনঃ হে আবু বাক্‌র! তুমি তোমার কিরাআতকে একটু শব্দ করে পাঠ করবে। অতঃপর তিনি (স) হযরত উমার (রা)–কে বলেন ঃ তুমি তোমার কিরাআত একটু নিম্ন শব্দে পাঠ করবে — (তিরমিযী)।

١٣٣٠– حَدَّثَنَا اَبُوْ حُصَيْنِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِىُّ نَا اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لِاَبِىْ بَكْرٍ اِرْفَعْ شَيْئًا وَقَالَ لِعُمَرَ اِخْفِضْ شَيْئًا زَادَ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَابِلَالُ وَاَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ وَمِنْ هٰذِهِ السُّوْرَةِ قَالَ كَلَامٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُهُ اللّٰهُ بَعْضَهُ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ قَدْ اَصَابَ ـ

১৩৩০। আবু হুসায়েন (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় ঃ হযরত আবু বাক্‌র (রা)–কে একটু শব্দ করে এবং হযরত উমার (রা)–কে একটু শব্দ ছোট করে পড়ার কথার উল্লেখ নাই। হযরত আবু হুরায়রা (রা)–র বর্ণনায় অতিরিক্ত উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) বলেন ঃ হে বিলাল! তুমি নামাযের মধ্যে এই এই সূরা পাঠ করে থাক। তখন হযরত বিলাল (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াতকে

সুন্দররূপে সুসজ্জিত করেছেন (কাজেই তা পাঠ করতে আমার ভাল লাগে)। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা সকলেই সঠিক কাজ করেছ।

١٣٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْاٰنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللّٰهُ فُلاَنًا كَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ اَذْكَرَنِيْهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ اَسْقَطْتُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هَارُوْنُ النَّحْوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِىْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ فِى الْحُرُوْفِ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ -

১৩৩১। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা এক ব্যক্তি রাতে নামায আদায় করাকালে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করে। অতঃপর সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর রহম করুন! সে আমাকে গতরাতে কয়েকটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা আমি ভুলতে বসেছিলাম — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

রাবী আবু দাউদ (র) বলেন ঃ তা ছিল সূরা আল ইম্‌রানের এই আয়তটি ঃ "ওয়া কাআয়্যিম মিন নাবিয়্যীন ...."।

١٣٣٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَأَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ اَلاَ اِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الْقِرَاءَةِ وَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ -

১৩৩২। হাসান ইব্ন আলী (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে "ইতিকাফ" করাকালীন সাহাবীদেরকে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে শুনে পর্দা উঠিয়ে বলেন ঃ জেনে রাখ! তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের রবের সাথে গোপন আলাপে রত আছ। অতএব তোমরা (উচ্চস্বরে কিরআত পাঠের দ্বারা) একে অন্যকে কষ্ট দিও না এবং তোমরা একে অন্যের চাইতে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ কর না — (নাসাঈ)।

١٣٣٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اسْمٰعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْاٰنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ ـ

১৩৩৩। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উক্বা ইব্ন আমের আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কুরআন উচ্চস্বরে পাঠকারী প্রকাশ্যে দান-খয়রাতকারীর অনুরূপ এবং গোপনে কুরআন পাঠ-কারী গোপনে দানকারীর মত — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٢١- بَابٌ فِىْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ

৩২১. অনুচ্ছেদ ঃ রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায সম্পর্কে

١٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ عَشَرَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِسَجْدَةٍ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَىِ الْفَجْرِ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

১৩৩৪। ইব্নুল মুছান্না (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে দশ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এর সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে 'বিতির' পূর্ণ করতেন। অতঃপর তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন। এইরূপে মোট তের রাকাত হত —(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٣٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُمِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَاِذَا فَرَغَ مِنْهَا اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ ـ

১৩৩৫। আল-কানাবী (র) ... রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাত্রিতে এক রাকাত বিতির সহ মোট এগার রাকাত নামায আদায়

করতেন। অতঃপর নামায শেষে তিনি (স) বিশ্রামের জন্য ডানপাশের উপর ভর করে শুয়ে যেতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٣٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ قَالاَ نَا الْوَلِيْدُ نَا الْاَوْزَاعِيُّ وَقَالَ نَصْرٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ وَالْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْمَا بَيْنَ اَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ اِلٰى اَنْ يَّتَصَدَّعَ الْفَجْرُ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُّسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَّيَمْكُثُ فِيْ سُجُوْدِهٖ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ حَتّٰى يَاْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ ۔

১৩৩৬। আব্দুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামাযের পর হতে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং প্রতি দুই রাকাতে তিনি (স) সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘ সময় সিজ্দাতে অবস্থান করতেন যে, তাঁর মাথা উঠাবার পূর্বে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতে পারতে। অতঃপর মুআয্যিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন, তখন তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে হাল্কাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে মুআয্যিন পুনরায় আসা পর্যন্ত ডান পাশের উপর ভর করে শুয়ে থাকতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُمْ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَّيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ اَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ اٰيَةً قَبْلَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ فَاِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ وَسَاقَ مَعْنَاهُ قَالَ وَبَعْضُهُمْ يَزِيْدُ عَلٰى بَعْضٍ ۔

১৩৩৭। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... ইব্‌ন শিহাব (র) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) শেষ দুই রাকাত নামাযের সাথে আরো এক রাকাত মিলিয়ে বিতির পূর্ণ করতেন। তিনি (স) এত দীর্ঘক্ষণ সিজ্‌দায় অবস্থান করতেন যে, এই সময়ে তোমরা যে কেউ পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারতে। অতঃপর মুআয্‌যিন যখন আযান শেষ্‌ করতেন এবং আকাশও পরিষ্কার হয়ে যেত —পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتّٰى يَجْلِسَ فِي الْاٰخِرَةِ فَيُسَلِّمُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ نَحْوَهُ ـ

১৩৩৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে বিতির সহ তের রাকাত নামায আদায় করতেন। বিতির নামাযের পঞ্চম রাকাতে তিনি (স) নামায শেষ করতেন। তিনি (স) নামাযের মধ্যে মাঝখানে না বসে সর্বশেষ রাকাতে বসে সালাম ফিরাতেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ـ

১৩৩৯। আল–কানাবী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং ফজরের আযানের পর হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করতেন।

١٣٤٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ نَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَانَ يُصَلِّيْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّيْ قَالَ

مُسْلِمٌ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ وَيُصَلِّىْ بَيْنَ اَذَانِ الْفَجْرِ وَالْاِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ ـ

১৩৪০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতের বেলায় তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তার আট রাকাত হত তাহাজ্জুদ বা নফল। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করতেন।

ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ তিনি (স) বিতিরের পরে দুই রাকাত নামায বসে আদায় করতেন। অতঃপর ফজরের আযান ও ইকামাতের মাঝখানে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করতেন — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٤١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَاَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهِ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلاَ تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلٰثًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِىْ ـ

১৩৪১। আল-কানাবী (র) ... আবু সালামা ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) রমযান মাস ও অন্যান্য সময়েও রাত্রিতে এগার রাকাত নামায আদায় করতেন। প্রথমে তিনি (স) সুদীর্ঘ কিরাআতের দ্বারা সুন্দরভাবে চার রাকাত নামায আদায় করতেন; অতঃপর তিনি (স) আরো চার রাকাত অনুরূপভাবে আদায় করতেন এবং সবশেষে তিনি (স) বিতিরের তিন রাকাত নামায আদায় করতেন।

আয়েশা (রা) বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আপনি কি বিতির নামায পাঠের পূর্বে নিদ্রা যান?

জবাবে তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! আমার চক্ষু তো নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর জাগ্রত থাকে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَاَتِىْ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ لاَبِيْعَ عَقَارًا كَانَ لِىْ بِهَا فَاَشْتَرِىَ بِهِ السِّلاَحَ وَاَغْزُوْ فَلَقِيْتُ نَفَرًا مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا قَدْ اَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةً اَنْ يَّفْعَلُوْا ذٰلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ وِتْرِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَدُلُّكَ عَلٰى اَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائْتِ عَائِشَةَ فَاَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيْمَ بْنَ اَفْلَحَ فَاَبٰى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِىْ فَاسْتَاْذَنَّا عَلٰى عَائِشَةَ فَقَالَتْ مَنْ هٰذَا قَالَ حَكِيْمُ بْنُ اَفْلَحَ قَالَتْ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِىْ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَتْ نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا قَالَ قُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَسْتَ تَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ فَاِنَّ خُلُقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْاٰنَ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ اَلَسْتَ تَقْرَاُ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قَالَ بَلٰى قَالَتْ فَاِنَّ اَوَّلَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ نَزَلَتْ فَقَامَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى انْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِى السَّمَاءِ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ اٰخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيْضَةٍ قَالَ قُلْتُ حَدِّثِيْنِىْ عَنْ وِتْرِالنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِثَمَانِىْ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً اُخْرٰى لاَ يَجْلِسُ اِلاَّ فِى الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ وَلاَ يُسَلِّمُ اِلاَّ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَّابُنَىَّ فَلَمَّا اَسَنَّ وَ اَخَذَ اللَّحْمَ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ اِلاَّ فِى السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ وَلَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِى السَّابِعَةِ ثُمَّ

يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ تِسْعُ رَكْعَات يَّابُنَيَّ وَلَمْ يَقُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً يَتِمُّهَا اِلَى الصَّبَاحِ وَلَمْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فِيْ لَيْلَةٍ قَطُّ وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يَتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ وَكَانَ اِذَا صَلّٰى صَلٰوةً دَاوَمَ عَلَيْهَا وَكَانَ اِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلّٰى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قَالَ فَاَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ هٰذَا وَاللّٰهِ هُوَ الْحَدِيْثُ وَلَوْ كُنْتُ اُكَلِّمُهَا لَاتَيْتُهَا حَتّٰى اُشَافِهَهَا بِهٖ مُشَافَهَةً قَالَ قُلْتُ لَوْعَلِمْتُ اَنَّكَ لَا تُكَلِّمُهَا مَاحَدَّثْتُكَ ـ

১৩৪২। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... সা'দ ইব্ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর (বস্‌রা) হতে মদীনায় আমার যে যমীনটি ছিল, তা বিক্রয় করে যুদ্ধাস্ত্র খরিদের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করি এবং এ কাজে আমার উদ্দেশ্য ছিল (রোমকদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। ঐ সময়ে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সাথে সাক্ষাত করি। তখন তাঁরা বলেন ঃ আমাদের মধ্যেকার ছয় ব্যক্তিও তোমার ন্যায় স্বীয় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা করেছিল। তখন নবী করীম (স) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন এবং ইরশাদ করেন ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের জীবনে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে।"

রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট নবী করীম (স)-এর বিতির নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ এসম্পর্কে যিনি সবচাইতে অভিজ্ঞ আমি তোমাকে তাঁর ঠিকানা প্রদান করছি। কাজেই তুমি এব্যাপারে জানার জন্য আয়েশা (রা)-এর নিকট গমন কর। তখন আমি তাঁর নিকট গমনের জন্য হাকীম ইব্ন আফলাহ্‌কে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ প্রদান করে আমার সাথে যেতে অনুরোধ করি। তখন হাকীম ইব্ন আফ্লাহ্ আমাকে নিয়ে আয়েশা (রা)-এর কাছে গমন করে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে? জবাবে তিনি বলেন ঃ (আমি) হাকীম ইব্ন আফ্লাহ্। তখন তিনি বলেন ঃ তোমার সংগী কে? আমি বলি ঃ সা'দ্ ইব্ন হিশাম। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ ঐ হিশাম না কি, যিনি ওহোদের যুদ্ধে মারা যান? তখন হাকিম বলেন ঃ হাঁ। আয়েশা (রা) বলেন ঃ হিশাম ইব্ন আমের তো অত্যন্ত ভালো লোক ছিল। তখন সাদ বলেন ঃ হে উম্মুল মুমেনীন! আপনি আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃ চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলুন! তিনি বলেন ঃ তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র জীবন মুকুরই ছিল কুরআন। আমি তাঁকে বলি ঃ আপনি তাঁর (স) রাত জাগরন সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সূরা

মুয্যাম্মিল পাঠ কর নাই? জবাবে আমি বলি ঃ হাঁ। তিনি (আয়েশা) বলেন ঃ এই সূরার প্রথমাংশ যখন নাযিল হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ দীর্ঘ বারটি মাস সারা রাত এমনভাবে দাঁড়িয়ে (নামাযে) কাটাতেন যে, তাঁদের পা ফুলে যেত। অতঃপর ঐ সূরার শেষাংশ অবতীর্ণ হলে, এই রাত্রির দাঁড়ান (অবস্থা) ফরয হতে নফলে পরিবর্তিত হয়। অতঃপর আমি তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিতির নামায পাঠ সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি ইরশাদ করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথম নয় রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। কাজেই হে প্রিয় বৎস! এটাই তাঁর (স) সর্বমোট এগার রাকাত নামায পাঠের বর্ণনা। অতঃপর বয়োঃবৃদ্ধির কারণে তিনি (স) সাত রাকাত নামাযের শেষ তিন রাকাত বিতির হিসাবে আদায় করে সালাম ফিরাতেন। অতঃপর বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর (স) নয় রাকাত নামায আদায়ের বর্ননা। তিনি আরো বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) সারা রাত জেগে থেকে কোন সময়ই ইবাদত করেন নাই এবং তিনি (স) এক রাতে কুরআন খতম কোন সময়ই করেন নাই এবং রমযান ব্যতীত অন্য মাসে তিনি (স) সারা মাস রোযা রাখেন নাই এবং যখন তিনি (স) কোন নামায আদায় করা শুরু করতেন, তখন তিনি (স) তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন। আর রাত্রিতে যখন তিনি (স) কোন কারণবশত নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, তখন তিনি (স) দিনের বেলা ঐ বার রাকাত নামায আদায় করতেন।

রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র নিকট গমন করে এরূপ বর্ণনা করায় তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এটাই আসল হাদীছ। আমি যদি তাঁর (আয়েশা) সাথে আলাপ করতাম তবে এব্যাপারে আমি সরাসরি তাঁর সাথে বাক্যবিনিময় করতাম।

অতঃপর রাবী বলেন ঃ যদি আমি জানতাম যে, আপনি তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেন তবে এটা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করতাম না — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ ثُمَّ يَدْعُو ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا سَلَّمَ بِمَعْنَاهُ إِلَى مُشَافَهَةٍ -

১৩৪৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে উপরোক্ত সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) একই সংগে (বিনা বৈঠকে) আট রাকাত নামায আদায় করে বসতেন এবং পরে আল্লাহ্র যিকির ও দু'আ পাঠ করে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এক রাকাত নামায আদায় করতেন। হে বৎস! এটাই তাঁর (স) আদায়কৃত এগার রাকাত নামাযের বর্ণনা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সপ্তম রাকাতের সময় বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন।

١٣٤٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ـ

১৩৪৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... সাঈদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) এমনভাবে সালাম ফিরাতেন, যা আমরা শুনতে পেতাম।

١٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ سَعِيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ بْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يُسْمِعُنَا ـ

১৩৪৫। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... সাঈদ (র) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন বাশ্শার ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٣٤٦- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ نَا ابْنُ عَدِىٍّ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ نَا زُرَارَةُ ابْنُ اَوْفٰى اَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ فِىْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِه فَيَرْكَعُ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَاوِىْ اِلٰى فِرَاشِه وَيَنَامُ وَطَهُوْرُه مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِه وَسِوَاكُهٗ مَوْضُوْعٌ حَتّٰى يَبْعَثَهُ اللّٰهُ سَاعَتَهُ الَّتِىْ يَبْعَثُهٗ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ اِلٰى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيْهِنَّ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ وَمَا شَاءَ اللّٰهُ وَلاَ يَقْعُدُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْهَا حَتّٰى يَقْعُدَ فِى الثَّامِنَةِ

وَلاَ يُسَلِّمُ وَيَقْرَأُ فِى التَّاسِعَةِ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُوْ بِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوْهُ وَلْيَسْأَلْهُ وَيَرْغَبُ اِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَّاحِدَةً شَدِيْدَةً يَكَادُ يُوْقِظُ اَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيْمِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِاُمِّ الْكِتَابِ وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ثُمَّ يَدْعُوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّدْعُوْ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَدُنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَهَا اِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتّٰى قُبِضَ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

১৩৪৬। আলী ইব্‌ন হুসায়েন (র) ... যুরারাহ ইব্‌ন আওফ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যরাত্রির নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে আসতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাআত নামায আদায় করে বিছানায় গমন করে ঘুমিয়ে পড়তেন। এ সময় উযুর পানির বদনা তাঁর (স) শিয়রে ঢাকা অবস্থায় থাকত এবং মিসওয়াক্ও তাঁর পাশে থাকত। অতঃপর তিনি (স) রাত্রির বিশেষ সময়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে জাগ্রত হয়ে মিস্‌ওয়াক্ করত ভালোভাবে উযু করতেন। পরে তিনি (স) জায়নামাযে গম্‌ন করে আট রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই নামাযের রাকাআতসমূহে সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য সূরা পাঠ করতেন, যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হত এরূপ আরো আয়াত পাঠ করতেন। তিনি (স) এই আট রাকাত নামায আদায়কালে মাঝখানে না বসে শেষ রাকাতের পরে বসতেন এবং সালাম ফিরাবার পূর্বে দণ্ডায়মান হয়ে নবম রাকাত আদায় করে বসতেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করতেন এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। পরিশেষে তিনি (স) স্বশব্দে সালাম ফিরাতেন যার ফলে গৃহের লোকের জাগ্রত হবার উপক্রম হত। অতঃপর তিনি (স) বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন এবং এখানে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠের পর বসাবস্থায় রুকূ করতেন, অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত রুকূ ও সিজদার সাথে বসে আদায় করতেন। পরে তিনি (স) আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী দুআ করতঃ সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন। তাঁর শরীর মোবারক ভারী ও দুর্বল হয়ে পড়লে তিনি (স) নয় রাকাতের স্থলে দুই রাকাত বাদ দিয়ে ছয় এবং তার সাথে এক রাকাত যোগ করে সাত রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করতেন।

١٣٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ فَذَكَرَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بِاِسْنَادِه قَالَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاوِىْ اِلٰى فِرَاشِه لَمْ يَذْكُرِ الْاَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ فِيْهِ فَيُصَلِّىْ ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ يُّسَوِّىْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَأَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلاَ يَجْلِسُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْهُنَّ الاَّ فِى الثَّامِنَةِ فَانَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُوْمُ وَلاَ يُسَلِّمُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَةً يُّوْتِرُ بِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً يَّرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ ـ

১৩৪৭। হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (র) ... বাহ্য্ ইব্‌ন হাকীম (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায শেষে বিছানায় গমন করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁর (স) চার রাকাত নামায আদায় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই। তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি (স) আট রাকাত নামায আদায় করবার সময় কিরাআত, রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন এবং এই নামাযের কেবলমাত্র শেষ রাকাতে তিনি (স) বসতেন। অতঃপর দণ্ডায়মান হয়ে বিতিরের এক রাকাত আদায় করে এমন সশব্দে সালাম ফিরাতেন যে, আমরা জাগ্রত হয়ে যেতাম। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

١٣٤٨- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ عَنْ بَهْزٍ نَا زُرَارَةُ بْنُ اَوْفٰى عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَيُصَلِّىْ اَرْبَعًا ثُمَّ يَاوِىْ اِلٰى فِرَاشِهٖ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ لَمْ يَذْكُرْ سَوّٰى بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى التَّسْلِيْمِ حَتّٰى يُوْقِظَنَا ـ

১৩৪৮। আমর ইব্‌ন উছমান (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। অতঃপর তিনি (স) চার রাকাত নামায আদায় করে বিছানায় যেতেন। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই বর্ণনায় তিনি (স) যে কিরাআত, রুকূ ও সিজ্‌দার মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন —এর উল্লেখ নাই এবং তাঁর সশব্দ সালামে আমাদের যে নিদ্রাভংগ হত, তারও উল্লেখ নাই।

١٣٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ

حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَلَيْسَ فِيْ تَمَامِ حَدِيْثِهِمْ ـ

১৩৪৯। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٣٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِي ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ بِتِسْعٍ اَوْ كَمَا قَالَتْ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

১৩৫০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তিনি (স) নবম রাকাতে বিতির পাঠ শেষ করতেন অথবা তিনি (রা) যেরূপ বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর তিনি (স) বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত নামায আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন।

١٣٥١- حَدَّثَنَا مُوْسَي بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيُّ مِثْلَهُ قَالَ فِيْهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ يَا اُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ـ

১৩৫১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবম রাকাতে তিনি (স) বিতির সমাপ্ত করতেন। অতঃপর তিনি (স) তাঁর পরিণত বয়সে সপ্তম রাকাতের সময় বিতির শেষ করতেন এবং এর পরে বসে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) এই দুই রাকাতে রুকূর ইরাদায় দণ্ডায়মান হতেন এবং রুকু ও সিজ্‌দা আদায় করতেন —(মুসলিম)।

١٣٥٢- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَدَخَلْتُ عَلٰى عَائِشَةَ فَقُلْتُ اَخْبِرِيْنِيْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ صَلٰوةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَاوِيْ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَيَنَامُ فَاِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ اِلٰى حَاجَتِهٖ وَاِلٰى طُهُوْرِهٖ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ثَمَانِيْ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ اِلَيَّ اَنَّهٗ يُسَوِّيْ بَيْنَهُنَّ فِى الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ثُمَّ يُوْتِرُ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهٗ فَرُبَمَا جَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهٗ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ يُغْفِيْ وَرُبَمَا شَكَكْتُ اَغْفِيْ اَوْ لَا حَتّٰى يُؤْذِنَهٗ بِالصَّلٰوةِ فَكَانَتْ تِلْكَ صَلٰوتُهٗ حَتّٰى اَسَنَّ اَوْلَحُمَ فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهٖ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১৩৫২। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা (র) ... সা'দ ইব্‌ন হিশাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমনের পর আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায সম্পর্কে কিছু বলুন? তখন তিনি বলেন ঃ তিনি (স) ইশার নামায জামাআতে আদায়ের পর বিছানায় গিয়ে ঘুমাতেন। অতঃপর মধ্যরাত্রিতে তিনি (স) গাত্রোত্থান করে পেশাব-পায়খানা করার উদ্দেশ্যে গমন করতেন। অতঃপর পানি দ্বারা উযু করে মসজিদে গমন করতেন এবং সেখানে আট রাকাত নামায আদায় করতেন। সম্ভবতঃ তিনি (স) এই নামাযের কিরাআত, রুকূ ও সিজ্‌দা আদায়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের উদ্দেশ্যে আরো এক রাকাত আদায় করতেন এবং পরে বসাবস্থায় দুই রাকাত নামায আদায় করে কাত হয়ে শুয়ে থাকতেন। অতঃপর কখনো কখনো বিলাল (রা) এসে তাঁকে (স) নামাযের জন্য আহবান করতেন। আয়েশা (রা) বলেনঃ প্রথমাবস্থায় আমি তাঁর (স) এরূপ নিদ্রার জন্য শিকায়েত (অভিযোগ) করতাম, যেহেতু নামাযের জন্য পুনরায় তাঁকে (স) ডাকতে হত। তিনি (স) তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন — (নাসাঈ)।

রাবী ইব্‌ন ঈসা বলেন ঃ বিতিরের নামায আদায়ের পর সুবহে সাদিক হলে বিলাল (রা) তাঁর (স) নিকট উপস্থিত হয়ে নামাযের সংবাদ দিতেন। তখন তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করে মসজিদে গমন করতেন।

অতঃপর দুই রাবী (উছমান ও ঈসা) একমত হয়ে বলেন ঃ অতঃপর তিনি (স) বলতেনঃ

١٣٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ اَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتّٰى نَفَخَ ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتُّ رَكَعَاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّاُ وَيَقْرَاُ هٰؤُلَاءِ الْاٰيَاتِ ثُمَّ اَوْتَرَ قَالَ عُثْمَانُ بِثَلٰثِ رَكَعَاتٍ فَاَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَالَ ابْنُ عِيْسٰى ثُمَّ اَوْتَرَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَ اَمَامِى نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا ـ

১৩৫৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করেন। অতঃপর তিনি (রা) তাঁকে (স) দেখতে পান যে, তিনি (স) রাতে ঘুম থেকে উঠে মিস্‌ওয়াক শেষে উযু করে কুরআনের (সূরা আল ইমরানের) এই আয়াত পাঠ করছেন ঃ নিশ্চয় আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে ... সূরার শেষ আয়াত পর্যন্ত। অতঃপর তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে সুদীর্ঘ কিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে দুই রাকাআত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) এরূপে তিনবারে ছয় রাকাত নামায আদায় করেন এবং প্রতি দুই রাকাত নামায আদায়ের পূর্বে তিনি (স) মিস্‌ওয়াক করতঃ উযু করার পর এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) বিতিরের নামায আদায় করেন।

রাবী হযরত উছমান (রহ) বলেন ঃ তিনি (স) বিতিরের নামায তিন রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর যখন তাঁর (স) কাছে মুআযযিন আসতেন তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমন করেন।

ইয়া আল্লাহ! আমার কলবে নূর দান করুন, আমার জিহ্বায় নূর দান করুন, আমার কানে নূর দান করুন, আমার দৃষ্টি শক্তিতে নূর দান করুন, আমার সামনে ও পিছনে নূর দান করুন, আমার উপরে ও নীচে নূর দান করুন, আমার অস্থিতে নূর প্রদান করুন —(মুসলিম, নাসাঈ, বুখারী)।

١٣٥٤- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ نَحْوَهُ قَالَ وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ خَالِدِ الدَّالاَنِىُّ عَنْ حَبِيْبٍ فِيْ هٰذَا وَكَذٰلِكَ قَالَ فِيْ هٰذَا قَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْ رُشْدِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

১৩৫৪। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা (র) ... হুসায়েন হতেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ (ইয়া আল্লাহ!) আমার অস্থিতে নূর দান করুন।

١٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّيْ فَقَامَ فَتَوَضَّاَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلُ رُكُوْعِهِ وَرُكُوْعُهُ مِثْلُ سُجُوْدِهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّاَ فَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَاَ بِخَمْسِ اٰيَاتٍ مِّنْ اٰلِ عِمْرَانَ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هٰذَا حَتّٰى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى سَجْدَةً وّٰحِدَةً فَاَوْتَرَ بِهَا وَنَادَى الْمُنَادِيْ عِنْدَ ذٰلِكَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيْفَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ حَتّٰى صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ خَفِيَ عَلَىَّ مِنِ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ -

১৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... ফাদল ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের পদ্ধতি অবলোকনের উদ্দেশ্যে রাতে তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি। তিনি (স) রাতে উঠে উযু করার পর দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তাঁর (স) দাঁড়ানোর সময়টুকু তাঁর রুকূর অনুরূপ ছিল এবং তাঁর (স) রুকূর পরিমাণ ছিল সিজ্‌দার অনুরূপ। অতঃপর তিনি (স) ঘুমিয়ে পড়েন এবং পরে ঘুম থেকে উঠে মিস্‌ওয়াক ও উযু করতঃ সূরা আল্‌-ইম্‌রানের এই পাঁচটি আয়াত

তিলাওয়াত করেন ঃ "নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং দিন–রাতের পরিক্রমার মধ্যে ...। তিনি (স) অনুরূপভাবে দশ রাকাত নামায আদায় করেন এবং শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করেন। এসময় মুআযযিন আযান দেওয়া শেষ করলে তিনি (স) দণ্ডায়মান হয়ে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত হাল্‌কাভাবে আদায় করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ বসার পর জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন।

١٣٥٦– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْاَسَدِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا اَمْسٰى فَقَالَ اَصَلَّى الْغُلَامُ قَالُوْا نَعَمْ فَاضْطَجَعَ حَتّٰى اِذَا مَضٰى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَامَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ صَلّٰى سَبْعًا اَوْ خَمْسًا اَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ اِلاَّ فِيْ اٰخِرِهِنَّ ـ

১৩৫৬। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাতে আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)–র গৃহে অবস্থান করি। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ছেলেটি কি নামায আদায় করেছে? তাঁরা বলেন ঃ হ্যাঁ। তখন তিনি (স) শয়ন করেন এবং রাত্রির কিছু অংশ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করার পর পাঁচ অথবা সাত রাকাত নামায আদায় করেন; যার মধ্যে বিতিরও শামিল ছিল। ঐ সময় তিনি সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফিরান।

١٣٥٧– حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِيْ بَيْتِ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَصَلّٰى اَرْبَعًا ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَدَارَنِيْ فَاَقَامَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلّٰى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتّٰى سَمِعْتُ غَطِيْطَهُ اَوْ خَطِيْطَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ـ

১৩৫৭। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা মায়মূনা বিন্‌তুল হারিছ (রা)–র গৃহে অবস্থান করি। এ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর গৃহে আগমন করে চার

রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) ঘুম থেকে উঠে উযু করাব পর নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। এ সময় আমি তাঁর (স) বাম পাশে দাঁড়াই। তিনি (স) আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান এবং পাঁচ রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পুনরায় নিদ্রা যান, ঐ সময় আমি তাঁর (স) নাসিকা ধ্বনি শুনতে পাই। অতঃপর তিনি (স)-নিদ্রা হতে উঠে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করেন এবং মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন — (বুখারী, নাসাঈ)।

١٣٥٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ فِيْ هٰذَا الْقِصَّةِ قَالَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ -

১৩৫৮। কুতায়বা (র) ... সাঈদ ইব্‌ন যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরূপ নামায পাঠের ঘটনা আমার নিকট বর্ণনা করেন।

রাবী বলেন ঃ তিনি (স) দুই দুই রাকাত করে মোট আট রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পাঁচ রাকাত বিতির আদায় করেন এবং এর মাঝখানে বসেননি।

١٣٥٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ يُصَلِّيْ سِتًّا مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ اِلاَّ فِيْ اٰخِرِهِنَّ -

১৩৫৯। আব্দুল আযীয ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত সহ রাত্রিকালে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তিনি (স) প্রথমত দুই দুই রাকাত করে ছয় রাকাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি (স) বিতির নামায পাঁচ রাকাত নামায আদায় করতেন এবং শেষ রাকাতে বসতেন।

١٣٦٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ـ

১৩৬০। কুতায়বা (র) ... উরওয়া (র) আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে এই মর্মে অবহিত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাত সহ রাত্রিতে মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন-(মুসলিম)।

١٣٦١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَّجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْمُقْرِئَ اَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي اَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرَ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا وَّ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ وَ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الْاَذَانَيْنِ زَادَ جَالِسًا ـ

১৩৬১। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইশার নামায আদায়ের পর দণ্ডায়মান হয়ে আট রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তারপর দুই রাকাত তিনি (স) ফজরের নামাযের আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন। এই দুই রাকাত নামায তিনি (স) কখনও পরিত্যাগ করতেন না (এটা ফজরের সুন্নাত নামায)। অত্র হাদীছে জাফার ইবন মুসাফির-এর বর্ণনায় বিতিরের পরে সাহরীর আযান ও ফজরের আযানের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নামায বসে পরতেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে — (বুখারী)।

١٣٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُقَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَّثَلاَثٍ وَّستٍّ وَّثَلاَثٍ وَّثَمَانٍ وَّثَلاَثٍ وَعَشْرٍ وَّثَلاَثٍ وَّلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَّلاَ بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلْثَ عَشْرَةَ زَادَ اَحْمَدُ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْتُ مَا يُوْتِرُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذٰلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحْمَدُ وَستٍّ وَثَلْثٍ ـ

১৩৬২। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আবু কায়েস (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে বিতির সহ কত রাকাত নামায আদায় করতেন? তিনি বলেন ঃ তিনি (স) চার রাকাত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও ছয় রাকাআত ও তিন রাকাত বিতির আদায় করতেন এবং কখনও আট রাকাত আদায় করতেন এবং (কোন কোন সময়) তিনি মোট তের রাকাত নামায আদায় করতেন। তবে সাধারণতঃ তিনি (স) সাত রাকাতের কম এবং তের রাকাতের অধিক নামায আদায় করতেন না। তিনি (স) ফজরের সুন্নাত কোন সময় পরিত্যাগ করতেন না— এটা রাবী আহমাদের বর্ণনা। রাবী আহমাদের বর্ণনায় ছয় এবং তিন রাকাতের কথা উল্লেখ নাই।

١٣٦٣- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلَهَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّىْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِّنَ اللَّيْلِ ثُمَّ اِنَّهُ صَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَّتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ حِيْنَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ وَكَانَ اٰخِرُ صَلٰوتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ -

১৩৬৩। মুআম্মাল ইব্‌ন হিশাম (র) ... আস্‌ওয়াদ ইব্‌ন য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)–র খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রাত্রিকালীন নামায পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ তিনি (স) রাত্রিতে তের রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর শেষ বয়সে তিনি (স) দুই রাকাত কম করে মোট এগার রাকাত আদায় করতেন এবং তাঁর (স) ইন্‌তিকালের পূর্বে তিনি (স) নয় রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তাঁর রাত্রির শেষ নামায ছিল বিতিরের নামায — (তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম)।

١٣٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ قَالَ بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ فَنَامَ حَتّٰى اِذَا ذَهَبَ

ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ اِلٰى شَنٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَتَوَضَّاَ وَتَوَضَّاْتُ مَعَهُ ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ عَلٰى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ كَاَنَّهُ يَمَسُّ اُذُنِىْ كَاَنَّهُ يُوْقِظُنِىْ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قُلْتُ قَرَأَ فِيْهِمَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلّٰى حَتّٰى صَلّٰى اِحْدٰى عَشَرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ ثُمَّ نَامَ فَاَتَاهُ بِلَالٌ فَقَالَ الصَّلٰوةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى لِلنَّاسِ ـ

১৩৬৪। আব্দুল মালিক ইব্ন শুআইব (র) ... মাখ্‌রামা ইব্ন সুলায়মান (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ তাকে ইব্ন আব্বাস (রা)–র আযাদকৃত গোলাম কুরাইব অবহিত করেন যে, একদা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে কিরূপে নামায আদায় করতেন? তখন তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি তাঁর (স) সাথে অবস্থান করি, ঐ সময় তিনি (স) মায়মূনা (রা)–র গৃহে ছিলেন। অতঃপর তিনি (স) নিদ্রা যান এবং রাতের এক–তৃতীয়াংশে অথবা অর্ধেক অতিক্রান্ত হওয়ার পর তিনি (স) গাত্রোত্থান করে পানির বদনার কাছে গিয়ে উযু করেন এবং আমিও তাঁর (স) সাথে উযু করি। অতঃপর তিনি (স) নামাযে দণ্ডায়মান হলে আমি তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি আমাকে টেনে ডান পাশে নিয়ে আসেন। পরে তিনি (স) তাঁর হস্ত মোবারক আমার মস্তকের উপর স্থাপন করেন, তিনি আমার কান মলে আমাকে সতর্ক করেন। এই সময় তিনি (স) হাল্‌কাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। আমার মনে হয় যে, তিনি (স) প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। অতঃপর তিনি (স) সালাম ফিরান এবং পরে বিতির সহ এগার রাকাত নামায আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর বিলাল (রা) এসে "আস–সালাতু ইয়া রাসূলাল্লাহ বলায় তিনি (স) উযু করে দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করেন, পরে মসজিদে গিয়ে লোকদের সাথে জামাআতে ফজরের নামায আদায় করেন —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٦٥– حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَا نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاءُوْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ يٰاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ لَمْ يَقُلْ نُوْحٌ مِنْهُمَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ ـ

১৩৬৫। নূহ্ ইব্ন হাবীব (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাত্রিতে আমি আমার খালা হযরত মায়মূনা (রা)-র গৃহে অবস্থান করি। এই সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে উঠে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং তিনি (স) ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সহ মোট তের রাকাত নামায আদায় করেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর (স) প্রতি রাকাতে দাঁড়ানোর সময় ছিল "সূরা-মুযযাম্মিল" পাঠের সময়ের অনুরূপ। রাবী নূহ তাঁর বর্ণনায় দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামাযের কথা উল্লেখ করেন্ নাই — (নাসাঈ)।

١٣٦٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ لَاَرْمُقَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةَ قَالَ فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ اَوْ فُسْطَاطَهُ فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ فَذٰلِكَ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ـ

১৩৬৬। আল্-কানাবী (র) ... খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নজর রাখব তিনি রাতের নামায কিভাবে পড়েন। আমি আমার মস্তক দরজা বা তাঁবুর চৌকাঠের উপর রেখে শুয়ে থাকলাম। তিনি (স) হালকাভাবে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর আরো দুই রাকাত নামায অতি দীর্ঘ করে পড়েন। অতঃপর তিনি (স) আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের দুই রাকাত অপেক্ষা কম দীর্ঘ ছিল। পরে তিনি (স) এর চাইতে আরো কম দীর্ঘ দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং পরে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন, যা পূর্বের নামাযের চাইতে আরো কম দীর্ঘ ছিল। অতঃপর তিনি (স) পূর্বের চাইতে কম দীর্ঘ করে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং তার সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির সহ মোট তের রাকাত আদায় করেন — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِيْ عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَهْلُهُ فِيْ طُوْلِهَا فَنَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ اَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيْلٍ اَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيْلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَاَ الْعَشْرَ الْاٰيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ اِلٰى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاَ مِنْهَا فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رَاْسِيْ فَاَخَذَ بِاُذُنِيْ يَفْتِلُهَا فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ سِتَّ مِرَارٍ ثُمَّ اَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتّٰى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ـ

১৩৬৭। আল্–কানাবী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা)–র আযাদকৃত গোলাম কুরায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক রাতে তিনি তাঁর খালা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)–র গৃহে অবস্থান করেন। তিনি বলেন ঃ আমি বালিশের পাশে মাথা রেখে শয়ন করি এবং রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর পত্নী বালিশের লম্বা ভাগের উপর মাথা রেখে শয়ন করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েন। তিনি রাত্রির অর্ধেক বা এর চাইতে একটু কম বা বেশী সময়ের পর জাগ্রত হয়ে হাতের সাহায্যে তাঁর চক্ষু রগড়াতে থাকেন এবং সূরা আল ইম্রানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি (স) ঝুলন্ত পানির মশক থেকে নিয়ে উত্তমরূপে উযু করে নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। আব্দুল্লাহ (রা) বলেন ঃ অতঃপর আমিও উঠে তাঁর মত উযু করে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এ সময় তিনি (স) তাঁর ডান হাত দ্বারা আমার কান স্পর্শ করেন। অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত, আরো পরে দুই রাকাত, পুনঃ দুই রাকাত, আবার দুই রাকাত এবং সবশেষে আরো দুই রাকাত নামায আদায় করেন।

রাবী আল্–কানাবী বলেন ঃ এরূপে তিনি (স) ছয় বার নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি (স) শেষ দুই রাকাতের সাথে এক রাকাত মিলিয়ে বিতির আদায় করে শুয়ে পড়েন। অবশেষে মুআয্যিন এসে তাঁকে নামাযের খবর দিলে তিনি (স) হাল্কা ভাবে দুই রাকাত

নামায (ফজরের সুন্নাত) আদায় করে গৃহ হতে বের হয়ে ফজরের ফরয নামায (মসজিদে) জামাআতের সাথে আদায় করেন — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢٢. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِى الصَّلٰوةِ

৩২২. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ সম্পর্কে

١٣٦٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَمَلُّ حَتّٰى تَمَلُّوْا فَاِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ وَكَانَ اِذَا عَمِلَ عَمَلاً اَثْبَتَهُ ـ

১৩৬৮। কুতায়্‌বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সাধ্যানুযায়ী আমল কর। কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের কোন আমলকে বন্ধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেরাই তা বন্ধ কর। কেননা আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ আমলই অধিক পছন্দনীয় যা নিয়মিত আদায় করা হয়ে থাকে, যদিও পরিমাণে তা কম হয়। তিনি (স) যখন কোন আমল শুরু করতেন, তখন তা নিয়মিতভাবে আদায় করতেন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ نَا عَمِّىْ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ اِلٰى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ اَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِىْ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ سُنَّتَكَ اَطْلُبُ قَالَ فَاِنِّىْ اَنَامُ وَاُصَلِّىْ وَاَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللّٰهَ يَا عُثْمَانُ فَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَاَفْطِرْ وَ صَلِّ وَنَمْ ـ

১৩৬৯। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন সাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উছমান ইবন মাযউন (রা)- কে ডেকে পাঠান। তিনি আগমন করলে নবী করীম (স) বলেন ঃ হে উছ্‌মান ! তুমি কি আমার সুন্নাতের বিরোধিতা করছ? তিনি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! না, বরং আমি

আপনার সুন্নাতের অন্বেষণকারী। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আমি ঘুমাই এবং নামায ও আদায় করি, রোযা রাখি এবং ইফ্‌তারও করি, এবং স্ত্রীও গ্রহণ করি। হে উছ্‌মান! তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমার প্রতি তোমার বিবির হক আছে, তোমার মেহমানের হক আছে, তোমার নফসেরও হক আছে। অতএব তুমি রোযাও রাখ এবং -রোযাহীনও থাক, নামায আদায় কর এবং নিদ্রাও যাও।

١٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَئَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِّنَ الْاَيَّامِ قَالَتْ لاَ كَانَ عَمَلُهُ دِيْمَةً وَاَيُّكُمْ يَسْتَطِيْعُ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَطِيْعُ -

১৩৭০। উছ্‌মান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... আল্‌কামা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি (স) বিশেষ কোন দিনে নির্দ্ধারিত কোন ইবাদাত করতেন কি? তখন জবাবে তিনি বলেন ঃ না, রবং তিনি (স) যা আমল করতেন, তা সর্বদাই করতেন। আর তিনি (স) যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমরা সেরূপ করতে কিরূপে সক্ষম? — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ شَهْرِ رَمَضَانَ

রমযান মাসের সুন্নাত ও নফল নামাযের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে

٣٢٣. بَابٌ فِىْ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

৩২৩. অনুচ্ছেদ ঃ রমযান মাসের রাত্রিকালীন ইবাদত

١٣٧١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الْحَسَنُ فِىْ حَدِيْثِه وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِىْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّاْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَتُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ

كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِىْ خِلاَفَةِ اَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِّنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَاَ رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُوْنُسُ وَاَبُوْ اُوَيْسٍ مَّنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ ـ

১৩৭১। আল–হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে রমযান মাসের (রাতে) নামায আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন; তবে তিনি (স) তা আদায়ের ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব (ফরয–ওয়াজিবের ন্যায়) আরোপ করতেন না। তিনি (স) বলতেন ঃ যে ব্যক্তি রমযান মাস ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় দণ্ডায়মান হয়ে তারাবীহ নামায আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জীবনের পূর্ববর্তী সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (স)–এর ইন্‌তিকালের পরেও এই নামাযের (তারাবীহর) বিধান একইরূপ থাকে। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা)–র খিলাফাতকালেও তদ্রূপ থাকে এবং উমার (রা)–র খিলাফাতের প্রথম দিকেও ঐরূপ ছিল। [অতঃপর উমার (রা) রমযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ রাকাত তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলন করেন এবং এটাই সুন্নাত]। — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٧٢– حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ ـ

১৩৭২। মাখলাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) এই হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং মর্যাদা লাভের আশায় রমযান মাসের রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে। আর যে ব্যক্তি "লায়লাতুল কদরে" ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্ট লাভের জন্য নামায আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী জীবনের সমুদয় (সগীরা) গুনাহ মার্জিত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٣٧٣– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى

فِى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِىْ صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِىْ مِنَ الْخُرُوْجِ اِلَيْكُمْ اِلاَّ اَنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِىْ رَمَضَانَ ـ

১৩৭৩। আল্‌-কানাবী (র) ... নবী করীম (স)-এর স্ত্রী আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে (তারাবীহ্) নামায আদায় করেন। ঐ সময় তাঁর সাথে অন্যান্য লোকেরাও নামায আদায় করেন। পরবর্তী রাতে উক্ত নামায আদায় করাকালে অনেক লোকের সমাগম হয়। অতঃপর তৃতীয় রাতেও লোকেরা উক্ত নামায (তারাবীহ্) আদায় করার জন্য জমায়েত হলে সেদিন তিনি (স) মসজিদে গমন করেন নাই। অতঃপর প্রত্যুষে তিনি (স) সকলকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তোমরা যা করেছ তা আমি অবলোকন করেছি। আমি একারণেই নামায জামাআতের সাথে আদায় করার জন্য আসিনাই যে, আমার ভয় হচ্ছিল তোমাদের উপর তা ফরয করা হয় কি না (তবে কষ্টকর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে)। এটা রমযান মাসের (তারাবীহ্ নামায আদায়ের) ঘটনা — (বুখারী,

١٣٧٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّوْنَ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ رَمَضَانَ اَوْزَاعًا فَاَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيْرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيْهِ قَالَ تَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّهَا النَّاسُ اَمَا وَاللّٰهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِىْ هٰذِهِ بِحَمْدِ اللّٰهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِىَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ ـ

১৩৭৪। হান্নাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ লোকেরা রমযান মাসে মসজিদে বিচ্ছিন্নভাবে নামায আদায় করত। ঐ সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদা আমাকে মস্‌জিদে মাদুর বিছিয়ে দিতে বলেন এবং তিনি (স) তার উপর নামায আদায় করেন। অতঃপর রাবী পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে বলেন, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ হে জনগণ! আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ! অদ্য রজনীতে আমি আল্লাহ্‌র ইবাদাত করতে গাফেল হই নাই এবং আমার নিকট তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই গোপন নাই।

١٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ فَلَمَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ـ

১৩৭৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে রোযাব্রত পালন করেছি। তিনি (স) রমযান মাসের প্রথম দিকে (তারাবীহ নামায) আমাদের সাথে আদায় করেন নাই। অতঃপর উক্ত মাসের মাত্র সাতটি রাত অবশিষ্ট থাকতে তিনি আমাদের নিয়ে নামায (তারাবীহ্) আদায় করেন; এভাবে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়। অতঃপর তিনি (স) ষষ্ঠ রাতে (অর্থাৎ পরের রাত) আমাদের সাথে (তারাবীহ) নামায আদায় করেন নাই। পরে পঞ্চম রাতে তিনি (স) আমাদের সাথে নামায আদায় করাকালে রাতের অর্ধাংশ অতিবাহিত করেন।

রাবী বলেন ঃ ঐ সময় আমি তাঁকে বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! অদ্য রজনীতে আপনি যদি আমাদের সাথে সারা রাত নামায আদায় করতেন, তবে কত উত্তম হত। তখন তিনি (স) বলেন ঃ কেউ জামাআতের সাথে (ইশার নামায) আদায় করে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে সারা রাতের জন্য নামাযী হিসাবে গণ্য করা হয়। রাবী বলেন ঃ তিনি (স) চতুর্থ রাতে (২৭ শে রময়ান) মসজিদে আসেন নাই (তারবীর নামায আদায়ের জন্য)। অতঃপর তৃতীয় রাতে তিনি (স) তাঁর স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনদেরকে এবং অন্যান্য লোকদেরকে একত্রিত করে জামাআতের সাথে (তারাবীর) নামায আদায় করেন (এবং তার সময় এত দীর্ঘ হয় যে,) আমাদের আশংকা হচ্ছিল যে, হয়ত আমরা "ফালাহ্"-র সুযোগ হারিয়ে ফেলব। রাবী বলেন, আমি তখন জিজ্ঞাসা করি ঃ 'ফালাহ' কি? তিনি বলেন ঃ সেহরী খাওয়া। অতঃপর তিনি (স) উক্ত মাসের বাকী দিনগুলিতে (২৯ ও ৩০) আমাদের সাথে জামাআতে আর তারাবীহ্ আদায় করেন নাই — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٧٦- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَّدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ أَبِى الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَ اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَبُوْ يَعْفُوْرٍ اِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ -

১৩৭৬। নাসর ইব্‌ন আলী (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রমযান মাসের (শেষ) দশ দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারা রাত জাগ্রত থাকতেন, স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে জাগিয়ে দিতেন (ইবাদাতের জন্য) — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন, মাজা)।

١٣٧٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا نَاسٌ فِيْ رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هٰؤُلَاءِ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْاٰنٌ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوْا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِالْقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيْفٌ -

১৩৭৭। আহমাদ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রমযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বীয় গৃহ হতে বের হয়ে দেখতে পান যে, মসজিদের এক পাশে কিছু লোক নামায আদায় করছে। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ এরা কি করছে? তাঁকে বলা হয় ঃ এদের কুরআন মুখস্ত না থাকায় তাঁরা উবাই ইব্‌ন কা'বের (রা) পিছনে (মুক্‌তাদী হিসাবে) তারাবীর নামায আদায় করছে। নবী করীম (স) বলেন ঃ তারা ঠিকই করছে — (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٢٤. بَابٌ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

৩২৪. অনুচ্ছেদ ঃ লাইলাতুল কদর (মহিমান্বিত রাত)-এর বর্ণনা

١٣٧٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُسَدَّدٌ الْمَعْنٰى قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ

زِرٍّ قَالَ قُلْتُ لِاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَخْبِرْنِىْ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ فَاِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا فَقَالَ رَحِمَ اللّٰهُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمَ اَنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلٰكِنْ كَرِهَ اَنْ يَّتَّكِلُوْا ثُمَّ اتَّفَقَا وَاللّٰهِ اِنَّهَا فِىْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ لاَ يَسْتَثْنِىْ قُلْتُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ اِنِّىْ عَلِمْتَ ذٰلِكَ قَالَ بِالْاٰيَةِ الَّتِىْ اَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الْاٰيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيْحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتّٰى تَرْتَفِعَ ـ

১৩৭৮। সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ... যির ইব্‌ন হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি, হে আবুল মুনযির! লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। কেননা এ সম্পর্কে আমাদের সংগী (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সারা বছর রাতে ইবাদাত করবে, সে তা প্রাপ্ত হবে। তিনি (কাব) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আবু আব্দুর রহমানের উপর রহম করুন! তিনি এটা অবগত আছেন যে, 'শবে কদর' রমযান মাসের মধ্যে নিহীত।

রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় আরও বলেন ঃ তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) এটা প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন। অতঃপর উভয় রাবী (সুলায়মান ও মুসাদ্দাদ) ঐক্যমতে পৌছে বলেন ঃ আল্লাহ্‌ শপথ! এটা হল রমযানের ২৭ তারিখের রাত। উল্লেখ্য যে, তাঁরা তাঁদের এই শপথবাণী উচ্চারণের সময় ইন্‌শা আল্লাহ ব্যবহার করেন নাই। রাবী বলেন, তখন আমি বলি, হে আবুল মুনযির! আপনি তা কিরূপে অবগত হতে পারলেন? তিনি বলেন ঃ ঐ সমস্ত নিদর্শনাবলীর সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, যা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের বলে গিয়েছেন। রাবী আসেম তখন হযরত যির ইব্‌ন হুবায়েশ (রহ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ঐ নিদর্শনাবলী কি? তিনি বলেন ঃ সে রাতের প্রভাতের সূর্য উপরে না উঠা পর্যন্ত তা নিষ্প্রভ থাকবে —(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٧٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِىِّ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ فِىْ مَجْلِسِ بَنِىْ سَلَمَةَ وَاَنَا اَصْغَرُهُمْ فَقَالُوْا مَنْ يَّسْئَلُ لَنَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذٰلِكَ صَبِيْحَةَ اِحْدٰى

وَعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِه فَمَرَّ بِىْ فَقَالَ ادْخُلْ فَدَخَلْتُ فَاُتِىَ بِعَشَائِه فَرَاَيْتُنِىْ اَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِه فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ نَاوِلْنِىْ نَعْلِىْ فَقَامَ فَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ كَاَنَّ لَكَ حَاجَةً قُلْتُ اَجَلْ اَرْسَلَنِىْ اِلَيْكَ رَهْطٌ مِّنْ بَنِىْ سَلَمَةَ يَسْاَلُوْنَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ كَمِ اللَّيْلَةُ فَقُلْتُ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ قَالَ هِيَ اللَّيْلَةُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ اَوِ الْقَابِلَةُ يُرِيْدُ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

১৩৭৯। আহমাদ ইব্ন হাফ্স (র) ... দুমরাহ্ (র) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ একদা আমি বনূ সালামার এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম এবং সেখানে আমিই সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলাম। তাঁরা পরামর্শ করেন যে, আমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে 'লায়লাতুল–কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে? এই মজলিস রমযান মাসের ২১ তারিখ সকালে অনুষ্ঠিত হয়। রাবী বলেন ঃ তখন আমি (এটা জিজ্ঞাসার জন্য) বের হই এবং রাসূলুল্লাহ (স)–এর সাথে মাগ্‌রিবের নামায আদায় করি। নামায শেষে আমি তাঁর ঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। তিনি (স) আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেনঃ ভিতরে প্রবেশ কর। আমি ভিতরে প্রবেশ করি। এই সময়ে তাঁর সম্মুখে রাতের খাবার হাযির করা হলে খাদ্যের পরিমাণ কম থাকায় আমি কম খেয়েছি। অতঃপর তিনি (স) খাওয়া শেষ করে বলেন ঃ আমার জুতাগুলি দাও। তিনি (স) দণ্ডায়মান হলে আমিও তাঁর সাথে দাঁড়াই। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ নিশ্চয় তোমার কোন প্রয়োজন আছে। আমি বলি ঃ বনীসালমার লোকেরা আপনার নিকট 'লায়লাতুল–কদর' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ আজ কোন্ রজনী? আমি বলি ঃ অদ্য রমযানের ২২ তম রাত। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আজকের রাত কদরের রাত। অতঃপর তিনি (স) তা প্রত্যাহার করে বলেন ঃ আগামী রাত এবং তিনি (স) এর দ্বারা ২৩ শে রমযানের রাতের প্রতি ইংগিত করেন — (নাসাঈ)।

١٣٨٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ بَادِيَةً اَكُوْنُ فِيْهَا وَاَنَا اُصَلِّىْ فِيْهَا بِحَمْدِ اللّٰهِ فَمُرْنِىْ بِلَيْلَةٍ اَنْزِلُهَا اِلَى هٰذَا الْمَسْجِدِ فَقَالَ انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ فَقُلْتُ لِاَبْنِه فَكَيْفَ كَانَ اَبُوْكَ يَصْنَعُ قَالَ

كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتّٰى يُصَلِّىَ الصُّبْحَ فَاِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلٰى بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ ـ

১৩৮০। আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি, আমি দূরে বনভূমিতে অবস্থান করি এবং আল্লাহ্র ফযলে সেখানে নামাযও পড়ি। কাজেই আপনি আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে বলে দিন, যাতে আমি সে রাতে আপনার মসজিদে এসে ইবাদাত করতে পারি। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি ২৩ শে রমযানের রাতে আসবে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র) বলেন ঃ আমি আব্দুল্লার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার পিতা কিরূপ করতেন। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা রমযানের (২২ তারিখে) আসরের নামায আদায়ের পর মসজিদে গমন করতেন এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায আদায়ের পর মসজিদের পাশে রক্ষিত তাঁর বাহনের উপর আরোহণ করে বনভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতেন — (মুসলিম)।

١٣٨١ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِىْ تَاسِعَةٍ تَبْقٰى وَ فِىْ سَابِعَةٍ تَبْقٰى وَفِىْ خَامِسَةٍ تَبْقٰى ـ

১৩৮১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ তোমরা রমযানের শেষ দশ রাতে লায়্লাতুল্-কদর অন্বেষণ করবে। তিনি (স) আরো বলেন ঃ তোমরা তার অন্বেষণ কর—রমযানের ৯ দিন বাকী থাকতে, ৭ দিন অবশিষ্ট থাকতে অথবা ৫ দিন বাকী থাকতে — (বুখারী)।

٣٢٥. بَابٌ فِيْمَنْ قَالَ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ

৩২৫. অনুচ্ছেদ ঃ যারা বলেন, লায়লাতুল্ কদর একুশের রাতে

١٣٨٢ـ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوْسَطَ مِنْ

رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتّٰى اِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِيْ يَخْرُجُ فِيْهَا مِنْ اعْتِكَافِه قَالَ مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِيْ فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ وَقَدْ رَاَيْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اُنْسِيْتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِيْ اَسْجُدُ مِنْ صَبِيْحَتِهَا فِيْ مَاءٍ وَّطِيْنٍ فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوْهَا فِيْ كُلِّ وِتْرٍ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلٰى عَرِيْشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ اَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ مِنْ صَبِيْحَةِ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ ـ

১৩৮২। আল্-কানাবী (র) ... আবু সাঈদ খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাধারণত রমযানের মধ্যম দশ দিনে ইতিকাফ করতেন। এরূপে তিনি (স) এক বছর ইতিকাফ করবার সময় রমযানের ২১ শে রাতে, অর্থাৎ যে রাতে তিনি ইতিকাফ শেষ করেন সেদিন তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফে শরীক হয়েছে সে যেন রমযানের শেষ দশ দিন ও ইতিকাফ করে এবং আমি লায়লাতুল-কদর দেখেছি, কিন্তু তা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি নিজেকে শবে কদরের সকালে কাদামাটির মধ্যে সিজ্দা করতে দেখেছি। তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে অন্বেষণ করবে।

রাবী আবু সাঈদ (র) বলেন ঃ উক্ত একুশের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার থাকায় তাতে পানি পড়েছিল। রাবী আবু সাঈদ (রা) আরো বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মোবারকে, নাকে ও চোখে ২১ তারিখের সকালে কাঁদামাটির চিহ্ন দেখতে পাই — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٢٦ـ بَابٌ اٰخَرُ

৩২৬. অনুচ্ছেদঃ অন্য তারিখে শবে ক্বাদার হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ قَالَ

قُلْتُ يَا اَبَا سَعِيْدٍ اِنَّكُمْ اَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا قَالَ اَجَلْ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ اِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا التَّاسِعَةُ وَاِذَا مَضَى ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضَى ثَلاَثٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا السَّابِعَةُ وَاِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ فَالَّتِىْ تَلِيْهَا الْخَامِسَةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لاَ اَدْرِىْ اَخَفِىَ عَلَىَّ مِنْهُ شَئٌ اَمْ لاَ ـ

১৩৮৩। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তা (শবে কদর) রমযানের শেষ দশ দিনে অন্বেষণ করবে এবং বিশেষ করে তার নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রজনীতে অন্বেষণ করবে।

আবু নাদর বলেন ঃ তখন আমি বলি, হে আবু সাঈদ! অপনি তো আমাদের চাইতে গণনায় অধিক অভিজ্ঞ। জবাবে তিনি বলেন ঃ হাঁ। (রাবী বলেন ঃ) আমি বলি ঃ নবম, সপ্তম ও পঞ্চম কি? জবাবে তিনি বলেন ঃ নবম রাত হল রমযানের একুশ তারিখের রাত্রি, সপ্তম রাত্রি হল, রমযানের তেইশ তারিখের রাত্রি এবং পঞ্চম রাত্রি হল, রমযানের পঁচিশ তারিখের রাত্রি (এটা অবশিষ্ট দিনের হিসাব মত গণনা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এ সম্পর্কে কোন গোপন রহস্য আছে কি না তা আমার জানা নাই — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٢٧ـ بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

৩২৭. অনুচ্ছেদ ঃ এক বর্ণনায় আছে, শবেকদর সতের তারিখে

١٣٨٤ـ حَدَّثَنَا حَكِيْمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّىُّ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ اُنَيْسَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْلُبُوْهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَلَيْلَةَ ثَلٰثٍ وَعِشْرِيْنَ ثُمَّ سَكَتَ ـ

১৩৮৪। হাকীম ইব্‌ন সায়েফ্ (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেনঃ তোমরা তাকে

(শবে কদর) রমযানের সতের, একুশ ও তেইশের রাতে অন্বেষণ কর। অতঃপর তিনি (স) চুপ থাকেন।

٣٢٨- بَابُ مَنْ رَوٰى فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ

৩২৮. অনুচ্ছেদ ঃ শবে কদর রমযানের শেষ সাত দিনে হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى السَّبْعِ الْاَوَاخِرِ ـ

১৩৮৫। আল–কানাবী (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা শবে কদরকে রমযানের শেষ সাত দিনের মধ্যে অন্বেষণ কর — (মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٢٩- بَابُ مَنْ قَالَ سَبْعٌ وَعِشْرُوْنَ

৩২৯. অনুচ্ছেদ ঃ সাতাশে রমযান শবেকদর অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ ـ

১৩৮৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ... মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে শবে কদর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ রমযানের সাতাইশ্ তারিখ হল লায়লাতুল্ কদর।

٣٣٠- بَابُ مَنْ قَالَ هِىَ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ

৩৩০. অনুচ্ছেদ ঃ শবে কদর রমযানের যে কোন রাতে হওয়া সম্পর্কে

١٣٨٧- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْةَ النَّسَائِىُّ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا

أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ هِيَ فِيْ كُلِّ رَمَضَانَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৩৮৭। হুমায়েদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার সময় আমি তা শ্রবণ করি। তিনি (স) বলেন ঃ সেটা তো (শবে কদর) রমযানের প্রতিটি রাতের মধ্যে নিহিত আছে (অর্থাৎ এর যে কোন এক রাতে তা নিহিত আছে)।

اَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَتَحْزِيْبِهِ وَتَرْتِيْلِهِ

কুরআন মজীদের কিরাআত, আংশিক বিভক্তি ও তিলাওয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কিত অনুচ্ছেসমূহ

٣٣١- بَابٌ فِيْ كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ

৩৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদ কত দিনে খতম করতে হবে সে সম্পর্কে

١٣٨٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ نَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ عِشْرِيْنَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ عَشْرٍ قَالَ اِنِّيْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْ فِيْ سَبْعٍ وَّلاَ تَزِيْدَنَّ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسْلِمٍ اَتَمُّ -

১৩৮৮। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম এবং মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি কুরআন এক মাসে খতম্ করবে। তিনি বলেন ঃ এর চাইতে কম সময়ে খতম্ করার সামর্থ আমার আছে। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তবে বিশ্ দিনে খতম করবে। তিনি (ইব্‌ন আমর) বলেন ঃ এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম্ করতে পারি। তিনি

(স) বলেন ঃ তাহলে পনর দিনে খতম করবে। আবার আমি বলি ঃ এর চাইতেও কম সময়ে আমি তা খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন ঃ তবে দশ দিনে খতম করবে। পুনরায় আমি বলি ঃ আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে পারি। তিনি (স) বলেন ঃ তবে সাত দিনে খতম করবে এবং এর চাইতে কম দিনে খতম করবে না —(বুখারী, মুসলিম)।

١٣٨٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَاحَمَّادٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فِي الشَّهْرِ فَنَاقَصَنِيْ وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ صُمْ يَوْمًا وَافْطِرْ يَوْمًا قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِيْ فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا -

১৩৮৯। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, তুমি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে এবং প্রতি মাসে একবার কুরআন খতম করবে। সময়ের ব্যাপারে তাঁর ও আমার মধ্যে মতভেদ হলে তিনি (স) বলেন, তুমি এক দিন রোযা রাখবে এবং পরদিন ইফ্‌তার করবে (অর্থাৎ রোযা রাখবে না।)

রাবী আতা বলেন ঃ আমার পিতার সাথে আমাদের এ সম্পর্কে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, কেউ বলেছেন সাত দিনে এবং কেউ বলেছেনপাঁচ দিনে কুরআন খতম করবে।

١٣٩٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الصَّمَدِ نَا هَمَّامٌ نَا قَتَادَةُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ إِنِّيْ أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ يُرَدِّدُ الْكَلَامَ أَبُوْ مُوْسٰى وَتَنَاقَصَهُ حَتّٰى قَالَ اقْرَأْهُ فِيْ سَبْعٍ قَالَ إِنِّيْ أَقْوٰى مِنْ ذٰلِكَ قَالَ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِيْ أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ -

১৩৯০। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি কুরআন কত দিনে খতম করব? তিনি (স) বলেন ঃ এক মাসে। আমি বলি ঃ আমি এর চাইতে কম সময়ে খতম করতে সামর্থ রাখি। অতঃপর তাঁর (স) সাথে আলাপ-আলোচনার পর তিনি (স) এর পরিমাণ কমিয়ে সাত দিনে খতম করতে নির্দেশ দেন। আমি বলি ঃ আমি এর চাইতেও কম সময়ে খতম করতে সক্ষম। তিনি (স)

বলেন ঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করেছে, সে (কুরআন) হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে।

١٣٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَطَّانُ خَالُ عِيْسَى بْنِ شَاذَانَ نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا الْحَرِيْشُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَأِ الْقُرْاٰنَ فِيْ شَهْرٍ قَالَ اِنَّ لِيْ قُوَّةً قَالَ اقْرَأْهُ فِيْ ثَلاَثٍ قَالَ اَبُوْ عَلِيٍّ سَمِعْتُ اَبَا دَاوُدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ عِيْسَى بْنَ شَاذَانَ كَيِّسٌ ـ

১৩৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন হাফ্স (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তুমি এক মাসে কুরআন খতম করবে। আমি বলি ঃ এর চাইতে কম সময়ে খতম করার ক্ষমতা আমার আছে। তিনি (স) বলেন ঃ তবে তিন দিনে খতম করবে।

٣٣٢. بَابُ تَحْزِيْبِ الْقُرْاٰنِ

৩৩২. অনুচ্ছেদ ঃ আল-কুরআনকে পারা ও অংশে ভাগ করে পড়া সম্পর্কে

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ فَارِسٍ نَا ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ سَاَلَنِيْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِيْ فِيْ كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَقُلْتُ مَا اُحَزِّبُهُ فَقَالَ لِيْ نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا اُحَزِّبُهُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَرَأْتُ جُزْءً مِّنَ الْقُرْاٰنِ قَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ـ

১৩৯২। মুহাম্মাদ হব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... ইব্নুল হাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইব্ন যুবায়ের ইব্ন মুতইম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কুরআন কতটুকু পাঠ করেন? আমি বলি ঃ আমি এর নির্দ্ধারিত কিছু অংশ পাঠ করি না।

রাবী বলেন ঃ তখন নাফে আমাকে বলেন ঃ তুমি এ শব্দটি ব্যবহার করো না। কেননা- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আমি কুরআনের জুয. (অংশ বিশেষ) পাঠ করেছি।

١٣٩٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ خَالِدٍ وَّهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْلٰى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَوْسٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ فِيْ حَدِيْثِهِ اَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ وَفْدِ ثَقِيْفٍ قَالَ فَنَزَلَتِ الْاَحْلَافُ عَلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَاَنْزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِىْ مَالِكٍ فِىْ قُبَّةٍ لَّهُ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ فِى الْوَفْدِ الَّذِيْنَ قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَقِيْفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَّاْتِيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَائِمًا عَلٰى رِجْلَيْهِ حَتّٰى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُوْلِ الْقِيَامِ وَاَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا سَوَاءَ كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ مُسْتَذَلِّيْنَ قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ فَلَمَّا خَرَجْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُوْنَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةٌ اَبْطَاءَ عِنْدَ الْوَقْتِ الَّذِىْ كَانَ يَاْتِيْنَا فِيْهِ فَقُلْنَا لَقَدْ اَبْطَاْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ قَالَ اِنَّهُ طَرَءَ عَلَىَّ حِزْبِىْ (جُزْئِىْ) مِنَ الْقُرْاٰنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اَجِئَ حَتّٰى اُتِمَّهُ قَالَ اَوْسٌ سَاَلْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تُحَزِّبُوْنَ الْقُرْاٰنَ قَالُوْا ثُلُثٌ وَّخَمْسٌ وَّسَبْعٌ وَّتِسْعٌ وَّاِحْدٰى عَشْرَةَ وَثُلُثُ عَشْرَةَ وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَتَمُّ -

১৩৯৩। মুসাদ্দাদ এবং আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আওস ইব্‌ন হুযায়ফা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা বনী ছাকীফ, যাদের সাথে চুক্তি হয়েছিল, গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। তারা মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) – বাড়িতে উঠেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) মালেক গোত্রের লোকদের তাঁর একটি প্রকোষ্ঠে স্থান দেন।

রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনায় অছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স)–এর খিদমতে বনী ছাকীফের যে প্রতিনিধি দল এসেছিল, তাদের মধ্যে আওস্‌ ইব্‌ন হুযায়ফাও ছিলেন। রাবী বলেন্‌ ঃ রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যহ ইশার নামায আদায়ের পর উক্ত প্রকোষ্ঠে (আবাসস্থানে) গমন করে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কথাবার্তা বলতেন। রাবী আবু সাঈদ (রা) বলেন ঃ তিনি (স)

তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে ইরশাদ করার সময় একবার এক পায়ের উপর ভর করতেন এবং পুনরায় অন্য পায়ের উপর। এবং তিনি (স) তাঁর বক্তব্যে কুরায়েশ্দের সাথে সম্পর্কিত ব্যাপার নিয়ে অধিকাংশ সময় আলোচনা করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন ঃ মক্কাতে অবস্থানকালে আমরা তাদের সমকক্ষ ছিলাম না, বরং দুর্বল ও অসহায় ছিলাম। অতঃপর মদীনাতে আগমনের পর যুদ্ধে কখনও আমরা বিজয়ী হয়েছি এবং কখনও তারা জয়ী হয়েছে। একদা রজনীতে তিনি (স) আমাদের নিকট আসতে নির্দ্ধারিত সময়ের চাইতে কিছু বিলম্ব করেন। তখন আমরা তাঁকে বলি ঃ আজ আপনি বিলম্বে এসেছেন। তিনি (স) বলেনঃ অদ্য কুরআন তিলাওয়াতের সময় তার কিছু অংশ পড়তে বাকি ছিল যা সমাপ্ত না করে আমি আসতে পছন্দ করি নাই।

রাবী আওস বলেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করি ঃ আপনারা কুরআন পাঠের জন্য কিরূপে বাছাই করেন? তখন তাঁরা বলেন ঃ আমরা প্রথম অংশ তিন সূরা (বাকারা–নিসা), দ্বিতীয় অংশ পাঁচ সূরা (মাইদা–তওবা), তৃতীয় অংশ সাত সূরা (ইউনুশ–নাহল), চতুর্থ অংশ নয় সূরা (ইসরা–ফুরকান), পঞ্চম অংশ এগার সূরা (শুআরা–ইয়াসীন), ষষ্ঠ অংশ তের সূরা (সাফফাত–হুজুরাত) এবং সপ্তম অংশ মুফাস্সালের (সূরা কাফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত) সূরাগুলি পাঠ করি (অর্থাৎ আমরা সাত দিনে কুরআন খতম করে থাকি) —(ইব্ন মাজা)।

١٣٩٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثٍ ـ

১৩৯৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মিন্হাল্ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে কুরআন শরীফ খতম করে, সে তার কিছুই অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٩٥– حَدَّثَنَا نُوْحُ بْنُ حَبِيْبٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ فِىْ شَهْرٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ قَالَ فِىْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ فِيْ عَشْرَةٍ ثُمَّ قَالَ فِىْ سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ ـ

১৩৯৫। নূহ্ ইবন হাবীব (র) ... আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন যে ঃ কুরআন কত দিনে খতম করা উচিত। তিনি (স) বলেন ঃ চল্লিশ দিনে, অতঃপর বলেন, এক মাসে। পরে তিনি (স) বলেন ঃ বিশ দিনে। অতঃপর তিনি (স) পনের দিন, দশ দিন ও সাত দিনের কথা উল্লেখ করেন এবং সাত দিনের আর কম করেননি — (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٣٩٦- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالاَ اَتَى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَجُلٌ فَقَالَ اِنِّىْ اَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِيْ رَكْعَةٍ فَقَالَ اَهَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لٰكِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّوْرَتَيْنِ فِيْ رَكْعَةٍ النَّجْمَ وَالرَّحْمٰنَ فِى رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةُ فِيْ رَكْعَةٍ وَالطُّوْرَ وَالذَّارِيَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ اِذَا وَقَعَتِ وَنُوْنُ فِيْ رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ وَعَبَسَ فِيْ رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرُ وَالْمُزَّمِّلُ فِيْ رَكْعَةٍ وَهَلْ اَتٰى وَلاَ اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فِيْ رَكْعَةٍ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَالْمُرْسَلٰتِ فِيْ رَكْعَةٍ وَالدُّخَانَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِيْ رَكْعَةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا تَالِيْفُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ ـ

১৩৯৬। আব্বাদ ইব্ন মূসা (র) ... আল্কামা ও আস্ওয়াদ (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, একদা ইব্ন মাস্উদ (রা)–র খিদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি মুফাস্সালের (সূরা হুজুরাত হতে নাস পর্যন্ত) সূরাগুলো নামাযের একই রাকাতে তেলাওয়াত করি। ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এটা (অতি দ্রুত তিলাওয়াত) কবিতা পাঠের অনুরূপ অথবা গাছ থেকে শুকনো খেজুর পতিত হওয়ার অনুরূপ। তিনি আরো বলেন ঃ অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একই সমান দীর্ঘ দুটি সূরা এক রাকাতে তিলাওয়াত করতেন। যথা ঃ সূরা আন–নাজ্ম ও আর্–রহমানকে এক রাকাতে, সূরা ইক্তারাবাত ও আল্–হাক্কাহ্–কে এক রাকাতে, সূরা তূর ও আল্–যারিয়াত–কে এক রাকাতে, সূরা ইযা ওকাআত্ এবং নূন–কে এক রাকাতে, সূরা সাআলা সাইলুন্ ও আন্–নাযিআত্–কে এক রাকাতে, সূরা ওয়াইলুল–লিল মুতাফ্ফিফীন ও আবাসাহ্–কে এক রাকাতে, সূরা মুদ্দাছ্ছির ও মুয্যাম্মিলকে এক রাকাতে, সূরা হাল্ আতা এবং লা–উক্সিমু বি–য়াও্মিল্ কিয়ামাহ্–কে এক রাকাতে, সূরা আম্মা য়াতাসাআলূনা ও আল–মুরসালাত–কে এক রাকাতে, সূরা দোখান এবং ইযাশ্–শাম্সু কুওবিরাত–কে এক রাকাতে পড়তেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এই তরতীব (বিন্যাস) ইব্ন মাসউদ (রা)–র —(মুসলিম)।

١٣٩٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْاٰيَتَيْنِ مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ـ

১৩৯৭। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন য়াযীদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবু মাসউদ্ (রা)–কে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফকালে কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ আয়াত দুটি তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য যথেষ্ট হবে — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٣٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَنَا عَمْرٌو اَنَّ اَبَا سَوِيَّةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ اٰيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ اٰيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الْاَصْغَرُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُجَيْرَةَ ـ

১৩৯৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ (র) ... আমর ইব্নুল আস (রা)–র পুত্র আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতের নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দশ আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে, সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে একশত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার নাম অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অশেষ ছওয়াব প্রাপ্তদের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে।

١٣٩٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى الْبَلْخِيُّ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالاَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي اَيُّوْبَ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ عَنْ عِيْسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرِئْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ فَقَالَ كَبُرَتْ سِنِّيْ وَاشْتَدَّ قَلْبِيْ وَغَلُظَ لِسَانِيْ قَالَ فَاقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ حٰمٓ فَقَالَ مِثْلَ

مَقَالَتِه فَقَالَ اِقْرَاْ ثَلاَثًا مِّنَ الْمُسَبِّحَاتِ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِه فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَقْرِئْنِىْ سُوْرَةً جَامِعَةً فَاَقْرَاَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ حَتّٰى فَرَغَ مِنْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ اَزِيْدُ عَلَيْهَا اَبَدًا ثُمَّ اَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ مَرَّتَيْنِ ـ

১৩৯৯। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র) ... আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আমাকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিন। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি (প্রথমে) 'রা' বিশিষ্ট তিনটি সূরা পাঠ করবে (যথা সূরা ইউনুস, হূদ, ইউসুফ ইত্যাদি)। তখন সে ব্যক্তি বলল ঃ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, আমার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে এবং জিহ্বা ভারী হয়ে গেছে। তখন তিনি (স) বলেন ঃ (যদি তুমি এগুলি তিলাওয়াত করতে অক্ষম হও) তবে হা-মিম সম্বলিত তিনটি সূরা তিলাওয়াত করবে। সে ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তাহলে তুমি যে সমস্ত সূরার প্রথমে সাব্বাহা বা য়ুসাব্বিহু অনুরূপ শব্দ আছে, সেই সূরাগুলি পাঠ করবে। তখনও ঐ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় উক্তি করে বলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে এমন একটি সূরা শিক্ষা দিন যা জামেআহ্‌ বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি (স) তাঁকে সূরা ইযা যুলযিলাতিল্‌ আরদু শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেন। তখন সেই লোকটি বলে ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; আমি তার অতিরিক্ত কিছুই করব না। লোকটি চলে গেলে তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ সে ব্যক্তিটি কামিয়াব হয়েছে, কামিয়াব হয়েছে — (নাসাঈ)।

٣٣٣ـ بَابٌ فِىْ عَدَدِ الْاٰيِ

৩৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে

١٤٠٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُوْرَةٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ ثَلاَثُوْنَ اٰيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ـ

১৪০০। আমর ইব্‌ন মারযূক্‌ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ কুরআনের ত্রিশটি আয়াত বিশিষ্ট সূরা তাবারাকাল্লাযী (অর্থাৎ সূরা আল-মুলক) তিলাওয়াতকারীর জন্য সুফারিশ করবে। এমনকি তাকে মাফ

করে দেয়া হবে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি সূরা তাবারাকাল্লাযী তিলাওয়াত করবে, এটা তার জন্য সুফারিশকারী হবে) — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ السُّجُوْدِ

তিলাওয়াতের সিজদা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদসমূহ

٣٣٤- كَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ

৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন মজীদে তিলাওয়াতের সিজদা কয়টি?

١٤٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ نَا ابْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيْدِ الْعُتَقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ (مُنَيْنٍ) مُتَيْنٍ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ كَلاَلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْاٰنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِحْدٰى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَاِسْنَادُهُ وَاهٍ -

১৪০১। মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুর রহীম (র) ... আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআনের মধ্যে পনেরটি সিজ্দা আছে বলে শিক্ষা দিয়েছেন। এর তিনটি মুফাস্সালের মধ্যে (সূরা নাজম, ইন্শিকাক্ ও আলাক), সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি (তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একটি) – (ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ আবু দার্দা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে এগারটি সিজ্দার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তবে এর সনদ সুবিধাজনক নয়।

١٤٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ اَنَّ مُشَرِّحَ بْنَ هَاعَانَ اَبَا الْمُصْعَبِ حَدَّثَهُ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سُوْرَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا -

১৪০২। আহমাদ ইব্‌ন আমর (র) ... উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলি যে, সূরা হজ্জের মধ্যে দুটি সিজ্‌দা আছে? তিনি (স) বলেন ঃ হাঁ। যে এই দুটি সিজদা আদায় করে না সে যেন এই সূরা তিলাওয়াত না করে — (তিরমিযথ)।

٣٣٥- بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُوْدَ فِى الْمُفَصَّلِ

৩৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ ছোট ছোট সূরার (মুফাস্‌সালের) মধ্যে সিজদা না থাকা সম্পর্কে

١٤٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَاَيْتُهُ بِمَكَّةَ نَا اَبُوْ قُدَامَةَ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ -

১৪০৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসার পর মুফাস্‌সালের কোন আয়াত পাঠের পর সিজ্‌দা করেন নাই।

١٤٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ نَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيْهَا -

১৪০৪। হান্নাদ ইব্‌নুস সারী (র) ... ইয়াযীদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে 'সূরা নাজম' পাঠ করি। তিনি (স) এই সূরা পাঠের পর সিজদা করেন নাই —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا اَبُوْ صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الْاِمَامَ فَلَمْ يَسْجُدْ -

১৪০৫। ইব্‌নুস সারহ (র) ... খারিজাহ্ ইব্‌ন যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা

করেছেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) ইমাম ছিলেন এবং তিনি সিজ্‌দা করেন নাই —(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٣٦- بَابُ مَنْ رَاٰى فِيْهَا سُجُوْدًا

৩৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ যারা তাতে সিজদা আছে বলে মনে করেন

١٤٠٦- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا وَمَا بَقِىَ اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ اِلاَّ سَجَدَ فَاَخَذَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِّنْ حَصًى اَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ اِلٰى وَجْهِهٖ وَقَالَ يَكْفِيْنِىْ هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَافِرًا -

১৪০৬। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আব্‌দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সূরা নাজ্‌ম পাঠ করেন এবং সিজ্‌দার আয়াত পাঠের পর সকলেই সিজ্‌দা করেন। কিন্তু এক ব্যক্তি সিজ্‌দা না করে স্বীয় হস্তে এক মুষ্টি মাটি বা কংকর নিয়ে নিজের কপাল পর্যন্ত উত্তোলন করে বলে, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি উক্ত ব্যক্তিকে কুফ্‌রী অবস্থায় মারা যেতে দেখেছি – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٣٧- بَابُ السُّجُوْدِ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ

৩৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইক্‌রা ও ইযাস্‌ সামাউ ইন্‌শাক্‌কাত পাঠের পর সিজ্‌দা সম্পর্কে

١٤٠٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِيْنَاءَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

১৪০৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সূরা ইযাস্‌–সামাউ ইন্‌শাক্‌কাত ও ইক্‌রা বিস্‌মি রব্বিকাল্লাযী খালাকা পাঠের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সিজ্‌দা আদায় করেছি – – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ نَا بَكْرٌ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ اَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ اَزَلَ اَسْجُدُ بِهَا حَتّٰى اَلْقَاهُ ـ

১৪০৮। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবু হুরায়রা (রা)–র সাথে ইশার নামায আদায় করি। ঐ সময় তিনি সূরা ইযাস্–সামাউ ইন–শাক্কাত তিলাওয়াতের পর সিজ্দা (তিলাওয়াতের) আদায় করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এটা কিসের সিজ্দা ? তিনি বলেন, আমি এই সিজ্দা আবুল কাসেম (মুহাম্মদ (স))–এর পশ্চাতে আদায় করেছি এবং এটা আমি মৃত্যু পর্যন্ত আদায় করতে থাকব – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٣٨ـ بَابُ السُّجُوْدِ فِيْ صٓ

৩৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা সাদ–এ সিজদা সম্পর্কে

١٤٠٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ صٓ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُوْدِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيْهَا ـ

১৪০৯। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূরা সাদ–এর মধ্যে যে সিজ্দাটি আছে তা ফরয নয়। তবে আমি একে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদায় করতে দেখেছি – – (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ سَرْحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ صٓ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ اٰخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ

السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُوْدِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلٰكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُوْدِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوْا ـ

১৪১০। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর অবস্থান কালে সূরা সাদ তিলাওয়াত করেন। তিনি (স) সিজ্‌দার আয়াতে পৌঁছে মিম্বর হতে অবতরণ করে সিজ্‌দা আদায় করেন। ঐ সময় লোকেরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা আদায় করে। অতঃপর দ্বিতীয় দিনও তিনি (স) উক্ত সূরা পাঠ করেন এবং যখন সিজ্‌দার আয়াতের নিকটবর্তী হন, তখন লোকেরা সিজ্‌দার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এমতাবস্থায় তিনি (স) বলেন ঃ এটা নবীর জন্য তওবাস্বরূপ। অথচ আমি তোমাদেরকে এর জন্য সিজ্‌দা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিতে দেখছি। অতঃপর তিনি (স) মিম্বরের উপর হতে অবতরণ করে লোকদের নিয়ে সিজ্‌দা করেন।

٣٣٩- بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

৩৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ যান্‌বাহণের উপর আরোহী থাকাবস্থায় সিজ্‌দার আয়াত শুনলে

١٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ اَبُو الْجَمَاهِرِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الْاَرْضِ حَتّٰى اِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلٰى يَدِهٖ ـ

১৪১১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছ্‌মান (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়কালীন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করলে উপস্থিত সকলে সিজ্‌দা আদায় করেন। ঐ সময় যারা যানবাহনের উপর সওয়ার ছিলেন, তারা স্ব স্ব হাতের উপর সিজ্‌দা করেন এবং অন্যান্যরা যমীনের উপর সিজ্‌দা করেন।

١٤١٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ ح وَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِي شُعَيْبٍ نَا ابْنُ نُمَيْرٍ الْمَعْنٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتّٰى لاَ يَجِدَ اَحَدُنَا مَكَانًا لِّمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ -

১৪১২। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল ও আহমাদ ইব্‌ন আবু শোআয়েব (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট সূরা পাঠ করতেন। রাবী ইব্‌ন নুমায়ের বলেন, এটা ছিল নামাযের বাইরে। অতঃপর রাবীদ্বয় একমত হয়ে বলেন, তিনি (স) সিজ্‌দার আয়াত পাঠের পর সিজ্‌দা করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা আদায় করতাম। ঐ সময় লোকের ভীড়ের কারণে অনেকেই সিজ্‌দা দেয়ার স্থান পেত না -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٤١٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِىُّ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْاٰنَ فَاِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانَ الثَّوْرِىُّ يُعْجِبُهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ يُعْجِبُهُ لاَنَّهُ كَبَّرَ -

১৪১৩। আহ্‌মাদ ইব্‌নুল ফুরাত (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াতের সময় যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সিজ্‌দার আয়াত পাঠ করতেন, তখন তিনি (স) আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দায় যেতেন এবং আমরাও সিজ্‌দা করতাম। আবদুর রাযযাক (র) বলেন, সুফিয়ান সাওরী (র) এই হাদীস খুবই পছন্দ করতেন। কারণ এতে তাকবীরের কথা উল্লেখ আছে।

٢٤٠. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَجَدَ

৩৪০. অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার মধ্যে কি বলবে ?

١٤١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِ الْقُرْاٰنِ بِاللَّيْلِ يَقُوْلُ فِى السَّجْدَةِ مِرَارًا سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ -

১৪১৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাতে তিলাওয়াতের সিজ্‌দা আদায়কালে পুনঃ পুনঃ বলতেন ঃ আমার

মস্তক তাঁরই নিকট অবনত, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং চক্ষু ও কর্ণকে (দর্শন ও শ্রবণ শক্তির দ্বারা) বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন, তিনিই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের একমাত্র আধার -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٤١. بَابُ فِيْ مَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

৩৪১. অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের নামাযের পর সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে

١٤١٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ نَا اَبُوْ بَحْرٍ نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ نَا اَبُوْ تُمَيْمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ لَمَّا بَعَثَنَا الرَّكْبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِيْ اِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ كُنْتُ اَقُصُّ بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَسْجُدُ فِيْهَا فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ اَنْتَهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اِنِّيْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَسْجُدُوْا حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ـ

১৪১৫। আব্দুল্লাহ্ ইব্নুস সাব্বাহ (র) ... আবু তুমায়মা হুজায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা কাফেলার সাথে মদীনায় আসি তখন আমি ফজরের নামাযের পর লোকদেরকে নসীহত করতাম। এই সময় সিজ্দার আয়াত তিলাওয়াত করলে আমি সিজ্দা আদায় করতাম। ইব্ন উমার (রা) আমাকে এরূপ করতে তিনবার নিষেধ করেন। আমি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করায় তিনি পুনরায় আমাকে নিষেধ করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স), আ বাক্র (রা), উমার (রা) ও উছ্মান (রা)-র পশ্চাতে নামায আদায় করেছি। কিন্তু তাঁরা সূর্যোদয়ের পূর্বে সিজ্দায়ে তিলাওয়াত আদায় করতেন না।[১]

بَابُ تَفْرِيْعِ اَبْوَابِ الْوِتْرِ

বিতির সম্পর্কীয় অনুচ্ছেদসমূহ

٣٤٢. بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

৩৪২. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায সুন্নাত

١٤١٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسٰى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ

---

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর মাগ্রিবের পূর্বে তিলাওয়াতের সিজ্দা আদায় করা জায়েয — (অনুবাদক)।

عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَااَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ ـ

১৪১৬। ইব্রাহীম (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হে কুরআনের অনুসারীগণ! তোমরা বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আল্লাহ তাআলা বেজোড় (একক), কাজেই তিনি বেজোড় (বিতির)-কে ভালবাসেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَارِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ اَعْرَابِيٌّ مَا تَقُوْلُ قَالَ لَيْسَ لَكَ وَلَا لِاَصْحَابِكَ ـ

১৪১৭। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আব্দুল্লাহ্ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এতটুকু বেশী আছে যে, আবদুল্লাহ (রা) এ হাদীস বর্ণনা করলে এক বেদুইন বলে, আপনি কি বলেছেন? জবাবে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, এটা তোমার ও তোমার সাথীদের জন্য প্রযোজ্য নয় -- (ইব্ন মাজা)।

١٤١٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَاشِدِ الزَّوْفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ قَالَ اَبُو الْوَلِيْدِ الْعَدَوِيُّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَمَدَّكُمْ بِالصَّلٰوةِ هِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْهَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ ـ

১৪১৮। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... খারিজা ইব্ন হুযাফা আল-আদাবী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এসে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য লাল বর্ণের ঘোড়ার চাইতেও উত্তম একটি নামায নির্দ্ধারিত করেছেন এবং এটাই হল বিতির। এই নামাযের আদায়কাল হল ইশার নামাযের পর হতে সুব্হে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٤٣. بَابٌ فِيْ مَنْ لَمْ يُوْتِرْ

৩৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায আদায় না করলে তার শাস্তি

١٤١٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيُّ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَتَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا -

১৪১৯। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... হযরত আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বিতিরের নামায হক (সত্য)। যে ব্যক্তি এটা আদায় করবে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এই উক্তিটি তিনি (স) তিনবার করেন।

١٤٢٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَبِيْ مُحَيْرِيْزٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيُّ سَمِعَ رَجُلاً بِالشَّامِ يُدْعٰى اَبَا مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ اِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرُحْتُ اِلٰى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يَاْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ -

১৪২০। আল্‌-কানাবী (র) ... আবু মুহাম্মাদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতিরের নামায ওয়াজিব। রাবী মাখ্‌দাজী বলেন, তখন আমি উবাদা ইব্‌নুস সামিত (র)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলি যে, আবু মুহাম্মাদ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ ভুল করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি তা সঠিকভাবে আদায় করবে এবং অলসতাহেতু তার কিছুই পরিত্যাগ করবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্য অংগীকার করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা (সঠিকভাবে) আদায় করবে না, তাঁর জন্য আল্লাহর নিকট কোন অংগীকার নাই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٤٤. بَابُ كَمِ الْوِتْرُ

৩৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামায কয় রাকাত

١٤٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً مِّنْ اَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلٰوةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِاِصْبَعَيْهِ هٰكَذَا مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ -

১৪২১। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে রাতে নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি (স) তাঁর আংগুল দ্বারা ইশারা করে বলেন ঃ দুই, দুই এবং শেষ রাতে এক রাকাত বিতির (অর্থাৎ দুই ও এক রাকাত, মোট তিন রাকাত বিতির) -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ نَا قُرَيْشُ بْنُ حَبَّانَ الْعَجَلِيُّ نَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّوْتِرَ وَاحِدَةً فَلْيَفْعَلْ -

১৪২২। আব্দুর রহমান ইব্নুল মোবারক (র) ... আবু আয়্যুব আন্সারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ বিতিরের নামায প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হ । যে ব্যক্তি তাকে পাঁচ রাকাত আদায় করতে চায়, সে পাঁচ রাকাত আদায় করবে; যে ব্যক্তি তিন রাকাত আদায়ের ইচ্ছা করে, সে ঐরূপ করবে এবং যে ব্যক্তি এক রাকাত আদায় করতে চায়, সে এক রাকাত আদায় করবে। -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।[১]

---

(১) হানাফী মাযহাব মতে, বি..রের নামায তিন রাকাত ওয়াজিব — (অনুবাদক) ।

٣٤٥. بَابُ مَا يُقْرَأُ فِى الْوِتْرِ

৩৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামাযে কিরাআত

١٤٢٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ حَفْصٍ الْاَبَّارُ ح وَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَنَسٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ وَزُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَقُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَاللّٰهِ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ -

১৪২৩। উছ্মান্ ইব্ন আবু শায়বা (র) এবং ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে সূরা সাব্বিহ্ ইস্মা রব্বিকাল আলা, কুল ইয়া আয়ুওহাল্ কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পাঠ করতেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا خُصَيْفٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَاللّٰهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ -

১৪২৪। আহমাদ ইব্ন আবু শোআয়েব (র) ... আব্দুল আযীয ইব্ন জুরায়জ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে কোন্ সূরা পড়তেন? উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ ... রাবী বলেন, তিনি (স) তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখ্লাস, নাস্ ও ফালাক পাঠ করতেন -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٤٦. بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الْوِتْرِ

৩৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ সম্পর্কে

١٤٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ اَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِىُّ قَالَا نَا اَبُو الْاَحْوَصِ

عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِى الْحَوْرَاءِ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِىْ مَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنِىْ فِىْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِىْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلاَ يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ـ

১৪২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ ও আহমাদ ইব্‌ন জাওয়াস আল্‌-হানাফী (র) ... আবুল হাওরা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমি বিতিরের নামাযে পাঠ করি। রাবী ইব্‌ন জাওয়াসের বর্ণনায় আছে "বিতিরের দুআ কুনূতে পড়ে থাকি"। তা হল ঃ "আল্লাহুমা ইহ্‌দিনী ফীমান্‌ হাদায়তা ওয়া আফিনী ফীমান্‌ আফায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্‌ তাওয়াল্লায়তা ওয়া বারিকলী ফীমা আতায়তা ওয়াকিনী শার্‌রা মা কাদায়তা, ইন্নাকা তাকদী ওয়ালা য়ুকদা আলায়কা ওয়াইন্নাহু লায়াযিল্লু মান্‌ ওয়ালায়তা ওলা য়াইয্‌যু মান্‌ আদায়তা তাবারাক্‌তা রব্বানা ওয়া তাআলাইতা - - (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٢٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَ هٰذَا يَقُوْلُ فِى الْوِتْرِ فِى الْقُنُوْتِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ اَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيْعَةُ بْنُ شَيْبَانَ ـ

১৪২৬। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু ইস্‌হাক (র) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে এই বর্ণনায় "আমি তা বিতিরের নামাযে পড়ি" কথাটুকু উল্লেখ নাই।

١٤٢٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ

وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هِشَامٌ اَقْدَمُ شَيْخٍ لِّحَمَّادٍ وَبَلَغَنِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَعْنِىْ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَلاَ ذَكَرَ اُبَيًّا وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِىُّ وَسَمَاعُهُ بِالْكُوْفَةِ مَعَ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوْتَ وَقَدْ رَوَاهُ اَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِىُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوْتَ وَحَدِيْثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْاَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَجَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوْتَ اِلاَّ مَارُوِىَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَاِنَّهُ قَالَ فِىْ حَدِيْثِهِ اَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُوْرِ مِنْ حَدِيْثِ حَفْصٍ نَخَافُ اَنْ يَكُنْ حَفْصٌ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَيُرْوٰى اَنَّ اُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ـ

১৪২৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের শেষ রাকাতে এরূপ

দুআ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বি-রিদাকা মিন্ সাখাতিকা ওয়া বি-মুআফাতিকা মিন উকূবাতিকা ওয়া আউযু বিকা মিনকা লা উহ্সী ছানা আলায়কা আন্তা কামা আছনায়তা আলা নাফ্সিকা।"

উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বিতিরের (শেষ/রাকাত) রুকূতে যাবার পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন।

উবাই ইব্ন কাব (রা) নবী করীম (স) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। হাফ্স ইব্ন গিয়াস সূত্রে ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযে রুকূর পূর্বে দুআ কুনূত পাঠ করতেন - - (তিরমিমী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এরূপ বর্ণিত আছে যে, উবাই (রা) রমযানের শেষ পনের দিন দুআ কুনূত্ পাঠ করতেন।

١٤٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ حَنْبَلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ اَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِهِ اَنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ اَمَّهُمْ يَعْنِىْ فِىْ رَمَضَانَ وَكَانَ يَقْنُتُ فِى النِّصْفِ الْاٰخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ

১৪২৮। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... মুহাম্মাদ (র) থেকে তাঁর কোন কোন বন্ধুর সূত্রে বর্ণিত। উবাই ইব্ন কাব (রা) রমযানে তাদের ইমামতি করতেন এবং এর শেষার্ধে দুআ কুনূত্ পাঠ করতেন।

١٤٢٩- حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ نَا هُشَيْمٌ اَنَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ لَهُمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَّلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ اِلاَّ فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلّٰى فِىْ بَيْتِه فَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَبَقَ اُبَىٌّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ الَّذِىْ ذُكِرَ فِى الْقُنُوْتِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهٰذَانِ الْحَدِيْثَانِ يَدُلاَّنِ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ اُبَىٍّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِى الْوِتْرِ ـ

১৪২৯। শুজা ইব্ন মাখলাদ (র) ... হাসান্ বসরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) লোকদেরকে উবাই ইব্ন কাবের পিছনে তারাবীর নামায আদায় করার

উদ্দেশ্যে একত্রিত করেন। ঐ সময় উবাই (রা) তাদের নিয়ে রমযানের প্রথম বিশ দিন নামায আদায় করতেন এবং এর মধ্যে তিনি শেষ দশ দিন বিতিরের নামাযে দুআ কুনূত পাঠ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিন তিনি স্বীয় গৃহে একাকী নামায আদায় করতেন। লোকেরা বলাবলি করত যে, উবাই (রা) পলায়ন করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, কুনূত সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে — এই হাদীস থেকে তার অনির্ভরযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। অনন্তর উবাই (রা)-র সূত্রে "নবী (স) বিতির নামাযে কুনূত পড়তেন" বলে যা বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে তার দুর্বলতা প্রমাণিত হয়।

٣٤٧. بَابُ فِى الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

৩৪৭. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের পর দু'আ পাঠ সম্পর্কে

١٤٣٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدَةَ نَا اَبِىْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ الْاَيَامِيِّ عَنْ ذَرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ فِى الْوِتْرِ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ -

১৪৩০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিতিরের নামাযের পর বলতেন ঃ সুব্হানাল্ মালিকিল্ কুদ্দূস -- (নাসাঈ)।

١٤٣١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنِ مُطَرِّفِ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَّامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ -

১৪৩১। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ (র) ... আবু সায়ীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিতিরের নামায আদায় করে নাই , সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয় -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٤٨. بَابُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

৩৪৮. অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় সম্পর্কে

١٤٣٢- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا اِبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ مِّنْ اَزْدِ شَنُوْءَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَّ اَدَعُهُنَّ فِىْ سَفَرٍ وَّلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَىِ الضُّحٰى وَصَوْمَ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنَ الشَّهْرِ وَاَنْ لاَّ اَنَامَ اِلاَّ عَلٰى وِتْرٍ -

১৪৩২। ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি কাজের জন্য ওসিয়াত করেছেন, যা আমি স্থায়ীভাবে কোথাও অবস্থানকালে এবং সফরের সময়েও ত্যাগ করি না। ১। চাশ্‌তের সময় দুই রাকাত নামায, ২। প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা) এবং ৩। নিদ্রার পূর্বে বিতিরের নামায আদায় করা - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٤٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ نَا اَبُو الْيَمَانِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ السَّكُوْنِى عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ اَوْصَانِىْ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ لاَّ اَدَعُهُنَّ بِشَىْءٍ اَوْصَانِىْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ اَنَامُ اِلاَّ على وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحٰى فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ -

১৪৩৩। আব্দুল ওয়াহ্‌হাব্ ইব্‌ন নাজ্‌দা (র) ... আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি জিনিসের জন্য উপদেশ দান করেছেন। আমি তা কোন অবস্থাতেই ত্যাগ করি না। ১। তিনি (স) প্রতি মাসে তিন দিন আমাকে রোযা রাখার জন্য ওসিয়াত করেন, ২। বিতিরের নামায আদায়ের পূর্বে না ঘুমাতে এবং ৩। চাশ্‌তের নামায আদায় করার নির্দেশ দেন, চাই তা সফরের সময় হোক বা স্থায়ীভাবে বাড়ীতে বসবাসের সময়।

١٤٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ نَا اَبُوْ زَكَرِيَّا يَحْىَ بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِىُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ مَتَى تُوْتِرُ قَالَ أُوْتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتَى تُوْتِرُ قَالَ أٰخِرَ اللَّيْلِ فَقَالَ لِأَبِيْ بَكْرٍ أَخَذَ هٰذَا بِالْحَزْمِ وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذَ هٰذَا بِالْقُوَّةِ -

১৪৩৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহমাদ (র) ... আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ আপনি বিতিরের নামায কোন্ সময় আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির প্রথম অংশে। অতঃপর তিনি (স) উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন সময়ে বিতিরের নামায আদায় করেন? তিনি বলেন, রাত্রির শেষ অংশে। তিনি (স) আবু বাক্‌র (রা)-কে বলেন ঃ সতর্কতা হেতু আপনি এর উপর আমল করতে থাকুন। তিনি (স) উমার (রা)-কে বলেন ঃ আপনি আপনার সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন।

٣٤٩. بَابٌ فِيْ وَقْتِ الْوِتْرِ

৩৪৯. অনুচ্ছেদ ঃ বিতিরের ওয়াক্ত সম্পর্কে

١٤٣٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسْطَهُ وَاٰخِرَهُ وَلٰكِنْ اِنْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ اِلَى السَّحَرِ -

১৪৩৫। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ... মাস্‌রূক (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রাত্রির কোন্ সময়ে বিতির আদায় করতেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইশার নামায আদায়ের পর বিতিরের নামায কোন সময় রাত্রির প্রথমাংশে, কোন সময় মধ্যম অংশে এবং কোন সময় শেষাংশে আদায় করতেন। তবে তিনি (স) ইন্‌তিকালের পূর্বে শেষ রাত্রিতে বিতিরের নামায আদায় করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٣٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ نَا ابْنُ أَبِيْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ -

১৪৩৬। হারূন ইব্‌ন মারূফ্ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সুব্‌হে সাদিকের পূর্বেই বিতিরের নামায আদায় করবে -- (তিরমিযী)।

١٤٣٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ مِنْ اٰخِرِهِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ اَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ اَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّاَ فَنَامَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِيْ فِي الْجَنَابَةِ -

১৪৩৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আবু কায়েস্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিতিরের নামায সম্পর্কে আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তখন জবাবে তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাত্রির প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে তা আদায় করতেন। আমি বলি, তিনি (স) কি কিরাআত আস্তে পড়তেন না জোরে? তিনি বলেন, উভয় প্রকারেই কখনো জোরে এবং কখনো আস্তে। তিনি (স) (অপবিত্রতার পরে) কোন সময় গোসল করে এবং কোন সময় উযূ করে শয়ন করতেন -- (মুসলিম, তিরমিযী)।

١٤٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا -

১৪৩৮। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা বিতিরকে রাত্রির সর্বশেষ নামায হিসাবে আদায় করবে -- (বুখারী, মুসলিম)।

پاره-۹

নবম পারা

٣٥٠. بَابُ فِىْ نَقْضِ الْوِتْرِ

৩৫০. অনুচ্ছেদ ঃ দুই বার বিতির পড়বে না

١٤٣٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِىٍّ فِىْ يَوْمٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَاَمْسٰى عِنْدَنَا وَافْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَاَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ الٰى مَسْجِدِه فَصَلّٰى بِاَصْحَابِه حَتّٰى اذَا بَقِىَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ اَوْتِرْ بِاَصْحَابِكَ فَانِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ وِتْرَانِ فِىْ لَيْلَةٍ ـ

১৪৩৯। মুসাদ্দাদ (র) ... কায়েস ইব্ন তাল্ক (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাল্ক ইবন আলী (রা) আমাদের সাথে কোন এক রোযার দিনে সাক্ষাত করেন এবং সেদিন আমাদের সাথে ইফ্তার করেন। অতঃপর আমাদের নিয়ে জামাআতে তারাবীহ্ ও বিতিরের নামায আদায় করে তিনি তাঁর নিজের মসজিদে গমন করেন এবং সেখানেও তাঁর সংগীদের সাথে তারাবীহ্ নামায আদায় করেন এবং বিতিরের নামায আদায়ের জন্য অন্য এক ব্যক্তিকে ইমামতির জন্য সম্মুখে পাঠিয়ে দেন এবং বলেন, তুমি এদের সাথে বিতিরের নামায আদায় কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ একই রাতে দুইবার বিতিরের নামায আদায় করা যায় না -- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٣٥١. بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الصَّلَوَاتِ

৩৫১. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কুনূত পাঠ সম্পর্কে

١٤٤٠- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ اُمَيَّةَ نَا مُعَاذُ يَعْنِى ابْنَ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيٰى

بْنِ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ نَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ ـ

১৪৪০। দাউদ ইব্‌ন উমায়্যা (র) – – আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায পাঠের অনুরূপ নামায আদায় করব। রাবী বলেন, তখন আবু হুরায়রা (রা) যোহর, ইশা এবং ফজরের শেষ রাকাতে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেন। তিনি এই নামাযের মধ্যে মুমিনদের জন্য দু'আ করেন এবং কাফিরদের অভিসম্পাত দেন – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٤١ – حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ قَالُوْا كُلُّهُمْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ ـ

১৪৪১। আবুল ওয়ালীদ এবং মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম (র) ... বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের সময় কুনূত পাঠ করেন। রাবী ইব্‌ন মুআয (রা) বলেন, তিনি (স) মাগরিবের নামাযেও কুনূত পাঠ করতেন – – (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।[১]

١٤٤٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْوَلِيْدُ نَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى ابْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُوْلُ فِىْ قُنُوْتِهِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْاَتَكَ عَلٰى مُضَرَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ

(১) হানাফী মাযহাব অনুসারে, ফজরের নামাযে কুনূত নাযেলাহ্ পাঠ করা যাবে না। তবে বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত তা পাঠ করা যেতে পারে, যথা — যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মুসলমানদের উপর বিপদকালে — (অনুবাদক)।

قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ وَمَا تَرَاهُمْ قَدِمُوْا ـ

১৪৪২। আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক মাস যাবৎ ইশার নামাযে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি ওলীদ ইব্‌ন ওলীদকে মুক্তি দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সালামা ইব্‌ন হিশামকে মুক্তি দিন। ইয়া আল্লাহ! আপনি সামর্থহীন দুর্বল মুমিনদেরকে নাজাত দান করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি আপনার দুশমনদের ধ্বংস করুন। ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের উপর ইউসুফ (আ)-এর সময়ের মত করাল দুর্ভিক্ষ আপতিত করুন।" একদা রাসূলুল্লাহ (স) ফজরের নামাযের সময় তাদের জন্য এরূপ দুআ না করায় আমি তাঁকে তা স্মরণ করিয়ে দেই। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি কি দেখ না যে, তারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে মদীনাতে চলে এসেছে? - - (বুখারী, মুসলিম)।

١٤٤٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلٰوةِ الصُّبْحِ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ يَدْعُوْ عَلٰى اَحْيَاءَ مِنْ بَنِىْ سُلَيْمٍ عَلٰى رِعْلٍ وَّذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ ـ

১৪৪৩। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুআবিয়া (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ক্রমাগতভাবে একমাস যাবত যোহর, আসর, মাগ্‌রিব, ইশা ও ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেন। অর্থাৎ তিনি (স) প্রত্যেক নামাযের শেষ রাকাতে 'সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ' বলার পর বনী সুলায়ম, রিআল, যাকওয়ান্ ও উসায়্যাদের জন্য বদ-দু'আ করতেন। সে সময় মুকতাদীগণ আমীন বলতেন।

١٤٤٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيْرٍ ـ

১৪৪৪। সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠ করেছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি (স) কি তা রুকূর পূর্বে না পরে পাঠ করেছেন? তিনি বলেন, রুকূর পরে।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) এটা মাত্র কয়েক দিন পাঠ করেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٤٥- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ ـ

১৪৪৫। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক সময় একমাস যাবত কুনূতে নাযেলাহ্ পাঠের পর তা বন্ধ করেন -- (মুসলিম)।

١٤٤٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ حَدَّثَنِىْ مَنْ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً ـ

১৪৪৬। মুসাদ্দাদ (র) ... মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায়কারী জনৈক সাহাবী আমাকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ হতে দাঁড়ানোর পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন -- (নাসাঈ)।

٣٥٢. بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِى الْبَيْتِ

৩৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে নফল নামায আদায়ের ফাযীলত সম্পর্কে

١٤٤٧- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَزَّارُ نَا مَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ

بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهُ قَالَ اِحْتَجَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّىْ فِيْهَا قَالَ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلَاتِهِ يَعْنِىْ رِجَالاً وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ لَيْلَةٌ مِّنَ اللَّيَالِىْ لَمْ يَخْرُجْ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحْنَحُوْا وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوْا بَابَهُ قَالَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيْعُكُمْ حَتّٰى ظَنَنْتُ عَلَيْكُمْ اَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ فِىْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّ خَيْرَ صَلٰوةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

১৪৪৭। হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্‌ (র) ... যায়েদ ইব্‌ন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনার মসজিদে একটি হুজ্‌রা কায়েম করেন। তিনি (স) রাতে সেখানে গমন করে নামায আদায় করতেন। ঐ সময় অন্যান্য লোকেরাও প্রতি রাতে তাঁর সাথে নামায আদায় করতেন। একদা রাতে তিনি (স) মসজিদে না আসায় তাঁরা উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুরু করেন, এমনকি তাঁর ঘরের দরজায় গিয়ে কেউ কেউ করাঘাত করে এবং কংকর নিক্ষেপ করে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) তখন রাগান্বিত হয়ে বাইরে এসে বলেন ঃ হে জনগণ! তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা নফল নামায জামাআতে আদায়ের জন্য এত ব্যতিব্যস্ত কেন? তোমাদের কর্মধারায় আমার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। তোমরা স্ব স্ব গৃহে (প্রত্যাবর্তন করে) নামায আদায় কর। কেননা মানুষের জন্য ফরয নামায ব্যতীত, অন্যান্য নামায গৃহেই আদায় করা উত্তম -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلٰوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا ـ

১৪৪৮। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা স্ব স্ব গৃহে (নফল) নামায আদায় করবে এবং তাকে তোমরা কবর (সদৃশ্য) বানিও না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٥٣. بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ

৩৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ (দীর্ঘ কিয়াম)

١٤٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىِّ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَبْشِىِّ الْخَثْعَمِىْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ طُوْلُ الْقِيَامِ قِيْلَ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيْلَ فَاَىُّ هِجْرَةٍ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ قِيْلَ فَاَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ قَالَ مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِيْنَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ قِيْلَ فَاَىُّ الْقَتْلِ اَشْرَفُ قَالَ مَنْ أُهْرِيْقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ -

১৪৪৯। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন হাব্‌শী আল–খাছআমী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, উত্তম আমল কোনটি? তিনি (স) বলেন ঃ নামাযের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন সদ্‌কাহ্ উত্তম? তিনি (স) বলেন ঃ সামর্থ না থাকা সত্ত্বেও দান করা। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, উত্তম হিজরত কোনটি? তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার হারাম বস্তুসমূহ হতে ফিরে থাকাই উত্তম হিজ্‌রত। অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন জিহাদ উৎকৃষ্ট? তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার জান–মাল দিয়ে মুশ্‌রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। অতঃপর তাকে বলা হয় ঃ কোন ধরনের নিহত হওয়া উত্তম? তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঘোড়াসহ যুদ্ধের ময়দানে নিহত – – (মুসলিম)।

٣٥٤. بَابُ الْحَثِّ عَلٰى قِيَامِ اللَّيْلِ

৩৫৪. অনুচ্ছেদ ঃ ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণে উৎসাহিত করা

١٤٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا ابْنُ عَجْلَانَ نَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلّٰى وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّتْ فَاِنْ اَبَتْ نَضَحَ فِىْ وَجْهِهَا

الْمَاءَ رَحِمَ اللّٰهُ اِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَاِنْ اَبٰى نَضَحَتْ فِىْ وَجْهِهِ الْمَاءَ ـ

১৪৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে রাত্রিকালে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায় এবং সেও নামায আদায় করে। যদি সে (স্ত্রী) নিদ্রার কারণে উঠতে অস্বীকার করে, তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার উপরও রহম করুন, যে রাত্রিতে উঠে নামায আদায় করে এবং তার স্বামীকে ঘুম হতে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। যদি সে ঘুম হতে উঠতে অস্বীকার করে তবে সে তার মুখে পানি ছিটিয়ে জাগিয়ে তোলে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنِ الْاَغَرِّ اَبِىْ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَاَيْقَظَ اِمْرَاَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ ـ

১৪৫১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতিম (র) ... আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ঘুম হতে উঠে নিজের স্ত্রীকে জাগায়, অতঃপর তারা একত্রে দুই রাকাত নামায আদায় করে — তাদের নাম আল্লাহ্‌র নিকট যিকিরকারী ও যিকিরকারিনীদের দফতরে লিপিবদ্ধ করা হয় -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٥٥. بَابٌ فِىْ ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ

৩৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের ছওয়াব সম্পর্কে

١٤٥٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهُ ـ

১৪৫২। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... উছ্মান (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে নিজে কুরআন পাঠ করে এবং তা অন্যকে শিক্ষাদান করে -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٥٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ الْجُهَنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ اُلْبِسَ وَالِدُهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ اَحْسَنَ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِىْ بُيُوْتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ بِكُمْ فَمَا ظَنَنْتُمْ بِالَّذِىْ عَمِلَ بِهٰذَا ـ

১৪৫৩। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... সাহল্ ইব্ন মুআয আল্-জুহানী (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা অনুসারে আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপী পরিধান করানো হবে, যার জ্যোতি সূর্যের কিরণের চাইতেও উজ্জল হবে। যদি মনে করা হয় যে, সূর্য তোমাদের কারও ঘরের মধ্যে আছে (এ মতাবস্থায় তার উজ্জলতা যেরূপ প্রকাশ পাবে, এর চাইতেও অধিক উজ্জল টুপী তাদেরকে কিয়ামতের দিন পরিধান করানো হবে)। অতএব যে ব্যক্তি নিজে কুরআন পাঠ করে তার উপর আমল করে, তার ব্যাপারটি কেমন হবে, সে সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

١٤٥٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَقْرَأُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ اَجْرَانِ ـ

১৪৫৪। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং কুরআনে অভিজ্ঞও — সে ব্যক্তি অতি সম্মানিত ফেরেশ্তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে পড়ে, তার জন্য দুটি বিনিময় অবধারিত -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٥٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِىْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ ـ

১৪৫৫। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ যখন কোন কওমের লোকেরা আল্লাহ্‌র ঘরের কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং একে অন্যকে শিখায় এবং শিখে, তখন তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশ্‌তারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদের ব্যাপারে তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের সামনে উল্লেখ করেন।

١٤٥٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ نَا مُوْسَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِى الصُّفَّةِ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَّغْدُوْ اِلٰى بُطْحَانَ اَوِ الْعَقِيْقِ فَيَاْخُذُ نَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ زُهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ اِثْمٍ بِاللّٰهِ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ قَالُوْا كُلُّنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَنْ يَّغْدُوَ اَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ اٰيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَاِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلُ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ ـ

১৪৫৬। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের আল্‌-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর হতে বের হন, এসময় আমরা "সুফ্‌ফাতে" (মসজিদে নববীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম। তখন তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ কর যে, প্রত্যুষে সে বাত্‌হা বা আকীক্‌ নামক ময়দানে গমন করবে, এবং সে সেখান হতে উজ্জল বর্ণের হৃষ্টপুষ্ট, বহুমূল্য দুইটি উট সংগ্রহ করবে, যার সংগ্রহে সে কোনরূপ অন্যায় করে নাই বা আত্মীয়তা বিচ্ছিন্নও করে নাই? তারা বলেন, আমরা সকলেই এটা পছন্দ করি। তিনি (স) ইরশাদ করেন ঃ যদি তোমাদের কেউ মসজিদে এসে আল্লাহ্‌র কিতাবের (কুরআনের) দুটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐ দুটি উট হতেও শ্রেয়। যদি সে ব্যক্তি তিনটি আয়াত শিক্ষা করে, তবে তা ঐরূপ তিনটি উট হতেও শ্রেয় হবে। এরূপে সে ব্যক্তি যত আয়াত শিক্ষা করবে, সে ততটি উটের চাইতেও অধিক উত্তম জিনিস প্রাপ্ত হবে -- (মুসলিম)।

٣٥٦. بَابُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

৩৫৬. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা সম্পর্কে

١٤٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبِ الْحَرَّانِيِّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اُمُّ الْقُرْاٰنِ وَاُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِىْ -

১৪৫৭। আহমাদ ইব্‌ন শোআয়েব ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন" হল —উম্মুল্ কিতাব, উম্মুল্ কুরআন এবং আস্‌-সাব্‌উ আল্‌-মাছানী — (বুখারী, তিরমিযী)।[১]

١٤٥٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا خَالِدٌ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَعَاهُ قَالَ صَلَّيْتُ ثُمَّ اَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيْبَنِىْ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّىْ قَالَ اَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ لَاُعَلِّمَنَّكَ اَعْظَمَ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ فِى الْقُرْاٰنِ شَكَّ خَالِدٌ قَبْلَ اَنْ اَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَوْلُكَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَهِىَ السَّبْعُ الْمَثَانِى الَّتِىْ اُوْتِيْتُ وَالْقُرْاٰنُ الْعَظِيْمُ -

১৪৫৮। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয (র) ... আবু সাঈদ ইব্‌নুল মুআল্লা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা তিনি নামাযে রত থাকাবস্থায় নবী করীম (স) তাঁর পাশ দিয়ে গমনকালে তাঁকে ডাকেন। রাবী বলেন, আমি

---

(১) আস্‌-সাব্‌উ আল্‌-মাছানী বলা হয় সূরা ফাতিহাকে। এই সূরার মধ্যে এমন সাতটি আয়াত আছে, যা পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থ তাওরাত, যাবূর ও ইন্‌জীলের মধ্যে নাই। এই সাতটি আয়াত নামাযের প্রতিটি রাকাতে পঠিত হয়। একে মাছানী বলার কারণ এটাও যে, তা আল্লাহর প্রশংসায় পরিপূর্ণ। এই সূরাকে উম্মুল কুরআন এইজন্য বলা হয় যে, তা গোটা কুরআনের সারমর্মস্বরূপ। সূরা ফাতিহা, সাবউ আল-মাছানী ও উম্মুল-কুরআন ছাড়াও এর অনেক নাম আছে — (অনুবাদক)।

নামায সমাপনান্তে তাঁর খিদমতে হাযির হই। তিনি (স) জিজ্ঞাসা করেন, আমার ডাকে সাড়া দিতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, আমি নামাযে রত ছিলাম। তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা কি ইরশাদ করেন নাই, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে আহ্‌বান করেন, তখন তোমরা তার জবাব প্রদান করবে, কেননা তিনি (স) তোমাদেরকে সত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন? অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আমি আজ মস্‌জিদ হতে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কুরআনের একটি সর্বোৎকৃষ্ট সূরা শিক্ষা দিব। আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার মূল্যবান কথাটি বর্ণে বর্ণে সংরক্ষিত করব, যা আপনি ইরশাদ করবেন। তিনি (স) বলেন ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন সূরা যা প্রদান করা হয়েছে; এটা আস্‌-সাব্‌উ আল-মাছানী — এবং আল্‌-কুরআনুল আজীম - - (বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٥٧. بَابُ مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

৩৫৭. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ফাতিহা লম্বা সূরাগুলোর (অর্থের দিক দিয়ে) অন্তর্ভূক্ত

١٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُوْتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي الطُّوَلِ وَاُوْتِيَ مُوْسٰى سِتًّا فَلَمَّا اَلْقَى الْاَلْوَاحَ رُفِعَتِ اثْنَتَانِ وَبَقِيَ اَرْبَعٌ -

১৪৫৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাব্‌উ আল-মাছানী নামীয় দীর্ঘ সূরাটি (অর্থের দিক দিয়ে) প্রদান করা হয়েছে এবং মূসা (আ)-কে ছয়টি 'তখত' (যাতে তওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ ছিল) প্রদান করা হয়। অতঃপর যখন তিনি (আ) তা রাগে নিক্ষেপ করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এর (ভগ্ন) দুটিকে উঠিয়ে নেন এবং চারিটি অবশিষ্ট থাকে - - (নাসাঈ)।

٣٥٨. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ اٰيَةِ الْكُرْسِيِّ

৩৫৮. অনুচ্ছেদ ঃ আয়াতুল্ কুরসীর ফযীলত

١٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدُ بْنُ اِيَاسٍ عَنْ اَبِي السَّلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَىُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَبَا الْمُنْذِرِ اَيُّ اٰيَةٍ مَّعَكَ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ قَالَ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ وَقَالَ لِيَهْنِ لَكَ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ ـ

১৪৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবুল মুন্‌যির! তোমার নিকট কুরআনের কোন্ আয়াতটি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? আমি বলি, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এ বিষয়ে অধিক অবগত। তিনি (স) তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, হে আবুল মুন্‌যির! তোমার নিকট কুরআনের কোন আয়াতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ? রাবী বলেন, তখন আমি বলি, আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হায়উল কায়্যুম। এতদশ্রবণে তিনি (স) আমার বক্ষে হাত চাপড়িয়ে (মহব্বতের সাথে) বলেন ঃ হে আবুল মুন্‌যির! তোমার জন্য কুরআনের ইল্‌ম বরকতময় হোক -- (মুসলিম)।

٣٥٩. بَابُ سُوْرَةِ الصَّمَدِ

৩৫৯. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা ইখ্‌লাসের ফযীলত

١٤٦١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَّقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ وَكَاَنَّ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْاٰنِ ـ

১৪৬১। আল্‌-কানাবী (র) ... হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে "কুল হুআল্লাহু আহাদ" সূরাটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করতে শ্রবণ করেন। পরদিন প্রত্যুষে ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে তার উল্লেখ করেন এবং ঐ ব্যক্তির (শ্রবণকারীর) নিকট এর ফযীলত কম মনে হয়েছিল। তখন নবী করীম (স) বলেন ঃ ঐ আল্লাহ্‌র শপথ যাঁর নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন! এই সূরাটি গোটা কুরআনের তিন ভাগের একভাগ তুল্য (মর্যাদার দিক দিয়ে) — (বুখারী, নাসাঈ)।

٣٦٠. بَابُ فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

৩৬০. অনুচ্ছেদ ঃ সূরা নাস ও ফালাকের ফযীলত

١٤٦٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلٰى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنْتُ اَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لِىْ يَا عُقْبَةُ اَلاَ اُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُوْرَتَيْنِ قُرِئَتَا فَعَلَّمَنِىْ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ قَالَ فَلَمْ يَرَنِىْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلٰوةِ صَلّٰى بِهِمَا صَلٰوةُ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ اِلْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ ـ

১৪৬২। আহমাদ ইব্ন আমর (র) ... উক্বা ইব্ন আমির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উটের রশি ধরে টেনে নিয়ে যেতাম। তিনি (স) একদিন আমাকে বলেন ঃ হে উক্বা ! আমি কি তোমাকে দুটি সূরা শিক্ষা দিব, যা তুমি পাঠ করবে? অতঃপর তিনি (স) আমাকে "কুল্ আউযু বি-রব্বিল ফালাক্" ও "কুল্ আউযু বি-রব্বিন নাস" সূরা দুটি শিক্ষা দেন। এতে তিনি (স) আমাকে খুব উৎফুল্ল দেখেন নাই। অতঃপর তিনি (স) ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে অবতরণ করে নামাযের মধ্যে উক্ত সূরা দুটি পাঠ করেন। তিনি (স) নামায শেষে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন ঃ হে উক্বা ! তুমি কেমন দেখলে? (অর্থাৎ যে সূরা দুটি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা দ্বারা নামায আদায় করা চলে) — (নাসাঈ)।

١٤٦٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ بَيْنَا اَنَا اَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالْاَبْوَاءِ اِذْ غَشِيَتْنَا رِيْحٌ وَّ ظُلْمَةٌ شَدِيْدَةٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ بِاَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَيَقُوْلُ يَاعُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِى الصَّلٰوةِ ـ

১৪৬৩। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুহ্‌ফা ও আব্‌ওয়া নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে সফরে ছিলাম। ঐ সময় হঠাৎ আমাদেরকে ঘোর কৃষ্ণ অন্ধকার ও প্রবল বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তিনি (স) আল্লাহ্‌র নিকট "সূরা নাস" ও "সূরা ফালাক্" পাঠ করে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং আমাকে বলেন ঃ হে উক্‌বা! তুমিও এদের দ্বারা আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। এর চাইতে অধিক উত্তম তা'বীয আর কিছুই নাই। আমি নবী করীম (স)-কে এই দুটি সূরার দ্বারা নামাযের ইমামতি করতেও শ্রবণ করেছি।

٣٦١. بَابُ كَيْفَ يَسْتَحِبُّ التَّرْتِيْلُ فِى الْقِرَاءَةِ

৩৬১. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফের কিরাআতের মধ্যে 'তার্‌তীল' সম্পর্কে

١٤٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِى الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ اٰخِرِ اٰيَةٍ تَقْرَأُهَا ـ

১৪৬৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাক এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাক। তুমি তাকে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাক, যেরূপ তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) ঐটিই যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٦٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا ـ

১৪৬৫। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... কাতাদা (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তিনি (স) যেখানে যতটুকু টেনে পড়ার প্রয়োজন, সেখানে ততটুকুই লম্বা করে টেনে পড়তেন -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٦٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُمَلَّكٍ اَنَّهُ سَاَلَ اُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ صَلاَتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتُهُ كَانَ يُصَلِّيْ وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّيْ قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتّٰى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَاذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا ۔

১৪৬৬। য়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... ইয়ালা ইব্‌ন মুমাল্লাক্‌ (র) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায ও কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তাঁর ও তাঁর নামাযের সংগে তোমাদের সম্পর্ক কি? তিনি (স) যতক্ষণ নামায আদায় করতেন, ততক্ষণ সময় ঘুমাতেন; অতঃপর তিনি (স) যতক্ষণ ঘুমাতেন তৎপরিমাণ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করতেন; তিনি (স) যতক্ষণ নামাযের মধ্যে কাটাতেন, ততক্ষণ সময় নিদ্রা যেতেন এবং এরূপে তিনি (স) সকালে উপনীত হতেন। তিনি তার (স) কিরাআত পাঠের বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তিনি (স) কিরাআতের প্রতিটি হরফ (অক্ষর) স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত করতেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلٰى نَاقَتِهِ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ ۔

১৪৬৭। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয়ের দিন স্বীয় উষ্ট্রীর উপর অবস্থান করে "সূরা ফাতহ্‌" বারবার তিলাওয়াত করতে দেখেছি -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ ۔

১৪৬৮। উছ্‌মান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... বারা' ইব্‌ন আযেব্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা তোমাদের

ধ্বনির সাহায্যে কুরআনকে সুষমামণ্ডিত কর, অথবা তোমরা কুরআনকে তাজবীদ ও তারতীলের সাথে সুন্দরভাবে পাঠ কর -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٦٩- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَعْنَاهُ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَقَالَ يَزِيْدُ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ هُوَ فِيْ كِتَابِيْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ -

১৪৬৯। আবুল ওলীদ, কুতায়বা ও য়াযীদ (র) পূর্ববতি হাদীছের অনুরূপ অর্থে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী কুতায়বা বলেন, আমার কিতাবে তা এইরূপে সংরক্ষিত আছে ঃ সাঈদ ইব্ন আবু সাঈদ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে কুরআনকে স্পষ্টরূপে বিশুদ্ধভাবে মধুর সুরে তিলাওয়াত করে না।

١٤٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا سُفْيٰنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ نَهِيْكٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৪৭০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ ।

١٤٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ نَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَقُوْلُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ يَزِيْدَ مَرَّ بِنَا اَبُوْ لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتّٰى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْأَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْاٰنِ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اَرَاَيْتَ اِذْ لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ -

১৪৭১। আব্দুল আলা ইব্‌ন হাম্মাদ, আব্দুল জাব্বার ইব্‌নুল ওয়ারদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন আবু মুলায়কাকে বলতে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আবু য়াযীদ বলেছেন, একদা হযরত আবু লুবাবা (রা) আমার পার্শ দিয়ে গমনকালে আমি তাঁকে অনুসরণ করতে থাকি। ঐ সময় তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে আমিও তথায় প্রবেশ করি। সেখানে আমি শীর্ণদেহ ও জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে বলতে শুনি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে স্পষ্টভাবে উত্তম সুরে কুরআন পাঠ করে না। রাবী বলেন ঃ তখন আমি আবু মুলায়কাকে বলি, হে আবু মুহাম্মাদ! যদি কেউ এরূপে মধুর স্বরে তা পাঠ না করতে পারে? তিনি বলেন, সে ব্যক্তি তার সাধ্যানুযায়ী তা উত্তমরূপে তিলাওয়াতের চেষ্টা করবে।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالَ قَالَ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَسْتَغْنِى بِهِ -

১৪৭২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত। ওকী (র) বলেন, ইব্‌ন উয়ায়না (র) সুমধুর স্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

١٤٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَحَيْوَةُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَّا اَذِنَ لِنَبِىٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْاٰنِ يَجْهَرُ بِهِ -

১৪৭৩। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ তাআলা ঃ কোন কিছুই এতটা নিবিষ্টভাবে শুনেন না যেভাবে তিনি কুরআনের পাঠ শুনেন — যখন তাঁর নবী সুমধুর কণ্ঠে স্পষ্ট উচ্চারণে তা পাঠ করেন। -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٦٢. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ مَنْ حَفِظَ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

৩৬২. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন হিফ্‌জের পর তা ভুলে গেলে, তার কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

١٤٧٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ

عِيْسَى بْنِ فَائِد عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ الاَّ لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَجْذَمَ ـ

১৪৭৪। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ... সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন পাঠের পর তা ভুলে যায়, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সাথে খালি হাতে সাক্ষাত করবে।

٣٦٣- بَابُ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ

৩৬৩. অনুচ্ছেদ ঃ কুরআন সাত হরফে নাযিল হওয়া সম্পর্কে

١٤٧٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمٍ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَانِيْهَا فَكِدْتُ اَنْ اَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَمْهَلْتُهُ حَتّٰى اِنْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِىْ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّىْ سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْفُرْقَانِ عَلٰى غَيْرِ مَا اَقْرَأْتَنِيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اِقْرَأْ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِىْ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِىْ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَقَالَ هٰكَذَا اُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ انَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اُنْزِلَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَمِنْهُ ـ

১৪৭৫। আল্‌-কানাবী (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আব্দুল ক্বারী (র) বলেন, আমি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি হিশাম ইব্‌ন হাকীম (রা)-কে সূরা আল্‌-ফুরকান আমার পাঠের নিয়মের ব্যতিক্রমে পাঠ করতে শুনি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে তা শিক্ষা দেন। আমি তার উপর ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত হই, কিন্তু তাঁকে পাঠ শেষ করার সুযোগ দিলাম। তিনি অবসর হলে আমি তার গলায় আমার চাদর পেচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাযির করি এবং বলি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি এই ব্যক্তিকে সূরা ফুরকান্ অন্যরূপে তিলাওয়াত করতে শুনেছি,

যেরূপে আপনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন তার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বলেন ঃ তুমি পাঠ কর। তখন সে ব্যক্তি ঐরূপে পাঠ করে, যেরূপে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তা এরূপই অবতীর্ণ হয়েছে। পরে তিনি (স) আমাকে বলেন ঃ এবার তুমি পাঠ কর। তখন আমি তা তিলাওয়াত করি। আমার পাঠের পর তিনি (স) বলেন ঃ সূরাটি এভাবে নাযিল হয়েছে। অতপর তিনি বলেন ঃ কুরআন সাত কিরআতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব যেভাবে পড়তে সহজ হয় তোমরা পাঠ কর — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٧٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ اِنَّمَا هٰذِهِ الْاَحْرُفُ فِي الْاَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ يَخْتَلِفُ فِيْ حَلَالٍ وَّلَا حَرَامٍ -

১৪৭৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র) ... মামার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমাম যুহ্রী (র) বলেন, কুরআন যে সাত কিরাআতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা কেবলমাত্র আক্ষরিক পার্থক্য, এতে হালাল-হারাম সম্পর্কে কোন বিভেদ নাই।

١٤٧٧- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اُبَيُّ اِنِّيْ اُقْرِأْتُ الْقُرْاٰنُ فَقِيْلَ لِيْ عَلٰى حَرْفٍ اَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِيْ مَعِيَ قُلْ عَلٰى حَرْفَيْنِ قُلْتُ عَلٰى حَرْفَيْنِ فَقِيْلَ لِيْ عَلٰى حَرْفَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِيْ مَعِيَ قُلْ عَلٰى ثَلَاثَةٍ قُلْتُ عَلٰى ثَلٰثَةٍ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا اِلَّا شَافٍ كَافٍ اِنْ قُلْتَ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا مَّا لَمْ تُخْتَمْ اٰيَةُ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ اَوْ اٰيَةُ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ -

১৪৭৭। আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী (র) ... উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উবাই! আমাকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তুমি কি তা এক হরফে পড়তে চাও, না দুই হরফে ? ঐ সময় আমার সংগী ফেরেশতা আমাকে বলেন ঃ আপনি বলুন, আমি দুই হরফে পড়তে চাই। তখন আমি বলি ঃ দুই হরফের দ্বারা। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ তুমি কি দুই হরফে পড়তে চাও, না তিন হরফে ? তখন আমার সংগী ফেরেশ্তা (জিব্রাঈল) আমাকে বলেন, আপনি বলুন ঃ তিন হরফের দ্বারা। তখন আমি বলি ঃ তিন

হরফের রীতিতে। এরূপে সাত কিরাআত (বা রীতি) পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এই হরফগুলো বা কিরাআত দ্বারা কুরাআন পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যদি তুমি বল ঃ سَمِيْعًا عَلِيْمًا عَزِيْزًا حَكِيْمًا তবে তুমি ঠিকই বলবে। (এভাবে যদি কেউ বলে ঃ عَلِيْمًا سَمِيْعًا او سَمِيْعًا عَلِيْمًا তবে তাও ঠিক) যতক্ষণ না আযাবের আয়াত রহমতের সাথে অথবা রহমতের আয়াত আযাবের সাথে সম্মিলিত হয়। (অর্থাৎ শব্দের বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও যেন অর্থের মধ্যে কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয়)।

١٤٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلَى عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ اَضَاةِ بَنِيْ غِفَارٍ فَاَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى حَرْفٍ قَالَ اَسْئَلُ اللّٰهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ اِنَّ اُمَّتِيْ لاَ تُطِيْقُ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا حَتّٰى بَلَغَ سَبْعَةَ اَحْرُفٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تُقْرِئَ اُمَّتَكَ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ فَاَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوْا عَلَيْهِ فَقَدْ اَصَابُوْا ـ

১৪৭৮। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গিফার গোত্রের কূপের নিকট অবস্থানকালে তাঁর নিকট জিব্‌রাঈল (আ) আগমন করে বলেন ঃ আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, আপনি আপনার উম্মতের সকলকে যেন একই কিরাআতের অনুসারী বানান। তখন তিনি (স) বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি যে, এ ব্যাপারে আমার উম্মতের এই ক্ষমতা নাই। জিব্‌রাঈল (আ) দ্বিতীয় বার আগমন করে পূর্বের ন্যায় বলেন, নবী করীম (স) একইরূপ বলেন। এরূপে সাত কিরাআত পর্যন্ত পৌছায়। অতঃপর জিব্‌রাঈল (আ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে আপনার উম্মতদেরকে সাত কিরাআতে কুরআন পড়াবার অনুমতি প্রদান করেছেন। আপনার উম্মতেরা এই সাত কিরাআতের যে কোন কিরাআতে কুরআন পাঠ করবে, তারা ঠিক করবে।

٣٦٤. بَابُ الدُّعَاءِ

৩৬৪. অনুচ্ছেদ ঃ দু'আর ফযীলত

١٤٧٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ يُسَيْعٍ

الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّعَاءُ هِيَ الْعِبَادَةُ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ـ

১৪৭৯। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন ঃ দুআও একটি ইবাদাত। তোমাদের রব বলেন ঃ তোমরা আমার নিকট দু'আ কর। আমি তা কবুল করব -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ اَبِيْ نُعَامَةَ عَنِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعَنِيْ اَبِيْ وَاَنَا اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلاَسِلِهَا وَاَغْلاَلِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الدُّعَاءِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ اِنَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَ الْجَنَّةَ اُعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْرِ وَاِنْ اُعِذْتَ مِنَ النَّارِ اُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّرِّ ـ

১৪৮০। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্ন সা'দ (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ বলতে শুনেন যে, "ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাত, তার নিআমত ও সুখ-সৌন্দর্য ইত্যাদি কামনা করছি এবং আপনার নিকট দোযখের অগ্নি, তার লোহার জিঞ্জীর ও বেড়ী ইত্যাদি হতে পরিত্রাণ কামনা করি।" আমার পিতা বলেন ঃ হে প্রিয় বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, অতি সত্ত্বর এমন এক সম্প্রদায় প্রকাশ পাবে, যারা দু'আর মধ্যে অতিরঞ্জন করবে। কাজেই তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। যদি তোমাকে জান্নাত দান করা হয়, তবে তার যাবতীয় সুখ-সম্পদ, আরাম-আয়েশের উপকরণাদিসহ প্রদান করা হবে। আর যদি তোমাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করা হয়, তবে অবশ্যই তুমি তার যাবতীয় কষ্ট-মুসীবত হতেও নিষ্কৃতি পাবে।

١٤٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا حَيْوَةُ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ اَنَّ اَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُوْ فِيْ صَلاَتِه لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ هٰذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ اَوْ لِغَيْرِه اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّه وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ ـ

১৪৮১। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... ফাদালা ইব্‌ন উবায়েদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম – এর সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (স) শুনতে পান যে, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও নবী করীম (স)–এর উপর দরূদ পাঠ ব্যতিরেকে দুআ করতে শুরু করে। তিনি (স) বলেন ঃ সে তাড়াহুড়া করেছে।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) ঐ ব্যক্তিকে বা অন্য কাউকে ডেকে বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর উপর দরূদ পাঠ করে, অতপর তার ইচ্ছানুযায়ী দু'আ করে – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٤٨٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْ نُوْفَلٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوٰى ذٰلِكَ ـ

১৪৮২। হারূন ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে জাওয়ামি (অর্থাৎ এরূপ দু'আ যার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় উল্লেখ থাকে; যে দু'আর মধ্যে সমস্ত মুসলমান শামিল অথবা এরূপ দু'আ যা স্বয়ংসম্পূর্ণ)–কে ভালবাসতেন এবং এটা ব্যতীত অন্য সব কিছু তিনি পরিত্যাগ করতেন।

١٤٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْئَالَةَ فَاِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ ـ

১৪৮৩। আল্ – কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যেন এরূপ দু'আ না করে ঃ ইয়া আল্লাহ! যদি তুমি ইচ্ছা

কর তবে আমাকে মার্জনা কর। আর যদি তুমি চাও, তবে আমার উপর রহম কর। বরং দৃঢ়তার সাথে দু'আ করবে। কেননা আল্লাহ্র উপর কারো জোর খাটে না -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٤٨٤- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعَجِّلْ فَيَقُوْلُ قَدْ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ -

১৪৮৪। আল্- কানাবী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল হয়ে থাকে, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি তার জন্য তাড়াহুড়া করে এবং এরূপ বলতে থাকে যে, আমি দু'আ করলাম অথচ তা কবুল হয় নাই -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٨٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اسْحٰقَ عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيْهِ بِغَيْرِ اذْنه فَانَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ سَلُوا اللّٰهَ بِبُطُوْنِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهٰذَا الطَّرِيْقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيْفٌ أَيْضًا -

১৪৮৫। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা দেয়ালে পর্দা দিও না। যে ব্যক্তি অন্যের বিনানুমতিতে তার চিঠির প্রতি নজর করে সে যেন দোযখের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। তোমরা তোমাদের হাতের তালু উপরের দিকে করে দু'আ করবে, হাতের পিঠ উপরের দিকে করে নয় এবং দুআর শেষে (হাত) মুখমণ্ডলে মাসেহ্ করবে।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ বিভিন্ন সনদে মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর সমস্ত বর্ণনাই অগ্রহণযোগ্যে। অবশেষে তিনি বলেন ঃ দু'আর এই পদ্ধতি উত্তম, যদিও রিওয়ায়াত যঈফ -- (ইব্ন মাজা)।

١٤٨٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ قَرَأْتُهُ فِيْ اَصْلِ اِسْمٰعِيْلَ يَعْنِيْ ابْنَ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِيْ ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ نَا اَبُوْ ظَبْيَةَ اَنَّ اَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُوْنِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُوْنِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْئَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِيْ مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ ـ

১৪৮৬। সুলায়মান ইব্ন আব্দুল হামীদ (র) ... মালিক ইব্ন য়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যখন তোমরা আল্লাহ্র কাছে দু'আ কর তখন তোমরা হাতের পেট দ্বারা দুআ করবে, পিঠ দ্বারা নয়। সুলায়মান (র) বলেন, আমাদের মতে — মালিক (রা) মহানবী (স)–এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

١٤٨٧- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ نَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ هٰكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا ـ

১৪৮৭। উক্বা ইব্ন মুকাররাম (র) ... আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কখনও হাতের পেটের দ্বারা এবং কখনও পিঠের দ্বারা দু'আ (ইস্তিস্কার নামাযে) করতে দেখেছি।

١٤٨٨- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا عِيْسٰى يَعْنِيْ بْنَ يُوْنُسَ نَا جَعْفَرٌ يَّعْنِيْ بْنَ مَيْمُوْنٍ صَاحِبَ الْاَنْمَاطِ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِيْ مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اِلَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا ـ

১৪৮৮। মুতাম্মাল ইব্নুল ফাদল (র) ... সাল্মান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের রব চিরঞ্জীব ও

মহান দাতা। যখন কোন বান্দাহ হাত উঠিয়ে তাঁর নিকট দু'আ করে, তখন তিনি তার খালি হাত ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন -- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٤٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ يَعْنِى بْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنِى الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْمَسْأَلَةُ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ اَوْ نَحْوَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ اَنْ تُشِيْرَ بِاِصْبَعٍ وَّاحِدَةٍ وَالْاِبْتِهَالُ اَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيْعًا ـ

১৪৮৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'আর আদব (শিষ্টতা) হল, উভয় হস্তকে কাঁধ বা তার সম-পরিমাণ পর্যন্ত উত্তোলন করা এবং ইস্তিগ্‌ফারের (গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করার) আদব হল, দুআর সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করা। এবং ইব্‌তিহালের (অর্থাৎ দু'আর সময় রোনাজারি, কান্নাকাটি করা) আদব হল–দুআর সময় উভয় হস্তকে এত উপরে উঠানো যাতে হাতের বগলের সাদা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

١٤٩٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَالْاِبْتِهَالُ هٰكَذَا اَوْ رَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُوْرَهُمَا مِمَّا يَلِىَ وَجْهَهُ ـ

১৪৯০। আমর ইব্‌ন উছ্‌মান (র) ... আব্বাস ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (র) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ ইব্‌তিহাল্‌ এরূপ যে, দু'আর সময় হাতের পৃষ্ঠদেশ দু'আকারীর মুখের দিকে থাকবে।

١٤٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَخِيْهِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

১৪৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٩٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ -

১৪৯২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আস্‌-সাইব ইব্‌ন য়াযীদ (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আর সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং তার দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ্ করতেন।

١٤٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَّقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ اللّٰهَ بِالاِسْمِ الَّذِيْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ -

১৪৯৩। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে এরূপ দুআ করতে শুনেন ঃ "ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তুমিই আল্লাহ এবং তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি একক এবং অমুখাপেক্ষী যার কোন সন্তান নাই এবং যিনি কারও সন্তান নন এবং যার সমকক্ষ কেউই নাই।" তখন তিনি (স) বলেন ঃ তুমি আল্লাহর নিকট তাঁর ঐ নাম ধরে প্রার্থনা করেছ, যখন এরূপে কেউ দু'আ করে তখন আল্লাহ তা প্রদান করেন এবং এরূপে দু'আ করলে তিনি তা কবুল করে থাকেন -- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٤٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ نَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ لَقَدْ سَأَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الاَعْظَمِ -

১৪৯৪। আব্দুর রহমান ইব্‌ন খালিদ (র) ... মালিক ইব্‌ন মিগওয়াল (র) এই হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত কথা উল্লেখ করেছেন ঃ নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট "ইস্‌মে আজমের" দ্বারা (মহান নামের দ্বারা) চেয়েছে -- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٤٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْحَلَبِيُّ نَا خَلَفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ حَفْصٍ يَعْنِي ابْنَ اَخِيْ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَّرَجُلٌ يُّصَلِّيْ ثُمَّ دَعَا اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَاالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ دَعَا اللّٰهَ بِاِسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَاِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى -

১৪৯৫। আব্দুর রহমান ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে বসে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি নামায শেষে এরূপ দু'আ করতে থাকে ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তুমিই সমস্ত প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া আর কোন দানকারী ইলাহ্ নাই, তুমিই আসমান ও যমীনসমূহের সৃষ্টিকারী, হে মহান শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ও মহান দাতা, হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর !" এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের মাধ্যমে দু'আ করেছে এবং যদি কেউ এরূপে দু'আ করে, তবে তা অবশ্যই কবুল হবে। আর যদি কেউ এরূপে চায়, তবে আল্লাহ তাকে তা দান করেন -- (নাসাঈ)।

١٤٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِسْمُ اللّٰهِ الْاَعْظَمُ فِيْ هَاتَيْنِ الْاٰيَتَيْنِ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ وَفَاتِحَةُ سُوْرَةِ اٰلِ عِمْرَانَ الٓمّٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ -

১৪৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা বিন্তে য়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ এই দুটি আয়াত হল আল্লাহ্র "ইসমে আজম", মহান নাম।

১। অর্থাৎ তোমাদের ইলাহ্ এক, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, যিনি দাতা–দয়ালু।

২। সূরা আল্–ইম্‌রানের প্রথমাংশ ঃ আলিফ, লাম, মীম, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَّهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُوْ عَلٰى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُسَبِّخِىْ عَنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَا تُسَبِّخِىْ اَىْ لَا تُخَفِّفِىْ عَنْهُ ـ

১৪৯৭। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর একটি চাদর চুরি হয়ে যায়, তিনি চোরের জন্য বদ্দুআ করতে শুরু করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তার জন্য ঐরূপ করে বিষয়টি হাল্কা কর না (অর্থাৎ তার পাপের বোঝা কমিও না)।

١٤٩٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ اِسْتَاْذَنْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِىْ وَقَالَ لَا تَنْسَنَا يَا اُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِىْ اَنَّ لِىْ بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيْتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِيْنَةِ فَحَدَّثَنِيْهِ وَقَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَىَّ فِىْ دُعَائِكَ ـ

১৪৯৮। সুলায়মান ইব্ন হারব্ (র) ... উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উম্রাহ করার জন্য অনুমতি চাইলে তিনি (স) আমাকে অনুমতি প্রদান করে বলেন ঃ হে আমার প্রিয় ভাই ! তুমি দুআ করার সময় যেন আমাদের কথা ভুলে না যাও। অতঃপর উমার (রা) বলেন ঃ নবী করীম (স) –এর এই উক্তি "হে আমার প্রিয় ভাই" আমাকে এত খুশী করে যে, আমি যদি এর পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়ার মালিক হতাম, তবুও এত খুশী হতাম না।

রাবী শোবা বলেন, অতঃপর আমি আসেম (র)–র সাথে মদীনাতে সাক্ষাত করলে তিনি আমাকে বলেন ঃ তখন নবী করীম (স) উমার (রা) — কে বলেন ঃ হে ভ্রাত ! তুমি তোমার দুআর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক কর – – (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٤٩٩- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ مَرَّ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَدْعُوْ بِاَصْبُعَىَّ فَقَالَ اَحِّدْ اَحِّدْ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

১৪৯৯। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্‌ (র) ... সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমি দুই আংগুল উঠিয়ে দুআ করতে থাকলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সময় আমার পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন ঃ এক, এক (অর্থাৎ এক আংগুল দ্বারা দু'আ কর) এবং ঐ সময় তিনি (স) তাঁর শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٣٦٥. بَابُ التَّسْبِيْحِ بِالْحَصٰى

৩৬৫. অনুচ্ছেদ ঃ কংকর দ্বারা তাস্‌বীহ্‌ পাঠের হিসাব রাখা

١٥٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُوْ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ هِلاَلٍ حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى امْرَاَةٍ وَّ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى اَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهٖ فَقَالَ اُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ اَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا اَوْ اَفْضَلُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْاَرْضِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

১৫০০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ্‌ (র) ... আয়েশা বিন্‌তে সা'দ, তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে জনৈক মহিলার নিকট গমন করে তার সম্মুখে কিছু দানা অথবা পাথরের টুক্‌রা দেখতে পান, যা দ্বারা তিনি তাস্‌বীহ্‌ পাঠে রত ছিলেন। এতদ্দর্শনে তিনি (স) বলেন ঃ আমি তোমাকে এর চাইতে সহজ পন্থা শিক্ষা দিব। নবী করীম (স) বলেন ঃ সুব্‌হানাল্লাহ্‌ শব্দটি আসমানের যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর সম-সংখ্যক এবং সুব্‌হানাল্লাহ্‌ যমীনে সৃষ্ট যাবতীয় সৃষ্টির সম-সংখ্যক এবং সুব্‌হানাল্লাহ্‌ শব্দটি এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর সম-সংখ্যক। সুব্‌হানাল্লাহ্‌ শব্দটি ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে, তার সমসংখ্যক এবং "আল্লাহু আকবার" ও "আল্‌-হাম্‌দু লিল্লাহ"ও তার (সুবহানাল্লাহ্‌র) অনুরূপ। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"ও তার অনুরূপ এবং লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ"ও তার অনুরূপ -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمَيْضَةَ

بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِيْنَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّقْدِيْسِ وَالتَّهْلِيْلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ ـ

১৫০১। মুসাদ্দাদ (র) ... হুমায়সাহ বিন্‌তে য়াসির (র) য়ুসায়রাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে (মহিলা) তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাক্‌দীস (সুবহানাল্লাহ) ও তাহ্‌লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু)–এর শব্দগুলিকে হিফাজত ও গণনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি (স) এসব আংগুলের গিরার দ্বারা গণনা করতে বলেছেন। কেননা কিয়ামতের দিন আংগুলসমূহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তারা এর স্বীকৃতি প্রদান করবে (সাক্ষ্য দিবে) -- (তিরমিযী)।

١٥٠٢– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ فِيْ آخَرِيْنَ قَالُوْا نَا عَثَّامٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ بِيَمِيْنِهِ ـ

১৫০২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাস্‌বীহ্ পাঠের সময় তাঁর আংগুলে তা গণনা করতে দেখেছি। রাবী ইব্‌ন কুতায়বার বর্ণনায় আছে, নবী করীম (স) তা তাঁর ডান হাতে গণনা করতেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٠٣– حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلٰى اٰلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ وَحَوَّلَ اسْمَهَا فَخَرَجَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا فَرَجَعَ وَهِيَ فِيْ مُصَلَّاهَا فَقَالَ لَمْ تَزَالِيْ فِيْ مُصَلَّاكِ هٰذَا قَالَتْ نَعَمْ قَالَ قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضٰى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

১৫০৩। দাউদ ইব্‌ন উমায়্যা (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়া (রা)-র ঘর হতে (সকালে) বের হন এবং তাঁর পূর্বের নাম ছিল বাররা । নবী করীম (স) তাঁর নাম পরিবর্তন করে জুওয়ায়রিয়া রাখেন। তিনি (স) তাঁর ঘর হতে বের হওয়ার সময়ও তাঁকে জায়নামাযের উপর দেখেন এবং ফিরে এসেও তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এতক্ষণ এই জায়নামাযের উপরই ছিলে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। নবী করীম (স) বলেন ঃ তোমার এখান থেকে যাওয়ার পর আমি চারটি কলেমা তিনবার করে পড়েছি -- তার ওজন করা হলে তোমার পঠিত যিকিরের তুলনায় তাদের ওযন বেশী হবে। তার একটি হল "সুব্‌হানাল্লাহ্ ওয়া বিহাম্‌দিহি", এটা আল্লাহর সৃষ্ট সমস্ত মাখ্‌লুকের সম-সংখ্যক। তা পাঠের ফলে আল্লাহ রাযী হন, তার ওজন পবিত্র আরশের সমান এবং তাঁর (আল্লাহর) সমস্ত বাক্যের সম-সংখ্যক -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَائِشَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَصْحٰبُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَلَهُمْ فُضُوْلُ اَمْوَالٍ يَّتَصَدَّقُوْنَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاَ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ اِلاَّ مَنْ اَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تُكَبِّرُ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ثَلاَثًا وَّثَلاَثِيْنَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلٰثًا وَّثَلٰثِيْنَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ـ

১৫০৪। আব্দুর রহমান ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু যার (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)! বিত্তশালীরা দান-সদ্‌কার দ্বারা আমাদের হতে আমলের মধ্যে অগ্রগামী। আমাদের মত তারাও নামায আদায় করে থাকে। তারা আমাদের মত রোযা রেখে থাকে এবং তারা তাদের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান-সদ্‌কাহ্ করে অধিক ফযীলতের অধিকারী হচ্ছে এবং আমাদের দান-সদ্‌কাহ্ করার মত কোন ধন-সম্পদ নাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিক্ষা দিব না, যার উপর আমল করে তুমি তোমার চাইতে

অগ্রগামীদের (ফযীলতের দিক দিয়ে) সমকক্ষ হতে পার এবং পশ্চাতে যারা আছে, তারা কখনই তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না? অবশ্য যারা তোমার মত আমল করবে (তারা তোমার সমান হবে)। তিনি বলেন ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স), আপনি আমাকে তা শিক্ষা দিন। নবী করীম (স) বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের শেষে "আল্লাহু আকবার" ৩৩ বার, "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ" ৩৩ বার এবং "সুব্‌হানাল্লাহ" ৩৩ বার বলবে এবং সবশেষে পড়বে ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্‌-মুল্‌কু ওয়ালাহুল হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। যে ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করবে, তার গোনাহের পরিমাণ যদি সমুদ্রের ফেনারাজির মত অসংখ্যও হয়, তা মার্জিত হবে -- (মুসলিম)।

٣٦٦ - بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا سَلَّمَ

৩৬৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের সালাম শেষে কি দু'আ পড়বে ?

١٥٠٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اِلَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَىُّ شَيْئٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ فَاَمْلاَهَا الْمُغِيْرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ اِلٰى مُعَاوِيَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ -

১৫০৫। মুসাদ্দাদ (র) ... মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালাম ফিরাবার পর কোন্‌ দু'আ পাঠ করতেন এটা জানার জন্য আমীরে মুআবিয়া (রা) মুগীরাকে পত্র লিখেছিলেন। অতঃপর মুগীরা (রা) মুআবিয়া (রা)-র নিকট এই মর্মে পত্রোত্তরে জানান যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্‌ মুলকু ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেআ লিমা আতায়তা, ওলা মুতিয়া লিমা মানা'তা, ওয়া লা য়ান্‌ফাউ যাল-জাদ্দি মিন্‌কাল্‌ জাদ্দু -- (বুখারী , মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ

اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

১৫০৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়ের (রা)–কে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে ভাষণ দানকালে বলতে শুনেছি ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক্ ওয়া–লাহুল্ হাম্‌দ ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন ও লাও কারিহাল্ কাফিরূন। আহ্‌লুন্–নি'মাতে ওয়াল ফাদলে, ওয়াছ্–ছানাইল হুস্‌নে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারিহাল্ কাফিরূন – – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٠٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيْهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لاَ نَعْبُدُ اِلاَّ اِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيْثَ ـ

১৫০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান (র) ... আবু যুবায়ের (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ হযরত আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের (রা) নামায শেষে তাহ্‌লীল্ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ...) পাঠ করতেন। অতঃপর উপরোক্ত দুআর অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তার সাথে "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন–নি'মাহ্ ... অতিরিক্ত বর্ণনা করে পরে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٠٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ قَالاَ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِىَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ مُسْلِمٍ الْبَجَلِىُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ دُبُرَ صَلٰوتِهِ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اَنَا شَهِيْدٌ اَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اِجْعَلْنِيْ مُخْلِصًا لَّكَ وَاَهْلِيْ فِيْ كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ الْاَكْبَرُ ـ

১৫০৮। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান (র) ... যায়দ ইব্‌ন আর্‌কাম্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। রাবী সুলায়মানের বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন। আনা শাহীদুন্‌ ইন্নাকা আন্‌তার রব্ব, ওয়াহ্‌দাকা লা শারীকা লাকা। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্না মুহামাদ্দান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন, আনা শাহীদুন আন্নাল ইবাদা কুল্লাহুম ইখওয়াহ। আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া রব্বা কুল্লি শায়ইন্‌, ইজআল্‌নী মুখ্‌লিসান্‌ লাকা ওয়া আহলী ফী কুল্লি সাআতিন্‌ ফিদ্‌-দুন্‌য়া ওয়াল আখিরাহ্‌, ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইকরাম। ইস্‌মা ওয়াস্‌তাজিব, আল্লাহু আকবারুল্‌ আকবার। আল্লাহু নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল্‌ আরদি।

রাবী সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ বলেন ঃ রব্বুস-সামাওয়াতে ওয়াল-আরদি, আল্লাহু আকবারুল আকবার, হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নিমাল্‌ ওয়াকীল আল্লাহু আক্‌বারুল আকবার -- (নাসাঈ)।

١٥٠٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

১৫০৯। উবায়দুল্লাহ (র) ... আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের সালামের পর এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্‌লী মা কাদ্দাম্‌তু ওয়ামা আখ্‌খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলান্‌তু, ওয়ামা আস্‌রাফ্‌তু ওয়ামা আন্‌তা আলামু বিহী মিন্নী, আন্‌তাল্ মুকাদ্দাম ওয়াল মুআখ্‌খার, লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা -- (তিরমিযী)।

١٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ رَبِّ اَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْلِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرْ هُدَاىَ اِلَيَّ وَانْصُرْنِيْ عَلَيَّ مَنْ بَغٰى عَلَيَّ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَّكَ رَاهِبًا لَّكَ مِطْوَاعًا اِلَيْكَ مُخْبِتًا اَوْ مُنِيْبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَ ثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ -

১৫১০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ পাঠ করতেন ঃ রব্বী আইন্নী ওয়ালা তুইন্ আলায়্যা, ওয়ান্‌সুর্‌না ওয়ালা তান্‌সুর্ আলাইয়্যা, ওয়াম্‌কুর লী ওয়ালা তাম্‌কুর আলাইয়্যা, ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াস্‌সির হুদায়া আলাইয়্যা, ওয়ানসুরনী আলা মান্ বাগা আলাইয়্যা। আল্লাহুম্মা ইজ্‌আল্‌নী লাকা শাকেরান্ লাকা রাহেবান্ লাকা মিতাওয়াআন্ ইলায়কা, মুখ্‌বিতান্ আও্ মুনীবান্ রব্বি তাকাব্বাল্ তাওবাতী, ওয়াগ্‌ছিল্ হাওবাতী, ওয়া আজিব্ দাও'য়াতী, ওয়াছাব্বিত হুজ্জাতী, ওয়াহ্‌দে কাল্‌বী, ওয়া সাদ্দিদ লিসানী, ওয়াস্‌লুল্ সাখীমাতা কাল্‌বী -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيٰنَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ وَيَسِّرِ الْهُدٰى اِلَيَّ وَلَمْ يَقُلْ هُدَاىَ -

১৫১১। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইব্‌ন মুর্‌রা (র) উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি “ওয়া য়াস্‌সিরিল হুদায়া” –এর স্থলে “ওয়ায়াসসির হুদা” উল্লেখ করেছেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١٢- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوْا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا ـ

১৫১২। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সালামের পর নামায শেষে এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালাম তাবারাক্‌তা ইয়া যাল-জালালে ওয়াল ইক্‌রাম --(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ اَبِىْ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ اَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنْصَرِفَ مِنْ صَلٰوتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ عَائِشَةَ ـ

১৫১৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ... রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম ছাওবান্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) যখন নামায শেষ করতেন, তখন তিনি (স) তিনবার ইস্তিগ্‌ফার (আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্ রব্বী মিন্ কুল্লি যান্‌বেও ওয়া আতূবু ইলায়হে) পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি (স) বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্‌-সালাম, ওয়া মিন্‌কাস্‌ সালাম, তাবারাক্‌তা ইয়া যাল্-জালালে ওয়াল্ ইক্‌রাম -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٦٧- بَابٌ فِى الْاِسْتِغْفَارِ

৩৬৭. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিগ্‌ফার বা ক্ষমা প্রার্থনা সম্পর্কে

١٥١٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ نَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِىِّ عَنْ اَبِىْ نُصَيْرَةَ عَنْ مَوْلًى لِاَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَاِنْ عَادَ فِى الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً ـ

১৫১৪। আন্- নুফায়লী (র) ... আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইস্তিগ্‌ফারের (গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা) পরে তওবা করে, তবে তা ইস্‌রার্ (বারবার) হিসাবে গণ্য হবে না; যদিও সে ব্যক্তি দৈনিক সত্তর বারও এরূপ করে -- (তিরমিযী)।

١٥١٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ الْاَغَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلٰى قَلْبِىْ وَاِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ مِّائَةَ مَرَّةً -

১৫১৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্ (র) ... আল্-আগার্ আল-মুযানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অবশ্য কখনো কখনো আমার 'কল্‌ব' পর্দাবৃত হয় (অর্থাৎ মানুষ হিসাবে দুনিয়ার কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকির হতে গাফিল হয়) এবং আমি আল্লাহর নিকট দৈনিক একশত বার ইস্তিগ্‌ফার করে থাকি -- (মুসলিম)।

١٥١٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ-

১৫১৬। আল – হাসান ইব্‌নুল আলা (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মসজিদে অবস্থানকালে একই বৈঠকে নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করতে-গণনা করেছিঃ রব্বিগফির্ লী ওয়াতুব্ আলায়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্ তাওয়াবুর রাহীম -- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنِىْ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُنِيْهِ عَنْ جَدِّىْ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُوْلُ مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ غُفِرَلَهُ وَاِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ ـ

১৫১৭। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম বিলাল ইব্‌ন য়াসার ইব্‌ন যায়েদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে এই হাদীছটি আমার দাদার সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি নবী করীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনেন ঃ যে ব্যক্তি "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়া আল্‌-হায়্যুল্‌ কায়ূওম, ওয়া-আতূবু ইলায়হে" পাঠ করবে, যদিও সে ব্যক্তি যুদ্ধের ময়দান হতে পালিয়ে আসে, তবুও তার গোনাহ মার্জিত হবে -- (তিরমিযী)।

١٥١٨- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَّخْرَجًا وَّمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَّرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ـ

১৫১৮। হিশাম ইব্‌ন আম্মার (র) ... ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগ্‌ফার পাঠ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সর্ব প্রকার বিপদাপদ হতে মুক্ত করবেন, এবং সব রকম দুশ্চিন্তা হতে রক্ষা করবেন এবং তার জন্য এমন স্থান হতে রিযিকের ব্যবস্থা করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا اِسْمٰعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَاَلَ قَتَادَةُ اَنَسًا اَىُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُوْ بِهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْثَرُ قَالَ كَانَ اَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَّدْعُوْ بِهَا اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ اَنَسٌ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيْهَا ـ

১৫১৯। মুসাদ্দাদ ও যিয়াদ (র) ... আব্দুল আযীয ইব্‌ন সুহায়েব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা কাতাদা (রা) আনাস (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ দু'আ অধিক পাঠ করতেন? তখন তিনি বলেন ঃ তিনি (স)

অধিকাংশ সময় এই দু'আ পাঠ করতেন ঃ আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদ্-দুন্য়া হাসনাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতে হাসানা ওয়াকিনা আযাবান্নার।

রাবী যিয়াদ আরো অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আনাস (রা) যখন দুআ করতেন, তখন এই দুআটি করতেন। আর যখন তিনি অতিরিক্ত দু'আ করতে চাইতেন, তখনও এই দু'আ করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٢٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَئَلَ اللّٰهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ -

১৫২০। য়াযীদ ইব্ন খালিদ (র) ... আবু উমামা ইব্ন সাহল ইব্ন হুনায়ফ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে শাহাদাত প্রাপ্তির কামনা করে, ঐ ব্যক্তি নিজের বিছানায় মারা গেলেও আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করবেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٢١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْاَسَدِيِّ عَنْ اَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كُنْتُ رَجُلًا اِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ اَنْ يَنْفَعَنِيْ وَاِذَا حَدَّثَنِيْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهِ اِسْتَحْلَفْتُهُ فَاِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ وَصَدَقَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يُّذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اِلَّا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ -

১৫২১। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্মা ইব্নুল হাকাম (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি এমন এক ব্যক্তি, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে কোন হাদীছ শুনি, তখন তার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আমলের তৌফিক দান করেন। যখন তাঁর (স) কোন সাহাবী আমার নিকট কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তখন আমি তার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁকে শপথ করতাম। অতঃপর তিনি যখন সে ব্যাপারে হলফ করে বলতেন, তখন আমি তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতাম।

আলী (রা) আরো বলেন, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) আমার নিকট একটি হাদীছ বর্ণনা করেন এবং হল্‌ফ ছাড়াই আমি তাঁর বর্ণিত হাদীছ সত্য বলে গ্রহণ করি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি কেউ গোনাহে লিপ্ত হওয়ার পর উত্তমরূপে উযূ করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে, অতঃপর ইস্তিগ্‌ফার করে আল্লাহ্ তাআলা তার ঐ গোনাহ্ মার্জনা করেন। অতঃপর আবু বাক্‌র (রা) কুরআনের এই আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ যারা কোন অন্যায় কাজে কখনো লিপ্ত হয়, অথবা স্বীয় নফ্‌সের উপর যুলুম করে (গোনাহের দ্বারা) – এইরূপে আয়াতের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে – – (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٢٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ نَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِىْ عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىُّ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهٖ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ فَقَالَ اُوْصِيْكَ يَامُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلٰوةٍ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَاَوْصٰى بِذٰلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَاَوْصٰى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ـ

১৫২২। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে বলেন, হে মুআয ! আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে ভালবাসি। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আমি তোমাকে কিছু ওসয়িত করতে চাই ; তুমি নামায পাঠের পর এটা কোন সময় ত্যাগ করবে না। তা হল ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি ইবাদাতিকা।" অতঃপর মুআয (রা) আল্–সানাবিহীকে এরূপ ওসীয়ত করেন এবং আল্–সানাবিহী আবু আব্দুর রহমানকে এরূপ ওসীয়ত করেন – – (নাসাঈ)।

١٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ

حُنَيْنَ بْنَ اَبِىْ حَكِيْمٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلٰوةٍ ـ

১৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা আল-মুরাদী (র) ... উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক ও সূরা নাস্ পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٢٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوْسِيُّ نَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَّدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا ـ

১৫২৪। আহমাদ ইব্‌ন আলী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল যে, তিনি (স) তিন বার দুআ পাঠ করতেন এবং তিন বার ইস্তিগ্‌ফার পাঠ করতেন -- (নাসাঈ)।

١٥٢٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُوْلِيْنَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ اَوْ فِى الْكَرْبِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا هِلاَلٌ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ـ

১৫২৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আস্‌মা বিন্‌তে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দিব না, যা তুমি বিপদাপদের সময় পাঠ করতে পার ? অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহু, আল্লাহু রব্বী, লা উশ্‌রিকু বিহি শায়আন -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٢٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ وَ سَعِيْدٍ الْجَرِيْرِيِّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِيَّ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ

اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِيْنَة كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوْا اَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا اِنَّ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا مُوْسٰى اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى كَنْزٍ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ـ

১৫২৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আবু উছ্‌মান আল–নাহ্‌দী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মূসা আল্‌–আশ্‌আরী (রা) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর তাঁরা মদীনার নিকটবর্তী হলে লোকেরা উচ্চস্বরে তাক্‌বীর ধ্বনি (আল্লাহু আকবার) দেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেন ঃ তোমরা তো কোন বধীর এবং অনুপস্থিত ব্যক্তিকে আহ্‌বান করছ না, বরং তোমরা (ঐ মহান আল্লাহকে) স্মরণ করছ , যিনি তোমাদের শাহ্‌ রগেরও নিকটবর্তী। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হে আবু মূসা ! আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিসের কথা অবহিত করব, যা জান্নাতের ভান্ডার (খাজানাহ) স্বরূপ ? তখন আমি বলি ঃ সেটা কি? তিনি (স) বলেন ঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

١٥٢٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ اَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَتَصَعَّدُوْنَ فِيْ ثَنِيَّةٍ وَّجَعَلَ رَجُلاً كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادٰى لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ لاَ تُنَادُوْنَ اَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا ثُمَّ قَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ قَيْسٍ فَذَاكَرَ مَعْنَاهُ ـ

১৫২৭। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ কালে এক ব্যক্তি উচ্চকন্ঠে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার” ধ্বনি দেন। এতদ্‌শ্রবণে তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা বধির বা গায়েব সত্তাকে ডাকছ না। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ হে আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন কায়েস ! অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে।

١٥٢٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَرْبَعُوا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ ـ

২৫২৮। আবু সালেহ (র) ... আবু মূসা আশ্‌আরী (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ হে জনগণ! তোমরা নিম্নস্বর ব্যবহার করে তোমাদের নফ্‌সের প্রতি সুবিচার কর -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ الْحُسَيْنِ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُوْلاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ

১৫২৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে (র) ... আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি বলে, আমি রব হিসাবে আল্লাহ্‌কে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেয়ে সন্তুষ্ট — তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে -- (নাসাঈ, মুসলিম)।

١٥٣٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا ـ

১৫৩০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশ বার রহমত বর্ষণ করেন -- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٣١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِى الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلٰوةِ فِيْهِ فَاِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ قَالَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْتَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ بَلِيْتَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ اَجْسَادَ الْاَنْبِيَاءِ ـ

১৫৩১। আল্-হাসান ইব্ন আলী (র) ... আওস ইব্ন আওস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট দিন হল জুমুআর দিন। তোমরা ঐ দিনে আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ করবে। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়ে থাকে। রাবী বলেন, সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স) ! আপনার দেহ মোবারক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তখন কিরূপে তা আপনার সামনে পেশ করা হবে ? জবাবে তিনি (স) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যমীনের জন্য নবীদের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন – – (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٣٦٨ـ بَابُ النَّهْيِ اَنْ يَّدْعُوَ الْاِنْسَانُ عَلٰى اَهْلِهِ وَمَالِهِ

৩৬৮. অনুচ্ছেদঃ সম্পদ ও পরিবার-পরিজনদের অভিশাপ দেওয়া নিষেধ

١٥٣٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوْا عَلٰى اَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللّٰهِ سَاعَةً نَيْلٍ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مُتَّصِلٌ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِىَ جَابِرًا ـ

১৫৩২। হিশাম ইব্ন আম্মা (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা নিজেদের

অভিশাপ দিও না। তোমরা তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের অভিশাপ দিও না, তোমরা তোমাদের চাকর-চাকরানীদের বদ্-দু'আ কর না এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের প্রতি বদ্-দু'আ কর না। কেননা এমন একটি বিশেষ মুহূর্ত আছে যখন দু'আ (বা বদ-দু'আ) করলে তা কবুল হয়ে যায়। কাজেই তোমার ঐ বদ্-দু'আ যেন ঐ মুহূর্তের সাথে মিলে না যায় -- (মুসলিম)।

٣٦٩- بَابُ الصَّلٰوةِ عَلٰى غَيْرِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৬৯. অনুচ্ছেদ ঃ নবী করীম (স) ব্যতীত অন্যের উপর দরূদ পাঠ সম্পর্কে

١٥٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَىَّ وَعَلٰى زَوْجِىْ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكِ وَعَلٰى زَوْجِكِ -

১৫৩৩। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, আমার ও আমার স্বামীর জন্য দু'আ করুন। তখন নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমার এবং তোমার স্বামীর উপর রহম করুন -- (তিরমিযী)।

٣٧٠- بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

৩৭০. অনুচ্ছেদ ঃ কারো অবর্তমানে তার জন্য দু'আ করা

١٥٣٤- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجّٰى نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ اَنَا مُوْسَى بْنُ ثَرْوَانَ حَدَّثَنِىْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كُرَيْزٍ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ حَدَّثَنِىْ سَيِّدِىْ اَبُو الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِاَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ اٰمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ -

১৫৩৪। রাজা ইব্নুল মুরাজ্জা (র) ... আবু দার্দা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ যখন কেউ তার মুসলিম ভ্রাতার জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করে তখন ফেরেশ্তাগণ বলেন, আমীন। তখন দু'আকারীর জন্যও অনুরূপ হবে -- (মুসলিম)।

١٥٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَسْرَعَ الدُّعَاءِ اِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِّغَائِبٍ ـ

১৫৩৫। আহ্মাদ্ ইব্ন আমর (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ঐরূপ দু'আ অতি সত্বর কবুল হয়, যদি কেউ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে - -(তিরমিযী)।

١٥٣٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثُ دَعْوَاتٍ مُّسْتَجَابَاتٍ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ ـ

১৫৩৬। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তির দু'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয় — পিতা-মাতার দু'আ (সন্তানের জন্য), মুসাফিরের দু'আ এবং মযলুম (নির্যাতিত) ব্যক্তির দু'আ - - (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٣٧١ـ بَابٌ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَافَ قَوْمًا

৩৭১. অনুচ্ছেদ ঃ শত্রুর ভয়ে ভীত অবস্থায় পাঠ করার দু'আ

١٥٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ـ

১৫৩৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না (র) ... আবু বুরদা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তিনি (স) কোন সম্প্রদায়ের তরফ হতে কোনরূপ বিপদের আশংকা করতেন তখন এরূপ বলতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আমরা আপনাকে তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য যথেষ্ট মনে করি এবং তাদের অত্যাচার-অবিচার হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি" (আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম) - - (নাসাঈ)।

٣٧٢- بَابٌ فِى الْاِسْتِخَارَةِ

৩৭২. অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিখারার বর্ণনা

١٥٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُقَاتِلٍ خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ لَنَا اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ وَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ يُسَمِّيْهِ بِعَيْنِهِ الَّذِىْ يُرِيْدُ خَيْرًا لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَمَعَادِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ اَللّٰهُمَّ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِّىْ مِثْلَ الْاَوَّلِ فَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَ قْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهِ اَوْ قَالَ فِىْ عَاجِلِ اَمْرِىْ وَاٰجِلِهِ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيْسٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ ـ

১৫৩৮। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... জাবের ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ইস্তিখারার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দান করতেন, যেমন তিনি (স) আমাদেরকে কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতেন। তিনি (স) আমাদের বলতেন ঃ যখন তোমাদের কেউ কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন এরূপ বলবে — "আল্লাহুমা ইন্নী আস্তাখীরুকা বে-ইল্মিকা, ওয়া আস্তাক্দিরুকা বে-কুদ্রাতিকা, ওয়া আস্আলুকা মিন্ ফাদ্লিকাল্ আজীম। ফাইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু, ওয়া তালামু, ওয়ালা আলামু ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব। আল্লাহুম্মা ফাইন্ কুন্তা তা'লামু ইন্না হাযাল আম্রা (এখানে নির্দ্ধারিত সমস্যাটির বিষয় উল্লেখ করতে হবে) খায়রান্ লী ফী দীনী, ওয়া মা'আশী ওয়া মাআদী, ওয়া আকিবাতি আম্রী ফা-আক্দির্হু লী ওয়া য়াস্সিরহু লী ওয়া বারিক লী ফীহে। আল্লাহুম্মা ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামুহু শার্রান্ লী

মিছ্লাল্ আওয়াল ফা-আসরিফ্নী আনহু ওয়া আসরিফহু আন্নী ওয়াকদুর লী আল্-খায়রা হায়ছু কানা ছুম্মা আরদিনী বিহি, আও কালা ফী আজিলি আমরী ওয়া আযেলিহি -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। ১

١٥٣٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ نَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

---

১. 'ইসতিখারা' অর্থ যাতে কল্যাণ নিহিত তা কামনা করা। জীবন যাপনের সাধারণ বিষয়াদিতে কেউ কোনরূপ সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগলে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসতিখারা করবে। সহীহ বুখারী কিতাবুদ দাওয়াত -এ ৪৮ নং অনুচ্ছেদে আছে ঃ

"রাসূলুল্লাহ্ (স) আমাদের প্রতিটি বিষয়ে ইসতিখারা শিক্ষা দিতেন ... তোমাদের মধ্যে কেউ কোন সমস্যায় পতিত হলে সে যেন দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং সালাত সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত দু'আ করে ঃ হে আল্লাহ্। আমি তোমার জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমার নিকট হতে কল্যাণ কামনা করি এবং তোমার শক্তি হতে শক্তি চাই, তোমার মহান অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি। সকল শক্তি তোমার, আমার কোন শক্তি নাই। তুমিই সব কিছু জান, আমি কিছুই জানি না। তুমি সকল অদৃশ্য বিষয় ভালভাবে জ্ঞাত। হে আল্লাহ। আমার দীন, জীবন বিধান এবং পরিণাম হিসাবে যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য কল্যাণকর মনে কর তবে আমাকে তার শক্তি দাও। তুমি যদি মনে কর যে, এই কাজ আমার ধর্ম, আমার জীবন ও পরিণাম হিসাবে অকল্যাণকর — তবে আমার থেকে তা দূরে রাখ এবং তা থেকে আমাকে দূরে রাখ। আমার জন্য যেখানে কল্যাণ নিহিত তার আমাকে শক্তি দাও এবং তার মাধ্যমে আমাকে সন্তুষ্ট কর।" অনুরূপভাবে বুখারী শরীফের কিতাবুত তাওদীদ, ১০ম অনুচ্ছেদে এই দু'আ বর্ধিত আকারে বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন মাজা শরীফের "আল-ইসতিখারা" অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, পৃঃ ৪৪০ (সুনান, খ. ১, মুহাম্মাদ ফু'আদ আবদুল বাকী কর্তৃক বিন্যস্ত)। এই দু'আ প্রায় অনুরূপ আকারে শীআ ইমামিয়্যা মাযহাবেও প্রচলিত আছে (দ্র. আবু জাফার আল কুম্মী, মান লা ইয়াহ্দুরুহুল ফাকীহ খ, ৩৫৫, দারু'ল-কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, নাজাফ ১৩৭৭ হি)। শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী এই ইসতিখারায় দুই রাকাত সালাতের পর আল্লাহ্ তাআলার নিকট কল্যাণ কামনা করে দু'আ করা হয়।

استخاره শব্দটি خار- يخير হতে উদ্ভূত। নিম্নোক্ত বর্ণনাসমূহে এই শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমন ঃ اللهم خر لرسولك (আত্-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৮৩২, লা. ৬) خر له (ইব্ন সাদ, ২/২খ, ৭৩, লা. ১১, ৭৫, লা. ২) এবং خار الله لى (ঐ লেখক, ৮খ, ৯২, লা. ২৫)। অনুরূপভাবে واستخير الله فى السماء يخر لك بعلمه فى القضاء "তুমি আকাশস্থ আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা কর। তিনি তোমার জন্য তাই নির্বাচন করেন যা তাঁর জ্ঞানানুসারে তাকদীরে রয়েছে।" সম্ভবত এটা ইসলাম-পূর্ব যুগের একটি প্রবাদ বাক্য।

বিভিন্ন হাদীছ হতে এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুসলিমগণ প্রাচীন কাল হতেই ইসতিখারার উপর আমল করে আসছিলেন। যখনই ইসতিখারা করা হোক না কেন, তা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য করতে হয়। কালের বিবর্তনে ইসতিখারার মধ্যে এমন কিছু নিয়ম প্রবিষ্ট হয়েছে, শরীআতের দৃষ্টিতে যার কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন ইসতিখারার জন্য মসজিদে যাওয়া আবশ্যক ইত্যাদি। — (স. স.)

٣٧٣- بَابُ الْاِسْتِعَاذَةِ

৩৭৩. অনুচ্ছেদ ঃ আশ্রয় প্রার্থনা করা

১৫৩৯। উছ্মান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ভীরুতা হতে, কৃপণতা হতে, বয়োবৃদ্ধি জনিত দুরবস্থা হতে, অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট ফিত্‌না (হিংসা-বিদ্বেষ) হতে এবং কবরের আযাব হতে -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٤٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

১৫৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শারীরিক দুর্বলতা হতে, অলসতা হতে, কাপুরুষতা হতে, কৃপণতা হতে এবং বয়োবৃদ্ধিজনিত ক্লান্তি বা কষ্ট হতে এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব হতে, এবং আমি আরো আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জীবন-মৃত্যুর ফিত্‌না হতে -- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٤١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَعِيْدٌ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ عَمْرٍو عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ اَسْمَعُهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَضَلَعَ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِيُّ -

১৫৪১। সাঈদ ইব্‌ন মান্‌সূর এবং কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খাদেম ছিলাম। আমি তাঁকে (স) অধিকাংশ সময় বলতে শুনতাম ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুশ্চিতা ও ভাবনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং করভার হতে, মানুষের অহেতুক প্রাধান্য হতে তোমার আশ্রয় কামানা করছি (অর্থাৎ আমি যেন যালিম বা মযলুম না হই) -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٤٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّي عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ -

১৫৪২। আল্-কানাবী (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বার্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে কুরআনের সূরার মত এই দুআটি শিক্ষা দিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের আযাব হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে মুক্তি কামনা করছি, আমি তোমার নিকট মিথ্যুক দাজ্জালের ফিত্না হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আমি তোমার নিকট জীবন-মৃত্যুর ফিতনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - - (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٤٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسٰى نَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ -

১৫৪৩। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐরূপ ফিত্না হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় এবং দোযখের আযাব হতে, এবং দরিদ্রতা ও প্রাচুর্যের ক্ষতি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٤٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ -

১৫৪৪। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট

দরিদ্রতা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তোমার কম অনুকম্পা ও অসম্মানী হতে এবং আমি কারো প্রতি জুলুম করা হতে বা নিজে অত্যাচারিত হওয়া থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٤٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيْلِ عَافِيَتِكَ وَ فُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ -

১৫৪৫। ইব্‌ন আওফ্ (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্যতম একটি দু'আ এই যে ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই তোমার নিয়ামত অপসারণ হতে, ভালোর পরিবর্তে মন্দ হতে, আকস্মিক বিপদাপদ হতে এবং ঐ সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড হতে যা তোমার অসন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যায় -- (মুসলিম)।

١٥٤٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ نَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى السَّلِيْلِ عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ نَا اَبُوْ صَالِحِ السَّمَّانُ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ -

১৫৪৬। আমর ইব্‌ন উছ্‌মান (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই, তোমার বিরুদ্ধাচরণ করা হতে, নিফাক্ (মুনাফিকী) হতে, অসৎ চরিত্রতা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

١٥٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ -

১৫৪৭। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কষ্টদায়ক ক্ষুধা হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা তা অত্যন্ত মারাত্মক এবং আমি তোমার নিকট (আমানতের) খিয়ানত হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি, কেননা এটা একটি ক্ষতিকর স্বভাব -- (নাসাঈ)।

١٥٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَخِيْهِ عَبَّادِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يَسْمَعُ -

১৫৪৮। কুতায়াবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি — ১। এমন ইল্‌ম যা উপকারী নয় ; ২। এমন কল্‌ব যা (আল্লাহর ভয়ে) ভীত নয় ; ৩। এমন নফ্‌স হতে যা পরিতৃপ্ত নয় এবং ৪। এরূপ দু'আ হতে যা কবুল হয় না -- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)।

١٥٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ نَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ قَالَ اَبُوْ مُعْتَمِرٍ اُرٰى اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَلٰوةٍ لاَ تَنْفَعُ وَذَكَرَ دُعَاءً اٰخَرَ -

১৫৪৯। মুহাম্মদ ইব্‌নুল্ মুতাওয়াক্কিল (র) ... আনাস্ ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপে দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন নামায (আদায়) হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি, যা কোন উপকারে আসে না। তিনি (স) এতদ্ব্যতীত অন্য দু'আও করতেন।

١٥٥٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِىِّ قَالَ سَاَلْتُ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَمَّا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ -

১৫৫০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ফারওয়া ইব্ন নাওফাল (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিরূপে দু'আ করতেন? তিনি বলেন, তিনি (স) বলতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঐ সমস্ত অপকর্ম হতে তোমার আশ্রয় কামনা করছি, যা আমি করেছি এবং যা এখনও করি নাই - - (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٥١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ نَا وَكِيْعٌ اَلْمَعْنٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلاَلِ الْعَنْبَسِيِّ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ اَحْمَدَ شَكَلُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ -

১৫৫১। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ...শাকল্ ইব্ন হুমায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আবেদন করি যে, আমাকে দু'আ শিক্ষা দেন। তখন তিনি বলেন ঃ তুমি বল, ইয়া আল্লাহ! আমি কর্ণের অপকর্ম হতে, চোখের দুষ্টামি হতে, যবানের ধৃষ্টতা হতে, কল্বের অপসৃষ্টি হতে, বীর্যের অপব্যবহার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি - - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٥٢- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا مَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَيْفِيٍّ مَوْلٰى اَفْلَحَ مَوْلٰى اَبِيْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيُسْرِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطٰنُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا -

১৫৫২। উবায়দুল্লাহ্ (র) ... আবুল ইয়ুস্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঘর-বাড়ী ভেংগে চাপা পড়া হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, উচ্চ স্থান হতে পতিত হওয়ার ব্যাপার হতে, পানিতে ডুবা, আগুনে জ্বলা ও অধিক বয়োবৃদ্ধি হতে তোমার আশ্রয় কামনা

করছি এবং আমি তোমার নিকট মৃত্যুর সময় শয়তানের প্ররোচনা হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নপর অবস্থায় মৃত্যু হতে তোমার আশ্রয় কামনা করি এবং আমি তোমার নিকট (সাপ, বিচ্ছুর) দংশনজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করা হতে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

١٥٥٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسَى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ مَوْلًى لِاَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِى الْيُسْرِ زَادَ فِيْهِ وَالْغَمِّ -

১৫৫৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ... আবুল ইয়ুস্‌র (রা) হতে (পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ) বর্ণিত হয়েছে। তাতে কেবলমাত্র 'গম' (দুশ্চিন্তা) শব্দটির অতিরিক্ত উল্লেখ আছে।

١٥٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَ الْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْاَسْقَامِ -

১৫৫৪। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করতেন ঃ ইয়া আল্লাহ ! আমি শ্বেত (কুষ্ঠ) রোগ হতে, পাগ্‌লামী হতে, খুজ্‌লী-পাঁচড়া হতে এবং ঘৃণ্য রোগ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি -- (নাসাঈ)।

١٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغَدَانِىُّ نَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ اَنَا الْجَرِيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اَلْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ اَبُوْ اُمَامَةَ فَقَالَ يَا اَبَا اُمَامَةَ مَالِىْ اَرَاكَ جَالِسًا فِى الْمَسْجِدِ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ الصَّلٰوةِ قَالَ هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِىْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَفَلَا اُعَلِّمُكَ كَلَامًا اِذَا قُلْتَهُ اَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضٰى عَنْكَ دَيْنَكَ قَالَ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُلْ اِذَا اَصْبَحْتَ وَاِذَا اَمْسَيْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ

الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ وَقَضٰى عَنِّيْ دَيْنِيْ -

১৫৫৫। আহ্মাদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ (র) ... আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে আবু উমামা (রা) নামক জনৈক আনসার সাহাবীকে দেখতে পান। তিনি (স) তাঁকে (আন্সারীকে) জিজ্ঞাসা করেন ঃ হে আবু উমামা ! আমি তোমাকে নামাযের সময় ব্যতীত মসজিদে উপবিষ্ট কেন দেখছি ? তিনি বলেন, সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণভারে জর্জরিত হওয়ার কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! (আমি এই অসময়ে মসজিদে উপনীত হয়ে তা থেকে আল্লাহর নিকট মুক্তি কামনা করছি)। তিনি (স) বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন বাক্য শিক্ষা দিব না তুমি তা উচ্চারণ করলে আল্লাহ তোমার দুশ্চিতা দূরীভুত করবেন এবং তোমার কর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। এতদশ্রবণে আমি বলি ঃ হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (স)। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি সকাল ও সন্ধ্যায় এরূপ বলবে ঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল্ হাম্মে ওয়াল্ হুয্নে, ওয়া আ'উযু বিকা মিনাল্ 'আজযে ওয়াল্-কাসালে, ওয়া আউযু বিকা মিনাল্ জুব্নে ওয়াল-বুখ্লে, ওয়া আউযু বিকা মিন্ গালাবাতিদ্-দায়নে ওয়া কাহ্রির রিজাল।" (অর্থাৎ, ইয়া আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আমি তোমার নিকট দুর্বলতা ও অলসতা হতে আশ্রয় কামনা করছি, তোমার নিকট কাপুরুষতা ও কৃপণতা হতে নাজাত কামানা করছি এবং আমি তোমার নিকট ঋণভার ও মানুষের দুষ্ট প্রভাব হতে পরিত্রাণ চাচ্ছি।" আবু উমামা (রা) বলেন, অতঃপর আমি ঐরূপ আমল করি, যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা আমার চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

কিতাবুস সালাত সমাপ্ত

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত

٣. كِتَابُ الزَّكٰوةِ

৩. অধ্যায়ঃ যাকাত

١٥٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِىُّ نَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَبِىْ بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهِ لاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ فَاِنَّ الزَّكٰوةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالاً كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَأَيْتُ اللّٰهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ قَالَ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ رَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ قَالَ عَنَاقًا قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ قَالَ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عَنَاقًا وَرَوٰى عَنْبَسَةُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنَاقًا ـ

১৫৫৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈস আছ–ছাকাফী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হযরত আবু বাক্‌র (রা) –কে তাঁর স্থলাভিসিক্ত করা হয়। এই সময়ে আরবের কিছু লোক মুরতাদ্‌ (ইস্‌লাম ত্যাগী) হয়ে যায়। এমতাবস্থায় উমার (রা) আবু বাক্‌র (রা)–কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি (মুরতাদ) লোকদের বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করবেন ? অথচ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, যতক্ষণ না লোকেরা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌" বলবে,

ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলবে, তাঁর জান-মাল আমার নিকট নিরাপদ। অবশ্য শরীআতের দৃষ্টিতে তার উপর কোন দন্ড আসলে তা কার্যকর হবে এবং তার হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র নিকটে। আবু বাক্র (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত হল ধন-সম্পদের হক। আল্লাহ্র শপথ! তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে রশি যাকাত দিত, যদি তাও দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আল্লাহ তাআলা হযরত আবু বাক্র (রা)-র অন্তর যুদ্ধের জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। উমার (রা) আরও বলেন, আমি হৃদয়ংগম করলাম যে, তিনিই (আবু বাক্র) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবাহ্ ইব্ন যায়েদ (র) মুআম্মার হতে, তিনি যুহরী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ "ইকালান" শব্দের পরিবর্তে "আনাকান" (উটের রশি) বলেছেন। রাবী ইব্ন ওয়াহ্ব (র) ইউনুসের সূত্রে "আনাকান" (বকরীর বাচ্চা) উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) অন্য সূত্রে ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের মধ্যে "লাও মানউনী আনাকান" (যদি তারা একটি বকরীর শাবকও যাকাত হিসাবে দিতে অস্বীকার করে) বাক্যাংশের উল্লেখ করেছেন। রাবী আনবাসা (র) ইয়ুনুস হতে, তিনি যুহ্রী হতে এই হাদীছের মধ্যে "আনাকান" শব্দের উল্লেখ করেছেন।

١٥٥٧- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ حَقُّهُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ وَقَالَ عِقَالاً -

১৫৫৭। ইব্নুস সারহ ও সুলায়মান ইব্ন দাউদ (র) ... ইমাম যুহ্রী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবু বাক্র (রা) বলেন, তার হক হল যাকাত আদায় করা। এই বর্ণনায় রাবী 'ইকালান্' শব্দ উল্লেখ করেছেন।

١- بَابُ مَا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكٰوةُ

১. অনুচ্ছেদ : যে পরিমাণ মালে যাকাত ওয়াজিব হয়

١٥٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عَمْرِو

بْنِ يَحْيىَ الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيْمَادُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ـ

১৫৫৮। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচটি উটের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না, রূপার পরিমাণ দুই শত দিরহামের (তোলা) কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না (১) এবং ভূমি হতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না -- (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।(২)

١٥٥٩- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ نَا اِدْرِيْسُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَوْدِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيُّ عَنْ اَبِى الْبُخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسَاقٍ زَكٰوةٌ وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ مَخْتُوْمًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْبُخْتَرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ـ

১৫৫৯। আইয়ূব ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি এর বর্ণনা ধারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়েছেন। তিনি (স) বলেন ঃ পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন ফসলে যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট সা'আ - -(নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ الْوَسْقُ سِتُّوْنَ صَاعًا مَخْتُوْمًا بِالْحَجَاجِيِّ ـ

---

(১) যদি কেউ দুইশত দিরহান পরিমাণ রূপার মালিক হয় এবং তা এক বছর তার নিকট জমা থাকে, তবে ঐ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাতস্বরূপ প্রদান করতে হবে।

(২) এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ঃ ৬০ সা'আ'। এক সাআ' = প্রায় এক সের তের ছটাক। হানাফী মাযহাব অনুসারে ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি দ্বারা স্বাভাবিকভাবে বিনা শ্রমে যদি ক্ষেতের ফসল উৎপন্ন হয়, তবে দশ ভাগের একভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ্)-র মতে ক্ষেতের উৎপন্ন ফসল কম বা বেশী যাই হোক, তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর ক্ষেতে পানি সেচ ও আগাছা পরিষ্কার করার জন্য শ্রম খাটানো হলে $\frac{১}{৪০}$ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে — (অনুবাদক)।

১৫৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা (র) ... ইব্রাহীম (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ওয়াসাকের পরিমাণ হল ষাট্ সা'আ-এর সমান এবং হিজাজীদের প্রচলিত সুনির্দিষ্ট ওজন। (১)

١٥٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ نَا نَاصِرَةُ بْنُ اَبِى الْمَنَازِلِ سَمِعْتُ حَبِيْبًا الْمَالِكِيَّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِّعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا اَبَا نُجَيْدٍ اِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُوْنَنَا بِاَلْحَدِيْثِ مَا نَجِدُ لَهَا اَصْلاً فِى الْقُرْاٰنِ فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ اَوَجَدْتُمْ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَّمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيْرًا كَذَا كَذَا اَوَجَدتُّمْ هٰذَا فِى الْقُرَانِ قَالَ لاَ قَالَ فَعَنْ مَّنْ اَخَذْتُمْ هٰذَا اَخَذتُمُوْهُ عَنَّا وَاَخَذْنَاهُ عَنْ نَّبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَذَكَرَ اَشْيَاءَ نَحْوَ هٰذَا ـ

১৫৬১। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র) ... নাসিরা ইব্ন আবুল মানাযিল (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত হাবীব আল-মালিকীকে বলতে শুনেছি ঃ একদা জনৈক ব্যক্তি ইম্রান ইব্ন হুসায়েন (রা)-কে বলেন, হে আবু নুজায়েদ! আপনারা এমন সব হাদীছ বর্ণনা করেন যার ভিত্তি কুরআনের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। একথায় ইমরান (রা) রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, তোমরা কি কুরআনে এরূপ কোন নির্দেশ পেয়েছ যে, চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত দিতে হবে ? এত সংখ্যক ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে? এত সংখ্যক উটের এত যাকাত দিতে হবে? অনুরূপ কোন নির্ধারিত নির্দেশ কুরআনে আছে কি? লোকটি বলল, না। তিনি বলেন, তোমরা এই যাকাতের বিস্তারিত নির্দেশ কোথায় পেয়েছ? তোমরা তা আমাদের নিকটে পেয়েছ এবং আমরা তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছি। তিনি এরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন।

٢. بَابُ الْعُرُوْضِ اِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيْهَا مِنْ زَكٰوةٍ

২. অনুচ্ছেদ ঃ বাণিজ্যিক পণ্যের যাকাত

١٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَنَ نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ نَا سُلَيْمَانُ

(১) হিজাজবাসীদের মতে এক সাআ-এর পরিমাণ হল চার মুদ্ এবং এক মুদ হল $১\frac{১}{৩}$ রতল। ইরাকীদের অভিমত অনুসারে এক সা'আ-এর পরিমাণ হল চার মুদ এবং এক মুদ হল দুই রতলের সমান — (অনুবাদক)।

بْنُ مُوْسٰى اَبُوْ دَاوُدَ نَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِيْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا اَنْ نُّخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ـ

১৫৬২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ (র) ... সামুরা ইব্‌ন জুন্‌দুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে খরিদকৃত পণ্যের যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

٣. بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكٰوةُ الْحُلِيِّ

৩. অনুচ্ছেদ ঃ গচ্ছিত ধনের এবং অলংকারের যাকাত

١٥٦٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْمَعْنٰى اَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ نَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ امْرَاَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَّهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا اَتُعْطِيْنَ زَكٰوةَ هٰذَا قَالَتْ لاَ قَالَ اَيَسُرُّكِ اَنْ يُّسَوِّرَكِ اللّٰهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَّارٍ قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَاَلْقَتْهُمَا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ ـ

১৫৬৩। আবু কামিল (র) ... আমর ইব্‌ন শুআইব (রহ) থেকে পযায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, এক মহিলা তার কন্যাসহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। তার কন্যার হাতে মোটা দুই গাছি সোনার কাকন ছিল। তিনি (স) তাকে বলেন ঃ তোমরা কি যাকাত দাও? মহিলা বলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তুমি কি পছন্দ কর যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা এর পরিবর্তে তোমাকে এক জোরা আগুনের কাঁকন পরিধান করান? রাবী বলেন, একথা শুনে মেয়েটি তার হাত থেকে তা খুলে নবী করীম (স)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল — এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٥٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَتَّابٌ يَعْنِيْ ابْنَ بَشِيْرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ

عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِّنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدِّىْ زَكَاتَهُ فَزُكِّىَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ ـ

১৫৬৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা (র) ... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করতাম। একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এই অলংকার "কান্‌য" হিসাবে গণ্য হবে কি? তিনি (স) বলেন ঃ যে মালের পরিমাণ এতটা হবে যার উপর যাকাত ধার্য হয় — তার যাকাত দিতে হবে, তা (ভূগর্ভে) গচ্ছিত ধন নয়।[১]

١٥٦٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ الرَّازِىُّ نَا عَمْرُوْ بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ نَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى فِىْ يَدِىْ فَتَخَاتٍ مِّنْ وَرِقٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَاعَائِشَةُ فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ اَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ قُلْتُ لاَ اَوْ مَا شَاءَ اللّٰهُ قَالَ هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ ـ

১৫৬৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌নুল হাদ (রহ্) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা)–র খেদমতে উপস্থিত হই। তখন তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমার হাতে রূপার বড় বড় আংটি দেখতে পান। তিনি বলেন –হে আয়েশা ! এ কি ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনার উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করার জন্য তা গড়িয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি কি এর যাকাত পরিশোধ করে থাক? আমি বললাম, না অথবা আল্লাহ্ পাকের যা ইচ্ছা ছিল। তিনি (স) বলেন ঃ তোমাকে দোযখে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।[২]

১. জমীনের অভ্যন্তরে প্রোথিত সম্পদকে 'কান্‌য' বলে। তা সাধারণত সঞ্চিত সম্পদ হিসাবে গণ্য — (স. স.)।

২. হানাফী মাযহাব মতে অলংকারের যাকাত দিতে হবে। হযরত উমার, ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর, ইব্‌ন আব্বাস, আবু মূসা (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলংকার-পত্রের যাকাত দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর, আতা, ইব্‌ন সীরীন, জাবের ইব্‌ন যায়েদ, মুজাহিদ, যুহ্‌রী, সুফিয়ান সাওরী, আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাদ্দাদ, দাহ্‌হাক, আলকামা, আসওয়াদ, উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ্) প্রমুখ উপরোক্ত মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে ইব্‌ন উমার, জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্, আয়েশা, আনাস ইব্‌ন মালেক, আসমা বিন্‌ত আবু বাকর (রা) প্রমুখ সাহাবীগণের মতে অলংকার-পত্রের উপর যাকাত ধার্য হবে না। ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহ্‌মাদ (রহ্) প্রমুখ এই মত গ্রহণ করেছেন — (স. স.)।

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ نَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَ حَدِيْثِ الْخَاتِمِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيْهِ قَالَ تَضُمُّهُ اِلٰى غَيْرِهِ۔

১৫৬৬। সাফওয়ান ইব্ন সালেহ্ (র) ... উমার ইব্ন ইয়ালা থেকে এই সূত্রেও আংটি সম্পর্কিত পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হল — কিভাবে এর যাকাত দিতে হবে? তিনি বলেন — যাকাতের অন্যান্য মালের সাথে যোগ করে।

٤- بَابٌ فِي زَكوٰةِ السَّائِمَةِ

৪. অনুচ্ছেদ ঃ চারণভূমিতে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল পশুর যাকাত

١٥٦٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ قَالَ اَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ كَتَبَهُ لِاَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَاِذَا فِيْهِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ اَمَرَ اللّٰهُ بِهَا نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلٰى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِه فِيْمَا دُوْنَ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ مِنَ الْاِبِلِ الْغَنَمُ فِيْ كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ شَاةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَّثَلَاثِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ فِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ فَاِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الْاِبِلِ فِيْ فَرَائِضِ

الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَاَنْ يَّجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَّمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مِنْ هٰهُنَا لَمْ اَضْبِطْهُ عَنْ مُوْسٰى كَمَا اُحِبُّ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ اِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اِلاَّ حِقَّةٌ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِلٰى هٰهُنَا ثُمَّ اَتْقَنْتُهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا اَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اِبْنَةِ لَبُوْنٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَانَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ اَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اِبْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ اِلاَّ اِبْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ فَانَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ اِلاَّ اَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ اِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ اِلٰى اَنْ تَبْلُغَ ثَلٰثَ مِائَةٍ فَاِذَا زَادَتْ عَلٰى ثَلٰثِ مِائَةٍ فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَاِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ اَرْبَعِيْنَ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنِ الْمَالُ اِلاَّ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبُّهَا ـ

১৫৬৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি ছুমামা ইব্ন আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আনাস (রা)–র নিকট থেকে একটি কিতাব (বা পত্র) সংগ্রহ করেছি। তিনি

(ছুমামা) ধারণা করেন যে, আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) (খলীফা হওয়ার পরে) এই পত্রখানা আনাস (রা)–কে (বাহ্‌রাইনে) যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় লিখেন। পত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোহরাংকিত ছিল। তাতে লেখা ছিল, এটা ফরয যাকাতের ফিরিস্তি, যা আল্লাহ্‌র রাসূল মুসলমানদের উপর ধার্য করেছেন এবং আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর রাসূলকে যার নির্দেশ করেছেন। যে মুসলমানের নিকট তা নিয়ম মাফিক চাওয়া হবে, সে তা প্রদান করবে। আর যার নিকট এর অধিক চাওয়া হবে সে তা দেবে না। পঁচিশটির কম সংখ্যক উটে প্রতি পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বক্‌রী। উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হলে এর যাকাত হবে একটি বিন্‌তু মাখাদ, অর্থাৎ এক বছর বয়সের মাদী উট। পালে যদি এই বয়সের মাদী উট না থাকে তবে একটি ইবনু লাবূন (যার বয়স দুই বছর পূর্ণ হয়ে তিন বছরে পড়বে) প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য একটি “বিনতে লাবূন” (দুই বছরের মাদী উঁট) যাকাত স্বরূপ আদায় করতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাটের মধ্যে হলে এর জন্য একটি গর্ভ ধারণের উপযোগী চার বৎসর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একষট্টি হতে পঁচাত্তরের মধ্যে হলে পাঁচ বৎসর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত স্বরূপ দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বইর মধ্যে হলে এর জন্য দুই বৎসর বয়সের দুটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একানব্বই হতে একশ বিশের মধ্যে হলে এর জন্য গর্ভ ধারণে সক্ষম দুইটি (চার বছর বয়সের) মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত বিশের অধিক হলে (অতিরিক্ত) প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি করে দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে এবং প্রত্যেক পঞ্চাশ উটের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

যাকাত আদায়কালে নির্দিষ্ট বয়সের উট না থাকলে অর্থাৎ কারো উটের সংখ্যা পাঁচ বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সম–পরিমাণ হল, অথচ তার নিকট পাঁচ বছরের মাদী উট নাই , কিন্তু চার বছরের মাদী উট আছে — তখন তার নিকট হতে চার বছরের মাদী উট গ্রহণ করতে হবে এবং এর যাকাত প্রদাতা দুইটি বকরীও দেবে, যদি তা দেওয়া তার জন্য সহজ হয়, অন্যথায় বিশ্‌টি দিরহাম দিবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছরের মাদী উট প্রদানের সম–পরিমাণ হবে, কিন্তু তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই, অথচ পাঁচ বছর বয়সের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় তার নিকট হতে এটাই গ্রহণ করতে হবে এবং যাকাত উসুলকারী তাকে বিশ্‌টি দিরহাম বা দুইটি বক্‌রী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমান হবে, অথচ তার নিকট চার বছর বয়সের মাদী উট নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছরের মাদী উট আছে — এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এখান থেকে আমি রাবী মূসার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমার আশানুরূপ সঠিকভাবে স্মরণে রাখতে পারিনি ঃ “এবং মালিক এর সাথে

বিশ্‌টি দিরহাম বা দুইটি ব্‌করী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছরের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে অথচ তার নিকট চার বৎছর বয়ষের মাদী উট আছে , এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ পর্যন্ত (আমি সন্দিহান), অতপর (সামনের অংশ) উত্তমরূপে স্মরণ রেখেছি ঃ "এবং যাকাত আদায়কারী ব্যক্তি মালিককে বিশ দিরহাম অথবা দুইটি বক্‌রী প্রদান করবে। অতঃপর যার উটের সংখ্যা দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদানের সমপরিমাণ হবে, অথচ তার নিকট মাত্র এক বছর বয়সের মাদী উট আছে, এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এর সাথে দুটি বক্‌রী অথবা বিশটি দিরহাম মালিকের নিকট হতে নিবে। অতঃপর যার উটের যাকাত এক বছর বয়সের মাদী উট প্রদানের সমতুল্য হবে, অথচ তার নিকট এটা নাই; কিন্তু তার নিকট দুই বছর বয়সের পুরুষ উট আছে; এমতাবস্থায় এটাই তার নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য কাউকেও কিছু প্রদান করতে হবে না। অতঃপর যার উটের সংখ্যা হবে মাত্র চারটি, তার উপর কোন যাকাত নাই , কিন্তু যদি তার মালিক ইচ্ছা করে তবে দিতে পারে।"

বক্‌রী (ভেড়ার) যাকাত ঃ চারণভূমিতে বিচরণকারী বক্‌রীর সংখ্যা যখন চল্লিশ হতে একশত বিশের মধ্যে হবে, তখন এর জন্য একটি বক্‌রী যাকাত দিতে হবে। অতঃপর যখন এর সংখ্যা এক্‌শত বিশ হতে দুইশতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য দুইটি বক্‌রী প্রদান করতে হবে। যখন বক্‌রীর সংখ্যা দুইশত হতে তিন শতের মধ্যে হবে তখন এর জন্য তিনটি বক্‌রী দিতে হবে। যখন তিন শতের অধিক হবে তখন প্রতি শতকের জন্য একটি বক্‌রী প্রদান করতে হবে। যাকাত হিসাবে কোন ত্রুটিপূর্ণ বক্‌রী অথবা বৃদ্ধ বক্‌রী গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেয়া যাবে না, তবে যদি যাকাত আদায়কারী তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্ন পশু একত্রিত এবং একত্রিত পশু বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দুই শরীকের উপর যা যাকাত ধার্য হল তা তারা পরস্পরের সম্পতির ভিত্তিতে সমানভাবে আদায় করবে। যদি কোন ব্যক্তির বক্‌রীর সংখ্যা চল্লিশ না হয় তবে তার যাকাত দিতে হবে না। অবশ্য যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় প্রদান করে তবে ভাল।

রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণ হল উশরের চার ভাগের একভাগ (অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)। যদি কারও নিকট একশত নব্বই দিরহামের অধিক না থাকে তবে তার উপর কোন যাকাত নাই, তবে যদি এর মালিক স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করে তা স্বতন্ত্র কথা — (নাসাঈ, বুখারী, ইবন্ মাজা, দারু কুতনী)।

١٥٦٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ اِلٰى عُمَّالِهِ حَتّٰى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتّٰى قُبِضَ فَكَانَ فِيْهِ فِيْ خَمْسٍ مِّنَ الْاِبِلِ شَاةٌ وَفِيْ عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِيْ خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِيْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِيْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ اِبْنَةُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلَاثِيْنَ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَةُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَفِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ اِبْنَةُ لَبُوْنٍ وَفِي الْغَنَمِ فِيْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ اِلٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ اِلٰى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَاِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ اِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثَلَاثًا وَسَطًا فَاَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ -

১৫৬৮। আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... সালেম (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (বিভিন্ন এলাকার) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তাদের নিকট পত্র লিখে তা প্রেরণের পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। তিনি নির্দেশনামাখানি নিজের তরবারির সাথে লাগিয়ে রেখেছিলেন। অতঃপর হযরত আবু বাক্র (রা) (খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমার (রা) – ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করেন। উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু হল ঃ

পাঁচটি উটের যাকাত হল একটি বকরী, এবং দশটি উটের যাকাত হল দুটি বকরী, পনরটি উটের জন্য তিনটি, বিশটির জন্য চারটি, পঁচিশের জন্য এক বছর বয়সের একটি মাদী উট এবং তা পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত। অতঃপর একটি বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যক উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। যখন এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য গর্ভধারণক্ষম চার বছর বয়সের একটি মাদী উট যাকাত দিতে হবে। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একষট্টি হতে পঁচাত্তর পর্যন্ত উটের সংখ্যার জন্য পাঁচ বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যখন এর সংখ্যা একটি বৃদ্ধি হবে, অর্থাৎ উটের সংখ্যা ছিয়াত্তর হতে নব্বই হলে এর জন্য দুটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ একানব্বই হতে একশত বিশটি উট হলে গর্ভধারণ উপযোগী দুটি চার বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা যদি তারও অধিক হয় তবে প্রত্যেক পঞ্চাশের জন্য একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে এবং প্রত্যেক চল্লিশ উটের জন্য একটি দুই বছর বয়সের মাদী উট দিতে হবে।

বকরীর ক্ষেত্রে চল্লিশ হতে একশত বিশটি বকরীর যাকাত হল একটি বকরী। যদি এর উপর একটি বৃদ্ধি হয়, তবে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বকরী দিতে হবে। এর উপর একটি বৃদ্ধি হলে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরী প্রদান করতে হবে। বকরীর সংখ্যা এর অধিক হলে প্রত্যেক শতের জন্য একটি বকরী প্রদান করতে হবে এবং একশত পূর্ণ না হলে এর উপর যাকাত দিতে হবে না। যাকাত প্রদানের ভয়ে বিচ্ছিন্নকে একত্রিত ও একত্রিতকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না এবং দুই শরীকের উপর যে যাকাত নির্ধারিত হবে তা তারা পরস্পর সমান অংশে প্রদান করবে। যাকাত গ্রহণকারী যাকাত বাবদ বৃদ্ধ পশু গ্রহণ করবে না এবং ক্রটিযুক্ত পশুও গ্রহণ করবে না।

রাবী সুফিয়ান বলেন ঃ ইমাম যুহরী (রহ) বলেছেন — যাকাত আদায়কারী উপস্থিত হলে বকরীসমূহ তিনভাগে বিভক্ত করবে। একভাগে নিকৃষ্টগুলি, একভাগে উত্তমগুলি এবং অপর ভাগে মধ্যম শ্রেণীরগুলি। যাকাত আদায়কারী মধ্যম শ্রেণীর অংশ হতে যাকাত গ্রহণ করবে। ইমাম যুহরী (রহ) গরু সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করেন নাই - - (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

١٥٦٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِيِّ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَاِنْ لَّمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ -

১৫৬৯। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... সুফিয়ান ইব্ন হুসায়েন (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আরো আছে ঃ যদি এক বছর বয়সের মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের নর উট দিতে হবে। তিনি এই বর্ণনায় ইমাম যুহ্রীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

١٥٧٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ هٰذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِيْ كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ اٰلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ اَقْرَاَنِيْهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلٰى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِيْ اَنْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلٰثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِائَةً وَاِذَا كَانَتْ ثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ وَّحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّثَلٰثِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّاَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّخَمْسِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سِتِّيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا اَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسِتِّيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ سَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ وَحِقَّةٌ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّسَبْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ ثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّثَمَانِيْنَ وَمِائَةً فَاِذا كَانَتْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُوْنٍ حَتّٰى تَبْلُغَ تِسْعًا وَّتِسْعِيْنَ وَمِائَةً فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ اَىُّ السِّنِيْنَ وُجِدَتْ اُخِذَتْ وَفِيْ سَائِمَةِ الْغَنَمِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيْهِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِّنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ ـ

১৫৭০। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) ... ইব্ন শিহাব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাতের নির্দেশনামা যা তিনি যাকাত

সম্পর্কে লিখিয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই নির্দেশনামাটি হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা)-র বংশধরগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল। রাবী ইব্‌ন শিহাব বলেন ঃ

সালেম ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) আমার নিকট তা পাঠ করেন এবং আমি তৎক্ষণাৎ তা হুবহু মুখস্ত করি। এটা ঐ নির্দেশনামা যা উমার ইব্‌ন আব্দুল আযীয (রহ) আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার এবং সালেম ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা)-র নিকট হতে কপি করিয়ে নিয়েছিলেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনা প্রসংগে বলেন, যখন উটের সংখ্যা একশত একুশ হতে একশত উনত্রিশটি হবে তখন এর যাকাত বাবদ দুই বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ত্রিশ হতে একশত উনচল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুইটি দুই বছর বয়সের মাদী উট এবং তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত চল্লিশ হতে একশত উনপঞ্চাশ হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুটি ও দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত পঞ্চাশ হতে একশত উনষাট হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি মাদী উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা একশত ষাট হতে একশত উনসত্তর হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের চারটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত সত্তর হতে একশত উনআশী হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের তিনটি ও তিন বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা একশত আশি হতে একশত উনানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের দুইটি এবং দুই বছর বয়সের দুইটি উট প্রদান করতে হবে। উটের সংখ্যা একশত নব্বই হতে একশত নিরানব্বই হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের তিনটি এবং দুই বছর বয়সের একটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা দুইশত হলে এর জন্য তিন বছর বয়সের চারটি অথবা দুই বছর বয়সের পাঁচটি মাদী উট দিতে হবে এবং এই দুইটির মধ্যে যেটি সহজলভ্য হবে তাই নেওয়া হবে।

বক্‌রীর যাকাত সম্পর্কে রাবী সুফিয়ান ইব্‌ন হুসায়নের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে আরো উল্লে' আছে ঃ বৃদ্ধা এবং ত্রুটিপূর্ণ বক্‌রী যাকাত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং নর ছাগলও যাকাত হিসাবে দেওয়া যাবে না, তবে যাকাত আদায়কারী যদি তা গ্রহণ করতে সম্মত হয় তবে কোন আপত্তি নাই।

١٥٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ هُوَ اَنْ يَكُوْنَ لِكُلِّ اَرْبَعُوْنَ شَاةً فَاِذَا اَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوْهَا لِئَلاَّ يَكُوْنَ فِيْهَا اِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ اَنَّ الْخَلِيْطَيْنِ اِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُوْنُ عَلَيْهِمَا

فِيْهَا ثَلْثُ شِيَاهٍ فَاِذَا اَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا عَنْهُمَا فَلَمَّا يَكُنْ عَلٰى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلاَّ شَاةٌ فَهٰذَا الَّذِىْ سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ ـ

১৫৭১। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) বলেন, ইমাম মালেক (রহ) বলেছেন — উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত এবং একত্রে অবস্থানকারী পশুকে বিচ্ছিন্ন করে যাকাত দেওয়া বা নেওয়া যাবে না। যেমন দুইজন মালিকের পৃথক পৃথকভাবে চল্লিশটি করে বক্রী আছে। এমতাবস্থায় যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা দুইজনের বকরী একত্রিত করল যাতে একটির অধিক বক্রী যাকাত দিতে না হয় (অবশ্য পৃথকভাবে যাকাত ধার্য করলে দুইটি বক্রী যাকাত হিসাবে দিতে হত)। অনন্তর একত্রিত পশুকে পৃথক করা যাবে না। যেমন দুই যৌথ মালিকের প্রত্যেকের একশত একটি করে বক্রী আছে। এমতাবস্থায় (মোট বক্রীর সংখ্যা দুইশত দুইটি হওয়ার কারণে) তাদের উপর তিনটি বক্রী যাকাত ধার্য হবে। অতপর যখন যাকাত আদায়কারী তাদের নিকট এলো তখন তারা নিজেদের বক্রীগুলো পৃথক করে নিল। ফলে মাত্র দুইটি বক্রী যাকাত হিসাবে তাদের উপর ধার্য হবে। রাবী বলেন, এর ব্যাখ্যা আমি এইরূপ শুনেছি।

١٥٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ هَاتُوْا رُبُعَ الْعُشُوْرِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتّٰى تَتِمَّ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلٰى حِسَابِ ذٰلِكَ وَفِى الْغَنَمِ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ تِسْعًا وَّثَلٰثُوْنَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَىْءٌ وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِىِّ قَالَ وَفِى الْبَقَرِ فِىْ كُلِّ ثَلٰثِيْنَ تَبِيْعٌ وَفِى الْاَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَىْءٌ وَفِى الْاِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ قَالَ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ خَمْسَةٌ مِّنَ الْغَنَمِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ اِبْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُوْنٍ ذَكَرٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ اِلٰى سِتِّيْنَ ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ

حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فَاذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِيْ وَاحِدَةً وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ الٰى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ فَاِنْ كَانَتِ الْاِبِلُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَا يُؤْخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَفِى النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْاَنْهَارُ اَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ الصَّدَقَةُ فِيْ كُلِّ عَامٍ قَالَ زُهَيْرٌ اَحْسَبُهُ قَالَ مَرَّةً وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِى الْاِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُوْنٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ اَوْ شَاتَانِ ـ

১৫৭২। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন–নুফায়লী (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী যুহায়ের বলেন, আমার ধারণা এই হাদীছ নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা প্রতি চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম যাকাত আদায় করবে এবং দুইশত দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের প্রতি কিছুই যাকাত নাই। দুইশত দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে পাঁচ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উপরোক্ত হিসাবে প্রদান করতে হবে।

বক্রীর যাকাত হিসাবে — প্রতি চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বক্রী দিতে হবে। যদি বক্রীর সংখ্যা উনচল্লিশটি হয় তবে যাকাত হিসাবে তোমার উপর কিছু ওয়াজিব নয়। রাবী (আবু ইস্হাক) বক্রীর যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

রাবী ইসহাক গরুর যাকাত সম্পর্কে বলেন ঃ প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর জন্য যাকাত হিসাবে একটি এক বছর বয়সের বাচ্চা দিতে হবে এবং গরুর সংখ্যা চল্লিশ হলে দুই বছর বয়সের একটি বাচ্চা দিতে হবে এবং কর্মে নিয়োজিত গরুর উপর কোন যাকাত নাই। তিনি উটের যাকাত সম্পর্কে ইমাম যুহরীর অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন ঃ পঁচিশটি উটের জন্য পাঁচটি বকরী যাকাত দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছাব্বিশ হতে পঁয়ত্রিশটির মধ্যে হলে এর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। যদি মাদী উট না থাকে তবে দুই বছর বয়সের একটি পুরুষ উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হলে এর জন্য দুই বছর বয়সের একটি মাদী উট দিতে হবে। উটের সংখ্যা ছেচল্লিশ হতে ষাট হলে গর্ভধারণের উপযোগী একটি চার বছর বয়সের মাদী উট প্রদান করতে হবে। অতঃপর রাবী ইমাম যুহরীর হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উটের সংখ্যা

একানব্বই হতে একশত বিশ হলে এর যাকাত স্বরূপ গর্ভধারণের উপযোগী চার বছর বয়সের দুইটি উট দিতে হবে। অতঃপর উটের সংখ্যা এর অধিক হলে প্রতি পঞ্চাশ উটের জন্য চার বছর বয়সের একটি মাদী উট প্রদান করতে হবে। যাকাত দেওয়ার ভয়ে একত্রে বিচরণকারী উটগুলিকে বিচ্ছন্ন করা এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী উটকে একত্রিত করা যাবে না। যাকাত হিসাবে বৃদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ উট গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য যাকাত আদায়কারী ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারে।

যে সমস্ত কৃষিভূমি প্রাকৃতিক নিয়মে বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে প্রদান করতে হবে। আর যা সেচ যন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার জন্য বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

রাবী আসেম ও হারীছের বর্ণনামতে প্রতি বছরই যাকাত দিতে হবে। রাবী আসেমের হাদীছে আরো উল্লেখ আছে যে, যদি এক বছর বয়সী মাদী উট অথবা দুই বছর বয়সী নর উট না থাকে তবে এর পরিবর্তে দশ দিরহাম অথবা দুইটি বকরী (ছাগল) প্রদান করতে হবে।

١٥٧٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ وَسَمَّى اٰخَرَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الْاَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ اَوَّلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ يَعْنِىْ فِى الذَّهَبِ حَتّٰى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا فَاِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ اَعَلِىٌّ يَقُوْلُ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ اَوْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ اِلاَّ اَنَّ جَرِيْرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيْدُ فِى الْحَدِيْثِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِىْ مَالٍ زَكٰوةٌ حَتّٰى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ـ

১৫৭৩। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ আল্ – মাহরী (র) ... হযরত আলী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। এতে পূর্বোক্ত হাদীছের কিছু অংশ আছে। তিনি (স) বলেন ঃ যদি তোমার নিকট এক বছরের জন্য দুইশত দিরহাম থাকে, তবে বৎসরান্তে এর জন্য পাঁচ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। বিশ দীনারের কম পরিমাণ স্বর্ণে

যাকাত ওয়াজিব নয়। অতঃপর যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিশ দীনার পরিমাণ স্বর্ণ এক বছর পর্যন্ত থাকে তবে এর জন্য অর্ধ–দীনার যাকাত দিতে হবে। আর যদি এর পরিমাণ আরো বেশী হয় তবে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। রাবী বলেন ঃ এর চাইতে অধিক হলে উক্ত হিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে — এই বাক্যটি হযরত আলী (রা)–র না রাসূলুল্লাহ্ (স) –এর তা আমার জানা নাই। কোন মালের উপর এক বছর পূর্ণ না হলে তার জন্য যাকাত ওয়াজিব নয়।

রাবী ইব্‌ন ওহাবের বর্ণনায় আরো আছে , নবী করীম (স) বলেন ঃ যে মালের উপর এক বছর পূর্ণ হয় না তার কোন যাকাত নাই –– (ইব্‌ন মাজা)।

١٥٧٤– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِىْ تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ كَمَا قَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَرَوٰى حَدِيْثَ النُّفَيْلِىِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِىٍّ لَمْ يَرْفَعُوْهُ ۔

১৫৭৪। আমর ইব্‌ন আওন (র) ··· আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঘোড়া ও দাস–দাসীর যাকাত মাফ করা হয়েছে এবং প্রতি চল্লিশ তোলা রৌপ্যের যাকাত হল এক দিরহাম বা এক তোলা। আর একশত নিরানব্বই তোলা পর্যন্ত রৌপ্যে কোন যাকাত নাই। অতঃপর রৌপ্যের পরিমাণ দুইশত তোলা হলে পাঁচ দিরহাম পরিমাণ যাকাত দিতে হবে (প্রতি চল্লিশ তোলায় এক তোলা হিসাবে) ।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ আবু আওয়ানার মত আ'মাশও রাবী আবু ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। শাইবান আবু মুআবিয়া ও ইবরাহীম ইব্‌ন তাহমান (রহ) আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আল–হারিসের সূত্রে–তিনি আলী (রা)–র সূত্রে এবং তিনি মহানবী (স) –এর নিকট থেকে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। নুফায়লীর সূত্রে বর্ণিত হাদীছ শোবা, সুফিয়ান প্রমুখ আবু ইসহাকের সূত্রে, তিনি আসিমের সূত্রে, তিনি আলী (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু মারফূ সূত্রে নয় — (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٥٧٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْ كُلِّ سَائِمَةِ اِبِلٍ فِيْ اَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَلَا يُفَرَّقُ اِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ اَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا اٰخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ مِّنْهَا شَيْءٌ

১৫৭৫। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল (র) ... বাহ্‌য ইব্‌ন হাকীম (রহ) থেকে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ প্রতি চল্লিশটি ছাড়া উটের যাকাত একটি দুই বছর বয়সী মাদী উট। যে ব্যক্তি ছাওয়াব প্রাপ্তির আশা রাখে সে যেন একত্রে বিচরণকারী উটকে বিচ্ছিন্ন না করে।

রাবী ইবনুল আলার বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশা রাখে, সে অব্যশ্যই তা প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, আমি তা (যাকাত) তার নিকট হতে আদায় করব এবং যাকাত না দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ তার অর্ধেক মাল জরিমানা হিসাবে নিয়ে নিব। কেননা এই যাকাত মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলমীনের প্রাপ্য। আর মুহাম্মাদ (স)–এর বংশধরগণের জন্য এতে কোন অংশ নাই – – (নাসাঈ)।

١٥٧٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مُعَاذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ اِلَى الْيَمَنِ اَمَرَهُ اَنْ يَّأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا اَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِيْ مُحْتَلِمًا دِيْنَارًا اَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمُعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ ـ

১৫৭৬। আন–নুফায়লী (র) ... মুআয্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামনে প্রেরণের সময় এইরূপ নির্দেশ দেন যে, প্রতি ত্রিশটি বক্‌রীর জন্য একটি বক্‌রী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে। আর প্রতি চল্লিশটি বক্‌রীর জন্য একটি দুই বছর বয়সী বক্‌রী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে এবং যিম্মী হলে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট হতে (কর হিসাবে) এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের কাপড়, যা য়ামনে তৈরী হয় — গ্রহণ করবে – – (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٧٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالنُّفَيْلِىُّ وَابْنُ الْمُثَنّٰى قَالُوْا نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১৫৭৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... হযরত মুআয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অপুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٥٧٨- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ نَا اَبِىْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُوْنُ بِالْيَمَنِ وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِىْ مُحْتَلِمًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ جَرِيْرٌ وَ يَعْلٰى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَاَبُوْ عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ يَعْلٰى وَمَعْمَرٌ عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ ـ

১৫৭৮। হারূন ইব্‌ন যায়েদ (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামনে প্রেরণ করেন। অতঃপর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় য়ামনে তৈরী কাপড়ের বিষয় উল্লেখ নাই এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পর্কে কিছু বর্ণনা নাই।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, জারীর, ইয়ালা ... মুআয (রা) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٥٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ مَيْسَرَةَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ سِرْتُ اَوْ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ تَاْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَكَانَ اِنَّمَا يَاْتِى الْمِيَاهُ حِيْنَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُوْلُ اَدُّوْا صَدَقَاتِ اَمْوَالِكُمْ قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ اِلٰى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ قَالَ قُلْتُ يَا اَبَا صَالِحٍ مَاالْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيْمَةُ السَّنَامِ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ

اِنِّىْ اَحَبُّ اَنْ تَاْخُذَ خَيْرَ اِبِلِىْ قَالَ فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَاَبٰى اَنْ يَّقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ اُخْرٰى دُوْنَهَا فَتَقَبَّلَهَا وَقَالَ اِنِّىْ اٰخُذُهَا وَاَخَافُ اَنْ يَّجِدَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لِىْ عَمَدْتَّ اِلٰى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ اِبِلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ لَا يُفَرَّقُ ۔

১৫৭৯। মুসাদ্দাদ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্ন গাফালাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি স্বয়ং সফর করেছি অথবা তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নবী (স)–এর যাকাত আদায়কারীর সাথে সফর করেছেন তিনি আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তার নিকট নবী করীম (স)–এর একখানি পত্র আছে যাতে লিখিত ছিল ঃ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত গ্রহণ করবে না এবং বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারী পশুকেও বিচ্ছিন্ন করবে না।

রাবী বলেন, রাসূলাল্লাহ্ (স)–এর যাকাত উসুলকারী কর্মকর্তা মেষ পালের পানি পান করাবার স্থানে উপস্থিত থাকতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের মালের যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি একটি 'কাওমা' যাকাতস্বরূপ দিতে চাইল। রাবী বলেন, আমি তাকে (মায়সারাকে) জিজ্ঞাসা করি, কাওমা কাকে বলে? তিনি বলেন, তা হল উঁচু কুজ বিশিষ্ট উষ্ট্রী। যাকাত আদায়কারী তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উটের মালিক বলল, আমি পছন্দ করি যে, আপনি আমার উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবেন। এতদসত্ত্বেও যাকাত উসুলকারী তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে কেননা নবী করীম (স) উত্তম মাল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেন । অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (সামান্য নিম্ন মানের) টেনে আনলে যাকাত উসুলকারী তাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি অপর একটি উট (আরও নিম্ন মানের) টেনে তার সম্মুখে পেশ করলে সে তা কবুল করে এবং বলে, আমি এটা গ্রহণ করলাম। অতঃপর তিনি আরো বলেন, আমি এজন্য ভয় করছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) আমার উপর এজন্য রাগান্বিত হতে পারেন যে, তুমি এক ব্যক্তির উত্তম উট যাকাত হিসাবে কেন গ্রহণ করলে?-- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ لَيْلَى الْكِنْدِىِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ اَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَاْتُ فِىْ عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَّلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ رَاضِعَ لَبَنٍ ۔

১৫৮০। মুহাম্মাদ ইব্ন সাব্বাহ (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্ন গাফালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যাকাত উসুলকারী জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট এলে আমি তাঁর সাথে মোসাফাহা করি। অতঃপর আমি তাঁর নিকট যাকাত সম্পর্কীয় যে নির্দেশনামা ছিল তাতে এই বিষয়টি পাঠ করি ঃ যাকাত আদায়ের ভয়ে তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে বিচরণকারী পশুকে একত্রিত করবে না এবং একত্রে বিচরণকারীদের বিচ্ছিন্ন করবে না এবং তাতে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার যাকাত সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

١٥٨١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اِسْحٰقَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُوْلُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ اَبِيْ عَلٰى عِرَافَةِ قَوْمِهٖ فَاَمَرَهُ اَنْ يُّصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِيْ اَبِيْ فِيْ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيْرًا يُقَالُ لَهُ سِعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبِيْ بَعَثَنِيْ اِلَيْكَ يَعْنِيْ لِاُصَدِّقَكَ قَالَ ابْنُ اَخِيْ وَاَيَّ نَحْوٍ تَاْخُذُوْنَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتّٰى اِنَّا نُبَيِّنُ ضُرُوْعَ الْغَنَمِ قَالَ ابْنَ اَخِيْ فَاِنِّيْ اُحَدِّثُكَ اِنِّيْ كُنْتُ فِيْ شَعْبٍ مِّنْ هٰذِهِ الشِّعَابِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَنَمٍ لِّيْ فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ فَقَالَا لِيْ اِنَّا رَسُوْلَا رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ فَقُلْتُ مَا عَلَيَّ فِيْهَا فَقَالَا شَاةٌ فَعَمَدْتُ اِلٰى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا اَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَا هٰذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّاْخُذَ شَافِعًا قُلْتُ فَاَيَّ شَيْءٍ تَاْخُذَانِ قَالَا عَنَاقًا جَذَعَةً اَوْ ثَنِيَّةً قَالَ فَاَعْمِدُ اِلٰى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ وَالْمُعْتَاطُ الَّتِيْ لَمْ تَلِدْ وَلَدًا اَوْ قَدْ حَانَ وِلَادُهَا فَاَخْرَجْتُهَا اِلَيْهِمَا فَقَالَا نَاوِلْنَاهَا فَجَعَلَاهَا مَعَهُمَا عَلٰى بَعِيْرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ عَاصِمٍ رَوَاهُ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ اَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ كَمَا قَالَ رَوْحٌ -

১৫৮১। আল-হাসান ইব্ন আলী (র) ... মুসলিম ইব্ন ছাফিনাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাফে ইব্ন আল্কামা আমার পিতাকে তাঁর গোত্রের যাকাত উসুলকারী হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এই নির্দেশ দান করেন, তুমি তাদের নিকট হতে যাকাত

উসুল করবে। অতঃপর আমার পিতা আমাকে একদল লোকের সাথে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ সময় আমি সিঁর নামক এক বৃদ্ধের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য গমন করি এবং আমি তাকে বলি, আমার পিতা আমাকে আপনার নিকট হতে যাকাত গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন। তখন তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কি নিয়মে যাকাত গ্রহণ করবে? আমি বলি, আমি লোকদের নিকট হতে উত্তম মাল গ্রহণ করব। এমনকি আমি দুগ্ধবতী ছাগীও যাকাত হিসাবে নেব। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগেও বকরীসহ এই উপত্যকায় বসবাস করতাম। ঐ সময় একদা দুই ব্যক্তি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আমার নিকট এসে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতিনিধি এবং আপনার নিকট হতে বকরীর যাকাত উসুল করতে এসেছি। তখন আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে, আমার উপর কি দেওয়া ওয়াজিব? তাঁরা বলেন, একটি বকরী। তখন আমি তাঁদেরকে এমন একটি বকরী দিতে চাই, যা হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী ছিল। আমি তা তাদের সম্মুখে পেশ করলে তাঁরা বলেন, এটা বাচ্চাওয়ালা বকরী এবং নবী করীম (স) এরূপ বকরী যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তখন আমি তাঁদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কিরূপ বকরী গ্রহণ করবেন? তাঁরা বলেন, আমরা এক অথবা দুই বছর বয়সী বকরী গ্রহণ করব। আমি তাদের সম্মুখে এমন একটি বকরী আনি যা তখনও বাচ্চা প্রসব না করলেও বাচ্চা ধারণের উপযোগী হয়েছে। তাঁরা এটাকে তাদের উটের সাথে একত্রে নিয়ে যান -- (নাসাঈ)।

١٥٨٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْنُسَ النَّسَائِيُّ نَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ فِيْهِ وَالشَّافِعُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا الْوَلَدُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَرَاْتُ فِيْ كِتَابِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ اٰلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ وَاَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ الْاِيْمَانَ مَنْ عَبَدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَاَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَعْطٰى زَكٰوةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيْضَةَ وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ وَلٰكِنْ مِنْ وَسْطِ اَمْوَالِكُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَسْئَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَا يَاْمُرُكُمْ بِشَرِّهِ ـ

১৫৮২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়ূনুস (র) ... যাকারিয়া ইব্‌ন ইস্‌হাক (র) হতে উপরোক্ত সনদে পূর্বের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী মুসলিম ইব্‌ন শো'বা (র) এই বর্ণনায় বলেন ঃ শাফী ঐ বকরীকে বলা হয় যা গর্ভবতী।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি যাকাত সম্পর্কীয় নির্দেশনামাটি হিমসে আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন সালেমের গ্রন্থে পাঠ করেছি। তা আমর ইব্‌নুল হিমসীর বংশধরদের নিকট সংরক্ষিত ছিল।

রাবী বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জাবের (র) জুবায়ের ইব্‌ন নুফায়ের হতে, তিনি আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআবিয়া হতে, তিনি গাদিরাহ্ কায়েস হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ তিন ধরনের লোক যারা এরূপ করবে, তারা পরিপূর্ণ ঈমানের স্বাদ প্রস্ত হবে — যে ব্যক্তি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই; যে ব্যক্তি প্রতি বছর তার মালের যাকাত হিসাবে উত্তম মাল প্রদান করে এবং বৃদ্ধ বয়সের, রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ, নিকৃষ্ট মাল প্রদান করে না, বরং মধ্যম ধরনের মাল প্রদান করে এবং আল্লাহ্ তোমাদের নিকট তোমাদের উত্তম মাল চান না এবং নিকৃষ্ট মাল প্রদান করতেও নির্দেশ দেন নাই।

١٥٨٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبِىْ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِىْ مَالَهُ لَمْ اَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهِ اِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ اَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَاِنَّهَا صَدَقَتُكَ فَقَالَ ذَاكَ مَالاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلٰكِنْ هٰذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنَا بِاٰخِذٍ مَالَمْ اُوْمَرْ بِهِ وَهٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فَاِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَاْتِيَهُ فَتَعْرِضْ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ فَاِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَاِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ قَالَ فَاِنِّىْ فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِى وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِىْ عَرَضَ عَلَىَّ حَتّٰى قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اَتَانِىْ رَسُوْلُكَ لِيَاْخُذَ مِنِّىْ صَدَقَةَ مَالِىْ وَاَيْمُ اللّٰهِ مَا قَامَ فِىْ

مَالِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ رَسُوْلُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِىْ فَزَعَمَ اَنْ مَّاعَلَىَّ فِيْهِ اِبْنَةَ مَخَاضٍ وَذٰلِكَ مَالاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلاَ ظَهَرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً فَتِيَةً لِّيَأْخُذُهَا فَاَبٰى عَلَىَّ وَهَا هِىَ ذِهْ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الَّذِىْ عَلَيْكَ فَاِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ اٰجَرَكَ اللّٰهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ فَقَالَ فَهَا هِىَ ذِهْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا قَالَ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْضِهَا وَدَعَالَهُ فِىْ مَا لِهِ بِالْبَرَكَةِ ـ

১৫৮৩। মুহাম্মদ ইব্ন মানসূর (র) ... হযরত উবাই ইব্ন কা'ব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে যাকাত আদায়কারী হিসাবে প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলে সে তার মাল আমার সম্মুখে একত্রিত করে। হিসাবান্তে আমি দেখতে পাই যে, তার উপর এক বছর বয়সের একটি মাদী উট ফরয হয়েছে। আমি তার নিকট এক বছর বয়সী একটি মাদী উট চাইলে সে বলে, এই উষ্ট্রী দ্বারা আপনার কোনই উপকার হবে না, এর দুধও নাই এবং আপনি এতে আরোহণ করে কোথাও যেতেও পারবেন না। বরং এর পরিবর্তে আপনি আমার এই শক্তিশালী মোটাতাজা যুবতী উষ্ট্রী গ্রহণ করুন। আমি বললাম, যা গ্রহণের জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় নাই, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। (অতঃপর তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ্ (স) নিকটেই আছেন। তুমি আমার নিকট যা পেশ করেছ, ইচ্ছা করলে তা তাঁর (স) খেদমতে পেশ করতে পার। যদি তিনি তা গ্রহণ করেন তবে আমিও তা গ্রহণ করব এবং যদি ফেরত দেন তবে আমিও ফেরত দেব। এতদশ্রবণে সেই ব্যক্তি বলে, হাঁ, আমি তাই করব। অতঃপর সে উক্ত উষ্ট্রীসহ রওনা হয়, এমনকি আমরা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে হাযির হই। ঐ ব্যক্তি বলে, ইয়া নবীআল্লাহ! আমার নিকট হতে মালের যাকাত গ্রহণের জন্য আপনার পক্ষ হতে প্রতিনিধি গিয়েছে। আল্লাহ্র শপথ! ইতিপূর্বে আল্লাহ্র রাসূল বা তাঁর কোন প্রতিনিধি আমার নিকট আসেন নাই। আমি যাকাত আদায়কারীর সম্মুখে আমার ধন-সম্পদ পেশ করার পর তিনি এইরূপ মনে করেন যে, আমার উপর যাকাত হিসাবে এক বছর বয়সের এমন একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে যা দুগ্ধবতী নয় এবং এর পিঠে আরোহণ করাও সম্ভব নয়। আমি তাঁর সম্মুখে একটি শক্তিশালী, হৃষ্টপুষ্ট যুবতী উষ্ট্রী পেশ করি। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং সেই উষ্ট্রীটি এই – যা আমি আপনার খেদমতে এনেছি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তা গ্রহণ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে বলেন ঃ তোমার উপর যাকাত স্বরূপ এক বছর বয়সের

একটি উষ্ট্রী ওয়াজিব হয়েছে, আর যদি তুমি খুশী হয়ে এর চাইতে উৎকৃষ্ট মাল প্রদান করতে চাও তবে আল্লাহ্ তোমাকে এর প্রতিদান দিবেন এবং আমরাও তা তোমার নিকট হতে গ্রহণ করব। তখন সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটাই সেই মাল। এটা আমি আপনার খেদমতে এনেছি, কাজেই আপনি তা গ্রহণ করুন। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স) যাকাত আদায়কারী ব্যক্তিকে তা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেন এবং তার মালের বরকতের জন্য দু'আ করেন।

١٥٨٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا وَكِيْعٌ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحٰقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ اَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِيْ قَوْمًا اَهْلَ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِيْ اَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِيْ فُقَرَاءِ هِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ -

১৫৮৪। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র) ... হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রা)-কে য়ামানে প্রেরণের সময় বলেন ঃ তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা "আহ্লে কিতাব" (অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থের অধিকার)। অতএব তুমি তাদেরকে নিম্নোক্ত কথা গ্রহণে আহবান করবে ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নী রাসূলুল্লাহ"। যদি তারা তা স্বীকার করে নেয় তবে তুমি তাদের বলবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর দিনরাত পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তুমি তাদের ধনীদের নিকট হতে তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তবে তুমি তাদের উত্তম মাল (যাকাত স্বরূপ) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে এবং তুমি মযলুমের (অত্যাচারিতের) বদ-দু'আকে ভয় করবে। কেননা তার দু'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই (অর্থাৎ মজলুমের বদ-দু'আ বিনা বাধায় আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায়) - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٥٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعْتَدِيْ (الْمُتَعَدِّيْ) فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا ـ

১৫৮৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাকাত আদায় করার মধ্যে অতিরঞ্জিতকারী ব্যক্তি যাকাত প্রদানে বাঁধাদানকারীর তুল্য -- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٥- بَابُ رِضَا الْمُتَصَدِّقِ

৫. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীকে রাখা

١٥٨٦- حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْمَعْنٰى قَالَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ دَيْسَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِيْ سَدُوْسٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ بْنُ عُبَيْدٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيْرًا وَلٰكِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ بَشِيْرًا قَالَ قُلْنَا اِنَّ اَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا اَفَنَكْتُمُ مِنْ اَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا فَقَالَ لاَ ـ

১৫৮৬। মাহ্দী ইব্ন হাফ্স ও মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ (র) ... বাশীর ইব্নুল খাসাসিয়াহ (রা) হতে বর্ণিত। রাবী ইব্ন উবায়েদ তাঁর হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর অর্থাৎ রাবীর নাম প্রকৃতপক্ষে বাশীর ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরবর্তী কালে তাঁর নাম বাশীর রাখেন। তিনি বলেন, একদা আমরা (বাশীরকে) জিজ্ঞাসা করি যে, যাকাত আদায়কারীগণ আমাদের মাল হতে অতিরিক্ত পরিমাণ যাকাত আদায় করে থাকেন। কাজেই তারা যে পরিমাণ মাল অতিরিক্ত গ্রহণ করেন আমরা কি ঐ পরিমাণ মাল গোপন করে রাখব? তিনি বলেন, না।

١٥٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوْبَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ـ

১৫৮৭। হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আয়্যুব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তার বর্ণনায় আরো বর্ণনা করেছেন, একদা আমরা বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যাকাত আদায়কারীগণ পরিমাণের অতিরিক্ত যাকাত উসুল করে থাকে। ইমাম আবু দাউদ বলেন, রাবী আব্দুর রায্‌যাক এই হাদীছটি মা'মার পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

١٥٨٨- حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالاَ نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ عَنْ اَبِى الْغُصْنِ عَنْ صَخْرِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَاْتِيْكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُوْنَ فَاِذَا جَاءُوْكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ وَخَلُّوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ فَاِنْ عَدَلُوْا فَلِاَنْفُسِهِمْ وَاِنْ ظَلَمُوْا فَعَلَيْهَا وَاَرْضُوْهُمْ فَاِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ ـ

১৫৮৮। আব্বাস ইব্‌ন আব্দুল আজীম (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন জাবের ইব্‌ন আতীক তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের নিকট এমন যাকাত আদায়কারীগণ আগমন করবে, যাদের আচরণে তোমরা অসন্তুষ্ট হবে। তথাপি তারা যখন তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদের স্বাগত জানাবে। অতঃপর তারা যাকাতস্বরূপ তোমাদের নিকট যা দাবী করে তোমরা তা প্রদান কর। যদি তারা ইন্‌সাফের সাথে কাজ করে তবে তারা এর প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। আর যদি এ ব্যাপারে তারা জুলুম করে তবে এর জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হবে। তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। কেননা তাদের সন্তুষ্টির উপরেই তোমাদের যাকাত আদায় হওয়া নির্ভর করে। আর তোমরা তাদের সাথে এমন আচরণ করবে যাতে তারা তোমাদের জন্য দু'আ করে।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হাফ্‌স-এর নাম ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন গুসন।

١٥٨٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَبِىْ كَامِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ

يَعْنِىْ مِنَ الْاَعْرَابِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوْا اِنَّ نَاسًا مِّنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَاْتُوْنَا فَيَظْلِمُوْنَا قَالَ فَقَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُم قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنْ ظَلَمُوْنَا قَالَ اَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ زَادَ عُثْمَانُ وَاِنْ ظُلِمْتُمْ قَالَ اَبُوْ كَامِلٍ فِىْ حَدِيْثِه قَالَ جَرِيْرٌ مَا صَدَرَ عَنِّىْ مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ وَهُوَ عَنِّىْ رَاضٍ۔

১৫৮৯। আবু কামিল (র) ... জারীর ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আরবের কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর তারা বলেন, আমাদের নিকট যাকাত আদায়ের জন্য এমন লোক আসেন যারা বাড়াবাড়ি করে থাকেন। তখন তিনি (স) বলেন ঃ তোমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তারা আমাদের উপর জুলুমও করেন? জবাবে তিনি (স) বলেন, তোমরা তোমাদের যাকাত উসূলকারী ব্যক্তিদের খুশী রাখবে। রাবী উছ্‌মানের বর্ণনায় আরও আছে যে, যদিও তারা তোমাদের উপর জুলুম করে।

রাবী আবু কামিলের বর্ণনায় আছে যে, জারীর বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট হতে এই নির্দেশ প্রাপ্তির পর সমস্ত যাকাত আদায়কারীগণ আমার নিকট হতে সন্তুষ্ট মনে বিদায় গ্রহণ করেন -- (মুসলিম, নাসাঈ)।

پاره– ١٠

দশম পারা

٦- بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

৬. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারীর যাকাত প্রদানকারীদের জন্য দু'আ করা

١٥٩٠– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى -

১৫৯০। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (বাইআতুর রিদওয়ানে) বৃক্ষের নীচে শপথ গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন কোন কাওম (গোত্র) যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তাদের জন্য এইরূপ দু'আ করতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ ! তুমি তাদের উপর রহম কর।" একদা আমার পিতা তাঁর নিকট যাকাতের মালসহ উপস্থিত হলে তিনি (স) বলেন ঃ "ইয়া আল্লাহ ! আপনি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন !"

٧- بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانَ الْإِبِلِ

৭. অনুচ্ছেদ ঃ উটের বয়স সম্পর্কে

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ وَأَبِي حَاتِمٍ وَغَيْرِهِمَا وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ قَالُوا يُسَمَّى الْحُوَارُ ثُمَّ الْفَصِيلُ إِذَا فَصَلَ ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى

تَمَامِ سَنَتَيْنِ فَاذَا دَخَلَتْ فِى الثَّالِثَةِ فَهِىَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلاَثُ سِنِيْنَ فَهُوَ حِقٌّ وَّحِقَّةٌ اِلَى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ لاَنَّهَا اسْتُحِقَّتْ اَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِىَ تَلْقَحُ وَلاَ يَلْقَحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثْنِى وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ لاَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا اِلَى تَمَامِ اَرْبَعِ سِنِيْنَ فَاذَا طَعَنَتْ فِى الْخَامِسَةِ فَهِىَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِيْنَ فَاذَا دَخَلَتْ فِى السَّادِسَةِ وَاَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ ثَنِىٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا فَاذَا طَعَنَ فِى السَّابِعَةِ سُمِّىَ الذَّكَرُ رُبَاعِيًا وَالْاُنْثَى رُبَاعِيَةٌ اِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ فَاذَا دَخَلَ فِى الثَّامِنَةِ وَاَلْقَى السِّنَّ السَّدِيْسَ الَّذِىْ بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ فَهُوَ سَدِيْسٌ وَسُدُسٌ اِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ فَاذَا دَخَلَ فِى التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ اَىْ بَزَلَ نَابُهُ يَعْنِىْ طَلَعَ حَتَّى يَدْخُلَ فِى الْعَاشِرِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ مُخْلِفٌ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ وَلٰكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ وَمُخْلِفُ ثَلٰثَةِ اَعْوَامٍ اِلَى خَمْسِ سِنِيْنَ وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ قَالَ اَبُوْ حَاتِمٍ وَالْجُذُوْعَةُ وَقْتٌ مِّنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ وَفُصُوْلُ الاَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوْعِ سُهَيْلٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنْشَدَ نَا الرِّيَاشِىُّ شِعْرًا :

اِذَا سُهَيْلٌ اَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ + فَابْنُ اللَّبُوْنِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ
لَمْ يَبْقَ مِنْ اَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ + وَالْهُبَعُ الَّذِىْ يُوْلَدُ فِىْ غَيْرِ حِيْنِهِ ـ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি রায়্যাশী, আবু হাতিম ও অন্যদের নিকট হতে এই বর্ণনা শুনেছি এবং নাদর ইব্ন শুমায়েল ও আবু উবায়দের গ্রন্থে পেয়েছি, কোন কোন কথা তাদের একজনেই বলেছেন। তাঁরা বলেন, উটের বাচ্চাকে (যতক্ষণ মাতৃগর্ভে থাকে) "আল–হাওয়্যার", 'আল্–ফাসীল (যখন ভূমিষ্ঠ হয়) ও বিন্ত মাখাদ (যে বাচ্চা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে), আর তিন বছর বয়সে পদার্পণকারী বাচ্চাকে "বিনতে লাবূন" বলা হয়। অতঃপর উটের বয়স পূর্ণ তিন বছর হতে চার বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বলা হয়, হিক্ক ও হিক্কাহ্। কেননা তখন হিক্কাহ বাহনের যোগ্য হয় বাচ্চা ধারণের উপযুক্ত হয় এবং যৌবনে পৌছে। কিন্তু হিক্কাহ ছয় বছরে না পৌছা পর্যন্ত প্রাপ্তবয়স্ক হয় না এবং হিক্কাহকে 'তুরুকাতুল ফাহল'ও বলা হয়। কেননা ঐ সময় পুরুষ উট এর উপর কুঁদে পড়ে। অতঃপর

যখন তার বয়স পাঁচ বছরে পড়ে তখন তাকে জাযাআহ্ বলে এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাকে এই নামেই আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর যখন তা ছয় বছরে পদার্পণ করে এবং সামনের দাঁত উঠে তখন তাকে 'ছানা' বলে – ছয় বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর যখন তার বয়স সাত শুরু হয় তখন হতে সাত বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত পুরুষ উটকে বলা হয় 'রুবাঈ' এবং স্ত্রী উষ্ট্রীকে বলা হয় 'রুবাইয়া'। অতঃপর তা যখন আট বছরে পদার্পণ করে তখন থেকে তাকে 'সাদীস্' বলে আট পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। যখন তা নয় বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে 'বাযিল্' বলা হয়। কারণ তখন তার কুঁজ নির্গত হতে থাকে। অতঃপর উট যখন দশ বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে 'মুখলিফ' বলে। এর পরে উটের আর কোন নামকরণ নাই। অবশ্য এর পরে তাকে এক বছরের বাযিল, দুই বছরের বাযিল ; এক বছরে মুখ্লিফ, দুই বছরের মুখ্লিফ, তিন বছরের মুখলিফ, চার বছরের মুখ্লিফ এবং পাঁচ বছরের মুখলিফ বলা হয়ে থাকে। গর্ভবতী উষ্ট্রীকে 'হালাফা' বলে। আবু হাতেম বলেন, জুযূআহ্ হল কাল প্রবাহের একটা সময়, কোন দাঁতের নাম নয়। উটের বয়সের পরিবর্তন হয় সুহাইল (Canopus) তারকা উদিত হওয়ার সাথে সাথে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, আর-রিয়াশী আমাদেরকে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করে শুনান (অর্থ) ঃ

"রাতের প্রথম প্রহরে যখন সুহাইল তারকা উদিত হল, তখন ইব্‌ন লাবূন হিক্কা হয়ে গেল এবং হিক্কাহ জাযাআহ হয়ে গেল। হুবা ছাড়া এমন কোন বয়স নাই যা (সুহাইল তারকা উদয় থেকে) গণনা করা যায় না, হুবা সেই উষ্ট্রী শাবককে বলা হয় যা সুহাইল তারকা উদয়কালে ভূমিষ্ঠ হয় না, বরং অন্য সময়ে ভূমিষ্ঠ হয়।'

٨- بَابُ اَيْنَ تُصَدَّقُ الْاَمْوَالُ

৮. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত আদায়কারী যাকাতদাতাদের নিকট হতে কোন্ স্থানে যাকাত গ্রহণ করবে

١٥٩١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلاَّ فِىْ دُوْرِهِمْ -

১৫৯১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আমর ইব্‌ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যাকাত আদায়কারী (যাকাত প্রদানকারীকে) দূরে টেনে নিবে না এবং যাকাতদাতা নিজের মাল দূরে সরিয়ে রাখবে না (যাতে লেনদেনে কষ্ট না হয়) ; আর তাদের যাকাতের মাল, তাদের ঘর-বাড়ি ব্যতীত অন্য কোথাও হতে গ্রহণ করা চলবে না।

١٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ فِيْ قَوْلِهِ لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ قَالَ اَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِيْ مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ اِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ اَيْضًا لاَ يُجْنَبُ اَصْحَابُهَا يَقُوْلُ وَلاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ بِاَقْصٰى مَوَاضِعِ اَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ اِلَيْهِ وَلٰكِنْ تُؤْخَذُ فِيْ مَوْضِعِهِ ـ

১৫৯২। আল–হাসান ইব্‌ন আলী য়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে ولاجلب ولاجنب সম্পর্কে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ চতুষ্পদ জন্তুর অবস্থানের স্থানেই এগুলোর যাকাত দিতে হবে। আর যাকাত আদায়কারীর নিকট এগুলো নিতে হবে না এবং মালের যাকাত প্রদানকারীগণ এগুলো দূরে সরিয়ে রাখবে না। আর যাকাত আদায়কারী যাকাত দাতাদের নিকট হতে দূরেও অবস্থান করবে না, বরং চতুষ্পদ জন্তু যেখানে থাকে সেখান হতেই যাকাত আদায় করবে – – (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٩ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

৯. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত দিয়ে তা পুনরায় ক্রয় করা

١٥٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لاَ تَبْتَاعَهُ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ ـ

১৫৯৩। আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ··· আব্‌দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। অতঃপর তিনি তা বিক্রী হতে দেখে খরিদ করতে মনস্থ করেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেন ঃ তুমি তা খরিদ কর না এবং তোমার সদ্‌কার মাল ফেরত লইও না – – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٠- بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيْقِ

১০. অনুচ্ছেদ ঃ দাস-দাসীতে যাকাত

١٥٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِى الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ زَكٰوةٌ اِلاَّ زَكٰوةُ الْفِطْرِ فِى الرَّقِيْقِ -

১৫৯৪। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র) ... আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঘোড়া ও দাস-দাসীতে কোন যাকাত নাই। কিন্তু দাস-দাসীর পক্ষ থেকে সদাকাতুল্ ফিত্‌র (ফেতরা) দিতে হবে - - (মুসলিম)।

١٥٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِىْ عَبْدِهِ وَلاَ فِىْ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ -

১৫৯৫। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা ও মালিক (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন মুসলমানের জন্য তার দাস-দাসী ও ঘোড়ায় কোন যাকাত নাই - - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١١- بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

১১. অনুচ্ছেদ ঃ কৃষিজ ফসলের যাকাত

١٥٩٦- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْاَيْلِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ اَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِىَ بِالسَّوَانِىْ اَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

১৫৯৬। হারূন ইব্‌ন সাঈদ (র) ... সালিম ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে যমীন

বৃষ্টি, নদী ও কুয়ার পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয় অথবা যে ানি সেচের আদৌ কোন প্রয়োজন হয় না — এমন ক্ষেতের ফসলের যাকাত হল 'উশ্‌র বা উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যে যমীতে কৃত্রিম উপায়ে পানি সিঞ্চিত হয় – তার যাকাত হল নিস্‌ফে উশর বা উশ্‌রের অর্ধেক – – (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ الْاَنْهَارُ وَالْعُيُوْنُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِيْ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ـ

১৫৯৭। আমহাদ ইব্‌ন সালেহ ও আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে যমীন নদী–নালা ও কূপের পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তার যাকাত হল ' উশ্‌র।[১] আর যে যমীন কৃত্রিম উপায়ে সিঞ্চিত হয় তার যাকাত হল অর্ধ 'উশ্‌র – – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٥٩٨- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيّ وَابْنُ الْاَسْوَدِ الْعَجَلِيٌّ قَالاَ قَالَ وَكِيْعٌ الْبَعْلُ الْكُبُوْسُ الَّذِيْ يَنْبُتُ مِنْ مَّاءِ السَّمَاءِ قَالَ ابْنُ الْاَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ اٰدَمَ سَاَلْتُ اَبَا اَيَاسٍ الْاَسَدِيَّ فَقَالَ الَّذِيْ يُسْقٰى بِمَاءِ السَّمَاءِ ـ

১৫৯৮। আল–হায়ছাম ইব্‌ন খালিদ আল–জুহানী ও ইবনুল আস্‌ওয়াদ আল–আজালী (র) বলেন, ওয়াকী (রহ) বলেছেন, البعل لكبوس হল সেই ফসল, যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে জন্মে। ইব্‌নুল্ আস্‌ওয়াদ বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আদাম বলেছেন, আমি আবু আয়্যাস আল–আসাদীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তা হল ঐ ফসল যা বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপন্ন হয়।

١٥٩٩- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ اَبِيْ نَمِرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

১। উশ্‌র ঃ কৃষিজ উৎপাদনের উপর যে যাকাত দিতে হয় তাকে আইনের পরিভাষায় 'উশর' বলে। শব্দটির অর্থ 'এক–দশমাংশ'।

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيْرَ مِنَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ شَبَرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شِبْرًا وَرَأَيْتُ اُتْرُجَّةً عَلٰى بَعِيْرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلٰى مِثْلِ عِدْلَيْنِ ـ

১৫৯৯। আবু রবী ইব্‌ন সুলায়মান (র) ... মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে য়ামানে প্রেরণের সময়ে বলেন ঃ উৎপন্ন ফসল হতে ফসল, বক্‌রী পাল হতে বক্‌রী, উটের পাল হতে উট এবং গরুর পাল হতে গরু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে; যখন এদের সংখ্যা পঁচিশ বা তদুর্ধ হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিসরে একটি শসা মেপেছি তের বিঘত (সাড়ে ছয় হাত) লম্বা এবং একটি লেবু (বাতাবি) দেখেছি, যা দুই টুক্‌রা করে একটি উটের পিঠে বোঝাই করা ছিল দুইটি বোঝা সদৃশ।

١٢- بَابُ زَكٰوةِ الْعَسَلِ

১২. অনুচ্ছেদ ঃ মধুর যাকাত

١٦٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ نَا مُوْسَى بْنُ اَعْيَنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ اَحَدُ بَنِىْ مُتْعَانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُشُوْرِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ اَنْ يَّحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمٰى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ الْوَادِىَ فَلَمَّا وُلِّىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْاَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ اِنْ اَدّٰى اِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّىْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُشُوْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَاِلَّا فَاِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَاْكُلُهُ مَنْ يَّشَاءُ ـ

১৬০০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুআইব (র) ... আমর ইব্‌ন শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী মুতআন্ গোত্রের সদস্য হিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মধুর উশর নিয়ে

উপস্থিত হন। তিনি নবী করীম (স)–এর নিকট সালবা' নামক উপত্যকাটি জায়গীর চান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উক্ত উপত্যকা তাকে জায়গীর দেন। অতঃপর হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) যখন খলীফা নির্বাচিত হন, তখন সুফিয়ান ইব্ন ওয়াহ্ব তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়ে একখানি পত্র লেখেন। এর জবাবে উমার (রা) তাঁকে লিখে জানান, সে রাসূলুল্লাহ (স) –কে মধুর যে উশর দিত তা যদি তোমাকে দিতে থাকে তবে সালবা উপত্যকায় তার জায়গীর বহাল রাখ। অন্যথায় তা বনের মৌমাছি হিসাবে গণ্য হবে এবং যে কোন ব্যক্তি তার মধু খেতে পারবে।

١٦٠١– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ نَا الْمُغِيْرَةُ وَنَسَبَهُ الِىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُوْمِيِّ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ شَبَابَةَ بَطْنٌ مِّنْ فَهْمٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحْمِيْ لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَاَدُّوْا اِلَيْهِ مَا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَ اِلىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمٰى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ـ

১৬০১। আহ্মাদ ইব্ন আবদাহ (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। শাবাবা ছিল ফাহ্ম গোত্রের উপগোত্র। অতঃপর তিনি এইরূপ বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক দশ মশকের জন্য এক মশক যাকাত দিতে হবে। সুফিয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ আছ–ছাকাফী তাদেরকে দুইটি উপত্যকার জায়গীর দেন। তারা তাঁকে ঐরূপ (মধুর) যাকাত প্রদান করতেন, যেভাবে তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তা প্রদান করতেন্। তিনি (সুফিয়ান) তাদের জায়গীর স্বত্ব বহাল রাখেন - - (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٦٠٢– حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ بَطْنًا مِّنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيْرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ ـ

১৬০২। আর–রবী ইব্ন সুলায়মান (র) ... আমর ইব্ন শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। ফাহ্ম গোত্রের একটি শাখা ... মুগীরার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। প্রত্যেক দশ মশকের জন্য যাকাত এক মশক। অতঃপর রাবী বলেন, ঐ দুইটি উপত্যকার মালিক ছিলেন তারা।

١٣- بَابٌ فِيْ خَرْصِ الْعِنَبِ

১৩. অনুচ্ছেদঃ যাকাতের জন্য অনুমানপূর্বক আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণ

١٦٠٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ نَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ اُسَيْدٍ قَالَ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيْبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا ـ

১৬০৩। আব্দুল আযীয ইব্নুস সারী (র) ... আত্তাব ইব্ন উসায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনুমানে আঙ্গুরের পরিমাণ নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন, যেভাবে অনুমানে খেজুরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় এবং শুক্না আঙ্গুর (কিস্মিস্) যাকাত হিসাবে গ্রহণ করবে, যেরূপ খেজুরের যাকাতস্বরূপ শুক্না খেজুর গ্রহণ করা হয় -- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

١٦٠٤- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ اِسْحٰقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ـ

১৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইস্হাক আল-মুসায়্যাবী (র) ... ইব্ন শিহাব (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

١٤- بَابٌ فِي الْخَرْصِ

১৪. অনুচ্ছেদ ঃ (যাকাতের জন্য) গাছের ফলের পরিমাণ অনুমানে নির্ণয় করা

١٦٠٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ اَبِيْ حَثْمَةَ اِلٰى مَجْلِسِنَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوْا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَاِنْ لَّمْ تَدَعُوْا اَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ ـ

১৬০৫। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন মাস্উদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহল্ ইব্ন আবু হাছ্মাহ (রা) আমাদের সভায় আগমন করেন এবং বলেন

যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা যখন (ফলের পরিমাণ) অনুমান কর তখন দুই-তৃতীয়াংশ (হিসাবে) ধর এবং এক-তৃতীয়াংশ (হিসাব থেকে) বাদ দাও। যদি এক-তৃতীয়াংশ না পাও বা বাদ দিতে না পার তবে এক-চতুর্থাংশ বাদ দাও -- (তিরমিযী, নাসাঈ)।[১]

١٥- بَابُ مَتٰى يُخْرَصُ التَّمْرُ

১৫. অনুচ্ছেদ ঃ কখন খেজুরের পরিমাণ অনুমান করবে ?

١٦٠٦- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلٰى يَهُوْدِ خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِيْنَ يَطِيْبُ قَبْلَ أَنْ يُّؤْكَلَ مِنْهُ -

১৬০৬। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি খায়বার বিজয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে খায়বারের য়াহূদীদের নিকট প্রেরণ করতেন। তিনি গাছের খেজুরের পরিমাণ অনুমান করতেন — যখন তা উপযুক্ত অবস্থায় পৌঁছতো এবং খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে।

١٦- بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

১৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে ফল যাকাত হিসাবে গ্রহণ করা জায়েয নয়

١٦٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نَا عَبَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُوْرِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُّؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ أَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيْدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

---

১. অর্থাৎ যে পরিমাণ যাকাত অনুমানে নির্ধারণ করা হবে তা থেকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ যাকাতদাতাকে ছেড়ে দিবে। কারণ অনুমানে কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফল বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। — (স.স.)

১৬০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারিস (র) ... আবু উমামা ইব্‌ন সাহল (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জা'রূর ও লাওনুল হুবায়েক যাকাত হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। যুহ্‌রী (রহ) বলেন, এটা মদীনার খেজুরের দুইটি প্রকার বিশেষ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আবুল ওয়ালীদ হতে, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর হতে, তিনি ইমাম যুহ্‌রী হতে উপরোক্ত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١٦٠٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ نَا يَحْيٰى يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ اَبِىْ عَرِيْبٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهٖ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِىْ ذٰلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِاَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ اِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَاْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ -

১৬০৮। নাস্‌র ইব্‌ন আসিম (র) ... আওফ ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে আমাদের নিকট প্রবেশ করেন, তাঁর হাতে ছিল একটি লাঠি। এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ হাশাফ (নিকৃষ্ট মানের খেজুর) ঝুলিয়ে রেখেছিল। তিনি (স) ঐ গুচ্ছের উপর লাঠির আঘাত হেনে বলেন ঃ এই যাকাত-দাতা ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উত্তম মাল যাকাত হিসাবে প্রদান করতে পারত। তিনি (স) আরও বলেনঃ এই যাকাত-দাতাকে কিয়ামতের দিন এই 'হাশাফ'-ই খেতে হবে — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٧- بَابُ زَكٰوةِ الْفِطْرِ

১৭. অনুচ্ছেদ ঃ সদাকাতুল ফিত্‌র (ফিতরা)

١٦٠٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ نَا مَرْوَانُ قَالَ عَبْدُاللّٰهِ نَا اَبُوْ يَزِيْدَ الْخَوْلَانِىُّ وَكَانَ شَيْخُ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِىْ عَنْهُ نَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ مَحْمُوْدُ الصَّدَفِىُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ

الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكٰوةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ ۔

১৬০৯। মুহাম্মাদ ইব্ন খালিদ আদ-দিমাশকী (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিতর — রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে এবং মিস্কীনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা (ঈদুল্ ফিতরের) নামাযের পূর্বে দান করে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসাবে গণ্য। আর যে ব্যক্তি তা নামাযের পরেপরিশোধ করে তা অন্যান্য সাধারণ দান-খয়রাতের অনুরূপ হিসাবে গণ্য -- (ইব্ন মাজা)।

۱۸۔ بَابُ مَتٰى تُؤَدّٰى

১৮. অনুচ্ছেদ ঃ সদ্কাতুল ফিতর প্রদানের সময়

۱٦۱۰۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكٰوةِ الْفِطْرِ اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ ۔

১৬১০। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী (র) ... ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদাকাতুল ফিত্র, লোকদের ঈদের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। নাফে (রহ) বলেন, ইব্ন উমার (রা) ঈদুল্ ফিত্রের এক বা দুই দিন পূর্বে সদাকাতুল ফিত্র প্রদান করতেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

۱۹۔ بَابٌ كَمْ يُؤَدّٰى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ কি পরিমাণ সদাকাতুল ফিত্র দিতে হবে তার বর্ণনা

۱٦۱۱۔ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا مَالِكٌ وَقَرَأَهُ عَلٰى مَالِكٍ اَيْضًا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ قَالَ فِيْهِ فِيْمَا قَرَأَهُ عَلٰى مَالِكٍ زَكٰوةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

১৬১১। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিত্‌র নির্ধারিত করেছেন (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা এই হাদীছ সম্পর্কে বলেন, মালিক আমাদের নিকট এরূপে বর্ণনা করেছেন — রমযানের সদাকাতুল ফিত্‌র) এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' বার্লি প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস এবং নর–নারী নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য দেয় - - (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٦١٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَامَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمْرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِهٖ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيْدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ نَّافِعٍ قَالَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَشْهُوْرُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ لَيْسَ فِيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

১৬১২। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সদাকাতুল ফিত্‌র (মাথাপিছু) এক সা' নির্ধারণ করেছেন ... (আমর ইব্‌ন নাফে) মালিক বর্ণিত হদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় আরও আছে ঃ "ছোট এবং বড় সকলের পক্ষ থেকে। আর তিনি (স) তা ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য লোকদের বের হওয়ার পূর্বে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল্লাহ্ আল–উমারী (রহ) নাফে হতে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে "প্রত্যেক মুসলমানের উপর নির্ধারিত" কথা আছে। সাঈদ আল্‌–জুমাহী, উবায়দুল্লাহ্ হতে, তিনি নাফে হতে বর্ণনা করেছেন, তাতে "মুসলমানদের থেকে" কথাটি আছে। তবে রাবী উবায়দুল্লাহ্ হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ বর্ণনায় مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (মুসলমানদের থেকে) কথাটা নাই।

١٦١٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ ح وَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا اَبَانٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ

شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ زَادَ مُوْسٰى وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَعَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى الْعُمْرِىَّ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ـ

১৬১৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আব্দুল্লাহ্ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) সদ্‌কায়ে ফিত্‌র এক সা'[১] খেজুর বা এক সা' বার্লি নির্ধারণ করেছেন, ছোট বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের উপর। রাবী মূসা আরও বর্ণনা করেছেন, "নর ও নারীর (জন্যও দেয়)। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছে আয়্যূব ও আব্দুল্লাহ্ আল-উমারী নিজেদের বর্ণনায় নাফে-র সূত্রে পুরুষ অথবা নারীর কথাও উল্লেখ করেছেন -- (বুখারী, মুসলিম)।

١٦١٤- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِىُّ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُوْنَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ اَوْ سُلْتٍ اَوْ زَبِيْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِّنْ تِلْكَ الْاَشْيَاءِ ـ

১৬১৪। আল্-হায়ছাম ইব্ন খালিদ (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে মাথাপিছু এক সা' পরিমাণ বার্লি অথবা খেজুর বা বার্লি জাতীয় শস্য, অথবা কিসমিস সদ্‌কায়ে ফিতর প্রদান করত। রাবী (নাফে) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন ঃ অতঃপর হযরত উমার (রা)-র সময় যখন গমের ফলন অধিক হতে থাকে, তখন তিনি আধা সা' গমকে উল্লেখিত বস্তুর এক সা'-এর সম পরিমাণ নির্ধারণ করেন -- (নাসাঈ)।

١٦١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُعْطِى التَّمْرَ فَاَعْوَزَ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ التَّمْرُ عَامًا فَاَعْطَى الشَّعِيْرَ ـ

---

১. এ দেশীয় ওজনে এক সা' = তিন সের এগার ছটাক।

১৬১৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, পরবর্তী কালে লোকেরা (উমারের) অর্ধ সা' গম দিতে থাকে। নাফে বলেন, আর হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) সদকায়ে ফিতর হিসারে শুকনা খেজুর প্রদান করতেন। অতঃপর কোন এক বছর মদীনায় শুকনা খেজুর দুষপ্রাপ্য হওয়ায় তাঁরা সদ্‌কায়ে ফিতর হিসাবে বার্লি প্রদান করেন -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦١٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا دَاوُدُ يَعْنِى ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ اِذَا كَانَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكٰوةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوْكٍ صَاعًا مِّنْ طَعَامٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اَقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتّٰى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ اَنْ قَالَ اِنِّىْ اَرٰى اَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ فَاَخَذَ النَّاسُ بِذٰلِكَ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَاَمَّا اَنَا فَلَا اَزَالُ اُخْرِجُهُ اَبَدًا مَا عِشْتُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَّاحِدٌ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ اَوْ صَاعًا مِّنْ حِنْطَةٍ وَلَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ -

১৬১৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে (জীবিত) ছিলেন, তখন আমরা সদ্‌কায়ে ফিতর আদায় করতাম — প্রত্যেক ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাসের পক্ষ থেকে এক সা' পরিমাণ খাদ্য (খাদ্যশস্য) বা এক সা' পরিমাণ পনির বা এক সা' বার্লি বা এক সা' খোরমা অথবা এক সা' পরিমাণ কিস্‌মিস্। আমরা এই হিসাবে সদকায়ে ফিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম — এবং অবশেষে মুআবিয়া (রা) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ পূর্বক ভাষণ দেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সিরিয়া থেকে আগত দুই 'মদ্দ'[১] গম এক সা' খেজুরের সম পরিমাণ। তখন লোকেরা তাই গ্রহণ করেন। কিন্তু আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি যত দিন জীবিত আছি, সদ্‌কায়ে ফিতর এক সা' হিসাবেই প্রদান করতে থাকব -- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

১. দুই 'মুদ' হল ঃ এক সা'-এর অর্ধেক ; অর্থাৎ একসের সাড়ে তের ছটাক।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইব্‌ন উলাইয়্যা ও আবদা প্রমুখ রাবীগণ নিজ নিজ সূত্রে আবু সাঈদ (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীছের অর্থের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে উপরোক্ত রাবীগণের মধ্যে একজন – ইব্‌নে উলাইয়্যা হতে
(অথবা এক সা' গম) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সুরক্ষিত নয়।

١٦١٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اسْمٰعِيْلُ لَيْسَ فِيْهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ اَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ -

১৬১৭। মুসাদ্দাদ (র) থেকে ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীছে 'গমের' উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ বলেন, মুআবিয়া ইব্‌ন হিশাম উক্ত হাদীছে ছাওরী হতে, তিনি যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম হতে, তিনি ইয়াদ হতে, তিনি আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) হতে যা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ "অর্ধ সা' গম" তা মুয়াবিয়া ইব্‌ন হিশামের ধারণা মাত্র, অথবা যাঁরা তাঁর নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, তাঁদের অনুমান মাত্র।

١٦١٨- حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيٰى اَنَا سُفْيَانُ ح وَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضًا قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ لاَ اُخْرِجُ اَبَدًا اِلاَّ صَاعًا اِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ اَقِطٍ اَوْ زَبِيْبٍ هٰذَا حَدِيْثُ يَحْيٰى زَادَ سُفْيَانُ اَوْ صَاعًا مِّنْ دَقِيْقٍ قَالَ حَامِدٌ فَاَنْكَرُوْا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

১৬১৮। হামিদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... ইব্‌ন আজ্‌লান ইয়াদ (রহ)-কে বলতে শুনেছেন — আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি সব সময়ই (সকল বস্তু হতে) সদ্‌কায়ে-ফিতর হিসাবে এক সা' পরিমাণই আদায় করতে থাকব। কেননা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে খেজুর, বার্লি, পনির ও কিস্‌মিস সদ্‌কায়ে ফিতর হিসাবে এক সা' করে আদায় করতাম। এটা ইয়াহ্‌ইয়া বর্ণিত হাদীছ। তবে সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে ঃ "অথবা এক সা' আটা"। রাবী হামিদ বলেন, মুহাদ্দিছগণ এটা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় সুফিয়ান এটা পরিহার করেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই

অতিরিক্ত বর্ণনা ইব্‌ন উয়ায়নার (অর্থাৎ সুফিয়ানের) একটি ধারণা মাত্র -- (বায়হাকী, মুসলিম)।

٢٠- بَابُ مَنْ رَوٰى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

২০. অনুচ্ছেদ ঃ অর্ধ সা' গম প্রদানের বর্ণনাসমূহ

١٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ اَوْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى اَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيْهِ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا فَقِيْرُكُمْ فَيَرُدُّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اَكْثَرَ مِمَّا اَعْطَاهُ زَادَ سُلَيْمَانُ فِيْ حَدِيْثِهِ غَنِيٍّ اَوْ فَقِيْرٍ -

১৬১৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছা'লাবা অথবা ছা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী সুআয়র (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ছোট বা বড়, স্বাধীন বা ক্রীতদাস, নর বা নারী তোমদের প্রতি দুইজনের পক্ষ থেকে এক সা' গম বা খেজুর নির্ধারিত করা হল। তোমাদের মধ্যে যারা ধনী — তাদের আল্লাহ পবিত্র করবেন এবং যারা গরীব — তাদেরকে আল্লাহ তাদের দানের তুলনায় আরও অধিক দান করবেন। রাবী সুলায়মান তাঁর হাদীছে 'গনী অথবা ফকীর শব্দ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الدَّرِّ ابَجْرِدِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ نَا هَمَّامٌ نَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ وَائِلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَن عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِيُّ نَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا هَمَّامٌ عَنْ بَكْرٍ الْكُوْفِيِّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ اَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا فَاَمَرَ بِصَدَقَة

الْفِطْرِ صَاعُ تَمْرٍ اَوْ صَاعُ شَعِيْرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِيْ حَدِيْثِهٖ اَوْ صَاعُ بُرٍّ اَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ -

১৬২০। আলী ইব্‌নুল হাসান (র) ... ছা'লাবা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ অথবা (রাবীর সন্দেহ) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া আন-নিশাপুরী ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ছালাবা ইব্‌ন সাগীর তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ভাষণ দেওয়ার সময় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক সা' খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ বার্লি সদ্‌কায়ে ফিতর হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। রাবী আলী ইব্‌ন হাসানের হাদীছে আরও আছে ঃ براوقمح (উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন)। অতঃপর উভয় রাবী (আলী ইব্‌ন হাসান ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া) এক হয়ে বর্ণনা করেছেন ঃ ছোট, বড়, স্বাধীন ও ক্রীতদাস সকলের পক্ষ হতে (সদকায়ে ফিতর) আদায় করতে হবে।

١٦٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ اَحْمَدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَاِنَّمَا هُوَ الْعَذْرِيُّ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ الْمُقْرِئِ -

১৬২১। আহ্মাদ ইব্‌ন সালেহ (র) ... ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন ছালাবা আর ইব্‌ন সালেহ (র) তার সাথে আল-আদাবী অর্থাৎ আল-আযরী যোগ করেছেন। রাবী 'আয্‌রী বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দুই দিন পূর্বে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন ... আল মুকরীর (আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ) হাদীছের অনুরূপ।

١٦٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا سَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حُمَيْدٌ اُخْبِرْنَا عَنِ الْحَسَنِ قَالَ خَطَبَ بْنُ عَبَّاسٍ فِيْ اٰخِرِ رَمَضَانَ عَلٰى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْرِجُوْا

صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَانَ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوْا فَقَالَ مَنْ هٰهُنَا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قُوْمُوْا اِلٰى اِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ اَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِّنْ قَمْحٍ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ اَوْ مَمْلُوْكٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى صَغِيْرٍ اَوْ كَبِيْرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ رَاٰى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوْهُ صَاعًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرٰى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلٰى مَنْ صَامَ ـ

১৬২২। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র) ... আল-হাসান (আল-বসরী) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রমযানের শেষভাগে বসরার (মসজিদের) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেন এবং বলেন ঃ তোমরা তোমাদের রোযার যাকাত (সদ্‌কায়ে ফিতর) প্রদান কর। উপস্থিত জনগণ তাঁর বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ হলে তিনি সেখানে উপস্থিত মদীনার লোকদের সম্বোধন করে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাও এবং তাদের এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান কর, কেননা তারা বুঝতে পারছে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই সদ্‌কাহ্ — এক সা' পরিমাণ খেজুর বা বার্লি অথবা অর্ধ সা' পরিমাণ গম—প্রত্যেক স্বাধীন — ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর ধার্য করেছেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) যখন (বসরায়) এলেন তখন জিনিসপত্রের দর কম দেখে বলেন ঃ এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে প্রাচুর্য দান করেছেন। কাজেই তোমরা যদি প্রত্যেক বস্তু হতে সদকাহ্ (সদকায়ে-ফিতর) হিসাবে এক সা' পরিমাণ প্রদান কর (তবে ভালো হত)। রাবী হুমায়দ বলেন, হাসান এই মত পোষণ করতেন যে, রমযানের ফিতর (সদকায়ে ফিতর) কেবল রোযাদার ব্যক্তির উপর ওয়াজিব — (আহ্‌মাদ, নাসাঈ)।

٢١ـ بَابُ تَعْجِيْلِ الزَّكٰوةِ

২১. অনুচ্ছেদ ঃ অবিলম্বে (অগ্রিম) যাকাত ফেতরা পরিশোধ করা

١٦٢٣ـ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ نَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيْلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ وَالْعَبَّاسُ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيْلٍ اِلاَّ اَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَاَغْنَاهُ اللّٰهُ وَاَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَاِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ اَدْرَاعَهُ وَاَعْتُدَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ثُمَّ قَالَ اَمَا شَعَرْتَ اَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الْاَبِ اَوْ صِنْوُ اَبِيْهِ ـ

১৬২৩। আল-হাসান ইব্‌নুস-সাব্বাহ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। ইব্‌ন জামীল, খালিদ ইবনুল ওলীদ এবং আব্বাস (রা) যাকাত প্রদানে বিরত থাকেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইব্‌ন জামীল যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক কেন? আসলে সে তো গরীব ছিল, এখন আল্লাহ্ তাকে ধনী করেছেন। আর খালিদ ইব্‌নুল ওলীদের প্রতি তোমরা যুলুম করেছ (অর্থাৎ তার উপর যাকাত ফরজ নয়)। কেননা সে তো তার লৌহবর্ম ওয়াকফ্ করেছে এবং তার সমুদয় যুদ্ধাস্ত্র আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধের জন্য দিয়ে দিয়েছে। আর আব্বাস, তিনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চাচা, তাঁর যাকাত আদায় ও অনুরূপ খরচপত্রের ভার আমাকেই বহন করতে হবে। অতঃপর তিনি (স) বলেন ঃ তুমি কি অবগত নও যে, কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার সমতুল্য বা তার পিতার মতই? - - (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٢٤- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ اَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِيْ ذٰلِكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيْثُ هُشَيْمٍ اَصَحُّ ـ

১৬২৪। সাঈদ ইব্‌ন মান্‌সূর (র) ... আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট (সময়ের পূর্বে) দ্রুত যাকাত প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (স) তাঁকে অনুমতি দান করেন - - (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)। আরও একটি সূত্রে হুশাইম থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং এই শেষোক্ত সূত্রটি অধিকতর সহীহ।

٢٢- بَابٌ فِي الزَّكٰوةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ

২২. অনুচ্ছেদ ঃ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাকাত সামগ্রী খরচ করা সম্পর্কে

١٦٢٥- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ اَنَا اَبِيْ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَطَاءٍ مَوْلٰى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ زِيَادًا اَوْ بَعْضَ الْاُمَرَاءِ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ اَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ اَرْسَلْتَنِيْ اَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَاخُذُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৬২৫। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আতা (র) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেছেন যে, যিয়াদ অথবা অন্য কোন শাসক ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা)-কে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। অতঃপর ইম্‌রান (রা) ফিরে এলে তিনি (আমীর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, যাকাতের মাল কোথায়? তিনি বলেন ঃ আপনি আমাকে যাকাতের যে মাল আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন, তা আমরা সেই সমস্ত স্থান হতে আদায় করেছি ; যেখান হতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে আদায় করতাম, আর তা সেই সমস্ত স্থানে খরচ করেছি, যেখানে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ব্যয় করতাম (অর্থাৎ যেখানে আদায় করা হত সেই এলাকার গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হত) -- (ইবন মাজা)।

٢٣- بَابُ مَنْ يُّعْطٰى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنٰى

২৩. অনুচ্ছেদ ঃ যাকাত কাকে দিতে হবে এবং কাকে ধনী বলা যায়

١٦٢٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوْشٌ اَوْ خُدُوْشٌ اَوْ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِهٖ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْغِنٰى قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ قَالَ يَحْيٰى فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِيْ اَنَّ

شُعْبَةَ لاَ يَرْوِىْ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ ـ

১৬২৬। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায় অথচ তার নিকট যা আছে — তা তার জন্য যথেষ্ট, সে কিয়ামতের দিন স্বীয় চেহারায় অসংখ্য জখম, নখের আঁচড় ও ক্ষত সহ আগমন করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ধনী কে? তিনি বলেন ঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা পঞ্চাশ দিরহাম মূল্যের পরিমাণ স্বর্ণ (যার কাছে থাকবে সে ভিক্ষা করতে পারবে না) — তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ, আহ্‌মাদ)।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উছমান (র) সুফিয়ানকে বলেন, আমার স্মরণ আছে যে, শোবা (রহ) হাকীমের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন না। সুফিয়ান বলেন, যুবায়দ (রহ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহ্‌মান ইব্‌ন ইয়াযীদের সূত্রে তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।

١٦٢٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ اَنَا وَاَهْلِىْ بِبَقِيْعِ الْغَرْقَدِ قَالَ لِىْ اَهْلِىْ اذْهَبْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَّأْكُلُهُ فَجَعَلُوْا يَذْكُرُوْنَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُّ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ اَجِدُ مَا اُعْطِيْكَ فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُوْلُ لَعَمْرِى اِنَّكَ لَتُعْطِىْ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْضَبُ عَلَىَّ اَنْ لاَّ اَجِدُ مَا اُعْطِيْهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ اُوْقِيَةٌ اَوْ عِدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ اِلْحَافًا قَالَ الاَسَدِىُّ فَقُلْتُ لَلَقْحَةٌ لَّنَا خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ وَالْاُوْقِيَةُ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَعِيْرٌ وَزَبِيْبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ اَوْ كَمَا قَالَ حَتّٰى اَغْنَانَا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ـ

১৬২৭। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা (র) ··· আতা ইব্ন য়াসার (রহ) বনা আসাদ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি এবং আমার পরিবার–পরিজন (মদীনার নিকটবর্তী) বাকী আল–গারকাদে গিয়ে অবতরণ করি। তখন আমার স্ত্রী আমাকে বলে, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করুন যা আমরা আহার করতে পারি। আর আমার পরিবারের লোকেরাও তাদের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে থাকে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছে দেখতে পাই যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করছে আর রাসূলুল্লাহ (স) বলছেন ঃ আমার নিকট এমন কিছু নাই যা আমি তোমাকে দিতে পারি। অতঃপর সে তাঁর দরবার হতে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে যাওয়ার সময় বলতে থাকে ঃ আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয় আপনি আপনার পসন্দসই লোককে দিয়ে থাকেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোকটি আমার উপর অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু আমার নিকট দেওয়ার মত কিছুই নাই। অতঃপর তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা চায়, আর সে এক আওকিয়া[১] বা তার সমপরিমাণ মূল্যের মালের মালিক সে অবশ্যই উত্যক্ত করার জন্য ভিক্ষা চায়। আসাদী বলেন, তখন আমি (মনে মনে) বলি, আমাদের উষ্ট্রী আওকিয়া হতে উত্তম। আর আওকিয়া হল চল্লিশ দিরহামের সমান। রাবী বলেন, আমি তাঁর (স) নিকট কিছুই না চেয়ে ফিরে আসি। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে কিছু গম ও কিসমিস এলে তিনি তার অংশবিশেষ আমাদেরও দান করেন, অথবা (রাবীর সন্দেহ) যেমন তিনি বলেছেন, এমনকি আল্লাহ্ তাআলা এর বদৌলতে আমাদেরকে মালদার বানিয়ে দেন — (নাসাঈ)।

١٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الرِّجَالِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيْمَةُ اُوْقِيَةٍ فَقَدْ اَلْحَفَ فَقُلْتُ نَاقَتِى الْيَقُوْتَةُ هِىَ خَيْرٌ مِّنْ اُوْقِيَةٍ قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِّنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ اَسْئَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِىْ حَدِيْثِهِ وَكَانَتِ الْاُوْقِيَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا ۔

১. আওকিয়া হল ঃ রৌপ্যের ওজন, যার পরিমাণ হল এক তোলা সাত মাশা। অন্য বর্ণনায় আওকিয়া হল ঃ চল্লিশ দিরহামের সমান।

১৬২৮। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভিক্ষা চায়, আর তার নিকট এক আওকিয়া পরিমাণ মূল্যের বস্তু থাকে সে অসংগতভাবে ভিক্ষা চায়। অতঃপর আমি (মনে মনে) বলি, আমার য়াকূত নাম্নী উষ্ট্রী তো এক আওকিয়ার চাইতেও উত্তম। রাবী হিশাম বলেন, চল্লিশ দিরহাম হতেও উত্তম। অতঃপর আমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা না করে প্রত্যাবর্তন করি। হিশাম তাঁর হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে এক আওকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমপরিমাণ মূল্যের ছিল -- (নাসাঈ)।

١٦٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مِسْكِيْنٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِيِّ نَا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلَاهُ فَاَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَاهُ وَاَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا فَاَمَّا الْاَقْرَعُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِيْ عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَاَمَّا عُيَيْنَةُ فَاَخَذَ كِتَابَهُ وَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَتَرَانِيْ حَامِلاً اِلٰى قَوْمِيْ كِتَابًا لَا اَدْرِيْ مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ فَاَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَاِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا يُغْنِيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ اٰخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْئَالَةُ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصِرًا عَلٰى هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ الَّتِيْ ذَكَرْتُ ـ

১৬২৯। আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র) ... সাহল ইব্‌নুর-রাবী আল্-হান্‌যালীয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উয়ায়না ইব্‌ন হিস্‌ন ও আল - আকরা ইব্‌ন হাবিস্ আগমন করে। তারা উভয়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাদের প্রার্থনার অনুরূপ মাল প্রদানের নির্দেশ দেন এবং মুআবিয়া (রা)-কে তাদের অনুকূলে

একটি·দলীল লিখে দিতে নির্দেশ দেন। তখন মুআবিয়া (রা) তাদের উভয়ের চাহিদা অনুযায়ী তা লিখে দেন। অতঃপর আকরা এই নির্দেশনামা নিয়ে তা ভাঁজ করে তার পাগড়ীর মধ্যে লুকিয়ে চলে যায়। কিন্তু উয়ায়না নিজের নির্দেশনামা গ্রহণ করে তা নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলে ঃ ইয়া মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, আমি আমার কওমের নিকট এমন একটি পত্র বহন করে নিয়ে যাই যার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি অজ্ঞ (সহীফাতুল্ মুতালাম্মেসের)[১] মত। মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তার (উয়ায়নার) কথা অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধনী (অমুখাপেক্ষী) হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট কিছু চায়—সে অধিক দোজখের আগুন চায়। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ জাহান্নামের জ্বলন্ত অঙ্গার চায়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ধনী (বা অমুখাপেক্ষী) হওয়ার সীমা কি ? রাবী নুফায়লী অপর বর্ণনায় উল্লেখ করেন ঃ অমুখাপেক্ষীতার সীমা কি, যার কারণে অন্যের নিকট কিছু চাওয়া অনুচিত হয়? তিনি বলেন ঃ কারো নিকট এমন কিছু সম্পদ থাকা, যা তার সকাল ও সন্ধ্যার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। রাবী নুফায়লীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তির নিকট এমন পরিমাণ সম্পদ হবে, য়া তার রাত–দিন বা দিন–রাতের জন্য যথেষ্ট। ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন ঃ আমি এখানে যে হাদীছ উল্লেখ করলাম তা নুফায়লী আমাদের নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

١٦٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ وَذَكَرَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً فَاَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ اَعْطِنِيْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهٖ فِى الصَّدَقَاتِ حَتّٰى حَكَمَ فِيْهَا هُوَ فَجَزَّاَهَا ثَمَانِيَةَ اَجْزَاءٍ فَاِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْاَجْزَاءِ اَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ ـ

১. মুতালাম্মেসের দলীল, ইনি প্রাচীন আরবের একজন কবি ছিলেন। কোন এক বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করায় তিনি রুষ্ট হন এবং তাঁর এক গভর্নরের নিকট একটি পত্রসহ তাঁকে পাঠান। কবি মনে করেন, নিশ্চয় বাদশাহ গভর্নরকে তাঁকে পুরস্কৃত করার জন্য লিখেছেন। পথিমধ্যে সন্দেহ বশে তিনি পত্র খুলে দেখতে পান যে, তন্মধ্যে তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নির্দেশ আছে। অতঃপর তিনি সেই গভর্নরের নিকট উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং বেঁচে যান। এমতাবস্থায় তা একটি আরবীয় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে।

১৬৩০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) ... যিয়াদ ইব্ন হারিছ্ আস–সুদাঈ (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। অতঃপর তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন, অতপর বলেন ঃ তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলে, আমাকে কিছু যাকাতের মাল দান করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা সদকার (মাল খরচের ব্যাপারে) তাঁর নবী ও অন্যের নির্দেশের উপর সন্তুষ্ট হননি, বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বয়ং নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তা আট শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিভক্ত করেছেন। যদি তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও তবে আমি অবশ্যই তোমাকে তোমার হক প্রদান করব।

١٦٣١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْاُكْلَةُ وَالْاُكْلَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطِنُوْنَ بِهِ فَيُعْطُوْنَهُ ـ

১৬৩১। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ঐ ব্যক্তি মিস্‌কীন নয়, যাকে তুমি একটি এবং দুটি খেজুর, কিংবা এক বা দুই লোক্‌মা খাদ্য দান কর। বরং প্রকৃত মিস্‌কীন তারাই, যারা (অভাবী হওয়া সত্ত্বেও) মানুষের নিকট চায় না, যার ফলে মানুষেরা তাদের অভাব সম্পর্কে অবহিতও হতে পারে না যে, তাদের দান–খয়রাত করবে – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ كَامِلٍ الْمَعْنٰى قَالُوْا نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الْمُتَعَفِّفُ زَادَ مُسَدَّدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ لَيْسَ لَهُ مَايَسْتَغْنِىْ بِهِ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُوْمُ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِىْ لاَ يَسْاَلُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ جَعَلاَ الْمَحْرُوْمَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِىِّ ـ

১৬৩২। মুসাদ্দাদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে – মিস্কীন ঐ ব্যক্তি — যে অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যের নিকট নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে না এবং তার অভাবও বুঝা যায় না যে, তাকে দান-খয়রাত দেয়া যেতে পারে, তাকে বঞ্চিত বলা যায়। আর মুসাদ্দাদের বর্ণনায় "তাদেরকে 'মুতাআফ্ফিফ্' — যারা কিছুই চায় না" কথাটুকু উল্লেখ নাই – (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন ছাওর ও আবদুর রাযযাক (রহ) মামারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ আল-মাহরূম (বঞ্চিত) শব্দটি যুহরীর নিজের কথা।

١٦٣٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ اَخْبَرَنِيْ رَجُلاَنِ اَنَّهُمَا اَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَاٰنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ اِنْ شِئْتُمَا اَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ وَلِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ـ

১৬৩৩। মুসাদ্দাদ (র) ... উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্নুল খিয়ার (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে (অপরিচিত) দুই ব্যক্তি এই খবর দেন যে, তাঁরা বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হন। তখন তিনি যাকাতের মাল বন্টনে রত ছিলেন। ঐ দুই ব্যক্তি কিছু মালের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পুনরায় দৃষ্টি অবনত করেন। তিনি আমাদের উভয়কে শক্ত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট দেখতে পেলেন। তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের দুই জনকে দান করব। (কিন্তু জেনে রাখ !) এই মালে ধনী, কর্মক্ষম ও শক্ত সবলদের কোন অধিকার নাই — (নাসাঈ)।

١٦٣٤- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الاَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَّلاَ لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ كَمَا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لِذِيْ

مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَالْاَحَادِيْثُ الْاُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهَا لِذِىْ مِرَّةٍ قَوِيٍّ وَبَعْضُهَا لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ اَنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ اِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِىْ مِرَّةٍ سَوِيٍّ ـ

১৬৩৪। আব্বাদ ইব্‌ন মূসা (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ধনী ব্যক্তি ও সুঠাম দেহের অধিকারী কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ (বা তাদের যাকাত প্রদান) বৈধ নয়।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, সুফ্‌য়ান (রহ) সা'দ ইব্‌ন ইবরাহীমের সূত্রে ইবরাহীমের অনুরূপ নকল করেছেন। শোবা (রহ) সা'দের সূত্রে "লিযী মিররাতিন কাবিয়্যীন" শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন। কোন বর্ণনায় "লিযী মিররাতিন কাবিয়্যীন" আর কোন বর্ণনায় "লিযী মিররাতিন সাবিয়্যীন" শব্দ সহাকারে এসেছে। আতা ইব্‌ন যুহাইর বলেন যে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-র সাথে সাক্ষাত করলে তিনি বলেন — শক্ত সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী লোকদের জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ নয় – (তিরমিযী)।

٢٤ـ بَابُ مَنْ يَجُوْزُ لَهُ اَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِىٌّ

২৪. অনুচ্ছেদ ঃ ধনী হওয়া সত্ত্বেও যার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ

١٦٣٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِىٍّ اِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا اَوْ لِغَارِمٍ اَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاَهْدَاهَا الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِىِّ ـ

১৬৩৫। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ... আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ শ্রেণীর লোক ব্যতীত ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ নয় ঃ (১) আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদে যোগদানকারী; (২) যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী; (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ; (৪) কোন ধনী ব্যক্তির গরীবের প্রাপ্ত যাকাত স্বীয় অর্থের বিনিময়ে খরিদ করা; (৫) যার মিসকীন প্রতিবেশী নিজের

প্রাপ্ত যাকাত তাকে উপঢৌকন হিসাবে দান করলে ধনী হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ বৈধ – (ইব্ন মাজা)।

١٦٣٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৬৩৬। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٦٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ نَا الْفِرْيَابِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ اِلاَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ابْنِ السَّبِيْلِ اَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِيْ لَكَ اَوْ يَدْعُوْ لَكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ فِرَسٌ وَّابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

১৬৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আওফ (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন ঃ ধনী ব্যক্তির জন্য যাকাত গ্রহণ করা হালাল নয়। অবশ্য যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় থাকে, অথবা মুসাফির, অথবা কারো দরিদ্র প্রতিবেশী যদি যাকাত হিসাবে কিছু মাল প্রাপ্ত হয়ে তা তার ধনী প্রতিবেশীকে উপঢৌকন হিসাবে দান করে অথবা দাওয়াত করে খেতে দেয়, তবে তা তাদের (ধনীদের) জন্য বৈধ বা হালাল।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ ফারাস ও ইব্‌ন আবু লায়লা মিলিত সনদে আবু সাঈদ (রা) হতে মহানবী (স)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٢٥ـ بَابُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكٰوةِ

২৫. অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তিকে যাকাতের মালের কি পরিমাণ দেয়া যেতে পারে

١٦٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ نَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ

عُبَيْدِ الطَّائِىُّ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَزَعَمَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ اَبِىْ حَثْمَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِّنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِىْ دِيَةَ الْاَنْصَارِىِّ الَّذِىْ قُتِلَ بِخَيْبَرَ ـ

১৬৩৮। আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (র) ... বশীর ইব্ন য়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারদের এক ব্যক্তি যার নাম সাহ্ল ইব্ন আবু হাছ্মাহ, তাঁকে খবর দেন যে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে দিয়াতের (১) হিসাবে একশতটি যাকাতের উট দান করেন, অর্থাৎ সেই আনসারীর দিয়াত (রক্তমূল্য) যিনি খয়বরে নিহত হন — (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, মালেক)। (৪৫২ নং হাদীস হিসাবে পূর্বে উধৃত হয়েছে)।

٢٦ـ بَابُ مَا تَجُوْزُ فِيْهِ الْمَسْأَلَةُ

২৬. অনুচ্ছেদ ঃ যে অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ

١٦٣٩ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمْرِىِّ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ اَبْقَى عَلَىٰ وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ اِلاَّ اَنْ يَّسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ اَوْ فِىْ اَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ـ

১৬৩৯। হাফ্স ইব্ন উমার (র) ... যায়েদ ইব্ন উকবা আল-ফাযারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তি হল ক্ষতবিক্ষতকারী জিনিস-যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি নিজের মুখমন্ডল ক্ষতবিক্ষত করে। অতএব যার ইচ্ছা সে নিজের মানসম্মান বজায় রাখুক এবং যার ইচ্ছা নিজের লজ্জা-শরম ত্যাগ করুক। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরে নিকট কিছু যাঞ্চা করা বৈধ, অথবা অনন্যোপায় অবস্থায় যাঞ্চা করা বৈধ - (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦٤٠ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِبَابٍ حَدَّثَنِىْ كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِىِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَاْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَاْمُرُ لَكَ بِهَا

ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيْصَةُ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ الاَّ لاَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُوْلَ ثَلاَثَةٌ مِّنْ ذَوِى الْحِجٰى مِنْ قَوْمِهِ قَدْ اَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِّنْ عَيْشٍ اَوْ سِدَادًا مِّنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ـ

১৬৪০। মুসাদ্দাদ (র) ... কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক আল–হিলালী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (এক জনের) ঋণের জামিন হলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এলে তিনি বলেন ঃ হে কাবীসা! তুমি যাকাতের মাল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আমি তা থেকে তোমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিব। অতঃপর তিনি বলেন, হে কাবীসা! তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত কারো জন্য যাঞ্চা করা হালাল নয়। (১) যে ব্যক্তি যামিন হয়েছে তার জন্য তা পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত অন্যের সাহায্য চাওয়া হালাল, অতঃপর সে তা পরিত্যাগ করবে। (২) যদি কোন ব্যক্তির ধন–সম্পদ দুর্যোগ – দুর্বিপাকে বিনষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তির জন্য এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি লাভ না করা পর্যন্ত যাঞ্চা করা হালাল। (৩) ঐ ব্যক্তি যে ধনী হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে অভাবগ্রস্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রমাণ স্বরূপ যদি তার স্থানীয় তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলে যে, অমুক ব্যক্তিটি সর্বহারা হয়ে গিয়েছে তখন সেই ব্যক্তির জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ—যতক্ষণ না সে জীবন ধারণে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ হে কাবীসা! উপরোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত অন্যদের জন্য ভিক্ষা করা হারাম। যদি কেউ করে, তবে সে হারাম খায় – (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ اَمَا فِىْ بَيْتِكَ شَىْءٌ قَالَ بَلٰى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اِئْتِنِىْ بِهِمَا قَالَ

فَاَتَاهُ بِهِمَا فَاَخَذَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَّشْتَرِىْ هٰذَايْنِ قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَّزِيْدُ عَلٰى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا اِيَّاهُ وَاَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَاَعْطَاهُمَا الْاَنْصَارِىَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِاَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلٰى اَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْاٰخَرِ قَدُوْمًا فَأْتِنِىْ بِهِ فَاَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اِذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ اَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيْعُ فَجَاءَ وَقَدْ اَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرٰى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ اَنْ تَجِىْءَ الْمَسْاَلَةُ نُكْتَةً فِىْ وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ الْمَسْاَلَةَ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لِثَلٰثَةٍ لِّذِىْ فَقْرٍ مُّدْقِعٍ اَوْ لِذِىْ غُرْمٍ مُّفْظِعٍ اَوْ لِذِىْ دَمٍ مُّوْجِعٍ ـ

১৬৪১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারী ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমার ঘরে কি কিছু নাই? সে বলে ঃ হাঁ, একটি কম্বল মাত্র — যার অর্ধেক আমি পরিধান করি এবং বাকী অর্ধেক বিছিয়ে শয়ন করি। আর আছে একটি পেয়ালা, যাতে আমি পানি পান করি। তিনি বলেন ঃ উভয় বস্তু আমার নিকট নিয়ে আস। রাবী বলেন ঃ সে তা আনয়ন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা স্বহস্তে ধারণ পূর্বক (নিলাম ডাকের মত) বলেন ঃ কে এই দুটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক? এক ব্যক্তি বলে, আমি তা এক দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এক দিরহামের অধিক কে দিবে? তিনি দুই বা তিনবার এইরূপ উচ্চারণ করেন। তখন এক ব্যক্তি বলে, আমি তা দুই দিরহামের বিনিময়ে গ্রহণ করব। তিনি সেই ব্যক্তিকে তা প্রদান করেন এবং বিনিময়ে দুইটি দিরহাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা আনসারীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন ঃ এর একটি দিরহাম দিয়ে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তোমার পরিবার-পরিজনদের দাও; আর বাকী এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার কিনে আমার নিকট আস। লোকটি কুঠার কিনে আনলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বহস্তে তাতে হাতল লাগিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেন ঃ এখন তুমি যাও এবং জংগল হতে কাঠ কেটে এনে বিক্রী কর। আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন না দেখি।

অতঃপর সে চলে গেল এবং কাঠ কেটে এনে বিক্রয় করতে থাকে। অতঃপর সে (পনের দিন পর) আসল। সে তখন প্রাপ্ত হয়েছিল দশটি দিরহাম যা দিয়ে সে কিছু কাপড় এবং কিছু খাদ্য ক্রয় করল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভিক্ষাবৃত্তির চাইতে এটা তোমার জন্য উত্তম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির ফলে কিয়ামতের দিন তোমার চেহারা ক্ষত-বিক্ষত হত। ভিক্ষা চাওয়া তিন শ্রেণীর ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের জন্য হালাল নয় ঃ (১) ধূলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য, (২) প্রচণ্ড ঋণের চাপে জর্জরিত ব্যক্তির জন্য এবং (৩) যার উপর দিয়াত (রক্তপণ) আছে, অথচ তা পরিশোধের অক্ষমতার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন — এ ধরনের ব্যক্তিরা যাঞ্চা করতে পারে – (তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٢٧- بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

২৭. অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা

١٦٤٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ نَا الْوَلِيْدُ نَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ رَبِيْعَةَ يَعْنِى ابْنَ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ حَدَّثَنِى الْحَبِيْبُ الاَمِيْنُ اَمَّا هُوَ اِلَىَّ فَحَبِيْبٌ وَاَمَّا هُوَ عِنْدِىْ فَاَمِيْنٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةً اَوْ ثَمَانِيَةً اَوْ تِسْعَةً فَقَالَ اَلاَ تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا حَدِيْثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْبَايَعْنَاكَ حَتّٰى قَالَهَا ثَلْثًا وَبَسَطْنَا اَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا قَدبَايَعْنَاكَ فَعَلٰىمَا نُبَايِعُكَ قَالَ اَنْ تَعْبُدُ وَاللّٰهَ وَلاَتُشْرِكُوْابِهٖ شَيْئًا وَتُصَلُّوْا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوْا وَتُطِيْعُوْا وَاَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً قَالَ وَلاَ تَسْـاَلُوْا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ اُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْـاَلُ اَحَدًا اَنْ يُّنَاوِلَهُ اِيَّاهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ سَعِيْدٌ -

১৬৪২। হিশাম ইব্ন আম্মার (র) ... আওফ ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে সাতজন বা আটজন অথবা নয়জন উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা কি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট বায়আত গ্রহণ করবে না? আর আমরা অল্পদিন আগেই বায়আত গ্রহণ করেছিলাম। আমরা বলি,

আমরা তো আপনার নিকট বায়আত হয়েছি (এই উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তিনি তা ভুলে গিয়েছেন)। তিনি এইরূপ তিনবার বলেন (যাতে আমরা মনে করি যে, তিনি (পুনর্বার বায়আত গ্রহণের জন্য বলছেন)। তখন আমরা আমাদের হাত সম্প্রসারিত করি এবং তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করি। (আমাদের) একজন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো (পূর্বে) আপনার নিকট বায়আত হয়েছি, অতএব এখন কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত গ্রহণ করব? তিনি বলেন ঃ (এর উপর যে,) তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কিছুই শরীক করবে না। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে এবং শ্রবণ করবে ও (আমীরের) অনুসরণ করবে। অতঃপর তিনি অনুচ্চ কন্ঠে বলেন ঃ তোমরা লোকদের নিকট কিছুই সওয়াল করবে না। রাবী আওফ (রা) বলেন ঃ এদের কোন কোন ব্যক্তির (সফরকালে) চাবুক নীচে পড়ে গেলে, তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যকে বলতেন না – (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٦٤٣– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَكَفَّلَ لِىْ اَنْ لاَّ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَاَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ ثَوْبَانُ اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ اَحَدًا شَيْئًا ـ

১৬৪৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয (র) ... ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট এই মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে যে, সে অন্যের নিকট যাঞ্চা করবে না – আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারী গ্রহণ করব। ছাওবান (রা) বলেন, আমি। অতঃপর তিনি কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতেন না।

٢٨ـ بَابٌ فِىْ الْاِسْتِعْفَافِ

২৮. অনুচ্ছেদ ঃ ভিক্ষাবৃত্তি বা কারো কাছে কিছু চাওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকা

١٦٤٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَاعِنْدَهُ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَمْ اَدَّخِرْهُ وَمَنْ يَّسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ وَمَا اُعْطِيَ اَحَدٌ مِّنْ عَطَاءٍ اَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ -

১৬৪৪। আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। আনসারদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু প্রার্থনা করে। তিনি তাদের কিছু দান করলে তারা পুনরায় প্রার্থনা করে। অতঃপর তিনি বারবার তাদের দান করতে থাকায় তাঁর (সম্পদ) শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন ঃ আমার নিকট গচ্ছিত আর কোন সম্পদ নাই। আর যে ব্যক্তি অন্যের নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকবে-আল্লাহ্ তাআলা তাকে পবিত্র করবেন; যে অমুখাপেক্ষী হবে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সবর (ধৈর্য) কামনা করবে-আল্লাহ্ তাকে তা দান করবেন। বস্তুতঃ সবরের চাইতে উত্তম জিনিস কাউকে দান করা হয় নাই - (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٦٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ ح وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ اَبُوْ مَرْوَانَ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ سَيَّارٍ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَاَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ اَنْزَلَهَا بِاللّٰهِ اَوْشَكَ اللّٰهُ لَهُ بِالْغِنٰى اِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ اَوْ غِنًى عَاجِلٍ -

১৬৪৫। মুসাদ্দাদ (র) ... ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি দারিদ্র্য পীড়িত হয়ে তা মানুষের নিকট প্রকাশ করে - আল্লাহ্ তার দারিদ্র্য দূর করেন না। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি তা আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করে আল্লাহ্ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন — হয় দ্রুত মৃত্যুর মাধ্যমে অথবা সম্পদশালী করার মাধ্যমে — (তিরমিযী, আহ্‌মাদ)।

١٦٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْأَلُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وَاِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَبُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِيْنَ ـ

১৬৪৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... ইব্‌নুল ফিরাসী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি (লোকের নিকট) সওয়াল করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না। আর একান্তই যদি তোমাকে কিছু প্রার্থনা করতে হয় তবে অবশ্যই উত্তম লোকদের নিকট চাইবে – (নাসাঈ)।

١٦٤٧– حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَالَيْثُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِىْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَاَدَّيْتُهَا اِلَيْهِ اَمَرَ لِىْ بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ اِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ وَاَجْرِىْ عَلَى اللّٰهِ قَالَ خُذْ مَااُعْطِيْتَ فَاِنِّىْ قَدْ عَمِلْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِىْ فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ ـ

১৬৪৭। আবুল ওলীদ আত-তাইয়ালিসী (র) ... ইব্‌নুস-সাঈদী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। আমি তা আদায়ের পর তাঁর নিকট জমা দিলে তিনি আমাকে কাজের বিনিময় গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আমি বলি, আমি তো তা আল্লাহ্‌র জন্য করেছি, অতএব আমার বিনিময় আল্লাহ্‌র কাছে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে যা দান করি তা গ্রহণ কর। কেননা আমিও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে যাকাত আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আর আমিও তোমার মত বলেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ তোমার চাওয়া ব্যতিরেকে যা কিছু দেওয়া হয় – তুমি তা দিয়ে যা খুশী তাই কর অথবা দান-খয়রাত করে দাও — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٤٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ

وَالسُّفْلٰى السَّائِلَةُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ وَقَالَ اَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ الْمُتَعَفِّفَةُ ـ

১৬৪৮। আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা (র) ... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হয়ে যাকাত ও দান – খয়রাত গ্রহণ হতে বিরত থাকা এবং উপরের হাত নীচের হাত হতে উত্তম হওয়ার কথা বলেন। উপরের হাত হল খরচকারী (দাতা) এবং নীচের হাত যাঞ্চাকারী (গ্রহীতা) – (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ নাফের নিকট থেকে আইউব কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীসে মতভেদ আছে। আবদুল ওয়ারিছ বলেন اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ (উপরের হাত হল যা ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত থাকে)। অধিকাংশ রাবী কর্তৃক হাম্মাদ ইব্‌ন যায়দের সূত্রে, তিনি আইউবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন اَلْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ (উপরের হাত খরচকারী)। আর এক রাবী হাম্মাদের সূত্রে اَلْمُتَعَفِّفَةُ শব্দ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

١٦٤٩ – حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُو الزَّعْرَاءِ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَيْدِىْ ثَلٰثَةٌ فَيَدُ اللّٰهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِىْ تَلِيْهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلٰى فَاَعْطِ الْفَضْلَ وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ ـ

১৬৪৯। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল (র) ... আবুল আহ্ওয়াস (র) থেকে তাঁর পিতা মালিক ইব্‌ন নাদলা (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ হাত তিন প্রকারের – (১) আল্লাহ্ তাআলার হাত সবার উপরে, (২) অতঃপর দানকারীর হাত এবং (৩) সর্ব নিম্নের হাত হল ভিক্ষুকের হাত। কাজেই তোমরা তোমাদের উদ্বৃত্ত মাল দান–খয়রাত কর এবং নিজেকে নফসের দাবীর কাছে সমর্পণ কর না।

٢٩ـ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ

২৯. অনুচ্ছেদ ঃ হাশিম বংশীয়দের যাকাত প্রদান সম্পর্কে

١٦٥٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنِ

اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِىْ مَخْزُوْمٍ فَقَالَ لاَبِىْ رَافِعٍ اصْحَبْنِىْ فَاِنَّكَ تُصِيْبُ مِنْهَا قَالَ حَتّٰى اٰتِىَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْاَلُهُ فَاَتَاهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ـ

১৬৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে (আরকাম) বনী মাখ্‌যূমদের নিকট হতে যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি (আরকাম) আবু রাফেকে বলেন, আপনি আমার সংগে থাকুন তাহলে আপনিও তা হতে কিছু পাবেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকটে গিয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে নেব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ কোন সম্প্রদায়ের মুক্তদাস তাদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমাদের জন্য যাকাতের মাল গ্রহণ বৈধ নয় (তাই তোমার জন্যও তা বৈধ নয়) — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٥١ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْغَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ اَخْذِهَا اِلاَّ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً ـ

১৬৫১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি পতিত খেজুরের পাশ দিয়ে গমন করেন। কিন্তু তিনি এই ভয়ে তা গ্রহণ করেন নাই যে, হয়ত তা যাকাতের খেজুর।

١٦٥٢ـ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبِىْ عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْ لاَ اَنِّىْ اَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَ كَلْتُهَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هٰكَذَا ـ

১৬৫২। নাস্‌র ইব্‌ন আলী (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর পেয়ে বলেন ঃ যদি আমি তা যাকাতের মাল হওয়ার আশংকা না করতাম তবে অবশ্যই তা খেয়ে ফেলতাম। ইমাম আবু দাউদ বলেন, হিশাম (র) কাতাদার সূত্রে এইরূপ বর্ণনা করেছেন — (মুসলিম)।

١٦٥٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبِيْ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِبِلٍ اَعْطَاهَا اِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ـ

১৬৫৩। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে একটি উটের জন্য প্রেরণ করেন — যা তিনি (স) তাঁকে যাকাতের মাল হতে দান করেছিলেন — (নাসাঈ)।[১]

١٦٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَا نَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ زَادَ اَبِيْ يُبَدِّلُهَا ـ

১৬৫৪। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই সূত্রে হাদীছের শেষাংশে (আমার পিতা এগুলো তাঁর সাথে বিনিময় করেন) অংশটি অতিরিক্ত আছে।

٣٠ـ بَابُ الْفَقِيْرِ يُهْدِيْ لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

৩০. অনুচ্ছেদ ঃ ফকীর যদি ধনীকে হাদিয়া হিসাবে যাকাতের মাল দেয়

١٦٥٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا وشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ مَا هٰذَا قَالُوْا شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهٖ عَلٰى بَرِيْرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ ـ

১৬৫৫। আমর ইব্ন মারযূক (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে গোশত পেশ করা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ তা কি ধরনের গোশত? লোকেরা বলেন, এই গোশ্ত বারীরাহ [হযরত আয়েশা (রা)–র দাসী]–কে

(১) সম্ভবতঃ এটা বনী হাশিমদের জন্য সদ্কার মাল গ্রহণ হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। পরে তা মানসূখ হয়। অথবা তা সদ্কার মাল ছিল না।

সদ্‌কাহ্ হিসাবে দেয়া হয়েছে। তিনি (স) বলেন ঃ তা তার জন্য সদ্‌কাহ্‌স্বরূপ এবং আমার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣١- بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

৩১. অনুচ্ছেদ ঃ কোন ব্যক্তি যাকাত প্রদানের পর পুনরায় তার ওয়ারিশ হলে

١٦٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ بُرَيْدَةَ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلٰى اُمِّيْ بِوَلِيْدَةٍ وَاِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيْدَةَ قَالَ وَجَبَ اَجْرُكِ وَرَجَعَتْ اِلَيْكِ فِى الْمِيْرَاثِ ـ

১৬৫৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দা থেকে তাঁর পিতা বুরায়দা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। একজন স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন — আমি আমার মাকে (তার সেবার জন্য) একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং সেই দাসীটি রেখে গেছেন। তিনি বলেন ঃ তুমি (তোমার দানের) পুরস্কার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং সে উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় তোমার মালিকানায় ফিরে আসবে — (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢- بَابُ حُقُوْقِ الْمَالِ

৩২. অনুচ্ছেদ ঃ সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার

١٦٥٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ اَبِى النَّجُوْدِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ ـ

১৬৫৭। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে اَلْمَاعُوْنَ (দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস) বলতে বালতি ও রান্নার সরঞ্জামকে গণ্য করতাম।

١٦٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَّ يُؤَدِّىْ حَقَّهٗ اِلاَّ جَعَلَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جَبْهَتُهٗ وَجَنْبُهٗ وَظَهْرُهٗ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَّ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهٗ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَأُهٗ بِاَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَكُلَّمَا مَضَتْ اُخْرٰهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ اِبِلٍ لاَّ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا اِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَأُهٗ بِاَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ اُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ اُوْلاَهَا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَ عِبَادِهٖ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ثُمَّ يَرٰى سَبِيْلَهٗ اِمَّا اِلَى الْجَنَّةِ وَاِمَّا اِلَى النَّارِ ـ

১৬৫৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি সঞ্চিত সম্পদের (সোনা–রূপার) মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলার হুকুমে তা দোযখের আগুনে উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তার কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে সেক দেওয়া হবে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন বান্দাদের মাঝে ফয়সালা দেবেন — যে দিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমতুল্য। অতপর সে হয় বেহেশতের দিকে অথবা দোযখের দিকে তার পথ দেখবে।

যে মেষপালের মালিক তার মেষের যাকাত আদায় করে না — কিয়ামতের দিন তার মেষপাল আসবে অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে এবং অধিক সংখ্যায়, একটি নরম বালুকাময় প্রশস্ত সমতল ভূমি তাদের জন্য বিস্তার করা হবে, এগুলো (সেখানে) তাকে শিং দিয়ে গুতা মারবে, ক্ষুরাঘাতে পদদলিত করতে থাকবে। এর কোন একটি বাঁকা শিং বিশিষ্ট বা শিংবিহীন হবে না। যখন এদের সর্বশেষটি তাকে দলিত–মথিত করে অতিক্রম করবে তখন আবার

প্রথমটিকে তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর অব্যাহতভাবে এইরূপ শাস্তি চলতে থাকবে) যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করেন — এমন দিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। অতঃপর সে হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে তার পথ দেখবে।

আর যে উটের মালিক তার উটের যাকাত প্রদান করে না — কিয়ামতের দিন তার উটপাল অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট অবস্থায় আগমন করবে, একটি নরম বালুকাময় সমতলভূমি এদের জন্য বিস্তার করা হবে, অতপর তা তাকে পদতলে নিষ্পেষিত করতে থাকবে, যখন তার সর্বশেষটি অতিক্রম করবে তখন প্রথমটিকে পুনরায় তার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে (আর এইরূপ শাস্তি অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে), যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের বিচারকার্য সমাপ্ত করেন এমন দিনে — যার পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাব অনুযায়ী পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি হয় জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে নিজের পথ দেখবে -- (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ)।

١٦٥٩- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَه قَالَ فِىْ قِصَّةِ الْاِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهٖ لاَ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا قَالَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا -

১৬৫৯। জাফর ইব্‌ন মুসাফির (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে এই সনদসূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (যায়েদ ইব্‌ন আস্‌লাম) উটের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, "যার হক আদায় করা হয় নাই"। রাবী বলেন ঃ এর হক হল এর দুধ যা পানি পান করানোর দিন দোহন করা হয়।

١٦٧٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ عُمَرَ الْغُدَانِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ يَعْنِىْ لاَبِىْ هُرَيْرَةَ فَمَا حَقُّ الْاِبِلِ قَالَ تُعْطِى الْكَرِيْمَةَ وَتُمْنَحُ الْغَزِيْرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتُسْقِى اللَّبَنَ -

১৬৬০। আল-হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ...পূর্বোক্ত হাদীছের

অনুরূপ। অতঃপর রাবী আবু হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, উটের হক কি? তিনি বলেন, উত্তম উট (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করা, অধিক দুগ্ধবতী উষ্ট্রী দান করা, আরোহণের জন্য উট ধার দেওয়া, প্রজননের উদ্দেশ্যে পারিশ্রমিক ছাড়াই উট ধার দেওয়া এবং উষ্ট্রীর দুধ (অভাবগ্রস্তকে) পান করতে দেওয়া – (নাসাঈ)।

١٦٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْاِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ وَاِعَارَةُ دَلْوِهَا ـ

১৬৬১। ইয়াহ্‌ইয়া ইবন খালাফ (র) ... উবায়েদ ইব্‌ন উমায়র (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটের হক কি? ... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এই বর্ণনায় আরও আছে—"এর দুধের পালান ধার দেওয়া"।

١٦٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ مِنْ كُلِّ جَاذٍّ عَشَرَةَ اَوْسَقٍ مِّنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُّعَلَّقُ فِى الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِيْنِ ـ

১৬৬২। আব্দুল আযীয ইবন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে— যে ব্যক্তি দশ ওসক (পরিমাণ) খেজুর কাটবে সে যেন মিসকীনদের জন্য মসজিদে এক গুচ্ছ খেজুর ঝুলিয়ে রাখে।

١٦٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالاَ نَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِى نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلٰى نَاقَةٍ لَّهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِيْنًا وَّشِمَالاً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهٖ عَلٰى مَنْ لاَّ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُدْبِهٖ عَلٰى مَنْ لاَّ زَادَ لَهُ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ لاَ حَقَّ لاَحَدٍ مِّنَّا فِى الْفَضْلِ ـ

১৬৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) ... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নিজ উষ্ট্রীতে আরোহণ করে তাঁর নিকট আগমন করে এবং ডান ও বাম দিকে তাকাতে থাকে (অন্য উট পাবার আশায়, কেননা তার উষ্ট্রী দুর্বল ছিল)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার নিকট (বাহনযোগ্য) অতিরিক্ত উট আছে — সে যেন তা অন্যকে দান করে — যার কোন বাহন নাই। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় আছে সে যেন তা তার সামনে পেশ করে যার কোন পাথেয় নাই। এর ফলে আমাদের ধারণা হয় যে, আমাদের কারো অতিরিক্ত কোন জিনিস রাখার অধিকার নাই — (মুসলিম)।

١٦٦٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِىُّ نَا اَبِىْ نَا غَيْلاَنُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ قَالَ كَبُرَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّهُ كَبُرَ عَلٰى اَصْحَابِكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكٰوةَ اِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَابَقِىَ مِنْ اَمْوَالِكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيْثَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَلاَ اُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِذَا اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ ـ

১৬৬৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হয়, "যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে -----", রাবী বলেন, তখন মুসলমানদের নিকট তা খুবই গুরুতর মনে হল। হযরত উমার (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের এই উদ্বেগ দূরীভূত করব। অতপর তিনি গিয়ে বলেন ঃ ইয়া নাবীআল্লাহ! এই আয়াত আপনার সাহাবীদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ পবিত্র করতে যাকাত ফরয করেছেন। আর তিনি মীরাছ এইজন্য ফরয করেছেন, যাতে পরিত্যক্ত মাল তোমাদের পরবর্তী বংশধরেরা পেতে পারে। তখন হযরত উমার (রা) "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দেন। অতঃপর তিনি উমার (রা)-কে বলেন ঃ আমি কি তোমাকে লোকদের পুঞ্জীভূত মালের চেয়ে উত্তম মাল সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হল পূন্যবতী নারী যখন সে (স্বামী)

তার দিকে দৃষ্টিপাত করে তখন সে সন্তুষ্ট হয়। আর যখন সে (স্বামী) তাকে কিছু করার নির্দেশ দেয়, তখন সে তা পালন করে। আর যখন সে (স্বামী) তার নিকট হতে অনুপস্থিত থাকে তখন সে তার (ইজ্জত ও মালের) হেফাযত করে — (আল- মুসতাদরাক)।

٣٣. بَابُ حَقِّ السَّآئِلِ

৩৩. অনুচ্ছেদ ঃ প্রার্থনাকারীর অধিকার সম্পর্কে

١٦٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ نَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَاِنْ جَاءَ عَلٰى فَرَسٍ -

১৬৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... হুসায়েন ইব্ন আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যাঞ্চাকারীর অধিকার আছে, যদিও সে অশ্বপৃষ্টে সওয়ার হয়ে আগমন করে - (আহ্মাদ)।

١٦٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا زُهَيْرٌ عَنْ شَيْخٍ قَالَ رَاَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ اَبِيْهَا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -

১৬৬৬। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ — পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

١٦٦٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ بُجَيْدٍ عَنْ جَدَّتِهِ اُمِّ بُجَيْدٍ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ اِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلٰى بَابِىْ فَمَا اَجِدُ لَهُ شَيْئًا اُعْطِيْهِ اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ لَّمْ تَجِدِىْ لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْهِ اِيَّاهُ اِلاَّ ظِلْفًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيْهِ اِلَيْهِ فِىْ يَدِهِ -

১৬৬৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... উম্মে বুযায়েদ (রা) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় আসে, কিন্তু তাকে দেওয়ার মত

আমার কিছুই থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি যদি তার হাতে কিছু দেওয়ার মত না পাও— তবুও তাকে বঞ্চিত কর না। জ্বলন্ত (রান্না করা) পায়া হলেও তা তাকে দান কর — (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٣٤. بَابُ الصَّدَقَةِ عَلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ

৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ অমুসলিমদের দান-খয়রাত করা

١٦٦٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ اُمِّىْ رَاغِبَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّىْ قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِىَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ فَصِلِىْ اُمَّكِ -

১৬৬৮। আহমাদ ইবন আবু শুআয়ব (র) ... আসমা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা, যিনি ইসলামের বৈরী ও কুরাইশদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন — (কুরায়েশদের সাথে হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়) আমার নিকট আগমন করেন। আমি জিজ্ঞাসা করি ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার মাতা আমার নিকট এসেছেন, কিন্তু তিনি ইসলাম বৈরী মুশরিক। এখন (আত্মীয়তার বন্ধন হেতু) আমি কি তাকে কিছু দান করব? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তোমার মাতার সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার কর — (বুখারী, মুসলিম)।

٣٥- بَابُ لاَ يَجُوْزُ مَنْعُهُ

৩৫. অনুচ্ছেদ ঃ যেসব জিনিস চাইলে দিতে বারণ করা যায় না

١٦٦٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا كَهْمَسٌ عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُوْرٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ اسْتَاْذَنَ اَبِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيْصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الشَّئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّئُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا الشَّىْءُ الَّذِىْ لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ اَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَّكَ -

১৬৬৯। ওবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয (র) ... বুহায়সাহ নাম্নী এক মহিলা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর খুবই নিকটবর্তী হয়ে তাঁর জামা তুলে তাঁর দেহে চুমা দিতে থাকেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমন কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া জায়েয নয়? তিনি বলেন ঃ পানি । তিনি পুনরায় বলেন ঃ ইয়া নাবীআল্লাহ্! আর কি জিনিস আছে, যা প্রদানে বাধা দেওয়া বৈধ নয়? তিনি বলেন ঃ লবণ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া নবীআল্লাহ্! আরো কি বস্তু আছে, যা হতে অন্যকে নিষেধ করা জায়েয নয়? তিনি বলেন ঃ যদি তুমি কোন ভাল কাজ কর, তবে তা তোমার জন্য কল্যাণকর (অর্থাৎ সাধারণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদানে বাধা দান করা উচিত নয়) — (নাসাঈ)।

٣٦. بَابُ المسئَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদের মধ্যে যাঞ্চা করা

١٦٧٠- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ اٰدَمَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ نَا مُبَارَكُ ابْنُ فَضَالَةَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ فِيْكُمْ اَحَدٌ اَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا اَنَا بِسَائِلٍ يَسْاَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِىْ يَدِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَاَخَذْتُهَا فَدَفَعْتُهَا اِلَيْهِ ـ

১৬৭০। বিশর ইব্ন আদাম (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি — যে আজ একজন মিসকীনকে আহার করিয়েছে? আবু বাক্র (রা) বলেন ঃ আজ আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখতে পাই যে, এক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাচ্ছে। তখন আমি (আমার পুত্র) আব্দুর রহমানের হাতে এক টুকরা রুটী পাই। আমি তা তার হাত হতে নিয়ে ঐ ভিক্ষুককে দান করি — (মুসমিল, নাসাঈ)।

٣٧- بَابُ كِرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৭. অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে কিছু চাওয়া অপছন্দনীয়

١٦٧١- حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِىُّ نَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِسْحٰقَ الْحَضْرَمِىُّ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيّ نَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الاَّ الْجَنَّةُ ـ

১৬৭১। আবুল আব্বাস আল-কিল্লাওরী (র) ... জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ পূর্বক চাওয়া ঠিক নয়।

٣٨. بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

৩৮. অনুচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর নামে সওয়ালকারীকে দান করা সম্পর্কে

١٦٧٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَاَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَاَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيْبُوْهُ وَمَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْابِهِ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا اَنَّكُمْ قَدْ كَافَئْتُمُوْهُ ـ

১৬৭২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আব্দুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে আশ্রয় প্রার্থনা করে — তোমরা তাকে আশ্রয় দাও। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নামে কিছু চায় তাকে কিছু দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে আহবান করে — তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও। আর যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে — তোমরা তার বিনিময় দাও। যদি বিনিময় দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে তবে তার জন্য দোয়া করতে থাক — যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, তোমরা তাদের বিনিময় দান করেছ — (নাসাঈ)।

٣٩ـ بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَّالِهِ

৩৯. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি তার সকল সম্পদ দান করতে চায়

١٦٧٣– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ هٰذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهَا فَاَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الْاَيْسَرِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَاَخَذَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ اَصَابَتْهُ لَاَوْجَعَتْهُ اَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْ اَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُوْلُ هٰذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ـ

১৬৭৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... জাবের ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি ডিমের পরিমাণ এক খণ্ড স্বর্ণ নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। সে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এই স্বর্ণ খনিতে প্রাপ্ত হয়েছি। আপনি তা দানস্বরূপ গ্রহণ করুন। এছাড়া আমার আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর ডান দিক হতে এসে একইরূপ বলে এবং তিনি (স) এবারও তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর বাম দিক হতে এলে এবারও তিনি (স) তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেন। অতঃপর সে তাঁর পশ্চাৎ দিক হতে আগমন করলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা কবুল করে পুনরায় তার দিকে জোরে নিক্ষেপ করেন। যদি তা তার গায়ে লাগত তবে অবশ্যই সে আঘাত পেত অথবা আহত হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার মালিকানার সমস্ত মাল নিয়ে এসে বলে এটা সদ্‌কা স্বরূপ। অতঃপর সে মানুষের নিকট সাহায্যের জন্য স্বীয় হাত প্রসারিত করে। (জেনে রাখ!) উত্তম সদ্‌কাহ্ তাই — যা প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল হতে দেওয়া হয়।

١٦٧٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ خُذْ عَنَّا مَا لَكَ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ ـ

১৬৭৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... ইব্‌ন ইসহাক হতে বর্ণিত ... উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। রাবী (আবদুল্লাহ্) এইরূপ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন ঃ "আমাদের নিকট হতে তোমার মাল নিয়ে যাও, আমাদের এর কোন প্রয়োজন নাই।"

١٦٧٥- حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَاَمَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اَنْ يَّطْرَحُوْا ثِيَابًا فَطَرَحُوْا فَاَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ اَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ خُذْ ثَوْبَكَ ـ

১৬৭৫। ইস্হাক ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইয়াদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র) আবু সাঈদ আল্–খুদরী (রা)–কে বলতে শুনেন ঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমবেত জনতাকে দানস্বরূপ কাপড় প্রদান করতে নির্দেশ দেন। সাহাবীগণ কাপড় দান করলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে দুইটি কাপড় প্রদানের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি (স) সকলকে দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ঐ ব্যক্তি তার একটি কাপড় (দানের জন্য) নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে ধমক দিয়ে বলেন ঃ তোমার কাপড় ফেরত নাও – (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٦٧٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ خَيْرَالصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى اَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ

১৬৭৬। উছমান ইব্ন আবু শায়বা (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ নিশ্চয়ই উত্তম সদ্কা তাই যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে দেওয়া হয়। অথবা (রাবীর সন্দেহ) এমন বস্তু সদ্কাহ্ করা যা দেওয়ার পরও অভাবগ্রস্থ হয় না এবং তুমি যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন কর তাদেরকে দিয়েই দান আরম্ভ কর — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٤٠ـ بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

৪০. অনুচ্ছেদ ঃ এ ব্যাপারে অনুমতি সম্পর্কে

١٦٧٧– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَ يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِىُّ قَالاَ نَا اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ ـ

১৬৭৭। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ ধরনের সদ্কাহ উত্তম? তিনি বলেন ঃ যার মালের পরিমাণ কম এবং তা

থেকে কষ্ট করে দান করে এবং তোমার পরিবার-পরিজন, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার কর্তব্য তাদেরকে প্রথমে দান কর।

١٦٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالَ نَا اَلْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اَنْ نَّتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالاً عِنْدِيْ فَقُلْتُ اَلْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكْرٍ اِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ فَقُلْتُ مِثْلَهُ قَالَ وَاَتٰى اَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَبْقَيْتَ لِاَهْلِكَ قَالَ اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قُلْتُ لاَ اُسَابِقُكَ اِلٰى شَيْءٍ اَبَدًا -

১৬৭৮। আহ্মাদ ইব্ন সাহ্ল (র) ... যায়েদ ইব্ন আস্লাম (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দান করার নির্দেশ দেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আমার কাছে মাল ছিল। আমি (মনে মনে) বলি ঃ আজ আমি আবু বাক্র (রা)-র চাইতে (দানে) অগ্রগামী হব, যদিও কোন দিন আমি দানে তাঁর অগ্রগামী হতে পারিনি। তাই আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? আমি বলি, এর সম-পরিমাণ সম্পদ। উমার (রা) বলেন ঃ আর আবু বাক্র (রা) আনলেন তাঁর সমস্ত সম্পদ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তুমি তোমার পরিবার-পরিজনদের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বলেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (স)-কে রেখে এসেছি। উমার (রা) বলেন ঃ তখন আমি বলি ঃ আমি ভবিষ্যতে কোন দিন কোন ব্যাপারে অধিক ফযীলতের অধিকারী হওয়ার জন্য আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব না — (তিরমিযী)।

٤١- بَابٌ فِيْ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

৪১. অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করানোর ফযীলত

١٦٧٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ سَعْدًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْجَبُ اِلَيْكَ قَالَ اَلْمَاءُ -

১৬৭৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা সা'দ ইবন উবাদা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি ধরনের সদ্‌কাহ্‌ আপনার নিকট প্রিয়? তিনি বলেন ঃ পানি পান করানো।

١٦٨٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ـ

১৬৮০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) থেকে এই সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

١٦٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ قَالَ فَحَفَرَ بِيْرًا وَقَالَ هٰذِهِ لاُمِّ سَعْدٍ ـ

১৬৮১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আমার মাতা উম্মে সা'দ ইন্‌তিকাল করেছেন। কাজেই (তাঁর ঈছালে ছওয়াবের জন্য) কোন্‌ ধরনের সদ্‌কাহ্‌ উত্তম? তিনি বলেন ঃ পানি। অতপর সা'দ (রা) একটি কূপ খনন করেন এবং বলেন, এই কূপের পানি বিতরণের ছাওয়াব উম্মে সা'দের জন্য নির্দ্ধারিত — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٦٨٢- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ نَا اَبُوْ بَدْرٍ نَا اَبُوْ خَالِد الَّذِىْ كَانَ يَنْزِلُ فِىْ بَنِىْ دَالاَنَ عَنْ نُبَيْحٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسٰى مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلٰى عُرًى كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلٰى جُوْعٍ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَاَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقٰى مُسْلِمًا عَلٰى ظَمَاٍ سَقَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَخْتُوْمِ ـ

১৬৮২। আলী ইব্‌নুল হুসায়েন (র) ... আবু সা'ঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে মুসলমান কোন বস্ত্রহীন মুসলমানকে কাপড় পরাবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ রেশমী কাপড় পরিধান করাবেন। আর যে

মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করাবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। আর যে মুসলমান কোন তৃষ্ণার্ত মুসলমানকে পানি পান করাবে মহামহিম আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের পবিত্র প্রতীকধারী মদ পান করাবেন।

٤٢- بَابُ فِى الْمَنْحَةِ

৪২. অনুচ্ছেদ ঃ কোন কিছু ধারস্বরূপ দেওয়া

١٦٨٣- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عِيْسٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ السَّلُوْلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِّنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُوْنَ مَنِيْحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِمَاطَةِ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا اَنْ نَبْلُغَ خَمْسَةَ عَشَرَ خَصْلَةً -

১৬৮৩। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ... আবু কাব্‌শাহ আস-সালূলী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ চল্লিশটি বৈশিষ্ট্য আছে, তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটি হল — কাউকে দুগ্ধবতী বক্‌রী দান করা (যার দুধ দ্বারা সে উপকৃত হয়)। যে ব্যক্তি এই চল্লিশটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোন একটির উপর ছাওয়াবের আশায় এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য জেনে আমল করবে, আল্লাহ্ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করবেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মুসাদ্দাদের বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন, হাসসান বলেন, আমরা দুগ্ধবতী বক্‌রী দান করার বৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো গণনা করেছি ঃ সালামের জবাব দান, হাঁচির জবাব দেওয়া, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূরীভূত করা, ইত্যাদি। রাবী বলেন ঃ (এই চল্লিশটি খাস্‌লতের মধ্যে), আমাদের পক্ষে পনেরটি খাস্‌লত পর্যন্ত পৌছানোও সম্ভব হয় নাই।

٤٣- بَابُ اَجْرِالْخَازِنِ

৪৩. অনুচ্ছেদ ঃ ভাণ্ডার রক্ষকের ছাওয়াব সম্পর্কে

١٦٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ الْمَعْنٰى نَا اَبُوْ اُسَامَةَ

عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْخَازِنَ الاَمِيْنَ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتّٰى يَدْفَعَهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ ـ

১৬৮৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা (র) ... আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিশ্বস্ত ভাণ্ডার রক্ষক সেই ব্যক্তি যে নির্দেশ মত পূর্ণ অংশ পবিত্র মনে প্রদান করে — এমনকি যাকে প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে প্রদান করে — সে দুইজন দান-খয়রাতকারীর একজন — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٤٤ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

৪৪. অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর সম্পদ থেকে স্ত্রীর দান-খয়রাত করার বর্ণনা

١٦٨٥ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُ مَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ ـ

১৬৮৫। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীর সম্পদ থেকে ক্ষতির উদ্দেশ্য ব্যতীত কিছু দান করলে-সে ঐ দানের ছাওয়ার প্রাপ্ত হবে, তার স্বামী উপার্জনের জন্য এর বিনিময় পাবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ ছাওয়াব রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের কারো ছাওয়াব অন্যের কারণে কম হবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٦٨٦ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءُ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ جَلِيْلَةٌ كَاَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنَّا كَلٌّ عَلٰى اٰبَائِنَا وَاَبْنَائِنَا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُرٰى فِيْهِ وَاَزْوَاجِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ

اَمْوَالِهِمْ قَالَ الرَّطْبُ تَاْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرَّطْبُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ ـ

১৬৮৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার (র) ... সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট মহিলারা বায়আত গ্রহণ করে তাদের মধ্যে একজন স্থূলদেহী মহিলাও ছিলেন, সম্ভবত তিনি মুদার গোত্রভুক্ত ছিলেন। তিনি উঠে বলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! আমরা তো আমাদের পিতা ও সন্তানদের উপর নির্ভরশীল। ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমার অত্র হাদীছে "আমাদের স্বামীদের উপর নির্ভরশীল" কথা আছে। অতএব তাদের সম্পদে আমাদের জন্য কি বৈধ? তিনি বলেন ঃ তোমরা তাজা খাদ্য আহার কর এবং উপঢৌকন দাও।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, 'তাজা' শব্দটি দ্বারা রুটি, সাকসব্জি ও তাজা খেজুর বুঝানো হয়েছে। আবু দাউদ আরও বলেন, আছ-ছাওরী (রহ) ইউনুসের সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مُعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسَبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ ـ

১৬৮৭। হাসান ইব্‌ন আলী (র) ... হাম্মাম ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন স্ত্রীলোক স্বীয় স্বামীর উপার্জিত সম্পদ হতে তার অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করে- এমতাবস্থায় সে অর্ধেক ছাওয়াবের ভাগী হবে - (বুখারী, আহমাদ)।

١٦٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِىُّ نَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِى الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ اِلاَّ مِنْ قُوْتِهَا وَالاَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا اَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَّالِ زَوْجِهَا اِلاَّ بِاِذْنِهِ ـ

১৬৮৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাওয়ার আল-মিস্‌রী (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তাকে এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হল— যে তার স্বামীর ঘর হতে দান করে। তিনি বলেন, না, তবে তার নিজের ভরণ-পোষণের অংশ থেকে দান করতে পারে। এর ছাওয়াব উভয়ই প্রাপ্ত হবে। আর স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর মাল হতে তার অনুমতি ব্যতীত খরচ করা বৈধ নয়।

٥٦٩. بَابُ فِيْ صِلَةِ الرَّحِمِ

৪৫. অনুচ্ছেদ ঃ নিকটাত্মীয়দের অনুগ্রহ প্রদর্শন

١٦٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُرٰى رَبَّنَا يَسْاَلُنَا مِنْ اَمْوَالِنَا فَاِنِّىْ اُشْهِدُكَ اَنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ اَرْضِىْ بِاَرِيْحَا لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِجْعَلْهَا فِىْ قَرَابَتِكَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ وَاُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَلَغَنِىْ عَنِ الْاَنْصَارِىِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْاَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ بْنِ مَنَاةَ ابْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ اِلٰى حَرَامٍ وَهُوَ الْاَبُ الثَّالِثُ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيْكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَاَبَا طَلْحَةَ وَاُبَيًّا قَالَ الْاَنْصَارِىُّ بَيْنَ اُبَىٍّ وَ اَبِىْ طَلْحَةَ سِتَّةُ اٰبَاءٍ ـ

১৬৮৯। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন কুরআনের এই আয়াত – "তোমরা ততক্ষণ কল্যাণের অধিকারী হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মহব্বতের বস্তু খরচ কর" — তখন আবু তালহা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে হয় আমাদের রব আমাদের ধনসম্পদ চাচ্ছেন। আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার আরীহা নামক স্থানের যমীন তাঁর (আল্লাহ্) জন্য দান করছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি তা তোমার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করে দাও। আবু তাল্হা (রা) তা হাস্সান ইব্ন ছাবিত ও উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-র মধ্যে বন্টন করে দেন — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٦٩٠- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ لِىْ جَارِيَةٌ فَعَتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اٰجَرَكِ اللّٰهُ اَمَا اِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ ۔

১৬৯০। হান্নাদ ইব্‌নুস সারী (র) ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার একটি ক্রীতাদাসী ছিল, যাকে আমি আযাদ করে দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলে আমি তাঁকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করি। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এর সওয়াব দান করুন। কিন্তু যদি তুমি তাকে তোমার মাতুল গোষ্ঠীকে দান করতে তবে তোমার অধিক সওয়াব হত — (নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

١٦٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عِنْدِيْ دِيْنَارٌ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى نَفْسِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى وَلَدِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى زَوْجَتِكَ اَوْ زَوْجِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلٰى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِيْ اٰخَرُ قَالَ اَنْتَ اَبْصَرُ ۔

১৬৯১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দান-খয়রাতের নির্দেশ দেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার নিজের জন্য দান কর। অতঃপর সে বলে, আমার নিকট আরো একটি (দীনার) আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার সন্তানদের জন্য দান কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন ঃ তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য সদ্‌কা কর অথবা (স্ত্রী হলে) স্বামীর জন্য সদ্‌কা কর। সে বলে, আমার নিকট আরো একটি দীনার আছে। তিনি বলেন, তুমি তা তোমার খাদেমদের জন্য সদ্‌কা কর। সে আবার বলে, আমার কাছে আরো একটি আছে। তিনি বলেন ঃ তুমিই ভালো জান (তা দিয়ে তোমার কি করা উচিৎ) — (নাসাঈ)।

١٦٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ نَا اَبُوْ اِسْحٰقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُوْتُ ۔

১৬৯২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করছে অথবা যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব তার উপর – সে তাদের অবজ্ঞা করছে — (নাসাঈ, মুসলিম)।

١٦٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ وَهٰذَا حَدِيْثُهُ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِىْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِىْ اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -

১৬৯৩। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ্ (র) ... আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, (দুনিয়াতে তার) রিযিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হোক এবং তার মৃত্যু বিলম্বিত হোক — সে যেন অবশ্যই তার আত্মীয় সম্পর্ক অটুট রাখে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

١٦٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالاَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا الرَّحْمٰنُ وَهِىَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِّنْ اِسْمِىْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ -

১৬৯৪। মুসাদ্দাদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ আমি 'রহমান', আর আত্মীয় সম্পর্ক হল 'রাহেম'। আমি আমার নাম হতে তা বের করেছি। কাজেই যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সংগে সম্পর্ক অটুট রাখে, আমি তার নিকটবর্তী হই। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি আমার সম্পর্কও তার সাথে ছিন্ন করি — (তিরমিযী, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِىُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ الرَّوَّادَ اللَّيْثِىَّ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

১৬৯৫। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুতাওয়াক্কিল (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ... পূর্বক্তো হাদীছের অনুরূপ।

١٦٩٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ ـ

১৬৯৬। মুসাদ্দাদ (র) ... যুবায়ের ইব্‌ন মুত'ইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আত্মীয় সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

١٦٩٧- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الاَعْمَشِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو وَفِطْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَ الْحَسَنُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْوَاصِلَ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا ـ

১৬৯৭। ইব্‌ন কাছীর (র) ... আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ আত্মীয় সম্পর্ক সংযুক্তকারী ঐ ব্যক্তি নয়, যে উপকারের বিনিময়ে উপকার দ্বারা দান করে, বরং সেই ব্যক্তি — যখন আত্মীয়তা ছিন্ন হয়, তখন সে আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযুক্ত করে নেয় — (বুখারী, তিরমিযী)।

٤٦ـ بَابٌ فِى الشُّحِّ

৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ কৃপণতার নিন্দা

١٦٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا ـ

১৬৯৮। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বলেন ঃ তোমরা কৃপণতাকে ভয় কর। কেননা কৃপণতার কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। তাদের লোভ-লালসা তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দিয়েছে — তখন তারা কৃপণতা করেছে। আর তা তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে — তখন তারা তা ছিন্ন করেছে। আর তা তাদেরকে লাম্পট্যের দিকে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে — (নাসাঈ, আহমাদ)।

١٦٩٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ حَدَّثَنِىْ اَسْمَاءُ بِنْتُ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لِىْ شَئٌ اِلاَّ مَا اَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ اَفَاُعْطِىْ مِنْهُ قَالَ اَعْطِىْ وَلاَ تُوْكِىْ فَيُوْكٰى عَلَيْكِ -

১৬৯৯। মুসাদ্দাদ (র) ... আসমা বিন্‌তে আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়ের (তাঁর স্বামী) তাঁর ঘরে যে মাল আনেন তা ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নাই। আমি কি তা হতে দান -খয়রাত করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তুমি তা হতে দান করবে এবং সম্পদ জমা করবে না। কেননা তুমি তা ধরে রাখলে তোমার রিযিকও স্থগিত করে রাখা হবে - (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)।

١٧٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِيْنَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ اَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْطِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ -

১৭০০। মুসাদ্দাদ (র) ... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মিস্‌কীনদের সংখ্যা গণনা করলেন। ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ অন্য রাবীর বর্ণনায় আছে — তিনি সদকার পরিমাণ গণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ তুমি দান কর এবং তা গণনা কর না। কেননা (যদি তুমি এইরূপ কর) গুণে গুণে প্রাপ্ত হবে — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

কিতাবুয যাকাত সমাপ্ত

٤ـ كِتَابُ اللُّقْطَةِ

৪. অধ্যায় ঃ হারানো প্রাপ্তি

١٧٠١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِى اطْرَحْهُ فَقُلْتُ لاَ وَلٰكِنْ اِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَالاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ قَالَ فَحَجَجْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى الْمَدِيْنَةِ فَسَاَلْتُ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَاَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَمْ اَجِدْ مَنْ يَّعْرِفُهَا فَقَالَ احْفَظْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالاَّ فَسْتَمْتِعْ بِهَا وَقَالَ لاَ اَدْرِىْ اَثَلاَثًا قَالَ عَرِّفْهَا اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ـ

১৭০১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর (র) ... সুওয়ায়েদ ইব্‌ন গাফালা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি য়াযীদ ইব্‌ন সূহান ও সুলায়মান ইব্‌ন রাবীআর সাথে একত্রে যুদ্ধ করেছি। আমি পথিমধ্যে একটি চাবুক পেলাম। আমার সাথীদ্বয় আমাকে বলেন ঃ তা ফেলে দাও (কেননা তা অন্যের মাল)। আমি বললাম, না, যদি আমি এর মালিককে পাই (তবে তাকে এটা ফেরত দেব) অন্যথায় আমি নিজে তা ব্যবহার করব। রাবী বলেন ঃ অতঃপর আমি হজ্জ সমাপন করে মদীনায়.উপনীত হই এবং (এ সম্পর্কে) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন ঃ আমি একটি থলে পেয়েছিলাম — যার মধ্যে একশত 'দীনার' ছিল। আমি (তা নিয়ে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খিদ্‌মতে হাজির হলে তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর যাবত এ (প্রাপ্ত মাল) সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাক। আমি পূর্ণ এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁর নিকট উপস্থিত হই। তিনি আরো এক বছরের জন্য ঘোষণা দিতে বলেন। আরো এক বছর ঘোষণা দেওয়ার পর পুনরায় তাঁর খিদমতে হাযির হলে তিনি আরো এক (তৃতীয়) বছরের জন্য ঘোষণা দিতে নির্দেশ দেন। আমি আরো এক

বছর ঘোষণা দিতে থাকি। অতঃপর তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বলি, আমি এর মালিকের কোন সন্ধান পাইনি। তিনি বলেন ঃ এর সংখ্যা নিরূপণ কর এবং এর থলি ও মুখ বাঁধার রশি হেফাযত কর। এমতাবস্থায় যদি এর মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দিবে)। আর যদি সে না আসে, তবে তুমি তা কাজে লাগাবে। রাবী (শোবা) বলেন ঃ "এর ঘোষণা দিতে থাক" কথাটি তিনি (সালামা) তিন বার না একবার বলেছেন — তা আমার মনে নেই — (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٧٠٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَرِّفْهَا حَوْلاً قَالَ ثَلٰثَ مِرَارٍ قَالَ فَلاَ اَدْرِىْ قَالَ لَهُ ذٰلِكَ فِىْ سَنَةٍ اَوْ فِىْ ثَلاَثِ سِنِيْنَ ـ

১৭০২। মুসাদ্দাদ (র) ... শো'ব (র) হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। রাবী শোবা বলেন ঃ "এর ঘোষণা এক বছর পর্যন্ত দিবে।" তিনি তিন বার একথা বলেছেন। রাবী বলেন ঃ আমার জানা নাই যে, তিনি (সালামা) এক বছরের কথা বলেছেন না তিন বছরের কথা বলেছেন।

١٧٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ بِاِسْنَادِه وَمَعْنَاهُ قَالَ فِى التَّعْرِيْفِ قَالَ عَامَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً قَالَ وَاَعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَ هَا وَ كَاءَ هَا زَادَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ ـ

১৭০৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... সালামা ইব্ন কুহাইল (রহ্) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এর ঘোষণা দেওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ তা দুই অথবা তিন বছর। তিনি আরও বলেন, এর পরিমাণ, থলি ও মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখ। এতে আরো আছে — যদি এর মালিক এসে যায় এবং এর সংখ্যা ও থলি চিনতে পারে তবে তাকে তা প্রত্যর্পণ কর।

١٧٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اَعْرِفْ وِكَاءَ هَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَاِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَاِنَّمَا هِىَ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَضَالَّةُ الاِبِلِ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ اَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاءُ هَا وَسِقَاؤُهَا حَتّٰى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ـ

১৭০৪। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র) ... যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পথিমধ্যে পতিত জিনিস (লুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন ঃ তুমি এক বছর যাবত ঐ মাল সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকবে। অতঃপর তুমি ঐ থলি ও তার বন্ধন চিনে রাখ, অতঃপর তা (তোমার প্রয়োজনে) খরচ করতে পার। পরে যদি এর মালিক আসে তখন তুমি তার মাল তাকে ফেরত দিবে। সেই প্রশ্নকারী আবার বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হারানো বকরীর হুকুম কি? তিনি বলেন ঃ তুমি তা ধরে রাখ। তা হয় তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। অতঃপর সে ব্যক্তি প্রশ্ন করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম কি? এ কথায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হন এবং এমনকি তার চিবুক রক্তিম বর্ণ ধারণ করে অথবা (রাবীর সন্দেহে) তাঁর চেহারা রক্তিমাভ হয়। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এর সাথে তোমার কি সম্পর্ক (অর্থাৎ তা ধরার কোন প্রয়োজন নাই)। কেননা এর পা আছে এবং এর পেটের মধ্যে (পানের জন্য) পানিও আছে, যতক্ষণ না এর মালিক এসে যায় — (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٧٠٥- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مَالِكٌ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ سِقَاءُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ وَلَمْ يَقُلْ خُذْهَا فِيْ ضَالَّةِ الشَّاءِ وَقَالَ فِي اللُّقْطَةِ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتَنْفِقْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُوْلُوْا خُذْهَا ـ

১৭০৫। ইব্‌নুস-সারহি (র) ... মালিক (র) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। এতে আরো আছে ঃ এর পেটে সংরক্ষিত পানি আছে, সে পানিতে যেতে পারবে এবং গাছপালা ভক্ষণ করতে পারবে। আর তিনি (রাবী) হারানো বক্‌রী সম্পর্কে বলেননি ঃ তা আবদ্ধ করে রাখ। আর তিনি লুক্‌তা বা হারানো প্রাপ্তি সম্পর্কে বলেছেন, এতদসম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইত্যবসরে যদি এর মালিক আসে তবে তাকে তা প্রদান করবে; অন্যথায় তোমার যা খুশী করবে। অনন্তর তাতে "ইসতানফিক" শব্দটি নাই। আবু দাউদ বলেন, আছ-ছাওরী, সুলাইমান ইব্‌ন বিলাল ও হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা এ হাদীছ রবীআর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ; কিন্তু তাদের বর্ণনায় "খুযহা" শব্দ নেই।

١٧٠٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ يَعْنِيْ ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الْجُهَنِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَاَدِّهَا اِلَيْهِ ـ

১৭০৬। মহাম্মাদ ইব্ন রাফে (র) ... যায়েদ ইব্ন খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লুক্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তুমি ঐ সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইতিমধ্যে যদি এর মালিক এসে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তুমি এর থলি ও মুখবন্ধনী চিনে রাখ। অতঃপর নিজে তা ব্যবহার করবে। পরে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে ফেরত দিবে।

١٧٠٧ـ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ حَدَّثَنِيْ اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ اَنَّهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ رَبِيْعَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا اِلَيْهِ وَاِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اَقْبِضْهَا فِيْ مَالِكَ فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ ـ

১৭০৭। আহমাদ ইব্ন হাফ্স (র) ... যায়েদ ইব্ন খালিদ আল্-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয় ... রাবীআর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ ? এবং বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে লুক্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ এর সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে। ইতিমধ্যে যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে ফেরত দিবে। আর মালিক যদি না আসে তবে তুমি ঐ থলি ও মুখবন্ধন চিনে রাখ। অতঃপর নিজের মালের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। এর পরেও যদি এর মালিক আসে তবে তা তাকে প্রত্যর্পণ করবে।

١٧٠٨ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ وَرَبِيْعَةَ بِاِسْنَادِ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيْهِ فَاِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ وَقَالَ حَمَّادٌ اَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِيْ زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَرَبِيْعَةُ اِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَ وِكَاءَهَا وَحَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيْضًا قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً وَحَدِيْثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ـ

১৭০৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ... ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও রাবীআ (র) রাবী কুতায়বা বর্ণিত হাদীছের সনদ ও বিষয়বস্তুর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এতে আরও বর্ণনা করেছেন ঃ যদি এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) এসে যায় এবং এর থলি ও পরিমাণ সম্পর্কে ঠিকভাবে বলতে পারে তবে তা তাকে ফেরত দিবে।

রাবী হাম্মাদ ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমার হতে, তিনি আমর ইব্ন শুআয়েব হতে, তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ...।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন ঃ রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালমা, সালামা ইব্ন কুহায়েল, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমারের হাদীছের মধ্যে যা অতিরিক্ত বর্ণনা করছেন তা হল ঃ যদি এর মালিক এসে যায় এবং সে তার থলি ও মুখবন্ধনী চিনতে পারে। আর রাবী উকবা ইব্ন সুওয়ায়েদ, যিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে, একইরূপ বর্ণনা করেছেনঃ "এক বছর যাবত ঐ প্রাপ্ত মাল সম্পর্কে ঘোষণা দিতে থাকবে।" আর হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা)-ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাতে আছে ঃ "ঐ প্রাপ্ত মাল সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাকবে।"

١٧٠٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى يَعْنِي ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ الْمَعْنٰى عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ اَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمْ وَلَا يُغَيِّبْ فَاِنْ وَجَدَ صَاحِبَهَا فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَاِلَّا فَهُوَ مَالُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ـ

১৭০৯। মুসাদ্দাদ (র) ... ইয়াদ ইব্ন হিমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি লুক্তা প্রাপ্ত হয় সে যেন একজন সত্যবাদী লোককে এব্যাপারে সাক্ষী রাখে অথবা দুই জনকে। আর সে যেন তা গোপন বা আত্মসাৎ না করে। যদি সে এর মালিককে পেয়ে যায় তবে তাকে তা ফেরত দিবে। অন্যথায় তা আল্লাহ তাআলার মাল, যা তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন -- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٧١٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ اَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِىْ حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوْبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ اَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِيْنُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَذَكَرَ فِىْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ وَالْاِبِلِ كَمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقْطَةِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمِيْتَاءِ اَوِالْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَاِنْ جَاءَ طَالِبُهَا فَادْفَعْهَا اِلَيْهِ فَاِنْ لَّمْ يَاْتِ فَهِىَ لَكَ وَمَا كَانَ فِى الْخَرَابِ يَعْنِىْ فَفِيْهَا وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ ـ

১৭১০। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্নুল আস্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বৃক্ষে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যদি কেউ তা খায় এবং সে যদি অভাবী হয়, আর সে তা লুকিয়ে না নেয় তবে এজন্য তার কোন গুনাহ নাই। আর যদি কেউ তা লুকিয়ে নিয়ে যায়— তবে জরিমানাস্বরূপ তার নিকট হতে দ্বিগুণ আদায় করা হবে এবং উপরোক্ত শাস্তিও ভোগ করতে হবে। আর যদি কেউ খেজুর চুরি করে — এমতাবস্থায় যে, তা বৃক্ষ হতে কেটে খলিয়ানে শুকাতে দেওয়া হয়েছে এবং ঐ চুরিকৃত খেজুরের মূল্য একটি বর্মের মূল্যের সম পরিমাণ হয়— তবে তার হাত কাটা যাবে। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর) হারানো প্রাপ্ত বকরী ও উটের কথা বর্ণনা করেছেন, যেমন অন্য রাবী (যায়েদ ইব্ন খালিদ) বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাঁকে (স) লুক্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যা কিছু জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় বা জনপদে পাওয়া যায় — সে সম্পর্কে এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে হবে। যদি এর মালিক এসে যায় তবে তা তাকে প্রদান করতে হবে। আর যদি না আসে তবে তা তোমার জন্য। আর যে লুকতা জনপদের বাইরে এবং যমীনের মধ্যে যে গুপ্তধন পাওয়া যাবে, তার যাকাত হল এক-পঞ্চমাংশ — (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

١٧١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ يَعْنِى ابْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ بِهٰذَا قَالَ فِيْ ضَالَّةِ الشَّاءِ قَالَ فَاجْمَعْهَا ـ

১৭১১। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ... আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) হতে এই সনদে ... পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই সূত্রে আরও আছে ঃ নবী করীম (স) হারানো বক্‌রী ধরে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

١٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهٰذَا بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ فِيْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ لَكَ اَوْ لاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ خُذْهَا قَطُّ وَكَذَا قَالَ فِيْهِ اَيُّوْبُ وَعَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَخُذْهَا ـ

১৭১২। মুসাদ্দাদ (র) ... আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ... । রাবী তাঁর হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, হারানো প্রাপ্ত বক্‌রী তোমার জন্য, অথবা তোমার ভাইয়ের জন্য, অন্যথায় তা নেকড়ে বাঘের জন্য। কাজেই তুমি তা ধরে রাখ।

রাবী আয়্যুব, য়াকূব ইব্‌ন আতা হতে, তিনি আমর ইব্‌ন শুআয়েব হতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ তুমি তা ধরে রাখ।

١٧١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلاَءِ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ ابْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِيْ ضَالَّةِ الشَّاءِ فَاجْمَعْهَا حَتّٰى يَاْتِيَهَا بَاغِيْهَا ـ

১৭১৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র) ... আমর ইব্‌ন শুআয়েব (র) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ ... । হারানো প্রাপ্ত বক্‌রী সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ তুমি তা ধরে হেফাযত কর, যতক্ষণ না এর অনুসন্ধানকারী (মালিক) আসে।

١٧١٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْاَشَجِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعِيْدٍ اَنَّ عَلِيَّ

بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَجَدَ دِيْنَارًا فَاَتٰى بِهٖ فَاطِمَةَ فَسَاَلَتْ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ هُوَ رِزْقُ اللّٰهِ فَاَكَلَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَكَلَ عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَنْشُدُ الدِّيْنَارَ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ اَدِّ الدِّيْنَارَ ـ

১৭১৪। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা (র) ... আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) পথিমধ্যে পতিত কিছু দীনার পান। তিনি তা হযরত ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে এলে তিনি সেই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন ঃ তা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা দ্বারা খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া ভক্ষণ করেন এবং আলী (রা) ও হযরত ফাতিমা (রা)-ও ভক্ষণ করেন। এর কিছু পর এক মহিলা আগমন করে, যে হারানো দীনার অনুসন্ধান করছিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আলী! তুমি তার দীনার পরিশোধ কর।

١٧١٥- حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِىِّ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّهُ الْتَقَطَ دِيْنَارًا فَاشْتَرٰى بِهٖ دَقِيْقًا فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيْقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّيْنَارَ فَاَخَذَهُ عَلِىٌّ فَقَطَعَ مِنْهُ قِيْرَاطَيْنِ فَاشْتَرٰى بِهٖ لَحْمًا ـ

১৭১৫। আল-হায়ছাম ইব্‌ন খালিদ আল্‌ জুহানী (র) ... আলা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি পথিমধ্যে কিছু পতিত দীনার প্রাপ্ত হন এবং তা দিয়ে কিছু আটা ক্রয় করেন। আটা বিক্রেতা তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জামাতা হিসাবে চিনিতে পেরে দীনার তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অতঃপর আলী (রা) তা গ্রহণ করে তা ভাঙিয়ে দুই কিরাতের গোশত খরিদ করেন।

١٧١٦- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيْسِىُّ اَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ نَا مُوْسَى بْنُ يَعْقُوْبَ الزَّمْعِىُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ دَخَلَ عَلٰى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ يَبْكِيَانِ فَقَالَ مَا يُبْكِيْهِمَا قَالَتِ الْجُوْعُ فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَوَجَدَ دِيْنَارًا بِالسُّوْقِ فَجَاءَ اِلٰى فَاطِمَةَ وَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اذْهَبْ اِلٰى فُلَانٍ الْيَهُوْدِىِّ فَخُذْ لَنَا دَقِيْقًا فَجَاءَ الْيَهُوْدِىَّ فَاشْتَرٰى بِهٖ دَقِيْقًا فَقَالَ الْيَهُوْدِىُّ اَنْتَ

خَتَنُ هٰذَا الَّذِىْ يَزْعُمُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ دِيْنَارَكَ وَلَكَ الدَّقِيْقُ فَخَرَجَ عَلِىٌّ حَتّٰى جَاءَ بِهٖ فَاطِمَةَ فَاَخْبَرَهَا فَقَالَتْ اِذْهَبْ اِلٰى فُلاَنٍ الْجَزَّارِ فَخُذْلَنَا بِدِرْهَمٍ لَحْمًافَذَهَبَ فَرَهَنَ الدِّيْنَارَ بِدِرْهَمٍ لَحْمٍ فَجَاء بِهٖ فَعَجَنَتْ وَنَصَبَتْ وَخَبَزَتْ وَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِيْهَا فَجَاءَهُمْ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَذْكُرُلَكَ فَاِنْ رَاَيْتَهُ لَنَا حَلاَلاً اَكَلْنَاهُ وَاَكَلْتَ مَعَنَا مِنْ شَانِهٖ كَذَا وَكَذَا قَالَ كُلُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فَاَكَلُوْا فَبَيْنَا هُمْ مَكَانَهُمْ اِذْ غُلاَمٌ يَنْشُدُ اللّٰهَ وَالْاِسْلاَمَ الدِّيْنَارَ فَاَمَرَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُعِىَ لَهُ فَسَاَلَهُ فَقَالَ سَقَطَ مِنِّىْ فِى السُّوْقِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِىُّ اذهَبْ اِلَى الْجَزَّارِ فَقُلْ لَّهُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَكَ اَرْسِلْ اِلَىَّ بِالدِّيْنَارِ وَدِرْهَمُكَ عَلَىَّ فَاَرْسَلَ بِهٖ فَدَفَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ -

১৭১৬। জাফর ইব্‌ন মুসাফির (র) ... সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) ফাতিমা (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে হাসান ও হুসায়েন (রা)-কে ক্রন্দনরত দেখতে পান। তিনি তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ফাতিমা (রা) বলেন, তাঁরা ক্ষুধায় অস্থির হয়ে কাঁদছে। আলী (রা) ঘর হতে বের হয়ে যান এবং বাজারে একটি দীনার পতিতাবস্থায় পান। তিনি তা ফাতিমা (রা)-র নিকট নিয়ে আসেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি (ফাতিমা) বলেন, এটা নিয়ে আপনি অমুক য়াহূদীর নিকট যান এবং আমাদের জন্য কিছু আটা খরিদ করে আনুন। অতঃপর তিনি (আলী) উক্ত য়াহূদীর নিকট গিয়ে তা দিয়ে আটা খরিদ করেন। ঐ য়াহূদী বলে ঃ আপনি তো ঐ ব্যক্তির জামাতা — যিনি বলেন যে, "তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল"। আলী (রা) বলেন ঃ হাঁ। তখন য়াহূদী বলে, আপনি আপনার দীনার ফেরত নেন, আর এই আটাও (বিনা মূল্যে) নিয়ে যান। অতঃপর আলী (রা) তা নিয়ে ফাতিমা (রা)-র নিকট ফিরে এসে তাঁকে বিষয়টি অবহিত করেন। ফাতিমা (রা) আলী (রা)-কে বলেন, আপনি এখন অমুক কসাইয়ের নিকট যান এবং আমাদের জন্য এক দিরহামের গোশত খরিদ করে আনুন। তখন তিনি গমন করেন এবং দীনারটি বন্ধক রেখে এক দিরহাম মূল্যের গোশত খরিদ করেন। অতঃপর তিনি তা নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ফাতিমা (রা) আটার রুটি তৈরী করেন এবং গোশত পাকানোর জন্য চুলার উপর হাঁড়ি বসান এবং নবী করীম (স)-কে খবর দেন। তিনি (স) তাঁদের নিকট আগমন করেন। ফাতিমা (রা) বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এখন আমি আপনার নিকট

দীনারের ঘটনা ব্যক্ত করব। যদি আপনি তা আমাদের জন্য হালাল মনে করেন, তবে আমরা তা ভোগ করব এবং আমাদের সাথে আপনিও তা খাবেন। আর ব্যাপার এইরূপ। সবকিছু শ্রবণের পর তিনি বলেন ঃ তোমরা সকলে তা "বিস্‌মিল্লাহ্" বলে ভক্ষণ কর। তাঁরা সকলে তা আহার করছিলেন, এমন সময় এক যুবক আল্লাহ্ ও ইসলামের নামে শপথ উচ্চারণ পূর্বক দীনারের অন্বেষণ করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকার নির্দেশ দেন এবং তাকে ঐ দীনার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। সে বলে, তা আমার নিকট হতে বাজারে হারিয়ে গিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, হেআলী! তুমি ঐ কসাইয়ের নিকট যাও এবং তাকে বল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনাকে দীনারটি আমার নিকট ফেরত দিতে বলেছেন এবং আপনার দিরহাম তিনি দেবেন। কসাই ঐ দীনারটি ফেরত দেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তা ঐ যুবককে ফেরত দেন।

١٧١٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِيِّ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ وَاَشْبَاهِهٖ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَبِىْ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهٖ وَرَوَاهُ شَبَابَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانُوْا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১৭১৭। সুলায়মান ইব্‌ন আব্দুর রহমান (র) ... জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লাঠি, রশি, চাবুক এবং অনুরূপ পতিত বস্তু ব্যবহারের অনুমতি দেন।

١٧١٨- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرَمَةَ اَحْسِبُهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ضَالَّةُ الْاِبِلِ الْمَكْتُوْمَةُ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا -

১৭১৮। মাখলাদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হারানো প্রাপ্ত উটের হুকুম হল — যদি কেউ তা প্রাপ্তির পর গোপন করে তবে তাকে জরিমানাস্বরূপ ঐ উটের সাথে অনুরূপ আরো একটি উট প্রদান করতে হবে।

١٧١٩- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالاَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ اللُّقْطَةِ الْحَاجِّ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِىْ فِىْ لُقْطَةِ الْحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتّٰى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرٍو ـ

১৭১৯। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ (র) ... আব্দুর রহমান ইব্‌ন উছমান আত-তায়মী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় হাজ্জীদের হারানো বস্তু তুলে নিতে নিষেধ করেছেন। আহ্‌মাদ — ইব্‌ন ওহাব হতে হজ্জের মৌসুমে পতিত মাল (লুক্‌তা) সম্পর্কে বলেছেন, তা পতিত অবস্থায় থাকতে দিবে যেন তার মালিক তা পেতে পারে — (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٧٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ جَرِيْرٍ بِالْبَوَازِيْجِ فَجَاءَ الرَّاعِىْ بِالْبَقَرِ وَفِيْهَا بَقَرَةٌ لَيْسَتْ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ جَرِيْرٌ مَا هٰذِهِ قَالَ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ لاَ نَدْرِىْ لِمَنْ هِىَ فَقَالَ جَرِيْرٌ اَخْرِجُوْهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَأْوِى الضَّالَّةَ اِلاَّ ضَالٌّ ـ

১৭২০। আমর ইব্‌ন আওন (র) ... আল-মুনযির ইবন জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাওযীজ নামক স্থানে জারীর (রা)-র সাথে ছিলাম। রাখাল গরুর পালসহ উপস্থিত হলে তার মধ্যে বাইরের একটি গরুও ছিল। জারীর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কোথা থেকে এলো? রাখাল বলল, আমাদের গরুর সাথে এসে যোগ দিয়েছে, কে তার মালিক জানি না। জারীর (রা) বলেন, পাল থেকে এটা বের করে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই হারানো পশুকে আশ্রয় দেয় — (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, মুসলিম)।

ইফাবা—২০০৬-২০০৭-প্র/৮০৬৯(উ)-৫২৫০